আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

নভেম্বর,২০১৯ইসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

নভেম্বর, ২০১৯ঈসায়ী

সূচিপত্র

৩০শে নভেম্বর, ২০১৯

ভারতে আর্থিক মন্দার জেরে দেশে ক্রমেই বাড়ছে বেকার যুবক-যুবতীর সংখ্যা! এর ফলে যেকোনও ধরনের সরকারি চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছেন সবাই। পরিবারকে সুরক্ষা দিতে ও সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে হাঁটতেই লাখ টাকার বেসরকারি চাকরির বদলে ৩০-৪০ হাজারের সরকারি চাকরির দিকেই ঝুঁকছেন তাঁরা। পরিস্থিতি এতটাই ভয়ানক হয়ে পড়েছে যে পরিচ্ছন্ন কর্মীর পদে চাকরি করার জন্য আবেদন জমা করছেন স্নাতক থেকে ইঞ্জিনিয়ারও।

সম্প্রতি এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোরে। সেখানকার পৌরনিগমের পক্ষ থেকে ৫৪৯টি গ্রেড-১ সাফাই কর্মী পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। আবেদনপত্র সংগ্রহের পর দেখা যায় সাফাই কর্মী হওয়ার জন্য আবেদন করেছেন সাত হাজার ইঞ্জিনিয়ার, ডিপ্লোমাধারী ও অনেক স্নাতক।

কোয়েম্বাটোর পৌরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, আবেদনপত্রগুলি খতিয়ে দেখে মোট ৭০০০ জনকে নির্বাচন করা হয়েছিল। গত বুধবার থেকে তাঁদের ইন্টারভিউও শুরু হয়েছে। তবে আবেদনকারীদের পরিচয় দেখে চমকে গিয়েছেন পরীক্ষকরা। কারণ দেখা গিয়েছে আবেদনকারীদের মধ্যে ৭০ শতাংশ প্রার্থীই এসএসএলসি পরীক্ষায় পাশ করেছেন। আর তার মধ্যে বেশিরভাগই রয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার, স্নাতকোত্তর, স্নাতক ও ডিপ্লোমাধারী।

কিছু ক্ষেত্রে এমন প্রার্থীর আবেদনপত্রও পাওয়া গিয়েছে যাঁরা বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করা সত্ত্বেও সাফাই কর্মীর পদের জন্য চেষ্টা করছে। আসলে এই পদ যোগ দিলে শুরুতে মাইনে পাওয়া যাবে ১৫,৭০০ টাকা। যা আকর্ষণ করেছে চাকরি প্রার্থীদের। এমনকী গত ১০ বছর ধরে ঠিকাদারের অধীনে কাজ করা শ্রমিকরা এই পদে চাকরির জন্য আবেদন করেছে। শুধু স্থায়ী চাকরির আশাতেই একের পর এক আবেদন জমা পড়েছে। নিয়োগের দায়িত্বে থাকা পৌরনিগমের আধিকারিকরা জানান, স্নাতক হওয়ার পরেও একটা বড় অংশের যুবক-যুবতী কোনও চাকরি পাননি। যার জেরে বাধ্য হয়েই পরিচ্ছন্ন কর্মী হিসাবে চাকরি পাওয়ার জন্য আবেদন করেছে।

ভারতে চলতি বছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে জিডিপি বৃদ্ধির হার নেমে এসেছে ৪.৫ শতাংশে।

শনিবার (৩০ নভেম্বর) দেশটির সরকারি পরিসংখ্যানে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুধু অক্টোবরে ভারতের আটটি প্রধান পরিকাঠামো ক্ষেত্রের উৎপাদন সরাসরি ৫.৮ শতাংশ কমেছে। অর্থ বছরের প্রথম সাত মাসেই রাজকোষ ঘাটতি ৭.২ লাখ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা গোটা বছরের আনুমানিক রাজকোষ ঘাটতির পরিমাণের থেকে বেশি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় দেশের আর্থিক বৃদ্ধির গড় হার ৩.৫ শতাংশের আশেপাশে। মোদি সরকার দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় আসার পর জুলাইয়ে সংসদে আর্থিক অবস্থা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়ে নতুন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন পাল্টা বলেছিলেন, ‘কংগ্রেস আমলে অর্থনীতি কেন দ্বিগুণ হয়নি? তখন কেন হিন্দু রেট অব গ্রোথ চাপানো হয়েছিল!’ এ বার মোদির আমলেই প্রবৃদ্ধির হার ৪.৫ শতাংশে নেমে আসায় প্রশ্ন উঠছে, ‘হিন্দু রেট’-এই কি ভারত ফিরে যাচ্ছে?

প্রতিবেদনে জানায়, কারখানার উৎপাদনে নিম্নমুখী। বেসরকারি লগ্নি আসছে না। বিশ্ব বাজারে ঝিমুনির ফলে রফতানিতেও ভাটার টান। অর্থনীতির চারটি ইঞ্জিনই ঠিক মতো না চলায় তার ধাক্কা লেগেছে অর্থনীতিতে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ আজ অর্থনীতির অবস্থাকে ‘গভীর ভাবে চিন্তাজনক’ বলে আখ্যা দিয়েছে।

২০১২-১৩-র জানুয়ারি-মার্চে বৃদ্ধির হার ৪.৩ শতাংশে নেমে এসেছিল। সেই অর্থ বছরে বৃদ্ধির হার মাত্র ৪.৫ শতাংশ ছিল। চলতি অর্থ বছরের প্রথম তিন মাস, এপ্রিল থেকে জুনে বৃদ্ধির হার ছিল ৫ শতাংশ। পরের তিন মাসে তা ৪.৫ শতাংশে নেমে আসায় এই অর্থ বছরে বৃদ্ধির হার ৬ শতাশের গণ্ডি টপকাতে পারবে কি না, তা নিয়েই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কারণ অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে বৃদ্ধির হার মাত্র ৪.৮ শতাংশ। যা গত বছরে ছিল ৭.৫ শতাংশ।

সুত্রঃ ইনসাফ২৪

সংকট কাটাতে তড়িঘড়ি আমদানি করা হলেও বাজারে পেঁয়াজের ঝাঁজ কমেনি। মানভেদে প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজ খুচরায় বিক্রি হচ্ছে ২১৫-২২০ টাকায়।

কোনো কোনো দোকানে অবশ্য ২৩০ থেকে ২৪০ টাকায় বিক্রি হতেও দেখা গেছে। আর আমদানি করা পেঁয়াজ কেজি ২০০ টাকার নিচে বিক্রি হচ্ছে। বিক্রেতারা বলছেন, পেঁয়াজের দাম গত দুই দিন বাড়েনি। তবে দাম কমছেও না। দেশি পেঁয়াজের দাম বেশি হলেও সরবরাহ কিছুটা কম। আমদানি পেঁয়াজের সরবরাহ হলেও দাম কমছে না।

এদিকে পেঁয়াজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাজারে সব ধরনের সবজির দামও চড়া। শীতের সবজি বাজারে এলেও দাম অনেক। গত এক সপ্তাহ আগে বাজারে সবজির যে দাম ছিল, এখনো ওই একই দামে কিনতে হচ্ছে ভোক্তাকে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর পাঁচটি কাঁচাবাজার ঘুরে দেখা গেছে, শীতের সবজিতে ভরপুর থাকলেও দামে চড়া। খুচরা বাজারে পেঁয়াজের দামও কমেনি। ২১৫ থেকে ২২০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে দেশি পেঁয়াজ।

পেঁপে ছাড়া সব ধরনের সবজি প্রতি কেজি ৫০ টাকার ওপরে। পেঁপে বিক্রি হচ্ছে ৩০ টাকা কেজি।

টিসিবির বাজার পর্যালোচনা বলছে, গতকাল পেঁয়াজ, খোলা ময়দা, ডাল, আলু, এলাচ ও ব্রয়লার মুরগির দাম বেড়েছে। আর আদার দাম সামান্য কমে অন্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রয়েছে।

বাজার ঘুরে দেখা যায়, শীতের ফুলকপি প্রতি পিস বিক্রি হচ্ছে ৪০ থেকে ৬০ টাকায়। নতুন দেশি আলু বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকা কেজি। মরিচের দাম কেজিতে ৫-৭ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। ভালো মানের কাঁচা মরিচ বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৮০-৯০ টাকা।

শীতের সবজি শিমের দামও কমেনি। গতকাল চ্যাপ্টা ও লম্বা শিম প্রতি কেজি বিক্রি হয়েছে ৫০ থেকে ৬০ টাকা। নতুন কাঁচা টমেটো বিক্রি হয়েছে ৮০ থেকে ৮৫ টাকা। সাদা ও কালচে রঙের বেগুন বিক্রি হয়েছে ৫০ টাকা কেজি। লালশাক প্রতি আঁটি ১৫ থেকে ২০ টাকা।

ব্রয়লার মুরগির দাম বাড়তি: বাজার ঘুরে দেখা গেছে, ব্রয়লার মুরগির দাম কেজিতে ৫ থেকে ১০ টাকা বেড়েছে। গত সপ্তাহে ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হয়েছে ১১০ থেকে ১২০ টাকা কেজি। গতকাল বিক্রি হয়েছে ১১৫ থেকে ১২৫ টাকা কেজি।

সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

পর্যাপ্ত পানি পরিশোধনের ব্যবস্থা না থাকায় হাতিরঝিলের পানির গুণগত মান খারাপ হতে হতে প্রকট আকার ধারণ করেছে। পয়োনিষ্কাশনের ময়লা, আবর্জনা ও নোংরা পানি ঢুকে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে ঝিলের পানি। বাতাসে উৎকট গন্ধ। হাতিরঝিল ঘুরে দেখা গেছে, ঝিলের প্রায় সব অংশ থেকেই পচা পানির দুর্গন্ধ ভাসছে বাতাসে। তবে ঝিলের মগবাজার অংশে এই দুর্গন্ধ ভয়ানক আকার নিয়েছে। এই অংশে পানিতে ময়লা আর শেওলার পুরু আস্তরণ জমে কোথাও কালচে, কোথাও নীলচে, আবার কোথাও সবুজ রং ধারণ করে। বর্তমানে এই পানি জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ।

অসহনীয় দুর্গন্ধ এবং ময়লা পানির রং স্থানীয় জনগণ ও চলাচলকারীদের দুর্ভোগের কারণ ঝিলটি সবার জন্য যখন উন্মুক্ত করা হয়, তখন অবস্থা এমন ছিল না। পানিও ছিল বেশ স্বচ্ছ। স্থানীয় লোকজন জানান, বর্ষার সময় ছাড়া বছরের প্রায় সব ঋতুতেই হাতিরঝিলের পানিতে গন্ধ থাকে।পর্যাপ্ত পানি পরিশোধনের ব্যবস্থা না থাকায় বর্তমানে শ্রমিক লাগিয়ে সরানো হচ্ছে ময়লাযুক্ত শেওলার আস্তরণ। পরিষ্কারের কাজে বেশ বেগ পেতে হয় শ্রমিকদের। দুর্গন্ধময় পরিবেশে শ্রমিকেরাও আছেন স্বাস্থ্যঝুঁকিতে। প্রতিবছর হাতিরঝিলের পানির গুণগত মান খারাপ হতে হতে প্রকট আকার ধারণ করছে।বিবর্ণ পানি আর তীব্র দুর্গন্ধ হাতিরঝিলের সৌন্দর্য হারাতে বসেছে।

গত ৫ আগস্ট থেকে জম্মু ও কাশ্মীরকে দেওয়া সংবিধানের বিশেষ মর্যাদা ৩৭০ ধারা বাতিল করে কেন্দ্রের মালাউন নরেন্দ্র মোদীর সরকার।

সেই সময়েই তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল কাশ্মীরিরা। এখনও পর্যন্ত উপত্যকায় বন্ধ রয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। ঢুকতে দেওয়া হয়নি বিরোধী নেতাদের।

স্কুল-কলেজ খুললেও পড়ুয়াদের দেখা নেই। সব মিলিয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি কাশ্মীরের ।

টিডিএন বাংলার সূত্রে জানা গেছে, ৩৭০ ধারা বাতিলের পর থেকে লাগাতার ভাবে বন্ধ রয়েছে শ্রীনগরের জামা মসজিদ। সেখানে গত ১৭ টি শুক্রবার থেকে বন্ধ রয়েছে জুম্মার সালাত আদায় করা। জুম্মার নামাজের জমায়েতের উপরও মালাউন মোদি সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

এদিকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের পর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে জনগণের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা।

কাশ্মীরে ৫,০০০ জনেরও বেশি মানুষকে প্রতিরোধমূলক ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে ৫ অগাস্ট থেকে। এঁদের মধ্যে ৬০৯ জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। এঁদের মধ্যে পাথর ছোঁড়া স্বাধীনতাকামী, রাজনৈতিক কর্মী ও আরও নানা ক্ষেত্রের মানুষ রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

'নাগরিকপঞ্জি', এ শব্দই যেন আতঙ্ক, ত্রাসের সমার্থক আসাম-সহ ভারতের বাকি রাজ্যে। নাগরিক পঞ্জি তথা এনআরসি প্রাণ কেড়েছে বহু মানুষের। মধ্য আসামের আঁচলপাড়া গ্রামের থেকে ৪৫০ কিমি দূরের কেন্দ্রে নিজের নাম সংযোজন করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন কৃষক হানিফ আলি। চোদ্দ জনের পরিবারের মাথায় তখন আকাশ ভেঙে পড়েছে। এনআরসির তালিকায় তাঁদের নাম ছিলই ঠিকই কিন্তু প্রাণের বদলে 'নাম' চেয়েছিলেন কি তাঁরা? হানিফ আলির বছর পঁচিশের ভাইপো মনিরুল ইসলাম বলেন, "আমি আমার কাকার সঙ্গে ওই গাড়িতেই ছিলাম। আমাদের মতো মানুষেরা চাইছে সর্বস্ব দিয়ে এনআরসির তালিকায় নিজের নাম তুলতে। আর কতোবার নিজেদের ভারতের নাগরিক প্রমাণ করতে হবে আমাদের? এই হেনস্তা না করে তো মেরে ফেলা ভালো।"

গত সপ্তাহেই কেন্দ্র সরকার জানায় তাঁরা ফের নতুন এনআরসি করার কথা বিবেচনা করছে। তাই আতঙ্ক কমার কোনও ইঙ্গিত নেই আসামে। আঁচলপাড়া গ্রামের বিজ্ঞানের শিক্ষক বছর সাঁইত্রিশের সামসুল হক নিজে একজন এনআরসির আধিকারিক, কিন্তু নিজের বোন আবিদা সিদ্দিকের নাম তালিকায় যোগ করতে হিমসিম খাচ্ছেন আধিকারিক নিজেই। ভবিষ্যতে আবারও এনআরসি হলে, বহু মানুষেরই 'হার্ট অ্যাটাক' হতে পারে, এমন কথাও বলেছেন সামসুল। তিনি বলেন, "আমরা প্রকৃত ভারতীয়। কিন্তু বার বার আমাদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে বলা হচ্ছে। দরিদ্র মানুষদের জন্য অর্থনৈতিক বোঝা তো আছেই। তার সঙ্গে এই এনআরসি সম্মানের বোঝাও চাপিয়ে দিচ্ছে।"

তবে এনআরসি-তে নেই এমন লোকদের কী হবে সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বলতে চাইছেন না কোনও আধিকারিকই। সামসুলের পরিবার ইতিমধ্যেই আবিদার জন্য ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানিয়েছেন। '১৯৬৬-এর ভোটার লিস্ট তালিকায় নাম তোলার জন্য আমাদের আইনজীবি দলিলের অফিসিয়াল সার্টিফাইড কপির জন্য এক হাজার টাকা চেয়েছে। আমাদের নেতার জানিয়েছে সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি মজুত রাখতে' দীর্ঘনিঃশ্বাস টেনে বললেন সামসুল হক।

ভারতের টানা জিডিপির পতন অব্যাহত রয়েছে। এবার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধির হার কমে গিয়ে দাঁড়াল মাত্র ৪.৫ শতাংশ। শুক্রবার এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। এর আগে ২০১২-১৩ অর্থবর্ষের শেষ ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধির হার তলানিতে নেমে দাঁড়িয়েছিল ৪.৩।

গত দেড় বছর ধরে টানা নিম্নমুখী ভারতের জিডিপি। ৪.৫ শতাংশ ছয় বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। গত অর্থবর্ষে এই জুলাই-সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল ৭ শতাংশ। এ বছর জুনে শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ নেমে যাওয়ার পর থেকেই আতঙ্ক শুরু হয় অর্থনীতি মহলে।

বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দাগতি, দেশের বাজারে নতুন শিল্প-বিনিয়োগের অভাব, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর খারাপ পারফরম্যান্স, বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত, কর্মসংস্থানে ছাঁটাই ও পড়তি-সব কিছুর মিলিত প্রভাবেই অর্থনীতি তথা বৃদ্ধির হারে এমন দুর্দশা বলেই মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা।

বৃদ্ধির হারে লাগাতার এই পতন এবং প্রথম ত্রৈমাসিকে ছয় বছরের সর্বনিম্ন বৃদ্ধির হার দেশটির আর্থিক মন্দার সম্ভাবনারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে জিডিপির এই পতনকে 'মন্দা' বলতে মানতে নারাজ ভারতীয় মালাউন সরকার।

ভারতের টানা জিডিপির পতন অব্যাহত রয়েছে। এবার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধির হার কমে গিয়ে দাঁড়াল মাত্র ৪.৫ শতাংশ। শুক্রবার এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। এর আগে ২০১২-১৩ অর্থবর্ষের শেষ ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধির হার তলানিতে নেমে দাঁড়িয়েছিল ৪.৩।

গত দেড় বছর ধরে টানা নিম্নমুখী ভারতের জিডিপি। ৪.৫ শতাংশ ছয় বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। গত অর্থবর্ষে এই জুলাই-সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল ৭ শতাংশ। এ বছর জুনে শেষ হওয়া প্রথম ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ নেমে যাওয়ার পর থেকেই আতঙ্ক শুরু হয় অর্থনীতি মহলে।

বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দাগতি, দেশের বাজারে নতুন শিল্প-বিনিয়োগের অভাব, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর খারাপ পারফরম্যান্স, বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত, কর্মসংস্থানে ছাঁটাই ও পড়তি-সব কিছুর মিলিত প্রভাবেই অর্থনীতি তথা বৃদ্ধির হারে এমন দুর্দশা বলেই মনে করছে অর্থনীতিবিদরা।

বৃদ্ধির হারে লাগাতার এই পতন এবং প্রথম ত্রৈমাসিকে ছয় বছরের সর্বনিম্ন বৃদ্ধির হার দেশটির আর্থিক মন্দার সম্ভাবনারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে জিডিপির এই পতনকে 'মন্দা' বলে মানতে নারাজ ভারতীয় মালাউন সরকার।

২৯শে নভেম্বর, ২০১৯

উইঘুর মুসলিমদের ওপর চীনা কর্তৃপক্ষের নির্মম অত্যাচার প্রশ্নে পাকিস্তানের নীরবতাকে 'অদ্ভুত' বলে অভিহিত করেছে মানবাধিকার রক্ষায় আন্দোলনরত আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন। কূটনৈতিক অঙ্গন ও বিশ্ব মিডিয়াও এতে বিস্ময় প্রকাশ করে।

উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের আবাসস্থল হচ্ছে জিনজিয়াং প্রদেশ। এই এলাকাটি চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত।

সমালোচকরা বলছেন, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করার পর 'ওখানে মুসলিমদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার নিয়ে যেভাবে বলেছিল ' পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান 'ভারতের বিজেপি সরকার কাশ্মীরে জঘন্য কাজ করেছে' বলে অভিযোগ তুলেছিল, সেই ইমরান খান উইঘুর মুসলিমদের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন দেখতে পাচ্ছে না!

জিনজিয়াং প্রদেশে সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর নির্মম অত্যাচার ইসলাম ধর্মকে একটা হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। প্রদেশটির কাশগড় ও উরুমকি শহরের মসজিদগুলো জনশূন্য হয়ে পড়েছে। সেখানে ইসলাম প্রচারের কাজে আজকাল আর কাউকে দেখা যায় না।

পুরো এলাকা একটা জেলখানায় পরিণত। মুসলিমদের আল্লাহ ছেড়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভজন-পূজন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মোনাজাত, ইসলাম শিক্ষা ও রোজা পালনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এমনকি চীনের অন্যান্য প্রদেশেও আরবিতে কোনো লেখা প্রচার ও প্রকাশ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। এটা হলো জনমনে ইসলাম সম্পর্কে এক ধরনের ভীতি সৃষ্টির পুরো আয়োজন।

ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস (আইসিআইজি) সম্প্রতি ফাঁস হওয়া একটি দলিল হাতে পায়। এতে দেখা যায়, চীনা কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসবিরোধী 'শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' চালানোর নামে সংখ্যালঘু উইঘুর জনগোষ্ঠীকে কমিউনিস্ট পার্টির দীক্ষায় দীক্ষিত করার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। যারা এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করেছেন তাদের কেউ কেউ বর্ণনা দিয়েছেন তাদের ওপর চৈনিক অত্যাচারের। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী কিছু উইঘুর এ অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু মুসলিম উইঘুরদের অমানবিক পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের কোনো নেতাকে কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে দেখা যায়নি

যে মুসলিম বিশ্ব ফিলিস্তিনিদের ওপর অত্যাচারের নিন্দা-প্রতিবাদ করেছে, রোহিঙ্গা মুসলিম নিধনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে, তারা কিন্তু উইঘুরদের ওপর অকথ্য অত্যাচার দেখেও মুখ খুলছে না। কোনো রাষ্ট্রপ্রধানকেও

এ ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্য করতে আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি। তার কারণ, চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাপটের প্রভাব। খবরঃ বিডি প্রতিদিন

উইঘুর অধ্যুষিত জিনজিয়াং প্রদেশের সীমান্তবর্তী প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান এখন পর্যন্ত উইঘুর অত্যাচার প্রশ্নে নিশ্চুপ। অভিজ্ঞ মহল বলেছে, এ নীরবতা হচ্ছে প্রভাবশালী চীনের সামনে দুর্বলতার পরিচায়ক। তাদের মতে, পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে যাওয়া চীনের 'বেল্ট অ্যান্ড ইনিশিয়েটিভ' প্রকল্পে বেইজিং বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেছে। চীনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে তা পাকিস্তানের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। উপরন্তু চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর (সিপিইসি) প্রকল্পে ৬২০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগও বিঘ্নিত হতে পারে।

টাঙ্গাইলের সখীপুরে এক কর্মকর্তাসহ তিন সন্ত্রাসী পুলিশ সদস্য ও তাদের এক সোর্সকে আটক করেছে এলাকাবাসী। অভিযোগ, এক ব্যক্তির পকেটে তারা ইয়াবা বড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে আটক করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে সখীপুর উপজেলার হাতীবান্ধা ইউনিয়নের হতেয়া-রাজাবাড়ী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছে এ ঘটনা ঘটে। আটক পুলিশ সন্ত্রাসী সদস্যরা পাশের মির্জাপুর উপজেলার বাঁশতৈল ফাঁড়িতে কর্মরত। ঘটনার সময় তাঁরা সাদা পোশাকে ছিল।

এই চার ব্যক্তি হলেন, বাঁশতৈল পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) রিয়াজুল ইসলাম, কনস্টেবল গোপাল সাহা ও রাসেল মিয়া এবং তাঁদের সোর্স হাসান আলী।

প্রথম আলোর সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার দিকে সোর্সসহ এই তিন পুলিশ সদস্য সাদা পোশাকে রাজাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় এলাকায় আসে। এ সময় তাঁরা ওই এলাকার মো. ফরহাদের ছেলে দিনমজুর মো.বজলুর রহমানের (২৬) পকেটে ইয়াবা বড়ি ঢুকিয়ে দেয়। একপর্যায়ে তাঁরা তাঁকে জোর করে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় তোলে। এ সময় বজলুরের চিৎকারে আশপাশের লোকজন গিয়ে ওই অটোরিকশা আটক করে। পরে বজলুরের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনে উপস্থিত লোকজনকে পুলিশ সদস্যদের পকেট তল্লাশি করে আরও কিছু ইয়াবা পায়। এতে বিক্ষুব্ধ জনতা তাঁদের পিটুনি দিয়ে একটি দোকানে আটকে রাখে।

হাতীবান্ধা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গিয়াস উদ্দিনের ছেলে নিয়ামুল বলেন, 'এটা সখীপুর থানা-এলাকা। গত এক সপ্তাহ ধরে মির্জাপুর থানার বাঁশতৈল পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশেরা এ এলাকায় এসে সাধারণ মানুষের পকেটে ইয়াবা দিয়ে টাকা আদায় করে হয়রানি করে আসছিল।'

স্থানীয়দের অভিযোগ, গত বুধবার একই কায়দায় এএসআই রিয়াজুল তাঁর সহযোগীদের নিয়ে মির্জাপুর উপজেলার টান পলাশতলী গ্রামের বাছেদ মিয়ার ছেলে আনোয়ারের নিকট থেকে এক লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার জাউয়াবাজারে প্রতিবাদ সমাবেশকে কেন্দ্র করে স্থানীয় সংসদ সদস্য সন্ত্রাসী মুহিবুর রহমান মানিক ও ছাতক পৌরসভার মেয়র সন্ত্রাসী আবুল কালাম চৌধুরীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকাল ৪ টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জাউয়বাজার পুলিশ ফাঁড়ির সম্মুখে দু'পক্ষের মধ্যে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। প্রায় এক ঘণ্টা দুপক্ষের মাঝে তুমল সংঘর্ষের পর টিয়ারসেল ও লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ।

জানা যায়, সুনামগঞ্জ জেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সহসভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নূরুল হুদা মুকুটের বিরুদ্ধে সংসদ সদস্য মুহিবুর রহমান মানিকের করা 'কটূক্তির' প্রতিবাদে সমাবেশ ডাক দেয় পৌর মেয়র আবুল কালাম চৌধুরী ও শামীম আহমদ চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা।

একই সময় মানিক সমর্থকরা পাল্টা সমাবেশ করতে চাইলে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়।

প্রত্যক্ষদশীরা জানান, সুনামগঞ্জ-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের উপর সংঘর্ষ চলাকালে দু'পক্ষেই পরস্পরকে লক্ষ্য করে বৃষ্টির মতো ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়।

এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। তারা বিভিন্ন হাপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে।

আহতদের মধ্যে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ কর্মী আশরাফ, দুলন, আমিন, সৌরভ ও রুবেলকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সংঘর্ষের সময় সুনামগঞ্জ সিলেট সড়কে টায়ারে আগুন জালিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সংঘর্ষকারীরা। এতে সড়কে দুইপাশে শত শত গাড়ি আটকা পড়ে ভোগান্তিতে পড়েছেন হাজারো সাধারণ যাত্রী।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশের মারেজা জেলায় আফগান সন্ত্রাসী পুতুল বাহিনী ও স্থানীয় সন্ত্রাসীদের যৌথ অভিযান ব্যর্থ হয়েছে।

আল ইমারাহ সাইটের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ১৭ নভেম্বর আফগান সন্ত্রাসী পুতুল বাহিনী, মুরতাদ পুলিশ ও স্থানীয় সন্ত্রাসীরা আমেরিকান বিমান ও গোয়েন্দা বাহিনীর সহায়তা নিয়ে মুজাহিদিনের মোর্চাসমূহে অভিযান চালাতে এসেছিল, পরে সন্ত্রাসীরা মুজাহিদগণের তীব্র প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়ে উভয় পক্ষের মাঝে লড়াই চলতে থাকে। এভাবে ১২ দিন প্রতিরোধ লড়াই চলে। ফলস্বরূপ, শত্রুদের চার কমান্ডার (খাজা, মাওলাদাদ, শাহ মুহাম্মদ এবং আজিজ) সহ ১২6 সন্ত্রাসী সদস্য নিহত, ১৯ সন্ত্রাসী আহত, ১৯ টি ট্যাঙ্ক, একটি গাড়ি এবং একটি ক্রেন ধ্বংস হয়েছে।

অবশেষে, শত্রুদের জান মালের বিপুল ক্ষয় ক্ষতিতে টিকতে না পেরে পলায়নের পথ অবলম্বন করেছে।

সংবাদটি নিশ্চিত করেছেন আফগানিস্তান ইসলামিক ইমারতের মুখপাত্র ক্বারী মুহাম্মদ ইউসুফ আহমদী হাফিজাহুল্লাহ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শিক্ষার্থী তানিয়া সুলতানা। বনলতা এক্সপ্রেসে চড়ে কমলাপুর থেকে তিনি রাজশাহী এসেছেন। ট্রেনটি দুপুর ১টা ১৫ মিনিটে ছাড়ার কথা থাকলেও ছেড়েছে ৩টার কিছু আগে। রাজশাহীতে পৌঁছে রাত সাড়ে ৮টায়।

প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা বিলম্বে সেটি রাজশাহীতে পৌঁছায়। তানিয়া সুলতানা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ঢাকা থেকে আসার সময় ট্রেনটি সাত জায়গায় থেমেছে। ক্রসিংয়ের কারণ ছাড়াও ধীরগতিতে চলেছে ট্রেনটি।

শুধু তানিয়া সুলতানা নয়, এরকম ক্ষোভ আরও অনেক যাত্রীর। ঢাকঢোল পিটিয়ে চালু করা বনলতা এক্সপ্রেস এখন যাত্রীদের কাছে নামেই 'বিরতিহীন' হয়ে পড়েছে। প্রথম কয়েকদিন বিরতি ছাড়াই চলাচল করে ট্রেনটি। তা নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন যাত্রীরাও। তবে সপ্তাহ না যেতেই ট্রেনটি নির্দিষ্ট স্টেশন ছাড়াই বিভিন্ন স্থানে যাত্রাবিরতি করতে শুরু করে বলে অভিযোগ করেন যাত্রীরা।
খবরঃ বিডি প্রতিদিন

সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার ডোনা সীমান্তের ১৩৩৫/১৭ নম্বর সাব পিলারের কাছে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনী (বিএসএফ) গুলিতে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, উপজেলার ১ নম্বর লক্ষ্মীপ্রসাদ পূর্ব ইউনিয়নের বড়খেয়ড় গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে সালমান হোসেন (২২) বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায় সীমান্তের ওপারে ভারতীয় গরু আনতে যান। গরু নিয়ে ফিরে আসার সময় বিএসএফের গুলিতে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

সেতুটি নিঃসঙ্গ। ২২ বছর ধরে বিরান পাথারে একা দাঁড়িয়ে আছে। সড়কের সঙ্গে সংযোগ নেই তার।

রাইজিংবিডি ডট কমের সূত্রে জানা যায়, সেতুটির অবস্থান মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার ভূকশিমইল ইউনিয়নে। এ ইউনিয়নের বড়দল ও কাড়েরা গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী কাদিপুর ইউনিয়নের ছকাপনসহ কয়েকটি গ্রামের লোকজন শ্রীকন্টি বিল থেকে হাকালুকি হাওরে যাতায়াত করেন ওই পথে। স্থানীয় রাখাল ও জেলেদেরও ওই পথেই যাতায়াত করতে হয়।

স্থানীয়দের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে নির্মিত হয় ওই সেতু। কিন্তু সেতু নির্মাণের পর সংযোগ সড়ক না থাকায় ২২ বছর ধরে পড়ে আছে সেটি। সেতুটির দুই পাশে সংযোগ সড়ক নির্মাণ করলে পাঁচ-ছয়টি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষের যাতায়াতের সমস্যা লাঘব হতো।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের (এলজিইডি) প্রকল্পের আওতায় ৫ লাখ টাকা ব্যয়ে ১০ মিটার দীর্ঘ এ সেতু এবং এক কিলোমিটার মাটির রাস্তা তৈরি করা হয়। বন্যায় রাস্তাটি নষ্ট হয়ে যায়। পরে রাস্তাটি আর সংস্কার করা হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমাদের এই রাস্তাটি হাওরে যাওয়ার একমাত্র পথ। আর হাওর আমাদের জীবন-জীবিকার অন্যতম মাধ্যম। তাই বাধ্য হয়ে ওই পথ ব্যবহার করতে হয়। সেতুর সঙ্গে সড়ক না থাকায় বছর জুড়ে কষ্ট পেতে হয়। সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক না থাকায় আমরা কৃষিপণ্য, মাছ ও গৃহপালিত পশু নিয়ে অনেক কষ্টে খাল পার হচ্ছি।

ভারতের সন্ত্রাসী দল বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি ও ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছে, ভারতে বসবাসরত হিন্দু উদ্বাস্তু ও শরণার্থীদের বিনা কাগজপত্রেই নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। একটি ‘স্ব ঘোষণাপত্রে’ বলতে হবে তাঁরা কবে এসেছে। এ জন্য তাঁদের কোনো প্রমাণপত্র বা নথি দিতে হবে না।

পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সাংসদ ও মতুয়া মহাসংঘের সংঘাতিপতি শান্তনু ঠাকুর গত সোমবার মতুয়া সম্প্রদায়ের একটি প্রতিনিধিদলকে নিয়ে দিল্লিতে অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করে।

সেখানে এই সাংসদ উদ্বাস্তু ও শরণার্থীদের নাগরিকত্বের বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা অমিত শাহর কাছে জানতে চায়। অমিত শাহ তাঁকে জানায়, উদ্বাস্তু এবং হিন্দু শরণার্থীদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। এনআরসির মতো কোনো নথি জমা দিতে হবে না তাঁদের। শুধু দিতে হবে একটি ‘স্ব ঘোষণাপত্র’। সেখানেই লিখতে হবে, কবে তাঁরা ভারতে এসেছে। এই আবেদন পাওয়ার পরই হিন্দু উদ্বাস্তু এবং শরণার্থীদের দেওয়া হবে ভারতের নাগরিকত্ব। আর এই লক্ষ্যে আনা হচ্ছে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল।

হিন্দু উদ্বাস্তু এবং শরণার্থীদের বিনা কাগজপত্রেই ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিলেও, মুসলিম হলে কাগজপত্রের মাধ্যমে প্রমাণপত্র বা নথি জমা দিতে হবে। অন্যথায় তাঁদেরকে ভারত থেকে বহিস্কার কিংবা বন্দি শিবিরে আটক রাখার ঘোষণা দিয়েছে এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতা অমিত শাহ।

২৮শে নভেম্বর, ২০১৯

ভারত সীমান্তে ‘পুশ ইন’ সম্পর্কে কিছুই জানে না বলে জানিয়েছে কথিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

সে জানিয়েছে, ‘পুশ ইন’ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই, পত্র-পত্রিকায় দেখেছি। তবে সরকারিভাবে আমার কাছে এ নিয়ে কোনও খবর নেই।

রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে দুই দিনব্যাপী ৩৩তম সিএসিসিআই সম্মেলনে সাংবাদিকদের সে এ কথা বলে।

গণমাধ্যমে খবরে বলা হয়, নভেম্বরে বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে দুই শতাধিক মানুষ বিজিবির হাতে আটক হয়েছে। ভারতে এনআরসি আতঙ্কের ফলেই দেশটির এসব নাগরিক বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

এ বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছে, ‘পুশ ইন’ এর খবর মিডিয়া থেকে শুনছি, সরকারিভাবে এখনও জানি না। সরকারিভাবে জানলে এ বিষয়ে কথা বলতে পারব। খবর: ইনসাফ২৪

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেছে পত্র পত্রিকায় দেখছি, কিছু লোকজনকে ভারত পুশ করছে অথবা এনআরসির ভয়ে তারা আসছে। আমি জানি না কেন। এটা নিয়ে আমাদের আলাপ-আলোচনা করতে হবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছে, ‘দেশে চলমান পেঁয়াজ সংকটের জন্য ভারত দায়ী। তারা আগে না জানিয়ে হঠাৎ পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করে দেওয়ায় এ সংকট সৃষ্টি হয়েছে। পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে ভারত বাংলাদেশকে ধোঁকা দিয়েছে।'

রংপুরের জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক সেমিনারে সে এসব কথা বলে।

‘বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা ও সচেতনতা’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেয় মন্ত্রী। পরে সে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলে।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেছে, ‘আমাদের দেশে পেঁয়াজ উৎপাদন হয় ২২ থেকে ২৩ লাখ টন। এরমধ্যে পচে যাওয়ায় পেঁয়াজ থাকে ১৭ থেকে ১৮ লাখ টন। ফলে আমাদের ৭/৮ লাখ টন ঘাটতি থাকে। এই ঘাটতির ৯০ ভাগ পেঁয়াজ ভারত থেকে আমদানি করা হতো। কিন্তু এবার ২৯ সেপ্টেম্বর ভারত হঠাৎ পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করে দেয়। ফলে আমরা বিপদে পড়ে যাই। এ কারণে পেঁয়াজের হঠাৎ সংকট দেখা দেয়।’

সে বলে, ‘তারা (ভারত) যদি আমাদের আগে জানাতো তাহলে আমরা এ সমস্যায় পড়তাম না। যেহেতু শুধু ভারত থেকেই আমরা পেঁয়াজ আমদানি করতাম, সে কারণে বিকল্প চিন্তা করিনি। কিন্তু তারা যে পেঁয়াজ

রফতানি বন্ধ করে দেবে তা আমরা কখনও কল্পনাও করিনি। অথচ ভারত থেকে গড়ে প্রতি মাসে ৭০ থেকে ৮০ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানি করা হতো, তারা এটা সরবরাহ করতো। এভাবেই সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর এবং রমজান মাসে পেঁয়াজ আমদানি করা হতো।'

খবরঃ ইনসাফ২৪

---

৪ দিনেও নিখোঁজ ঢাকা কেরানীগঞ্জ জামিয়া মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া মাদরাসার শিক্ষক মুফতী আতিকুল্লাহর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

গত ২৫ নভেম্বর ভোর পাঁচটায় যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা থেকে তিনি নিখোঁজ হন বলে জানিয়েছে তাঁর পরিবার।

মুফতী আতিকুল্লাহ বসুন্ধরা মাদরাসার সিনিয়র মুহাদ্দিস মুফতী আব্দুর রহমানের ছেলে ও জামিয়া আহলিয়া দারুল উলুম হাটহাজারী মাদরাসা'র প্রবীণ মুহাদ্দিস ও প্রধান মুফতী আল্লামা আব্দুস সালাম চাঁটগামীর ছোট জামাতা।

কেরানীগঞ্জ মাদরাসায় যোগাযোগ করে জানা যায়, মুফতী আতিক গতকাল সোমবার (২৫ নভেম্বর) নিজ বাড়ী চট্টগ্রাম থেকে কর্মস্থল কেরানীগঞ্জে আসার পথে ভোর পাঁচটায় যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা মোড় হতে নিখোঁজ হন।

সুত্রঃ ইনসাফ২৪

কুমিল্লা কোতয়ালী মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. সালাউদ্দিনের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করেছে তার স্ত্রী শামসুন নাহার সুইটি।

বৃহস্পতিবার দুপুরে স্ত্রী শামসুন নাহার সুইটি বাদী হয়ে কুমিল্লার নারী ও শিশু আদালতে মামলাটি দায়ের করে। এ সময় সুইটির সঙ্গে তার বাবা ও দুই সন্তান উপস্থিত ছিল।

আদালতে দায়ের করা মামলার তথ্য ও বাদী পক্ষের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ২০০৬ সালের ১৮ নভেম্বর চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার উত্তর মাদাশা গ্রামের মো. সামশুল আলমের ছেলে মো. সালাউদ্দিনের সঙ্গে বিয়ে হয় ঢাকা শ্যামপুর কদমতলী থানার পূর্ব দোলাইরপাড় এলাকার মো. বজলুর রহমানের মেয়ে শামসুন নাহার সুইটির। বর্তমানে তাদের সংসারে ৯ বছর বয়সী এক ছেলে এবং ৫ বছর বয়সী এক মেয়ে সন্তান রয়েছে। দুই সন্তান নিয়ে শামসুন নাহার সুইটি বর্তমানে কুমিল্লা নগরীর পুরাতন চৌধুরী পাড়ায় ভাড়া বাসায় বসবাস করছে।

মামলার বাদী শামসুন নাহার সুইটি বলেছে, বিয়ের সময় সালাউদ্দিন সিএমপিতে পিএসআই পদে কর্মরত ছিল। সে সময় তার বাবার কাছে থেকে বিভিন্ন সমস্যার কথা বলে ৫ লাখ টাকা ধার নেয়। সেই টাকা আজও পরিশোধ করেনি। এছাড়া তার নিজের ৩০ ভরি স্বর্ণালঙ্কারও নিয়ে গেছে সে।

গত ৮-৯ মাস ধরে কুমিল্লা কোতয়ালী থানার চান্দপুর এলাকার আজমিরি খন্দকার ওরফে পপি আক্তার মেরি নামে এক মেয়ের সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে সে। এখন শুনছি তাকেও নাকি বিয়ে করেছে। এভাবে একাধিক নারীর সঙ্গে তার পরকীয়ার সম্পর্ক রয়েছে। গত কয়েক মাস ধরে সে তাকে মারধর করে ১১ লাখ টাকা যৌতুক দাবি করে আসছে। সে বলছে ১১ লাখ টাকা দিলে দ্বিতীয় স্ত্রী পান্নাকে বিদায় করে দিবে। আর টাকা না দিলে তাদের বাসা থেকে বের করে দিবে। সে এখন বাচ্চাদের এবং সংসারের কোন খরচও দেয় না। তিনি সালাউদ্দিনের বিচার দাবি করে কান্নায় ভেঙে পড়েন। খবরঃ বিডি প্রতিদিন

সুইটির বাবা মো. বজলুর রহমান বলেন, গত চার মাস থেকে সালাউদ্দিন তাকে বলছে তার মেয়েকে নিয়ে যেতে। না হয় সে তার মেয়েকে মেরে ফেলবে। তাদেরকেও বিভিন্ন হুমকি দিয়ে বলে-তার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দু'টো পাওয়ারই আছে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে তাদের খবর আছে।

কাশ্মীরে 'ইসরাইল মডেল' প্রয়োগ করার কথা বলেছে ভারতের সন্ত্রাসী কনসাল জেলারেল। তার এই মন্তব্য কাশ্মীরে ভারতের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী পদক্ষেপগুলোর প্রকৃত সত্য উন্মোচন করে দিচ্ছে।

ভারতের মিত্ররাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ভারতের কনসাল জেনারেল সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে বলেছে যে, ইসরাইল যেভাবে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করছে, ভারতের উচিত হবে সেভাবে কাশ্মীরে হিন্দু বসতি স্থাপন করানো।

গত সপ্তাহান্তে কাশ্মীরী হিন্দুস (পণ্ডিত নামেও পরিচিত) আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে কনসাল জেনারেল সন্দীপ চক্রবর্তী বলেছে, মধ্যপ্রাচ্যে এমনটা ঘটেছে। ইসরাইলি জনগণ যদি তা পারে, তবে আমাদেরও তা পারা উচিত।

গত আগস্টে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করার পর থেকেই এই ভূখণ্ড নিয়ে অনেক খবর প্রকাশিত হচ্ছে। ভারত সরকার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যটির বিশেষ মর্যাদা বাতিল করে একে দুটি অংশ ভাগ করেছে এবং দুটি অংশকেই কেন্দ্র শাসিত এলাকা বলে ঘোষণা করেছে।

ভারত সেখানে মালাউন সন্ত্রাসী সদস্যদের উপস্থিতিও ব্যাপকভাবে বাড়িয়েছে। এছাড়া সেখানে কারফিউ জারি করা হয়েছে, যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে।

এদিকে কাশ্মীরভিত্তিক সাংবাদিক হিলাল মির *টিআরটি ওয়ার্ল্ডকে* বলেন, কনসান জেনারেলের মন্তব্য কেবল কাশ্মীরী মুসলিমদের ওই আশঙ্কাই সত্য বলে প্রতিপন্ন করছে যে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা বাতিলের আসল উদ্দেশ্য হলো জনসংখ্যার পরিবর্তন করা।

ভারতের কট্টরপন্থী হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপি সরকারের ইচ্ছা হলো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যে দুই থেকে তিন লাখ কাশ্মীরী পণ্ডিতকে আবার বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা। তারা কাশ্মীরী বিদ্রোহের কারণে কয়েক দশক আগে পালিয়ে গিয়েছিল।

চলতি বছরের প্রথম দিকে বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক (কাশ্মীরের দায়িত্বপ্রাপ্ত) রাম মাধব বলেছিল, ভারত সরকারের ইচ্ছা হলো বিরোধপূর্ণ অঞ্চলটিতে হিন্দু বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা।

ম্যাসাচুসেটস কলেজ অব লিবারেল আর্টর্সের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ জুনায়েদের মতে, ভারতীয় কর্মকর্তাদের নতুন পাগলামিতে একটি উপনিবেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এজেন্ডাই ফুটে ওঠেছে। তারা চাচ্ছে কাশ্মীরের জনসংখ্যায় পরিবর্তন আনতে।

নাটোরের সিংড়ায় মোহন হোসেন নামে ৯ বছরের এক শিশুকে নির্যাতনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। বুধবার সকালে এসকে রবিন খান নামক একজনের আইডিতে ভিডিওটি আপ হলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয়রা জানান, সিংড়া উপজেলার চৌগ্রাম এলাকায় মুকুল হোসেনের ছেলে মোহন কিছুদিন আগে পথে হেঁটে যাওয়ার সময় স্থানীয় ইউনিয়ন সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক আরাফাত হোসেন রনির সাথে ধাক্কা লাগে। এসময় রনি তাকে সালাম না দেয়া এবং পথ না দেখে চলার জন্য মারধর করে ও কান ধরে উঠবস করায়।

ছেলেটির পরিবার দিনমজুর হওয়ায় বিষয়টির প্রতিবাদ করেনি। হঠাৎ করে আজ ১৩ সেকেন্ডের ভিডিওটি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।

এ বিষয়ে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতা আরাফাত হোসেন রনির সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে সে হেসে জানায়, এটা একটি ফান ভিডিও।

একটা শিশুকে নির্যাতন ও কান ধরে উঠবস করানোর ফান ভিডিও করা কতোটা যৌক্তিক?
এমন প্রশ্নে রনি জানান, এটা অবশ্য ভুল হয়েছে।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক প্রবাসী যাত্রীকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। ঘাড় ধাক্কার অভিযোগ উঠেছে বিমানবন্দর আর্মড পুলিশের (এপিবিএন) বিরুদ্ধে। এরই মধ্যে এ-সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গেছে, একজন যাত্রীর সঙ্গে সন্ত্রাসী পুলিশ সদস্যদের কথা কাটাকাটি হচ্ছে।

বিডি প্রতিদিনের সুত্রে জানা যায় একপর্যায়ে এক সদস্য ওই প্রবাসীর ঘাড়ে হাত দিয়ে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আরেক এপিবিএন সদস্য তার মালামাল ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। গত রবিবার শাহ আমানত বিমানবন্দরে এক যাত্রীর সঙ্গে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা এ আচরণ করে।

ভারতে বহুলালোচিত অযোধ্যা মামলার রায় পুনর্বিবেচনা করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানাবে মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড। গতকাল (বুধবার) অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের পক্ষ থেকে ওই তথ্য জানানো হয়েছে।

সংবাদ মাধ্যম পার্সটুডের বরাতে জানা যায়, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড গতকাল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ওই রায়ের বিরুদ্ধে একটি রিভিউ পিটিশন দায়ের করবে।

এ প্রসঙ্গে মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের সদস্য ও বিশিষ্ট আইনজীবী জাফরইয়াব জিলানী বলেন, আমরা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে রিভিউ পিটিশন দায়ের করব।

অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল'বোর্ড জানিয়েছে, 'আমরা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বাবরী মামলায় রিভিউ পিটিশন দায়ের করতে যাচ্ছি। সমস্ত মুসলিম সংগঠন আমাদের সাথে আছে।'

উত্তর প্রদেশের অযোধ্যার বাবরী মসজিদ-রাম মন্দির জন্মস্থান মামলার রায় বেরোনোর পরে আইনজীবী জাফরইয়াব জিলানী বলেছিলেন, 'আমরা ওই রায়ে সন্তুষ্ট নই। আমরা ওই রায়কে শেষ সিদ্ধান্ত বলে মনে করি না। মসজিদ তৈরির জন্য যে পাঁচ একর জমি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তা কোনও মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। শরীয়া অনুযায়ী অন্য কারও দেওয়া জমি মসজিদের জন্য নেওয়া সম্ভব নয়। জাফরিয়াব জিলানী বলেন, যে আমরা যে জমির জন্য লড়াই করেছি, আমাদের সেই জমি প্রয়োজন। মসজিদের জন্য অন্যত্র জমি নেওয়া শরীয়া বিরোধী।'

অতর্কিত হামলায় পাকিস্তানের প্রখ্যাত মুফতি কেফায়াতুল্লাসহ তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সকালে এ ঘটনা ঘটেছে।

সংবাদ মাধ্যম *জি নিউজের* বরাতে জানা যায়, গতকাল সকালে এক অজ্ঞাত সন্ত্রাসী মুফতি কেফায়াকুল্লাহর গাড়ীতে অতর্কিত হামলা চালায়। এ ঘটনায় তার ছেলে হুসাইন কেফায়েতুল্লাহসহ এক সফরসঙ্গী আহত হয়। আহতদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

২৭শে নভেম্বর, ২০১৯

অবৈধভাবে অধিকৃত কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী মোদি সরকারের নেয়া পদক্ষেপকে ইসরাইলের ফিলিস্তিন দখলের সঙ্গে তুলনা করে ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি করেছে ভারতীয় এক কূটনীতিক। নিউইয়র্ক সিটিতে ভারতীয় দূতাবাসের একটি অনুষ্ঠানে সন্দীপ চক্রবর্তী নামে ওই কূটনীতিকের মন্তব্য নিয়ে নতুন বিতর্ক দেখা দিয়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, নিউইয়র্কে নিযুক্ত ভারতের কনসাল জেনারেল সন্দীপ চক্রবর্তী কাশ্মীরের প্রবাসী পণ্ডিতদের নিয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বলে, 'আমাদের সামনে ইতিমধ্যে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রয়েছে...যদি ইসরাইলি জনগণ পারে...'।

নিউইয়র্কে শনিবার হিন্দু পুরোহিত ও প্রবাসী ভারতীয়দের আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সন্দীপ বলে, ফিলিস্তিনের জমিতে ইসরাইল যেভাবে বসতি স্থাপন করেছে, একইভাবে কাশ্মীরে বসতি স্থাপনই সংকটের একমাত্র সমাধান।

কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সন্ত্রাসী বিজেপি সরকারের বাড়াবাড়িকে হালকা প্রমাণ করতে ফিলিস্তিনে ইসরাইলের আগ্রাসন উদাহরণ দেয়ার পরই এই আলোচনার ঝড় উঠেছে।

কাশ্মীরের স্বায়ত্বশাসন বাতিলের পর সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দশা এখন ফিলিস্তিন কিংবা মিয়ানমারের রাখাইনে রোহিঙ্গাদের মতো হতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন। যদিও হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই তুলনাকে অস্বীকার করে ওই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতীয় ওই কূটনীতিক 'কাশ্মীরি সংস্কৃতিকে হিন্দু সংস্কৃতি' মন্তব্য করে বলে, বিতাড়িত কাশ্মীরি পণ্ডিতরা খুব তাড়াতাড়ি কাশ্মীরে ফিরে আসতে পারবেন।

সন্দীপ চক্রবর্তী বলে, কেউ (শ্রোতাদের মধ্যে) ইহুদি ইস্যু সম্পর্কে, ইসরাইলের ইস্যু সম্পর্কে নানা কথা বলেছেন। তারা তাদের সংস্কৃতিকে নিজেদের ভূমির বাইরেও দুই হাজার বছর বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই আমি মনে করি, আমাদেরও উচিত কাশ্মীরী সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা, কাশ্মীরী সংস্কৃতি হলো ভারতীয় সংস্কৃতি। এটা হিন্দু সংস্কৃতি।

উপস্থিত পণ্ডিতদের ইসরাইলি মডেল অনুসরণের আহ্বান জানিয়ে সন্দীপ আরও বলে, 'আমি সবসময় মনে করি, আমরা আমাদের জমি (কাশ্মীরে) ফেরত পাবো এবং আমাদের মানুষেরা (পণ্ডিতরা) ফিরে যাবে। আমাদের কাশ্মীরী ভাইয়েরা এখন বিভিন্ন অঞ্চলে শরণার্থী শিবিরে রয়েছে,... তারা অবশ্যই নিজেদের ঘরে ফিরে যাবে। এক্ষেত্রে আমাদের কাছে মধ্যপ্রাচ্যে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত আছে...ইসরাইলি জনগণ যদি পারে, তবে...।

ওই অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পরই বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়।

মোদি সরকারের পদক্ষেপ কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতির বীজবপণ করছে, সন্দীপ চক্রবর্তীর এই বক্তব্যে সেটিই ফুটে ওঠেছে বলে মনে করছেন সমালোচকরা।

সুত্রঃ ইনসাফ২৪

কাশ্মীরের বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে ধর্ষণকে নিয়ম হিসেবে বেছে নিয়েছে সন্ত্রাসী ভারতীয় বাহিনী।

পাকিস্তানের প্রভাবশালী সংবাদ মাধ্যম ডন অনলাইনের খবরে বলা হয়েছে, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধে বিশ্ব যখন ১৬ দিনের একটি কর্মসূচি বেছে নিয়েছে, তখন মানবাধিকার সংস্থাগুলো এ খবর দিয়েছে। গত ২৫ নভেম্বর ওই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ দিনটিকে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে পালন হয়ে আসছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতীয় বাহিনীর হাতে কাশ্মীরি নারীদের ব্যাপক ধর্ষণের অপরাধ নিয়মিতভাবে দায়মুক্তি পেয়ে আসছে।

ধর্ষণের মতো ঘৃণ্য অপরাধের বিরুদ্ধে বিশ্বকে চলতি বছর ঐক্যবদ্ধ করার প্রত্যাশা করছেন মানবাধিকার কর্মীরা।

কাশ্মীরের লোকজনের মনোবল ভেঙে দিতে নারীদের নিশানা বানিয়েছে সন্ত্রাসী ভারতীয় সেনাবাহিনী।

ভারতীয় নিপীড়ন ও শাসনের বিরুদ্ধে কয়েক দশক ধরে লড়াই করে আসছেন কাশ্মীরের অধিবাসীরা।

সুত্রঃ ইনসাফ২৪

মাদকসেবীদের কাছে ইয়াবা বিক্রির সময় মাগুরা শহরের একতা কাঁচা বাজার এলাকায় হাতেনাতে ধরা পড়েছে এক পুলিশ সদস্য। মঙ্গলবার রাতে আবুল বাসার (২৮) নামে এ পুলিশ সদস্যকে আটক করে স্থানীয় জনগন।

একই সাথে তার সহযোগী রাজিব হোসেনকে (২১) আটক করা হয়েছে। তাদের হেফাজতে পাওয়া গেছে ৫০টি ইয়াবা।

আটক আবুল বাসার (কনস্টেবল নং-৮৩৫) পুলিশ সদস্য হিসেবে মাগুরা সদরের হাজিপুর পুলিশ ক্যাম্পে কর্মরত। সে ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলার বড়রিয়া গ্রামের আব্দুল জব্বারের ছেলে। তার সহযোগী রাজিব মাগুরার হাজিপুর গ্রামের মোমিন শেখের ছেলে।

তারা অনেক দিন ধরেই ইয়াবা ব্যবসা করে আসছে বলে কালের কণ্ঠের সূত্র জানিয়েছে।

গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোঁরায় হামলার ঘটনায় কথিত সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় রায় ঘোষণার পর ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায়ই আসামিরা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দেন। তারা চিৎকার চেচামেচি শুরু করেন।

আজ বুধবার ঢাকার সন্ত্রাস বিরোধী ট্রাইব্যুনালের বিচারক তাগুত মো. মজিবুর রহমান রায় ঘোষণা করে।

রায়ে সাত আইএস সদস্যের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসামিরা চিৎকার চেচামেচি শুরু করেন। এক সঙ্গে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিতে থাকেন। লোহার খাঁচার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তারা এ রায় মানি না মানি না চিৎকার করতে থাকেন। তাদের দ্রুত ট্রাইব্যুনাল কক্ষ থেকে পুলিশ বের করার উদ্যোগ নেয়। তাদের নেওয়ার সময়ও 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিতে থাকেন। তাদের কোনো অবস্থায়ই থামানো যাচ্ছিল না। সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের সঙ্গে খালাসপ্রাপ্ত মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজানও 'আল্লাহ আকবার' ধ্বনি দেন। তাকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'আমি খালাস পেয়ে খুশিতে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিচ্ছি।

আসামিদের দ্রুতই ছয় তলা থেকে নিচে নামানো হয়। আগে থেকেই ঠিক করে রাখা প্রিজন ভ্যানে তোলা হয় সব আসামিকে। প্রিজন ভ্যানে ওঠার সময়ও তারা একই ভাবে চিৎকার করতে থাকেন। এ সময় স্লোগান দেন, 'এ রায় মানি না' বলে।

রায়ের আগে সকালেই আসামিদের প্রিজন ভ্যানে করে আনা হয়। তখন আসামিদের প্রত্যেককে হাসতে দেখা যায়। আসামিদেও যখন ট্রাইব্যুনালে নেওয়া হয় তখনও তারা হাসছিলেন।

সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

এত দিন মুসলিমদের সন্ত্রাসবাদীর তকমা দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে গেছে পশ্চিমা দেশগুলো। ৯/১১ পর থেকে ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জুড়ে দেয়া অপপ্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। নিরীহ মুসলিমদের প্রকাশ্যে সন্ত্রাসবাদী বলে আক্রমণ করা হয়েছে।

কিন্তু এবার সন্ত্রাসবাদ নিয়ে এক চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট নিয়ে এল ফ্রান্সের একটি মানবাধিকার সংস্থা ভিক্টিমস দ্য টেররিজমের প্রধান সেন্ট মার্ক। তারা জানিয়েছে, বিশ্বব্যাপী মুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা বেশি হামলা চালায় এমন বহুল প্রচারিত কথা পুরোপুরি মিথ্যা।সারা বিশ্বে হওয়া সন্ত্রাসবাদী হামলায় এখন পর্যন্ত ৮০ শতাংশ মুসলিম

আক্রান্ত হয়েছে। অথচ পশ্চিমা দেশগুলোর দাবি সন্ত্রাসীরা সকলেই মুসলিম এবং তাদের শিকার হচ্ছে অমসলিমরা।

সম্প্রতি ফ্রান্সে সন্ত্রাসবাদদের বিরোধীতায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। সম্মেলনে আমন্ত্রিত ছিলেন সন্ত্রাসবাদের শিকার বেশ কয়েকজন মুসলিম ব্যক্তি।৮০টি দেশ থেকে সাড়ে চার শ' জন আক্রান্ত এই সম্মেলনে যোগ দেন।

সেখান সংস্থার পক্ষে থেকে বক্তা সেন্ট মার্ক বলেন, সন্ত্রাসীরা চায় আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করি। কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাওয়া সম্পর্কের সেতুবন্ধনটিকে আমাদের পুনঃনির্মাণ করার প্রয়োজন রয়েছে।
এই সম্মেলনে চীনের জিনজিয়াং-এ ১০ লাখের বেশি উইঘুর মুসলিমকে আটক শিবিরে রেখে নির্যাতন চালানো বিষয়টির তীব্র নিন্দা জানানো হয়। সেখানে বলা হয়, এই ব্যাপারে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য প্রমাণ রয়েছে। চীনা কর্মকর্তাদের এই নিয়ে তিরস্কার করা হয়েছে। পাশাপাশি ইউরো ও আমেরিকার এই বিষয়ে হাতগুটিয়ে থাকাকেও কটাক্ষ করা হয়।

সেখানে বলা বয়, নিরীহ মুসলিমদের ওপর সন্দেহের চোখে দেখে দেশে দেশে নিপীড়ন চলছে। ফ্রান্সে সবচেয়ে বেশি মুসলিম বসবাস করে। দেশিটিতে ৫০ লক্ষের বেশি মুসলিম সংখ্যালঘু বসবাস করে। ২০০৬ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ইউরোপের ঘটা সন্ত্রাসী হামলার ৯৯ শতাংশ শিকার ছিল মুসলিমরা। সর্বশেষ ফ্রান্সের একটি মুসলিমদের জমায়েতেও বর্ণবিরোধী এক উগ্রপন্থীর গাড়ি তুলে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

গত বছর সন্ত্রাসবাদী হামলায় ১৫,৯৫২জন প্রাণ হারিয়েছে। ২০১৮ সালে আফগানিস্তানে ৭,৩৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। নাইজেরিয়া ২০,৪০ ও ইরাকে ১,০৫৪জন নিহত হয়েছে। সিরিয়া ও সোমালিয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বাকি অন্যান্য দেশেও ৪,১৭১জনের বেশি প্রাণ হারিয়েছে। ২০০২ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত মধ্য প্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকার সাহারা অঞ্চলের অন্তগর্ত এলাকায় সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়েছে ৯৩ শতাংশ মানুষ।

নেত্রকোনার কলমাকান্দায় রংছাতি ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড সন্ত্রাসী যুবলীগের সভাপতি ফারুক হোসেনকে (২৮) ইয়াবাসহ ধরে ফেলে জনগন। মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার রংছাতি ইউনিয়নের বেস্তপুর এলাকা থেকে ২০ পিস ইয়াবাসহ তাকে ধরা হয়।

বিডি প্রতিদিন সূত্রে জানা যায়, ফারুক ওয়ার্ডের সন্ত্রাসী যুবলীগের সভাপতি হওয়ার সুবাধে দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদক সেবন ও মাদক ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিল। তাছাড়া তার নামে কলমাকান্দা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনসহ একাধিক মামলা রয়েছে।

এলাকাবাসীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, ২০১৮ সালের ৯ এপ্রিল উপজেলার রংছাতি ইউনিয়নের রংছাতি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ৪নং ওয়ার্ডের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ফারুক রংছাতি ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়।

ফারুক এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে জুয়া ও মাদক ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিল।

কুমিল্লার তিতাস উপজেলা পরিষদের সামনে বিগত সংসদ নির্বাচনের একজন প্রার্থীকে হাত-পা বেঁধে পেটানোর অভিযোগ উঠেছে তিতাস উপজেলা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতাদের বিরুদ্ধে। নির্যাতনের শিকার রবিউল ইসলাম একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-২ (তিতাস-হোমনা) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সিংহ প্রতীকে নির্বাচন করে। সে তিতাস উপজেলার আমিরাবাদ গ্রামের মো. আলম হোসাইনের ছেলে। তাকে বেঁধে পেটানোর ছবিটি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

সরকারি মাঠ রক্ষায় সে পারভেজ হোসেন সরকারের বিরুদ্ধে কুমিল্লার আদালতে এলাকাবাসীর পক্ষে একটি মামলা দায়ের করে। ওই মামলাটি খারিজ করে দেয় আদালত। পরে হাই কোর্টে মামলা করলে ২০১৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি আদালত খেলার মাঠের পক্ষে রায় দেয়। এই রায়ের বিপরীতে বিবাদী পক্ষ সুপ্রিম কোর্টে আপিল করলে হাই কোর্টের রায় বহাল রেখে সুপ্রিম কোর্টও মাঠের পক্ষে রায় দেয়। পরবর্তীতে পারভেজ হোসেন সরকার মাঠটি দখলে নেয়।

এরপর রবিউল ইসলাম কুমিল্লা জেলা প্রশাসনকে জানালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেয় মাঠটি ফিরিয়ে নিতে। গত ২১ নভেম্বর মাঠটির বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে গেলে তাকে উপজেলা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন সাদ্দামের নেতৃত্বে পরিষদের সামনে হাত-পা বেঁধে পেটায় স্থানীয় সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতা ও চেয়ারম্যানের অনুসারীরা।

সূত্রঃ বিডি প্রতিদিন

আধিপত্য বিস্তার নিয়ে পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলা সন্ত্রাসী যুবলীগের সহ-সভাপতি ও আমড়াগাছিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ৬নং ওয়ার্ড সদস্য রুহুল কুদ্দুসকে কুপিয়ে রক্তাক্ত করার অভিযোগ উঠেছে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে সুবিদখালী বাজার সংলগ্ন বটতলা নাম স্থানে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আব্দুল কুদ্দুসের ছোট ভাই মশিউর রহমান বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করলেও বুধবার সকাল সাড়ে ৮টায় এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি দালাল পুলিশ।

স্থানীয়রা জানায়, সুবিদখালী সরকারি কলেজ শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. সায়েখ ও সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ কর্মী শাহিনের নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একটি দল কথা আছে বলে আব্দুল কুদ্দুসকে বটতলায় নিয়ে আসে। কথা বলার এক পর্যায়ে আব্দুল কুদ্দুসকে উপর্যপরি কুপিয়ে ও পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করে ফেলে রেখে চলে যায় তারা। স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় আব্দুল কুদ্দুসকে উদ্ধার করে প্রথমে মির্জাগঞ্জ হাসপাতালে নেয়ার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে বরিশাল শেবাচিম হাসপাতালে পাঠায়।

সূত্রঃ বিডি প্রতিদিন

২৬শে নভেম্বর, ২০১৯

গত শুক্রবার নরওয়ের আগদার শহরে উগ্রবাদী খ্রিস্টান কর্তৃক পবিত্র কুরআনুল কারীমের অবমাননার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন হাটহাজারী মাদরাসার সহযোগী পরিচালক আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী।

সোমবার সংবাদমাধ্যমে প্রেরিত এক বিবৃতিতে আল্লামা বাবুনগরী বলেন, নরওয়েতে কুরআন অবমাননা করে বিশ্বমুসলিমের কলিজায় আঘাত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের অবমাননা অগ্রহণযোগ্য, কিছুতেই এই সীমালজ্ঘন মেনে নেয়া যায় না। এর কারণে মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে। খবরঃ ইনসাফ২৪

তিনি বলেন, বিশ্বের কোথাও ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো ধরণের উস্কানি ও ষড়যন্ত্র মেনে নেয়া হবে না। প্রত্যেক দেশের সংবিধানে মানুষের মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। মানুষের ধর্ম বিশ্বাস ও মূল্যবোধ তার মর্যাদার নানা দিকের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে। তাই পবিত্র কোরআন অবমাননা মানবাধিকার লংঘন এবং বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণার লংঘনের শামিল।

আল্লামা বাবুনগরী বলেন, ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী দেশটিতে মোট জনসংখ্যার ২.৩ শতাংশ মুসলমান। বর্তমানে নরওয়েতে মুসলমানরা দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় জনগোষ্ঠি সত্বেও সেখানে কুরআন অবমাননার মতো ঘটনা মেনে নেয়া যায় না। কুরআনুল কারিম মুসলিম উম্মাহর পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। কুরআন অবমাননার এই মর্মান্তিক ঘটনায় পুরো খ্রিস্টান জাতি বিশ্বমুসলিমের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে এবং কুরআনের মর্যাদা রক্ষায় কুরআন অবমাননার শাস্তি হিসেবে বিশ্বের সকল দেশে মৃ'ত্যুদণ্ড বিল পাশ করা উচিত।

কুরআন অবমাননাকারীকে রুখে দিয়ে কুরআনের ইজ্জত রক্ষা করায় যুবক ইলিয়াসের ভূয়সী প্রশংসা করে আল্লামা বাবুনগরী বলেন, কুরআন অবমাননাকারী সেই উগ্র খিস্টানকে রুখে দিয়ে কুরআন প্রেমের উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যুবক ইলিয়াস। একজন মুসলমান কুরআনকে কতটা ভালবাসে তা বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছেন তিনি।

ওআইসি ও আরবলীগসহ বিশ্বব্যাপী মুসলিম শাসকদের ঐক্যবদ্ধভাবে কুরআন অবমাননার এই ঘটনার প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া উচিত।

হিরো অব দ্য মুসলিম ইলিয়াসের নিঃশর্ত মুক্তি ও কুরআন অবমাননাকারী উগ্রবাদী খিস্টান লার্শ থারসনের সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে নরওয়ে-সরকারের প্রতি আহবান জানান হেফাজত মহাসচিব আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী।

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়নের সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের কমিটি গঠনকে (ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন) কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন নেতাকর্মী আহত হয়েছে।

সোমবার ২টা ৩০ মিনিটে শ্রীরামপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে সম্মেলনস্থলে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় নেতাকর্মী সূত্রে জানা গেছে, আগামী ডিসেম্বরে জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন করতে জেলার প্রতিটি ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও উপজেলায় দলীয় সম্মেলন হচ্ছে। সোমবার বিকেল ৩টায় শ্রীরামপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সম্মেলন আয়োজন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি স্থানীয় সাংসদ মো. মোতাহার হোসেন উপস্থিত থাকবে বলে প্রচার করা হয়। স্থানীয় সাংসদ মো. মোতাহার হোসেন ও পাটগ্রাম উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. রুহুল আমীন বাবুল সম্মেলনে আসার আগেই সভাপতি প্রার্থী বর্তমান শ্রীরামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল হাশেম ও রফিকুল ইসলামের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। দুই গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্লা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। উভয়পক্ষের সন্ত্রাসীরা ইট, পাথর, অস্ত্র, লাটি, সোটা নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ সময় পুলিশসহ ১৫ জন আহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ৩ রাউন্ট টিয়ারশেল ও ৫০ রাউন্ড রাবার বুলেট ছুঁড়ে।

পাটগ্রাম থানার ওসি হিন্দু সুমন কুমার মহন্ত বলেছে, উভয়পক্ষের সংঘর্ষ থামাতে পুলিশ ৩ রাউন্ট টিয়ারশেল ও ৫০ রাউন্ড রাবার বুলেট ছুঁড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ বিষয়ে পাটগ্রাম উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. রুহুল আমীন বাবুল বলেছে, আসলে ওখানে আমাদের কাউন্সিল ছিল। আমি ও স্থানীয় সাংসদ মোতাহার হোসেন ওখানে যাচ্ছিলাম। পথেই শুনি দুই সভাপতি প্রার্থী সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে বাধে। পরে ওই কাউন্সিল স্থগিত করা হয়েছে।

সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

কথিত বাল্যবিয়ের অভিযোগে বর ও তার খালাকে তিন মাসের কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে কথিত ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল সোমবার (২৫ নভেম্বর) রাতে ঘটনাটি ঘটে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার শেয়ালা কলোনী এলাকায়।

শরিয়ার আলোকে বিয়ে করলেও গ্রেফতার হলেন রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলাধীন কাশিমপুর এলাকার শরিফুল ইসলামের ছেলে বর আব্দুস সালাম (২২) ও তাঁর খালা মোসলেমা বেগম (২৭)।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের কথিত বিচারক তাগুত আলমগীর হোসেন বলেছে, শেয়ালা কলোনি এলাকায় এক কিশোরীর বিয়ে দেওয়া হচ্ছে- এমন সংবাদ পেয়ে সোমবার সন্ধ্যার পর অভিযান চালায় তাগুতি ভ্রাম্যমাণ আদালাত। এ সময় ঘটনার সত্যতা পেয়ে সদর থানা

আওয়ামী দালাল পুলিশ আটক করে বর আব্দুস সালাম ও তাঁর খালা মোসলেমা বেগমকে। পরে বর ও তাঁর খালাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা ও তিন মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজের আলোচিত পর্দা দুর্নীতি, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনাকাটার প্রস্তাবে অস্বাভাবিক অনিয়মের পর এবার হবিগঞ্জে নব প্রতিষ্ঠিত শেখ হাসিনা মেডিক্যাল কলেজের ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। কলেজে ৪২ হাজার টাকার ল্যাপটপ কেনা হয়েছে এক লাখ ৪৮ হাজার টাকা দরে।

মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কালার প্রিন্ট প্রতিটি ১০০ থেকে ৫০০ টাকায় পাওয়া গেলেও কেনা হয়েছে সাত হাজার ৮০০ টাকা করে।

এভাবে কলেজটির অধ্যক্ষ ডা. আবু সুফিয়ানের বিরুদ্ধে কলেজের প্রায় ১৪ কোটি টাকার টেন্ডারের বিপরীতে অতিরিক্ত দাম দেখিয়ে বরাদ্দের প্রায় ৯ কোটি টাকা লুট করার তথ্য পাওয়া গেছে। এ ছাড়া দুই বছর ধরে সে স্ত্রীর ব্যক্তিগত গাড়ি বিনা টেন্ডারে ভাড়া দেখিয়ে মাসে ৭০ হাজার টাকা করে উত্তোলন করেছে।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, শেখ হাসিনা মেডিক্যাল কলেজে একাডেমিক কার্যক্রম শুরুর বছরেই বড় ধরনের দুর্নীতির ঘটনা ঘটে। অধ্যক্ষ ডা. আবু সুফিয়ান ১৩ কোটি ৮৭ লাখ ৮১ হাজার ১০৯ টাকার টেন্ডার ভাগ-বাটোয়ারা করে।

কালের কণ্ঠের অনুসন্ধানে জানা গেছে, কলেজটির ২০১৭-১৮ অর্থবছরের একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বইপত্র, সাময়িকী, যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য সরঞ্জাম কেনার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয় ২০১৮ সালের সূচনাতে।

পরে গত বছরের ১৭ মে প্রয়োজনীয় পণ্যের শিডিউল জমা পড়ে। কিন্তু দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে যাঁদের রাখা হয়েছিল, কাজের দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদনে তাঁদের কোনো সই-ই ছিল না। টেন্ডারে আহ্বান করা হয় মূলত ১৫ কোটি ৫০ লাখ টাকার। এর মধ্যে ভ্যাট ও আয়কর খাতে সরকারি কোষাগারে জমা দেখানো হয় এক কোটি ৬১ লাখ টাকা ৯৭ হাজার টাকা। আর ১৩ কোটি ৮৭ লাখ ৮১ হাজার টাকা মালামাল ক্রয় বাবদ ব্যয় দেখানো হয়। কিন্তু বাস্তবে ওই মালামালের মূল্য পাঁচ কোটি টাকার বেশি নয়—এমনটিই বলছে টেন্ডারপ্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র।

সূত্র মতে, দরপত্রে মোট সাতটি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। এর মধ্যে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে উপযুক্ত দরদাতা (রেসপনসিভ) হিসেবে গ্রহণ করে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি। এতে বইপত্র ও সাময়িকী, মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ, সার্জিক্যাল রিকোয়্যারমেন্ট ইত্যাদি পণ্যের দর আহ্বান করা হয়।

সূত্র মতে, সরবরাহ করা মালামালের মধ্যে ৬৭টি লিনেভো ল্যাপটপের (মডেল ১১০ কোর আই ফাইভ, কিং জেনারেশন) দাম নেওয়া হয়েছে ৯৯ লাখ ৪৯ হাজার ৫০০ টাকা। প্রতিটির দাম পড়েছে এক লাখ ৪৮ হাজার ৫০০ টাকা। ঢাকার কম্পিউটার সামগ্রী বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ফ্লোরায় একই মডেলের ল্যাপটপ বিক্রি হচ্ছে মাত্র ৪২ হাজার টাকায়।

৬০ হাজার টাকার এইচপি কালার প্রিন্টারের (মডেল জেড প্রো এম ৪৫২এন ডাব্লিউ) দাম নেওয়া হয়েছে দুই লাখ ৪৮ হাজার ৯০০ টাকা। ৫০ জন বসার জন্য কনফারেন্স টেবিল, এক্সিকিউটিভ চেয়ার ও সাউন্ড সিস্টেমে ব্যয় হয়েছে ৬১ লাখ ২৯ হাজার টাকা। যেসব চেয়ার কেনা হয়েছে, তা হাতিলের মতো ফার্নিচার ব্র্যান্ডের চেয়ারের দামের চেয়েও দ্বিগুণ বেশি।

মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ১০৪টি প্লাস্টিকের মডেলের দাম এক কোটি ১৪ লাখ ৮৬ হাজার ৩১৩ টাকা নিয়েছে। দেশের বাজারে 'পেডিয়াট্রিক সার্জারি' (২ ভলিউমের সেট) বইটির দাম ৩৩ হাজার টাকা। নির্ঝরা এন্টারপ্রাইজ দাম নিয়েছে ৭০ হাজার ৫৫০ টাকা। রাজধানীর মতিঝিলের মঞ্জুরি ভবনের পুনম ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল নামে আরেকটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তিন লাখ ২৫ হাজার টাকা দরে ৮১টি কার্লজিস প্রিমো স্টার বাইনোকুলার মাইক্রোস্কোপ সরবরাহ করেছে; যার দাম নিয়েছে দুই কোটি ৬৩ লাখ ৩২৫ টাকা। বাজারে এর দাম এক লাখ ৩৯ হাজার ৩০০ টাকা। পুনম ইন্টারন্যাশনাল একই কম্পানি ও মডেলের এসির দাম এক লাখ ৬৮ হাজার টাকা দরে ৩১টির দাম নিয়েছে ৬১ লাখ ৩৮ হাজার টাকা। একইভাবে ফ্রিজ ও টিভি কেনা হয়েছে দু-তিন গুণ বেশি দামে।

মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছবিসংবলিত কাগজে ছাপা চার্ট বাজারে ১০০ থেকে ৫০০ টাকায় পাওয়া গেলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রতিটি চার্ট কিনেছে সাত হাজার ৮০০ টাকা দরে। এ রকম ৪৫০টি চার্ট ক্রয়ে ব্যয় হয়েছে ৩৫ লাখ ১০ হাজার টাকা।

অন্যদিকে কলেজ অধ্যক্ষ তাঁর স্ত্রীর নামের একটি গাড়ি নিজে ব্যবহারের জন্য কোটেশন দিয়ে ৭০ হাজার টাকায় ভাড়া নেয়। তবে বর্তমানে সরকার থেকে একটি গাড়ি বরাদ্দ পেয়েছে। তাঁর স্ত্রীর নাম ডা. মর্জিনা বেগম। কিন্তু কোটেশনে দেখানো হয় শুধু মর্জিনা বেগম। আড়াই বছর এভাবে নেওয়া হয় বিল।

এসব বিষয়ে বক্তব্য জানার জন্য শেখ হাসিনা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. মো. আবু সুফিয়ানের সঙ্গে মোবাইল ফোনে কয়েক দফায় যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু প্রতিবারই কল হলেও তিনি তা রিসিভ করেনি। এ ছাড়া গতকাল সোমবার একাধিকবার ক্যাম্পাসে গিয়েও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

চুয়াডাঙ্গার জেলার দামুড়হুদা উপজেলার চারুলিয়া সীমান্তে বাংলাদেশি এক যুবককে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

নিহত ওই যুবকের নাম গনি মিয়া (২৫)।

তিনি চারুলিয়া গ্রামের আবু তাহেরের ছেলে। আজ মঙ্গলবার ভোররাতে সীমান্ত এলাকা থেকে মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয়রা জানায়, গতকাল সোমবার (২৫ নভেম্বর) রাতে ব্যবসায়ের উদ্দেশে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন আব্দুল গনি। এ সময় কয়েকজন ভারতীয় নাগরিক তাকে ধরে বেদম মারধর করে। পরে সন্ত্রাসী বিএসএফর

হাতে তুলে দেওয়া হয় তাঁকে। এরপর বিএসএফ সন্ত্রাসী সদস্যরাও তাকে মারধর করে বাংলাদেশের সীমানায় ফেলে রাখে। ভোরারাতে সীমান্ত এলাকার লোকজন তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. সোহরাব হোসেন বলেন, 'ভোর ৬টা ৩০ মিনিটে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তবে তার আগেই মারা যান ওই যুবক।

অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। '

খবরঃ কালের কণ্ঠ

অবৈধভাবে অধিকৃত কাশ্মীর উপত্যকায় কথিত সন্ত্রাস দমনের নামে ভারতের সন্ত্রাসী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বড় ধরনের অভিযান শুরু করতে চলেছে বলেই আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রথম সেখানে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান চালানোর নামে একযোগে মোতায়েন করা হয়েছে সন্ত্রাসী সেনা, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীকে। ওয়ান ইন্ডিয়া ও ইন্ডিয়া টুডে ।

আর্মির প্যারা স্পেশাল ফোর্স, নেভির মেরিন কমান্ডোস (এমএআরসিওএস) এবং ইন্ডিয়া এয়ার ফোর্সের গরুড় বাহিনীকে কাশ্মিরে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রতিরক্ষার তিনটি বাহিনীকে মিশিয়ে গঠন করা হয়েছে আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল অপারেশন ডিভিশন (এএফএসওডি)। এ ডিভিশনকে এই প্রথমবার মোতায়েন করা হলো কাশ্মিরে।

মুক্তিকামী কাশ্মিরের যেসব জায়গায় বিশেষভাবে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, সে জায়গাগুলোতেই আপাতত একযোগে কাজ করবে তিন বাহিনী। সন্ত্রাসী সেনা মোতায়েন করা হয়েছে শ্রীনগর এবং গ্রামীণ কয়েকটি এলাকার কাছে। সন্ত্রাসী মেরিন কমান্ডোদেরকে মোতায়েন করা হয়েছে উলার লেকের আশপাশের এলাকায়। আর গরুড় বাহিনীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে লোলাব ও হাজিন এলাকায়।

কথিত যৌথ এ বিশেষ বাহিনী এরই মধ্যে কাজও শুরু করেছে। সন্ত্রাসী সেনারা ওই এলাকায় ভারতীয় আর্মি রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের সাথে মিলে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালাবে। এবারই প্রথম এই তিনটি স্পেশাল সার্ভিসকে যৌথভাবে মোতায়েন করল কট্টর হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার।

উল্লেখ্য, ভারতীয় সংবিধান থেকে কাশ্মিরের বিশেষ মর্যাদা সংবলিত ৩৭০ নং ধারা অন্যায়ভাবে বাতিলের পর অতিরিক্ত সন্ত্রাসী সেনা মোতায়েন রয়েছে দেশটিতে। সেখানে স্বাধীনতাকামীরা বড় ধরনের আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে, এমন উদ্বেগ থেকেই সন্ত্রাসী ভারত সরকার সেখানে আরো কড়া অবস্থানে গেল।

ক্রুসেডার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাধ্য হয়ে আফগানিস্তানের তালেবানের সাথে শান্তি আলোচনা আবার শুরুর আভাস দিয়েছে। এ ছাড়া সে দেশটি থেকে মার্কিন সন্ত্রাসী সৈন্য প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করেছে।

গত শুক্রবার ফক্স নিউজের ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস অনুষ্ঠানে ট্রাম্প টেলিফোনে বলে, 'আমরা আফগানিস্তান থেকে সরে আসছি। আমরা এখন তালেবানের সাথে একটা চুক্তি নিয়ে কাজ করছি। দেখা যাক কী হয়।' এ ব্যাপারে অবশ্য বিস্তারিত কিছু বলেনি এই ক্রুসেডার।

ট্রাম্প এমন সময় এ মন্তব্য করল যখন সোমবার সফলভাবে দুই পক্ষের মধ্যে বন্দী বিনিময় হয়েছে। বন্দী একজন আমেরিকান ও এক অস্ট্রেলিয়ান অধ্যাপককে ছেড়ে দিয়েছেন তালেবানরা। বিনিময়ে তালেবানের উচ্চপদস্থ তিনজন বন্দী কমান্ডারকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে মার্কিন মদদপুষ্ট মুরতাদ আফগান সরকার। একই সাথে, সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ১০ জন আফগান সেনাকেও মুক্তি দিয়েছেন তালেবান। অনেকেই মনে করছেন যে, আমেরিকান কেভিন কিং ও অস্ট্রেলিয়ান টিমোথি উইকসকে ছেড়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে মার্কিন-তালেবান আলোচনা আবার শুরু হতে পারে। ২০১৬ সালের আগস্ট থেকে তালেবানের হাতে বন্দী ছিল তারা।

পশ্চিমা বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্তের প্রশংসা করে ট্রাম্প মঙ্গলবার টুইটে লিখেছে, 'আসুন, আশা করি যাতে এটার সূত্র ধরে অস্ত্রবিরতির মতো আরো ভালো জিনিস আসে, যেটা শান্তির দিকে নিয়ে যাবে এবং দীর্ঘ যুদ্ধের ইতি টানবে।' তালেবানের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ ভিওএকে বলেন, 'এ ব্যাপারে কিছু বলার সময় এখনো আসেনি।' শুক্রবার সন্ত্রাসী ট্রাম্পের মন্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এ মন্তব্য করেন।

এক বছর ধরে চালিয়ে আসা আলোচনা সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে হঠাৎ করেই বন্ধ করে দেয় নির্বোধ ট্রাম্প। কাবুলে তালেবানের হামলার অজুহাতে সে ওই আলোচনা বন্ধের ঘোষণা দেয়। হামলায় অন্যদের সাথে এক মার্কিন সেনাও নিহত হয়েছিল। শুক্রবার নিজের সিদ্ধান্তের পক্ষেও কথা বলে ট্রাম্প। খবরঃ নয়া দিগন্ত

ওয়াশিংটন যখন তালেবানের সাথে আলোচনা স্থগিত করে, তখন দুই পক্ষ ১৮ বছরের আফগান যুদ্ধের ইতি টানার ব্যাপারে একটা চুক্তির প্রায় দ্বারপ্রান্তে চলে গিয়েছিল। ওই চুক্তি অনুযায়ী আফগানিস্তান থেকে আমেরিকান বাহিনী সরিয়ে নেয়া এবং বিনিময়ে তালেবানের সন্ত্রাসবিরোধী প্রতিশ্রুতি দিয়ে আফগান-অভ্যন্তরীণ আলোচনায় অংশ নেয়ার কথা ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শান্তি আলোচক জালমে খলিলজাদ শুক্রবার বলেছে, সে আশাবাদী যে, বন্দী বিনিময়ের পদক্ষেপ 'সহিংসতা কমাতে' এবং আফগান সরকার, তালেবান এবং অন্যান্য আফগান নেতার মধ্যে রাজনৈতিক সমাধানের পথে 'দ্রুত এগিয়ে যেতে' সাহায্য করবে। আফগান বংশোদ্ভূত এই আমেরিকান কূটনীতিক এই টুইটে লিখেছেছিলো, 'আফগান জনগণ শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে এবং আমরা তাদের পক্ষে আছি।' তবে, তালেবান মুখপাত্র সুহাইল শাহীন চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে এই ধরনের ভিত্তিহীন খবরকে নাকচ করে দেন যে, সফল বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে তার দল আফগান সরকারের সাথে সরাসরি আলোচনার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। তালেবান এখন পর্যন্ত কাবুল প্রশাসনকে আমেরিকার পুতুল আখ্যা দিয়ে তাদের সাথে সরাসরি আলোচনার প্রবল বিরোধিতা করে আসছে।

রাস্তার পাশের ৪ লাখ টাকার গাছ কেটে বিক্রি করে দেওয়ার ঘটনায় ভূমি অফিস ও বন বিভাগের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে তদন্তে গেলে স্থানীয় এক ইউপি সদস্যের নেতৃত্বে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় ভূমি অফিসের আউট সোর্সসিং আব্দুল্লাহ মামুন, স্থানীয় সাংবাদিক রেজাউল করিম মিঠুর ভাই আব্দুর রহিম বাবুসহ ৬ জন গুরুত্বর আহত হয়েছে। আব্দুর রহিম বাবুর অবস্থা আশংকাজনক। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ব্রহ্মরাজপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

সামাজিক বন বিভাগ সাতক্ষীরা জেলার ফরেষ্ট অফিসার জি এম মারুফ বিল্লাহ জানায়, ব্রহ্মরাজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলামের বাড়ির পূর্ব দিকে সরকারি রাস্তার পাশের বিভিন্ন প্রজাতির গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে- এমন সংবাদ পেয়ে আমি সহ ধুলিহর ভূমি অফিসের ন্যায়েব মাসুমা সুলতানা, ভূমি অফিসের ন্যাশনাল সার্ভিসের আব্দুল্লাহ মামুন ঘটনাস্থলে যাই। এ সময় বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিক ও এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়।

ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায় স্থানীয় ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য কাঠ ব্যবসায়ী সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতা কোরবান আলী ও তার লোকজন করাত ও কুরাল দিয়ে গাছ কেটে নিচ্ছে। গাছগুলো ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের আঘাতে ভেঙে পড়া ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু নতুন গাছ কাটা হয়েছে। এবং কিছু নতুন গাছ কাটার জন্য গোড়া থেকে মাটি খুড়া হয়েছে। এ সময় উপস্থিত সন্ত্রাসী ইউপি সদস্য তার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলামের নিকট থেকে ২৪টি গাছ নিলামের মাধ্যমে ৭৫ হাজার টাকায় কিনেছে বলে দাবি করে।

বিষয়টি তাৎক্ষনিক সাতক্ষীরা সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা দেবাশীষ চৌধুরীকে জানিয়ে গাছের মাপজরিপ শুরু করি।

এসময় হঠাৎ করে মেম্বার কোরবান আলী ও তার ছেলে বাবু ও ইয়াছিন আরাফাত ও তাদের সহযোগীরা হামলা চালায়। এসময় আউট সোর্সসিং আব্দুল্লাহ মামুন, সাংবাদিক রেজাউল করিম মিঠুর ভাই আব্দুর রহিম বাবু, নুর ইসলাম, আজহারুল ইসলাম ও এশার আলীসহ ৬ জন আহত হয়। খবরঃ বিডি প্রতিদিন

বন বিভাগের ফরেষ্টার কর্মকর্তা জিএম মারুফ বিল্লাহ আরও জানান, গাছ কেটে নেওয়ার ঘটনাটি সঠিক। আমি এ বিষয়ে লিখিত রিপোর্ট দেবো।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা জেয়ালা গ্রামের মোকলেস আলী জানান, রাস্তার পাশে লাগানো মেহগনি, জামবুরা, মহানিম, শীল কড়াই সহ বিভিন্ন প্রজাতির ২৪টি গাছ লোক দিয়ে সন্ত্রাসী ইউপি মেম্বর কোরবান আলী ও তার ছেলে বাবু কেটে নিয়ে যাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের আঘাতে ভেঙে পড়া এসবের সাথে কিছু ভাল গাছও তারা সুযোগ বুঝে কেটে নেয়। এসব গাছের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা।

এ ব্যাপারে ওয়ার্ড সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সভাপতি কাঠ ব্যবসায়ী ইউপি সদস্য কোরবান আলী জানান, আমি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ১২টা জামরুল গাছ, মহানিম ১১টা ও একটা মেহগনিসহ মোট ২৪টি গাছ ৭৫ হাজার

টাকা দিয়ে ক্রয় করেছি। গাছগুলো কাঁটার সময় কিছু লোকজন এসে বাঁধা দেয়। এ সময় মারপিটের ঘটনা ঘটেছে। আমার ক্রয় করা গাছ কাঁটছি বাঁধা দিলে মারপিট তো হবেই।

পরিবহন খাতে চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য থামাতে পারছে না কেউ। চাঁদাবাজদের অপতৎপরতা রোধে কথিত র‍্যাব-পুলিশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েও তা বাস্তবায়ন করা যায়নি। ক্ষমতাসীন দলের কয়েকজন প্রভাবশালী সন্ত্রাসী নেতা পরিবহন চাঁদাবাজিতে জড়িত থাকায় প্রশাসনিক সব উদ্যোগ ভেস্তে যায়। রাজধানীর শতাধিক পয়েন্টে এ চাঁদাবাজি এখন অপ্রতিরোধ্য রূপ নিয়েছে।

সারা দেশে চাঁদাবাজির পয়েন্ট প্রায় ৯০০। একশ্রেণির পরিবহন শ্রমিক, চিহ্নিত সন্ত্রাসী, পুলিশ ও ক্ষমতাসীন মহলের আশীর্বাদপুষ্টদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে সম্মিলিত চাঁদাবাজ চক্র। তাদের কাছেই জিম্মি হয়ে পড়েছে যানবাহনের চালক, মালিকসহ সংশ্লিষ্ট সবাই।

সন্ত্রাসীরা সরাসরি 'চাঁদা' তুললেও পরিবহন শ্রমিকরা চাঁদা নেন শ্রমিক কল্যাণের নামে। ট্রাফিক সার্জেন্টরা টাকা তোলে মাসোহারা হিসেবে। এ ছাড়া আছে বেকার ভাতা, রাস্তা ক্লিয়ার ফি, ঘাট ও টার্মিনাল সিরিয়াল, পার্কিং ফি নামের অবৈধ চার্জ। এমন নানা নামে, নানা কায়দায় চলছে এ চাঁদাবাজির ধকল। ঢাকার প্রবেশমুখগুলোতে বিরাজ করছে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা।

সায়েদাবাদ-গাজীপুর রুটে চলাচলকারী একাধিক মিনিবাস চালক বলেন, 'নানামুখী চান্দা-ধান্দার কবলে চালক, মালিক, শ্রমিক সবার জীবনই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। যাত্রীরা হচ্ছেন নানা দুর্ভোগের শিকার। ' মহাখালী, গাবতলী, সায়েদাবাদসহ সব বাস-ট্রাক টার্মিনালের অবস্থাই অভিন্ন। এসব স্থানে গাড়ি ঢুকতেও টাকা লাগে, বেরোতেও লাগে টাকা। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রূপে চলছে লাইসেন্সধারী সন্ত্রাসী পুলিশের চাঁদাবাজি।

রাজধানীসহ সারা দেশের সড়ক-মহাসড়কের যত্রতত্র পুলিশের বিশেষ চেকিং আর মাসোহারা আদায়ের প্রতিযোগিতা বন্ধের সাধ্য যেন কারও নেই। রাজধানীর এক পাশ দিয়ে ঢুকে অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে ট্রাকপ্রতি ৫০০-৬০০ টাকা গুনতে হয়। ট্রাকচালকরা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, আগে সাধারণত ঢাকার যে কোনো একজন সার্জেন্টকে ১০০ টাকা দিয়ে স্লিপ সংগ্রহ করলে সিটির মধ্যে আর কোথাও পুলিশকে চাঁদা দিতে হতো না। কিন্তু বর্তমানে এক সার্জেন্ট অন্য সার্জেন্টের স্লিপকে পাত্তা দেন না, আলাদা আলাদাভাবেই টাকা দিতে হয় তাদের। চাঁদাবাজির নানা ধরন : রয়েছে থানার চাঁদা, ফাঁড়ির চাঁদা, বোবা চাঁদা, ঘাট চাঁদা, স্পট চাঁদা। পুলিশ হাতায় মাসোহারা। মালিক-শ্রমিকের কল্যাণ ফি। রুট কমিটি-টার্মিনাল কমিটির চাঁদাও চলে বাধাহীনভাবে। সবকিছুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে পুলিশের টোকেন-বাণিজ্য। এমন নানা নামে চাঁদাবাজি চলে পরিবহনে। টার্মিনাল-সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করে জানিয়েছেন, সায়েদাবাদ থেকে দেশের পূর্ব-উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাসমূহের ৪৭টি রুটে চলাচলরত দুই সহস্রাধিক যানবাহন থেকে দৈনিক ফ্রিস্টাইলে চলছে চাঁদাবাজি। এর মধ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চাঁদপুর, যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুরসহ ৩২টি রুটে প্রতিদিন ১ হাজার ২০০ কোচ চলে। এ ছাড়া রাজধানীর গাবতলী টার্মিনাল, মহাখালী, উত্তরা, গাজীপুর, টঙ্গী, কালিগঞ্জ, শ্রীপুর, কাপাসিয়াসহ শহর ও শহরতলির অন্যান্য রুটে সহস্রাধিক বাস-মিনিবাসের চলাচল রয়েছে। বাস-মিনিবাসের চালক ও শ্রমিকরা জানান, চাঁদা না দিয়ে কোনো গাড়ি টার্মিনাল থেকে বাইরে বের

করার সাধ্য কারও নেই। চাঁদা নিয়ে টুঁশব্দ করলে নির্যাতনসহ টার্মিনাল ছাড়া হতে হয়। রাজধানী থেকে চলাচলকারী দূরপাল্লার কোচ থেকে ১২০০ টাকা পর্যন্ত চাঁদাবাজি চলছে। আর লোকাল সার্ভিসের প্রতিটি গাড়ি থেকে ট্রিপে আদায় করা হচ্ছে ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা। বিভিন্ন রুটে চলাচলরত গাড়ির মালিক-শ্রমিকরা জানান, নানা রকম কমিটির দখলদারি আর মাত্রাতিরিক্ত চাঁদাবাজির অত্যাচারে মালিকরা পথে বসতে চলেছেন। শ্রমিকদের আয়ও কমে গেছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন মালিক বলেন, লাকসাম, কিশোরগঞ্জ, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন রুটে এখন গাড়িপ্রতি ১২৫০ টাকা পর্যন্ত চাঁদা দিতে হচ্ছে। চাঁদাবাজির শিকার পরিবহন মালিক ও শ্রমিকরা প্রতিদিন চাঁদা প্রদানের বিস্তারিত তালিকা তুলে জানান, পরিবহন-সংশ্লিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় ফেডারেশনের নামে ৫০ টাকা, মালিক সমিতি ৮০ টাকা, শ্রমিক ইউনিয়ন ৪০ টাকা, টার্মিনাল কমিটি ২০ টাকা, কলার বয় ব্যবহার বাবদ ২০ টাকা, কেরানির ভাতা ২০ টাকা, মালিক-শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও কল্যাণের নামে ৫০ টাকা এবং একটি রাজনৈতিক দলের স্থানীয় দুই প্রভাবশালী নেতার নামে ৫০ টাকা করে চাঁদা নেওয়া হচ্ছে।

জিম্মি ২০ লাখ পরিবহন শ্রমিক : তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, চাঁদাবাজদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছেন অসহায় ২০ লাখ পরিবহন শ্রমিক। পরিবহন শ্রমিকরা জানান, প্রতিদিন চাঁদা আদায়ের কাজটি করে থাকে ‘লাঠি বাহিনী’, ‘যানজট বাহিনী’ ও ‘লাইন বাহিনী’। চাকা ঘুরলেই চলে টাকার ছড়াছড়ি। টার্মিনাল থেকে গাড়ি বের হওয়ার আগেই একেকটি গাড়িকে ‘জিপি’ নামক চাঁদা পরিশোধ করতে হয়। এটি আদায় করে লাঠি বাহিনী। টার্মিনালমুখেই যানজট বাহিনীকে দিতে হয় ২০ টাকা ‘কাঙালি চাঁদা’। এরপর লাইনম্যানের পালা। এ ক্ষেত্রে দিতে হয় ৩০ টাকা। এর বাইরে রয়েছে টার্মিনালের টোল। নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রভাতী বনশ্রী পরিবহনের এক বাসচালক জানান, একদিন তার গাড়ি চালানোর জন্য ১৪০০ টাকা চাঁদা গুনতে হয়। এর মধ্যে মালিক সমিতিকে ৯৬০ টাকা জিপি নামক চাঁদা, বোবা নামক চাঁদা ২০০ টাকা, ঢাকা সড়কের নামে ৮০ টাকা, হরতালে-ভাঙচুরের ভর্তুকির নামে ২০ টাকা, অফিসে কেনাকাটার নামে ২০ টাকা, কমিউনিটি পুলিশ ২০ টাকা, সিটি টোল ২০ টাকা, সুপারভাইজার চাঁদা ৬০ টাকা ও ‘ইফতার চাঁদা’ হিসেবে ২০ টাকা দিতে হয়। যানবাহন শ্রমিক ইউনিয়ন সূত্রে জানা যায়, দৈনিক চাঁদা ছাড়াও ফুলবাড়িয়া গুলিস্তান স্টপওভার বাস টার্মিনালে প্রতিটি বাস নামানোর সময় এককালীন ২০ হাজার টাকা থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত চাঁদা দিতে হয়। এর মধ্যে প্রভাতী বনশ্রী, ডি-লিংক, আজমেরী ও এয়ারপোর্ট পরিবহনে নতুন বাস নামাতে গেলে বাসপ্রতি ২ লাখ টাকা এককালীন চাঁদা গুনতে হয়। গ্রামীণ, সেবা, শুভযাত্রা, গাজীপুর পরিবহন, ঢাকা পরিবহন, স্বাধীন পরিবহন, যমুনা, নগর পরিবহন ও দীঘিরপাড় পরিবহনের নতুন বাস নামাতে গুনতে হয় ১ লাখ টাকা চাঁদা। এ ছাড়া স্কাইলাইন, দিশারী, তানজিল, ইটিসি, ইউনাইটেড, সাভার পরিবহন, ডিএম পরিবহন ও এসএস পরিবহনের নতুন গাড়ি নামানো জন্য দিতে হয় ৫০ হাজার টাকা। বৈশাখী, ডিএনকে, যুবদোহার, ভিক্টর ও সময় নিয়ন্ত্রণ পরিবহনের বাস নামাতে গেলে বাসপ্রতি ২০ হাজার টাকা চাঁদা দিতে হয় পরিবহন মালিকদের। ইটিসি পরিবহনের মালিক মো. খালেক বলেন, রাস্তায় গাড়ি নামালেই প্রতিদিন ১৩০০ থেকে ১৪০০ টাকা চাঁদা দিতে হয়। তিনি বলেন, ‘আমাদের মালিক সমিতি সাত বছর আগে রমজানে ২০ টাকা ইফতারের চাঁদা চালু করেছিল। তারপর আর এই ইফতারের চাঁদা আদায় বন্ধ হয়নি। সারা বছরই মালিক সমিতির নেতারা ইফতারের চাঁদা আদায় করে। হরতালের সময় গাড়ি ভাঙচুর হলে ক্ষতিপূরণ বাবদ যে চাঁদা আদায় করা হয়, তার সুবিধাও জোটে না পরিবহন মালিকদের ভাগ্যে। এসব বিষয় নিয়ে মালিক সমিতির কারও সঙ্গে কোনো কথা বলার সুযোগও পান না গাড়ির মালিকরা। সারা বছর শুধু তাদের টাকাই দিতে হয়।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

২৫শে নভেম্বর, ২০১৯

সন্ত্রাসী ও দখলদার ক্রুসেডার অ্যামেরিকান বাহিনী আফগানিস্তানের হেলমান্দ ও ফারাহ প্রদেশের একটি মসজিদ ও সাধারণ মুসলিমদের উপর বর্বরোচিত বোমা হামলা চালিয়েছে।

আল-ইমারাহ্ এর রিপোর্ট মতে গত রবিবার দ্বিপ্রহর ১২টার সময় আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশের লাগবাগ জেলার একটি এলাকায় নিরাপরাধ সাধারণ আফগানীদের বসত-বাড়িতে বিমান হামলা চালায় ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনী। যার ফলে বসত-বাড়ি ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি ১ জন মহিলাসহ ২ শিশু গুরতর আহত হয়।

অন্যদিকে একই দিন সন্ধা বেলায় ফারাহ প্রদেশের একটি মসজিদকে লক্ষ্য করে নামাযের সময় বোমা হামলা চালায় ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনী। যার ফলে মসজিদটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং ১৭ জন মুসল্লি শাহাদাত বরণ করেন।

চীনে কয়েক লাখ উইগার মুসলিমকে গোপন বন্দীশালায় আটকে রেখে কিভাবে তাদের মগজ ধোলাই (ধর্মান্তরিত) করা হচ্ছে তার কিছু দলিলপত্র সম্প্রতি ফাঁস হয়েছে।

পশ্চিমাঞ্চলীয় শিনজিয়াং প্রদেশে এ ধরনের গোপন বন্দীশালার কথা চীন বরাবরই অস্বীকার করে এসেছে, এবং কমিউনিষ্ট চীন সরকার বলে থাকে যে মুসলিমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় এখানে প্রশিক্ষণ নিতে এসেছে।

তাদের দাবি, এগুলো আসলে প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা শিবির।

কিন্তু অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা আইসিআইজে যেসব ফাঁস হওয়া গোপন দলিলপত্র হাতে পেয়েছে, তাতে দেখা যায় কীভাবে এই উইগার মুসলিমদের বন্দী করে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে এবং শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টসসহ (আইসিআইজে) আরও ১৭টি সহযোগী প্রতিষ্ঠান চীনের জিনজিয়াং প্রদেশের ওই গোপন ক্যাম্পগুলোতে অনুসন্ধান চালায়। অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের সঙ্গে বিবিসি এবং দ্য গার্ডিয়ানেরও অংশীদারিত্ব ছিল। তারাই চীনের 'মগজ ধোলাই' ক্যাম্পের নথি ও ছবি ফাঁস করে।

ধারণা করা হয়, এসব শিবিরে দশ লাখেরও বেশি মুসলিমকে বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয়েছে যাদের বেশিরভাগই উইগর সম্প্রদায়ের সদস্য।

এসব গোপন বন্দীশালার ছবি বিশ্ব এর আগেও দেখেছে। স্যাটেলাইট থেকে তোলা উঁচু প্রাচীর ঘেরা এসব বন্দী শিবিরের ছবি। দেখেছে শিবিরের ভেতর থেকে তোলা ছবি, যেগুলো গোপনে বাইরে পাচার করা হয়েছে।

বেইজিং দাবি করে যে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় গত তিন বছর ধরে এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু এখন ফাঁস হওয়া দলিলপত্র থেকে পরিষ্কার এসব শিবিরের ভেতরে আসলে কী ঘটছে।

সাংবাদিকরা যেসব দলিল পেয়েছে, সেগুলো মূলত রয়েছে কীভাবে এই বন্দী শিবির চালাতে হবে তার নির্দেশনা। শিবিরের কর্মকর্তাদের জন্য লেখা এসব নির্দেশাবলী।

শিনজিয়াং কমিউনিস্ট পার্টির ডেপুটি সেক্রেটারি ঝু হাইলুন ২০১৭ সালে নয় পৃষ্ঠার এই সরকারি দলিল পাঠিয়েছিল - যারা এসব শিবির পরিচালনা করেন তাদের কাছে।

এসব নির্দেশনায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে এই শিবিরগুলো অত্যন্ত সুরক্ষিত জেলখানার মতো চালাতে হবে, বজায় রাখতে হবে কঠোর শৃঙ্খলা এবং কেউ যাতে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে না পারে সেটাও নিশ্চিত করতে হবে।

সরকারের এসব নির্দেশনার মধ্যে ছিল:
১) কখনোই পালানোর সুযোগ দিও না।
২) শৃঙ্খলা এবং শাস্তি বাড়াতে থাকো।
৩) কেউ আচরণবিধি ভঙ্গ করলে তাকে কঠোর শাস্তি দাও।
৪) স্বীকারোক্তি ও অনুতপ্ত হতে উৎসাহিত করো।
৫) ম্যান্ডারিন ভাষা শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দাও।
৬) পুরোপুরি বদলে যাওয়ার এবং ধর্ম ত্যাগ করার ব্যাপারে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করো।
৭) পুরো ভিডিও নজরদারি চালাও, কোন জায়গা যেন বাদ না থাকে।

এসব দলিলে দেখা গেছে শিবিরে বন্দী উইগারদের জীবনের ওপর কীভাবে নজর রাখা হচ্ছে ও কতোটা নিয়ন্ত্রণের ভেতরে তাদেরকে রাখা হয়েছে।

যেমন: "শিক্ষার্থীদের বিছানা কোথায় কীভাবে থাকবে, কে লাইনের কোথায় দাঁড়াবে, শ্রেণীকক্ষের কোথায় বসবে, কে কী শিখবে - সেগুলো সব নির্ধারিত থাকবে। এগুলো পরিবর্তন করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।"

এসব নির্দেশনায় ঘুম থেকে ওঠা, রোল কল করা, কাপড় ধোওয়া, টয়লেটে যাওয়া, ঘর গুছিয়ে রাখা, খাওয়া দাওয়া, লেখাপড়া, ঘুমানো এমনকি দরজা বন্ধ করার বিষয়েও উল্লেখ করা হয়েছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের একজন মুখপাত্র সোফি রিচার্ডসন বলছে, এসব দলিল আসলে এমন একটি প্রমাণ যার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া যায়।

"এটি গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রামাণিক দলিল। এই প্রমাণ এখন থাকা উচিৎ কোন বিচারিক তদন্ত কর্মকর্তার ফাইলে," বলেন তিনি।

যেসব নিষ্ঠুরতার কথা আছে এই দলিলে, তা সাবেক বন্দীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে ভালো করেই জানেন। এরকম একজন ইয়ো জান। তাকে রাতের বেলায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এর পর তাকে এক বছর আটকে রাখা হয় বন্দী শিবিরে।

তিনি বলেন, "ওরা আমাকে উলঙ্গ করে পায়ে শেকল পরিয়ে দিল। খুবই ভীতিকর অভিজ্ঞতা। ওরা আমাদের মানুষ বলে গণ্য করতো না। সেখান থেকে জীবিত বেরিয়ে আসতে পারবো বলে ভাবিনি কখনো।"

ইয়ো জান তার যে অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন, সেটা বন্দী শিবিরে আটক আরও লাখ লাখ উইগার মুসলিমেরই কাহিনি।

চীনা সরকার বিদেশি সাংবাদিকদের অবশ্য এসব শিবির ঘুরিয়ে দেখিয়ে দাবি করেছে যে সন্ত্রাসবাদ দমনে সাহায্য করছে এসব শিবির। এখানে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা নতুন দক্ষতা অর্জন করছে।

কিন্তু আইসিআইজের অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা বলছেন, এখন ফাঁস হওয়া দলিলপত্রে বোঝা যায়, এসব শিবিরের আসল উদ্দেশ্য আসলে কী।

বিশ্ব উইগার কংগ্রেসের আইনি উপদেষ্টা বেন এমারসন বলেন, চীন এখন বিশ্বের এক বড় পরাশক্তি, কিন্তু তারা নিজের জনগণকে আটকে রাখছে, যতক্ষণ না তারা তাদের বিশ্বাস, ভাষা এবং নিজস্ব জীবনযাত্রা পুরোপুরি বদলে ফেলছে।

"এটাকে গণহারে মগজ ধোলাই ছাড়া অন্য কিছু ভাবা আসলেই কঠিন। একটি পুরো জাতিগোষ্ঠীকে টার্গেট করে এই কাজ চালানো হচ্ছে।"

লন্ডনে চীনের রাষ্ট্রদূত লিও যাও মিং এসব বন্দী শিবিরের ব্যাপারে বিবিসির সরাসরি প্রশ্নের কোন জবাব দিতে অস্বীকৃতি জানিয়। কিন্তু এর আগে গত সপ্তাহে তিনি হংকং-এর ব্যাপারে এক সংবাদ সম্মেলন ডেকেছিলেন।

সেখানে বিবিসির সাংবাদিক রিচার্ড বিল্টন তাকে এসব বন্দী শিবির নিয়ে প্রশ্ন করেন।

জবাবে রাষ্ট্রদূত বলেন, "প্রথমত বলতে চাই, আপনি যেরকম বর্ণনা দিচ্ছেন, সেরকম কোন বন্দী শিবির সেখানে নেই। এগুলো আসলে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সেখানে তাদের রাখা হয়েছে সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের জন্য।"

রিচার্ড বিল্টন এরপর পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, তার মানে তিনি যা দেখে এসেছেন, তা সত্য নয়?

"আপনি যে তথাকথিত দলিলের কথা বলছেন, সেটা পুরোটাই বানোয়াট। ভুয়া খবরে বিশ্বাস করবেন না। বানানো গল্প শুনবেন না," চীনা রাষ্ট্রদূতের জবাব।

কিন্তু আইসিআইজের সাংবাদিকরা বলছেন, "এসব দলিল আসলে মোটেই ভুয়া নয়, এগুলো মানবতা-বিরোধী অপরাধের প্রমাণ। চীন লাখ লাখ মুসলিমকে খাঁচায় বন্দী করে তাদের মগজ ধোলাই করছে, এবং এখন আমরা জানি কীভাবে সেটা করা হচ্ছে।"

চীনে কয়েক লাখ উইগার মুসলিমকে গোপন বন্দীশালায় আটকে রেখে কিভাবে তাদের মগজ ধোলাই করা হচ্ছে তার কিছু দলিলপত্র সম্প্রতি ফাঁস হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলীয় শিনজিয়াং প্রদেশে এ ধরনের গোপন বন্দীশালার কথা চীন বরাবরই অস্বীকার করে এসেছে, এবং চীন বলে থাকে যে মুসলিমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় এখানে প্রশিক্ষণ নিতে এসেছে।

তাদের দাবি, এগুলো আসলে প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা শিবির।

কিন্তু অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা আইসিআইজে যেসব ফাঁস হওয়া গোপন দলিলপত্র হাতে পেয়েছে, তাতে দেখা যায় কীভাবে এই উইগার মুসলিমদের বন্দী করে মগজ ধোলাই করা হচ্ছে এবং শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

সাংবাদিকদের এই দলে রয়েছে বিবিসিসহ ১৭টি সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিক।

য়, এসব শিবিরে দশ লাখেরও বেশি মুসলিমকে বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয়েছে যাদের বেশিরভাগই উইগার সম্প্রদায়ের সদস্য। এসব গোপন বন্দীশালার ছবি বিশ্ব এর আগেও দেখেছে। স্যাটেলাইট থেকে তোলা উঁচু প্রাচীর ঘেরা এসব বন্দী শিবিরের ছবি। দেখেছে শিবিরের ভেতর থেকে তোলা ছবি, যেগুলো গোপনে বাইরে পাচার করা হয়েছে।

বেইজিং দাবি করে যে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় গত তিন বছর ধরে এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এখন ফাঁস হওয়া দলিলপত্র থেকে পরিষ্কার এসব শিবিরের ভেতরে আসলে কী ঘটছে।

বিবিসির কাছে যেসব দলিল এসেছে, সেগুলো মূলত কীভাবে এই বন্দী শিবির চালাতে হবে তার নির্দেশনা। শিবিরের কর্মকর্তাদের জন্য লেখা এসব নির্দেশাবলী।

শিনজিয়াং কমিউনিস্ট পার্টির ডেপুটি সেক্রেটারি ঝু হাইলুন ২০১৭ সালে নয় পৃষ্ঠার এই সরকারি দলিল পাঠিয়েছিলেন - যারা এসব শিবির পরিচালনা করে তাদের কাছে।

এসব নির্দেশনায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে এই শিবিরগুলো অত্যন্ত সুরক্ষিত জেলখানার মতো চালাতে হবে, বজায় রাখতে হবে কঠোর শৃঙ্খলা এবং কেউ যাতে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে না পারে সেটাও নিশ্চিত করতে হবে।

এসব দলিলে দেখা গেছে শিবিরে বন্দী উইগারদের জীবনের ওপর কীভাবে নজর রাখা হচ্ছে ও কতোটা নিয়ন্ত্রণের ভেতরে তাদেরকে রাখা হয়েছে। যেমন : ‘শিক্ষার্থীদের বিছানা কোথায় কীভাবে থাকবে, কে লাইনের কোথায় দাঁড়াবে, শ্রেণীকক্ষের কোথায় বসবে, কে কী শিখবে - সেগুলো সব নির্ধারিত থাকবে। এগুলো পরিবর্তন করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।’

এসব নির্দেশনায় ঘুম থেকে ওঠা, রোল কল করা, কাপড় ধোওয়া, টয়লেটে যাওয়া, ঘর গুছিয়ে রাখা, খাওয়া দাওয়া, লেখাপড়া, ঘুমানো এমনকি দরজা বন্ধ করার বিষয়েও উল্লেখ করা হয়েছে।

একজন মুখপাত্র সোফি রিচার্ডসন বলছেন, এসব দলিল আসলে এমন একটি প্রমাণ যার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া যায়।

‘এটি গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রামাণিক দলিল। এই প্রমাণ এখন থাকা উচিৎ কোন বিচারিক তদন্ত কর্মকর্তার ফাইলে,’ বলেন তিনি।

যেসব নিষ্ঠুরতার কথা আছে এই দলিলে, তা সাবেক বন্দীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে ভালো করেই জানেন। এরকম একজন ইয়ো জান। তাকে রাতের বেলায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এর পর তাকে এক বছর আটকে রাখা হয় বন্দী শিবিরে।

তিনি বলেন, ‘ওরা আমাকে উলঙ্গ করে পায়ে শেকল পরিয়ে দিল। খুবই ভীতিকর অভিজ্ঞতা। ওরা আমাদের মানুষ বলে গণ্য করতো না। সেখান থেকে জীবিত বেরিয়ে আসতে পারবো বলে ভাবিনি কখনো।’

ইয়ো জান তার যে অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন, সেটা বন্দী শিবিরে আটক আরও লাখ লাখ উইগার মুসলিমেরই কাহিনি।

চীনা সরকার বিদেশি সাংবাদিকদের অবশ্য এসব শিবির ঘুরিয়ে দেখিয়ে দাবি করেছে যে সন্ত্রাসবাদ দমনে সাহায্য করছে এসব শিবির। এখানে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা নতুন দক্ষতা অর্জন করছে।

কিন্তু আইসিআইজের অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা বলছেন, এখন ফাঁস হওয়া দলিলপত্রে বোঝা যায়, এসব শিবিরের আসল উদ্দেশ্য আসলে কী। বিশ্ব উইগার কংগ্রেসের আইনি উপদেষ্টা বেন এমারসন বলেন, চীন এখন বিশ্বের এক বড় পরাশক্তি, কিন্তু তারা নিজের জনগণকে আটকে রাখছে, যতক্ষণ না তারা তাদের বিশ্বাস, ভাষা এবং নিজস্ব জীবনযাত্রা পুরোপুরি বদলে ফেলছে। ‘এটাকে গণহারে মগজ ধোলাই ছাড়া অন্য কিছু ভাবা আসলেই কঠিন। একটি পুরো জাতিগোষ্ঠীকে টার্গেট করে এই কাজ চালানো হচ্ছে।’

লন্ডনে চীনের রাষ্ট্রদূত লিও যাও মিং এসব বন্দী শিবিরের ব্যাপারে বিবিসির সরাসরি প্রশ্নের কোন জবাব দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। কিন্তু এর আগে গত সপ্তাহে তিনি হংকং-এর ব্যাপারে এক সংবাদ সম্মেলন ডেকেছিল। সেখানে বিবিসির সাংবাদিক রিচার্ড বিল্টন তাকে এসব বন্দী শিবির নিয়ে প্রশ্ন করে।

জবাবে রাষ্ট্রদূত বলে, 'প্রথমত বলতে চাই, আপনি যেরকম বর্ণনা দিচ্ছেন, সেরকম কোন বন্দী শিবির সেখানে নেই। এগুলো আসলে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সেখানে তাদের রাখা হয়েছে সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের জন্য।'

রিচার্ড বিল্টন এরপর পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, তার মানে তিনি যা দেখে এসেছেন, তা সত্য নয়?

'আপনি যে তথাকথিত দলিলের কথা বলছেন, সেটা পুরোটাই বানোয়াট। ভুয়া খবরে বিশ্বাস করবেন না। বানানো গল্প শুনবেন না,' চীনা রাষ্ট্রদূতের জবাব। কিন্তু আইসিআইজের সাংবাদিকরা বলছেন, 'এসব দলিল আসলে মোটেই ভুয়া নয়, এগুলো মানবতা-বিরোধী অপরাধের প্রমাণ। চীন হাজার হাজার মানুষকে খাঁচায় বন্দী করে তাদের মগজ ধোলাই করছে, এবং এখন আমরা জানি কীভাবে সেটা করা হচ্ছে।'

বাংলাদেশের ওষুধের বাজারে চলছে নৈরাজ্য। ইচ্ছামতো দাম বাড়িয়ে নিচ্ছে ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলো। খুচরা ব্যবসায়ীরা নির্ধারিত মূল্য মানছে না। নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান ঔষধ প্রশাসন অধিদফতর এক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। আর নিয়ন্ত্রণহীন বাজারে নাকাল হচ্ছেন রোগী আর তাদের পরিবার।

রাজধানীর মিটফোর্ডের পাইকারি ওষুধের বাজার ও খুচরা ওষুধ বিক্রেতারা জানান, সম্প্রতি সবচেয়ে দাম বেড়েছে ইনসুলিনের। এছাড়া হৃদরোগ, ক্যান্সার ও হেপাটাইটিসের ওষুধের দাম বেড়েছে। এক্ষেত্রে এক হাজার টাকার ইনসুলিন বিক্রি হচ্ছে ৩ হাজার টাকায়। ডায়াবেটিস রোগীদের বিভিন্ন ধরনের ট্যাবলেটের দাম বেড়েছে ৯ থেকে ২০ টাকা।

হৃদরোগের যেসব ওষুধের এক প্যাকেটের দাম ছিল ৬০ টাকা, তার বর্তমান মূল্য ১৫০ টাকা। হেপাটাইটিস (বি+সি) কম্বিনেশন এক হাজার টাকার ওষুধ বিক্রি হচ্ছে আড়াই থেকে ৩ হাজার টাকা। কাশির ওষুধেরও দাম বেড়েছে।

ক্যান্সার চিকিৎসায় কেমোথেরাপিতে প্রয়োজনীয় ডসেটিক্সেল, প্যাক্লিটেক্সেল, কার্বোপ্লাটিন, সিসপ্লাটিন, জেমসিটাবিন ইত্যাদি ওষুধের দাম ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বেড়েছে।

একইভাবে ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক কোম্পানিগুলোও তাদের ওষুধের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাজারে ওষুধের দাম বাড়ার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। এমনকি কাঁচামালের (এপিআই) বাজারও স্বাভাবিক রয়েছে। তারপরও দেশে বিভিন্ন কোম্পানি একই ওষুধ উৎপাদন করে ভিন্ন ভিন্ন দামে বিক্রি করছে।

যেমন, গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিক্যালসের জি ক্যাটামিন ৫০ এমজির প্রতিটি ভায়ালের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (এমআরপি) ৮০ টাকা, পপুলার ফার্মার ক্যাটালার ১১৫ টাকা, ইনসেপ্টার ক্যাটারিড ১১৫ টাকা এবং রেনেটার কেইন ইনজেকশন প্রতি ভায়াল ১০০ টাকা। তবে সরবরাহ সংকটে বর্তমানে এসব ইনজেকশন ২০০-২৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

ওষুধ প্রশাসনের হিসেবে আড়াই হাজারের বেশি ওষুধ দেশে উৎপাদন বা পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ করে থাকে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো। এর মধ্যে বাজারে চাহিদা কম এরকম ১১৭টির ওষুধের মূল্য সরকার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বাকিগুলোর মূল্য নির্ধারণে কথিত সরকারের তেমন কোনো ভূমিকা নেই।

এ প্রসঙ্গে জনস্বাস্থ্য সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ডাক্তার ফায়েজুল হাকিম রেডিও তেহরানকে বলেছেন, বাংলাদেশে চিকিৎসা খাতে রোগীর পকেট থেকে ব্যয় হয় সবচেয়ে বেশী। এর মধ্যে যার দুই-তৃতীয়াংশই ব্যয় হয় ওষুধের পেছনে। এখানে সরকার পক্ষের লোকজন ওষুধ ব্যবসায় যুক্ত বলে তারা অন্যসব ভোগ্য পণ্যের মতো জীবন রক্ষাকারী ওষুধকেও মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্র বানিয়ে জনগণের পকেট কাটছে। তিনি মনে করেন, এভাবে ওষুধের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে দেশবাসীকে সোচ্চার হতে হবে।

বিশিষ্ট জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও বিএমএর সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ডা. রশীদ-ই মাহবুব গণমাধ্যমকে বলেছেন, ৯৫ ভাগ মানুষের সুস্থতার জন্য যেসব ওষুধ গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোর মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। আমাদের ক্ষমতা নেই এ কথা বলে ঔষধ প্রশাসন বসে থাকতে পারে না। ওষুধের দাম বাড়লে অবশ্যই তার যৌক্তিকতা থাকতে হবে। তাছাড়া ওষুধনীতিতে তাদের যথেষ্ট ক্ষমতা দেয়া আছে, যেটার ব্যবহার করতে হবে। কোম্পানির স্বার্থ দেখা তাদের কাজ নয়।

ভারতের রাজস্থানের আলোয়ার জেলায় পুলিশ বাহিনীর নয় জন মুসলিম সদস্যকে দাড়ি কেটে ফেলার নির্দেশ দেয় পুলিশ প্রশাসন। এই ঘটনায় ব্যাপক সমালোচনার জেরে এর একদিন পরে সেই নির্দেশ প্রত্যাহার করা হয়।

গত বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) সাম্প্রদায়িক এ আদেশ দেওয়ার পর বিভিন্ন স্থানে প্রতিক্রিয়া শুরু হলে পরদিন শুক্রবার আদেশ প্রত্যাহার করে নেয় আলোয়ারের পুলিশ সুপার অনিল প্যারিস দেশমুখ।

মুশরিক পুলিশ সুপার দেশমুখ সাংবাদিকদের বলেছিল, পুলিশ সদস্যদের কেবল নিরপেক্ষভাবে কাজ করা উচিত নয়, তাদের দেখলেও যেন নিরপেক্ষ মনে হয়।

সে জানায়, রাজ্য সরকারের একটি বিধান রয়েছে যেখানে পুলিশ প্রধান দাড়ি রাখার অনুমতি দিতে পারে। এই বিধানের আওতায় ৩২ পুলিশ সদস্যকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আবার পরে নয় জন পুলিশ সদস্যের অনুমতি বাতিল করা হয়েছে।

সে আরো জানায়, এটি প্রশাসনিক আদেশ ছিল যা পুলিশ সদস্যদের মানসিকভাবে দ্বন্দ্বে ফেলে দিয়েছিল। যার ফলে তা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

সূত্র: হিন্দুস্থান টাইমস।

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন শুরুর আগেই সভাস্থলের চেয়ার দখল নিয়ে সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হয়েছে।

সোমবার (২৫ নভেম্বর) বেলা ২টায় খোকসা জানিপুর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, সাত বছর পর উপজেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু সকালে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খানের অংশ ও কুষ্টিয়া-4 আসনের সংসদ সদস্য সেলিম আলতাফ জর্জের সমর্থক ও নেতাকর্মীরা সভাস্থলের চেয়ার দখলের চেষ্টা করে। এ সময় হলুদ গেঞ্জি পরা এমপি সমর্থিত বাবুল আখতারের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে সাদা গেঞ্জি পরা সাধারণ সম্পাদক ও মেয়র তারিকুল ইসলামের সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে।
খবর ইনসাফ২৪

বৈঠা ও দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তারা ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়লে খোকসা ইউনিয়নের ক্লাব মোড়, তেলপাম্প, বাসস্ট্যান্ডসহ বিভিন্ন পয়েন্টে দুই দলের কর্মী-সমর্থকরা লাঠিসোটা নিয়ে অবস্থান নেয়।

জাতীয় তাফসীর পরিষদের চেয়ারম্যান মাওলানা আহমদ আবদুল কাইয়ূম উত্তম কুমারকে মাদরাসার সুপার করে ইসলামী শিক্ষা বিনাশের ষড়যন্ত্রে গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দী উপজেলার পাটকিয়া বাড়ি দাখিল মাদরাসা সুপারের দায়িত্বভার উত্তম কুমার গোস্বামীকে দিয়ে মাদরাসা শিক্ষাকে কলঙ্কিত করা হয়েছে। যে হিন্দু শিক্ষককে সুপার করা হয়েছে সে একজন হিন্দু সংগঠনের কট্টরপন্থি একজন নেতা। মাদরাসার সুপার অবসরে যাওয়ায় নতুন সুপার নিয়োগের আগ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত সুপার হিসেবে ম্যানেজিং কমিটি উত্তম কুমার গোস্বামীকে মাদরাসার সুপারের দায়িত্ব দিয়ে মাদরাসা শিক্ষাকে চরম অবমাননা করেছে।

আজ এক বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, মাদরাসার শিক্ষার স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য ধ্বংসে মন্ত্রণালয়ের একটি চক্র নানাভাবে ষড়যন্ত্র করছে। মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের উচ্চপদেও অন্য ধর্মের লোকজন নিযুক্ত আছেন। অথচ বিশেষায়িত এসব প্রতিষ্ঠানে সবসময় ইসলামী ব্যক্তিত্ব বা আলেম-ওলামা নিয়োগ পাওয়ার কথা। উত্তম কুমার এক মহূর্তও সুপারের দায়িত্বে থাকতে পারবে না। মাদরাসা শিক্ষা নিয়ে চক্রান্ত বরদাশত করা হবে না।

সুত্রঃ ইনসাফ২৪

বেনাপোলসহ বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে বিএসএফ কর্তৃক ভারত থেকে বাংলাভাষীদের জোর করে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে মাওলানা ইসহাক ও ড. আহমদ আবদুল কাদের (২৫ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে বলেছেন, বিএসএফ কর্তৃক বাংলাভাষীদের পুশব্যাক বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ। এভাবে বাংলাভাষী নারী-পুরুষ-শিশুদের জোর করে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়া মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।

ভারতের আসামসহ বিভিন্ন রাজ্যে এনআরসি'র নামে সেদেশের বাংলা ভাষাভাষীদের বাংলাদেশে ঠেলে দেয়ার আশঙ্কা আজ বাস্তবে রূপ নিতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের সাথে ভারতের অপ্রতিবেশীসুলভ আচরণ কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। সরকারের নতজানু পররাষ্ট্র নীতির ফলে ভারত সীমান্তে বেপরোয়া ভাব দেখাচ্ছে। প্রতিনিয়ত বাংলাদেশী নাগরিকদের গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে।

সুত্রঃ ইনসাফ২৪

নেত্রকোনার কেন্দুয়ার পৌর সদরের পশ্চিম সাউদপাড়ায় নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে শরীয়ার আলোকে বিয়ে করতে এসে বর মাহমুদুল হাসান রঞ্জুকে (২৫) পাঁচ দিনের সাজা দিয়েছে তাগুত বাহিনীর কথিত ভ্রাম্যমাণ আদালত।

হমুদুল হাসান উপজেলার মাসকা ইউনিয়নের মাচিয়ালী গ্রামের মৃত চাঁন মিয়ার ছেলে।

রবিবার রাতে কেন্দুয়া পৌর শহরের সাউদপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

কেন্দুয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, কেন্দুয়া পৌর সদরের পশ্চিম সাউদপাড়াস্থ বাড়িতে এনামুল হকের মেয়ে একটি কারিগরি স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী।

তার সঙ্গে সাউদপাড়া মাহমুদুল হাসানের বিয়ের আয়োজন করা হয়। খরব পেয়ে তাগুত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আল ইমরান রুহুল ইসলাম সন্ত্রাসী পুলিশের সহযোগিতায় রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় কনের বাড়িতে গিয়ে কথিত ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিয়ে ভেঙে দেয়।

শরীয়ার আলোকে বিয়ে করায় বরকে ৫ দিনের কারাদনণ্ড ও দেওয়া হয়।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

২৪শে নভেম্বর, ২০১৯

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদীন ২৪ নবেম্বর আফগানিস্তানের কুন্দুজ ও লোগার প্রদেশে ক্রুসেডার অ্যামেরিকার গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর সামরিক চৌকি ও বিমান ঘাঁটিতে পৃথক ২টি সফল অভিযান চালিয়েছেন।

এর মধ্যে কুন্দুজ প্রদেশে আফগান মুরতাদ বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত ৩টি সামরিক চৌকিতে তীব্র হামলা চালিয়ে মহান আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্যে ৩টি সামরিক চৌকিই বিজয় করেন তালেবান মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ২০ সদস্য নিহত এবং ২ উচ্চপদস্থ কমান্ডারসহ আরো ২৫ মুরতাদ সদস্য আহত হয়।

এছাড়াও মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ৩টি ট্যাংক ধ্বংস হয়ে যায় এবং মুজাহিদগণ প্রচুর পরিমাণ গনিমত লাভ করেন।

একই দিন কুন্দুজে আফগান মুরতাদ বাহিনীর সামরিক বিমান ঘাঁটিতেও মিসাইল হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদগণ, যাতে মুরতাদ বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তবে বিস্তারিত সংবাদ এখনো জানা যায়নি।

একইভাবে তালেবান মুজাহিদীন তাদের অন্য একটি অভিযান পরিচালনা করেন লোগার প্রদেশের "বারকি রাজান" নামক এলাকায় অবস্থিত আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক চৌকিতে।

আলহামদুলিল্লাহ্, এখানেও মুজাহিদদের সফল হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ৯ সদস্য নিহত এবং ৭ সদস্য আহত হয়।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক দুটি ট্রেন দুর্ঘটনা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হচ্ছে। এর মধ্যে একটি দুর্ঘটনা ছিল দুটি ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষ। ওই সংঘর্ষে ১৬ জন মারা যায়। আরেকটি সংঘর্ষে একটি ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে বেশ কয়েকটি বগিতে আগুন ধরে যায়।

এই দুটি ঘটনা কীভাবে হল তা খতিয়ে দেখতে একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে সব ট্রেন দুর্ঘটনায় বিভাগীয় তদন্ত কমিটি করা হয় এর কারণ খতিয়ে দেখার জন্য।

কিন্তু এর মধ্যে কতগুলোর প্রতিবেদন আলোর মুখ দেখে?

কথিত রেলমন্ত্রী বলছে গাফিলতি, বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন?

একটি তদন্ত রিপোর্ট

ট্রেন দুর্ঘটনার পর একাধিক তদন্ত কমিটি করার কথা শোনা যায়, যেমনটি দেখা গেছে সাম্প্রতিক দুটি দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে।

কিন্তু তদন্তের পর কী হল সেটা অনেকের কাছে অজানা থাকে।

এসব তদন্তের প্রতিবেদন এবং এর প্রেক্ষিতে দায়ীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া হল সেটা অনেকটাই গোপন থাকে।

বিবিসির কাছে রেলওয়ে বিভাগের করা একটি প্রতিবেদন রয়েছে যেখানে ঢাকা বিভাগে ২০১৩ এবং ২০১৪ সালের ১৬টি দুর্ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন এসেছে।

যেখানে ঘটনার তারিখ, স্টেশন, ট্রেন নম্বর, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ,দায়ী কর্মচারী/বিভাগ ও শাস্তির বিবরণ দেয়া হয়েছে।

১৬টি দুর্ঘটনার শাস্তির বিবরণে লেখা রয়েছে:

৮ জনকে তিরস্কার করা হয়েছে,৩ জনকে সতর্ক, ৪ জনের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া হবে সেটা প্রক্রিয়াধীন ৩টি ঘটনায় কেউ দায়ী নয়,ঃ ১৮ জনের বিরুদ্ধে সর্বনিম্ন ৪৫০ টাকা বেতন কাটা থেকে সর্বোচ্চ ২ বছরের বেতন কেটে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে যাদের শাস্তির তালিকায় আনা হয়েছে তারা ট্রেনচালক, সিগনাল-ম্যান, গার্ড এই ধরণের কর্মচারীদের নাম রয়েছে।

রেল-বিভাগের এই ধরনের তদন্ত প্রতিবেদন সাধারণত জনসমক্ষে আসে না।

তবে রেলওয়ের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, তদন্ত কমিটিগুলো এমনভাবে গঠন করা হয় যাতে করে এই কমিটিতে যারা থাকে তারা তদন্তে একেবারে নিচের পর্যায়ের ব্যক্তিদের দোষী সাব্যস্ত করতে পারে।

এর ফলে উপরের পর্যায়ে যেসব কর্মকর্তা রয়েছেন,যারা নিয়োগ বা প্রশিক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে তারা সবসময় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়ে যায়।

কী ব্যবস্থা নেয়া হয়:

রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ শামছুজ্জামানের কাছে জানতে চেয়েছিলাম তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে আপনারা কী ব্যবস্থা নেন?

উত্তর: 'তদন্তের আগেই আমরা বুঝতে পারি কাদের কারণে এই ঘটনা ঘটেছে। সেসব কর্মচারীকে আমরা প্রত্যাহার করি বা সাময়িক বরখাস্ত করি। কারণ আমরা মনে করি সেই মুহূর্তে তাদের যদি আমরা সার্ভিসে

রাখি তাহলে আরো দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। তদন্তের পর যদি দেখি তারা দোষী না, তাদের আমরা পুনর্বহাল করি। আর যারা দোষী সাব্যস্ত হয় তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থা নেয়'।

প্রশ্ন: কী ধরণের শাস্তি দেয়া হয়?

উত্তর:ঘটনার সাথে তার সংশ্লিষ্টতা এবং দায়-দায়িত্ব বিবেচনায় আমরা পেনাল্টি ইমপোজ করি। আমরা বদলি করা, পদাবনত করা, চাকরীচ্যুতও করি।

প্রশ্ন: কিন্তু একটা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, তিরস্কার বা সতর্ক করা হয়েছে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বলতে আপনারা কি করেন?

উত্তর: ২০১৬তে আমরা দুইজনকে চাকরীচ্যুত করেছি। তারা এখনো চাকরি পায়নি। ২০১৭তে আমরা চাকরীচ্যুত করেছি দোষী কয়েকজনকে।

ক্ষতিপূরণ:

২০১৮ সালে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জের রাসেল আহমেদ - ঢাকা থেকে সিলেটগামী কালনি ট্রেনে দুর্ঘটনায় পড়েন।

সেই দুর্ঘটনায় মি. আহমেদ পায়ে আঘাত পান। চিকিৎসার এক পর্যায়ে তার পা কেটে ফেলে দিতে হয়।

রাসেল আহমেদের ভাই রুহেল আহমেদ বলছিলেন, একজন কর্মক্ষম মানুষ যখন বেকার হয়ে পড়ে তখন তার এবং পুরো পরিবারের জন্য বিষয়টা দুর্বিষহ হয়ে পরে।

তিনি বলছিলেন "আমরা ক্ষতিপূরণ পাইনি। আমরা জানি না ক্ষতিপূরণ কীভাবে পেতে হয়। তবে আমরাও চাইনি। কারণ ক্ষতিপূরণ নেয়ার চেয়ে রেলের যারা এই দুর্ঘটনার সাথে দায়ী তাদের শাস্তি হোক এটাই আমরা চাই। আমরা মনে করি এটা করলে আরো দশটা মানুষের জীবন বাঁচবে"।

বাংলাদেশের রেলের যে আইন রয়েছে সেটা বহু পুরনো ১৮৯০ সালের।

সেখানে দুর্ঘটনায় হতহতদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১০ হাজার টাকা দেয়ার নিয়মের কথা বলা হয়েছে।

বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছিলেন রেলের মহাপরিচালকের সাথে।

মি. শামছুজ্জামান বলেছে এই নিয়মটা পরিবর্তন করে ক্ষতিপূরণ হিসেবে আড়াই থেকে তিন লাখ টাকা করার প্রস্তাব করেছেন তারা। সেটা এখন সংসদের এখতিয়ারে রয়েছে।

দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান:

বাংলাদেশ রেল বিভাগ বলছে ২০১4সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৯ এর জুন পর্যন্ত গত ৫ বছর দুর্ঘটনা হয়েছে ৮৬৮টা।

এই দুর্ঘটনাগুলোতে ১১১ জন নিহত এবং আহত হয়েছে ২৯৮জন।

তবে সম্প্রতি দুটো দুর্ঘটনা ধরলে এই সংখ্যা আসে ৮৭০টা।

এই দুর্ঘটনাগুলোতে ১২৭ জন নিহত এবং আহত হয়েছে তিনশর অধিক।

২০১০ সালের ৮ই ডিসেম্বর। বিকাল চারটার সময় মহানগর গোধুলী এবং চট্টলা এক্সপ্রেসের সংঘর্ষ হয় নরসিংদীতে।

দুর্ঘটনায় ১৪জন নিহত এবং শতাধিক আহত হন।

সেই দুর্ঘটনার কারণ, এবং কারা দায়ী সেটা অনুসন্ধানে কাজ করেছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিডেন্ট এন্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউটের একদল গবেষক শিক্ষক।

তাদের একজন কাজী মো. সাইফুন নেওয়াজ সেই তদন্ত প্রতিবেদনের বিস্তারিত একটা কপি দেখিয়ে বলছিলেন, সেই ঘটনার প্রতিবেদন তারা রেল বিভাগে জমা দিয়েছিলেন।

কিন্তু যেসব, কারণ, সুপারিশ এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা তারা বলেছিলেন তার কোনটাই বাস্তবায়ন করা হয়নি।

তিনি বলছিলেন, "২০১০ সালে আমরা দুর্ঘটনা এড়ানোর যে কারণগুলো উল্লেখ করেছিলাম তার কোনটাই নেয়া হয়নি। একটা বড় বিষয় ছিল 'ডেড ম্যান প্যাডেল', যেটা চালককে পা দিয়ে চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হয়। কিন্তু আমরা দেখেছি বেশিরভাগ ট্রেনে এটা অকার্যকর। ২০১০ এ এটা ফেল করার কারণে দুর্ঘটনা হয়। একই কারণে আমরা দেখলাম ২০১৯ সালে ১২ নভেম্বর দুর্ঘটনা হল"।

এ বছরের জুনের ২৪ তারিখে মৌলভীবাজারের কুলাউড়া এলাকায় সিলেট থেকে ঢাকাগামী একটি ট্রেন দুর্ঘটনায় অন্তত পাঁচজন নিহত হয়।

সেই ট্রেনের যাত্রী ছিলেন সিলেটের ওসমানী মেডিকেলের নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থী ফাহমিদা ইয়াসমিন ইভা।

ভোলার রাজাপুর ও পশ্চিম ইলিশা ইউনিয়ন সীমানায় রোদেরহাটে জুয়া (তাস) খেলাকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের মধ্যে দুই দফা সংঘর্ষে কমপক্ষে ২৫ জন আহত হয়েছে।

শনিবার এই সংঘর্ষে এক গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলে রাজাপুর ৫ নং ওয়ার্ড সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালেক। অপর গ্রুপের নেতৃত্বে ছিল পশ্চিম ইলিশা ৫ নং ওয়ার্ড সন্ত্রাসী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মামুন বেপারী ও তার চাচা সফিকুল ইসলাম সফি বেপারী। আহতদের ভোলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ইলিশা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ হিন্দু রতন কুমার জানায়, সংঘর্ষের খবরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। উভয় পক্ষই লাঠিসোটা ও দেশীয় দা ব্যবহার করে। খবরঃ যুগান্তর

রাজাপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান খান জানায়, ৩ দিন আগে খালেকের ভাই হারুন ও মামুনের ভাই শরীফের তাস খেলা নিয়ে কথাকাটাকাটি হয়। ওই সময় হারুনকে মারধর করা হয়। হারুন ভোলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। এ বিষয়ে সকালে উভয় পক্ষকে ডাকা হয়।

বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করে ইউপি চেয়ারম্যান বৈঠকস্থল ত্যাগ করতেই ফের খালেকের পক্ষে ফারুক ও মামুন গ্রুপের কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে সংঘর্ষ শুরু হয়।শনিবারের হামলা প্রথমে শুরু করে মামুন গ্রুপ। পরে পাল্টা হামলা করে খালেক গ্রুপ। ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

মামুন দাবি করে, তাদের ১৫ জন আহত হয়। অপরদিকে খালেক দাবি করে, তাদের ১২-১৩ জন আহত হয়েছে।

রাজাপক্ষে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর শ্রীলঙ্কায় ধর্মীয় উত্তেজনা দানা বাঁধতে শুরু করেছে। সংখ্যালঘু মুসলমানদের মধ্যে চাপা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

গোতাবায়ার ভাই মাহিন্দা দু–দুবার প্রেসিডেন্ট পদে ছিল। গোতাবায়া নিজে তখন মাহিন্দা সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিল। দুই ভাই-ই কট্টর সিংহলি জাতীয়তাবাদ এবং বিরুদ্ধমতের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক আচরণের নীতিতে বিশ্বাসী। তাঁরা কঠোরভাবে তামিলদের দমন করেছে। গোতাবায়া নির্বাচনের প্রচারণার সময় কথিত ইসলামপন্থী সন্ত্রাসীদের কঠোর হাতে দমন করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। ফলে মনে করা যেতে পারে, সংখ্যালঘু মুসলমানদের মধ্যে অজানা আশঙ্কা তৈরি হওয়ার পেছনে যথেষ্ট কারণ আছে। মোট জনগণের ১০ শতাংশ নাগরিক এই মুসলমানরা সেখানে এখন নিরাপদ বোধ করতে পারছে না। গোতাবায়া ৫২ দশমিক ২৫ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হলেও সেই ভোটের মধ্যে সংখ্যালঘুদের ভোট নেই বললেই চলে।

শ্রীলঙ্কায় বরাবরই মুসলমানদের 'কিং মেকার' হিসেবে দেখে আসা হয়েছে। তাদের সমর্থনের ওপর প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচনের ফল অনেকাংশে নির্ভর করত। কিন্তু এবার সে চিত্র বদলে গেছে। ২০১৫ সালে মুসলমানরা তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা তামিল ও সিংহলিদের জোটে যোগ দিয়েছিলেন এবং মাহিন্দা হেরে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ বছর নির্বাচনে তারা সে ধরনের কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি এবং নতুন মন্ত্রিসভায় (আগামী জানুয়ারিতে যাঁরা শপথ নেবেন) তাদের একজন প্রতিনিধিও নেই। কিন্তু মন্ত্রিসভায় তাদের কোনো প্রতিনিধি না থাকাই বর্তমান আতঙ্কের একমাত্র কারণ নয়।

টানা ১০ বছর ধরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এবং অত্যন্ত নির্মমভাবে তামিল বিদ্রোহীদের দমন করার অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া গোতাবায়ার প্রধান নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল জাতীয় নিরাপত্তা দেওয়া, বিশেষ করে 'মুসলিম উগ্রবাদ' দমন করা। এ কারণে মানবাধিকার কর্মীদের আশঙ্কা, গোতাবায়া প্রতিরক্ষামন্ত্রী

থাকাকালে তাঁর বিরুদ্ধে মুসলমানদের দমনপীড়নের যে অভিযোগ উঠেছিল, সে অবস্থা আবার ফিরে আসতে পারে।

গত ইস্টার সানডেতে শ্রীলঙ্কায় গির্জায় বোমা হামলায় আড়াই শর বেশি মানুষ নিহত হওয়ার ঘটনার ওপর ভর করেই গোতাবায়া তাঁর নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছে। এরপরই সংখ্যাগুরু সিংহলি বৌদ্ধরা মুসলমানদের ওপর প্রকাশ্যে হামলা চালিয়েছে। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণাসূচক প্রচার চালাতে শুরু করে। নির্বাচনের আগে সেই প্রচার তুঙ্গে ওঠে। কুরুনেগালা, কুলিয়াপিটিয়া, মিনুয়ানগোড়াসহ বেশ কিছু এলাকায় তাদের হামলায় মুসলমানরা হতাহত হয়। ৩০টির বেশি মসজিদ-মাদ্রাসা, ৫০টির মতো মুসলমানের মালিকানাধীন দোকান ও শতাধিক বাড়িঘরে সিংহলি বৌদ্ধ সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। বেনেরাবল রত্নাহিমি এবং গালাবোড়া গানাসারার মতো নেতৃস্থানীয় বৌদ্ধ ধর্মগুরু ওই সময় মুসলিমদের বিরুদ্ধে জনতাকে খেপিয়ে তুলতে উসকানি দিয়েছে। তাঁরা মুসলমানদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে তুলে ধরেছে এবং এই প্রচারের পুরো সুফল পেয়েছে গোতাবায়া। সে নির্বাচনী ইশতেহারে জাতীয় নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছে এবং ভোটাররা সেই আশ্বাসের ওপর বিশ্বাস রেখে তাঁকে ভোট দিয়েছে।

এই চাপা উত্তেজনা ও আতঙ্ক আসলে আজকের নয়। এর দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বহু আগে শ্রীলঙ্কায় বাণিজ্য করতে আসা মুসলমানরা ব্যবসা–বাণিজ্যে এগিয়ে থাকার কারণে সিংহলিরা তাদের ঈর্ষার চোখে দেখে। এই ঈর্ষা থেকে তাদের মধ্যে প্রথম থেকেই শত্রুতামূলক মনোভাব রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ইস্টার সানডে হামলার আগেই বহুবার সাম্প্রদায়িক সংঘাত হয়েছে। সিংহলিরা সংখ্যাগুরু হওয়ার পরও তাদের মধ্যে এ ধরনের ভীতি আছে। তামিলরা চরমভাবে কোণঠাসা হলেও সিংহলিরা মনে করে, যেহেতু প্রতিবেশী দেশ ভারতে ৭ কোটি তামিল আছে এবং মুসলমানদের সঙ্গে তামিলদের সম্পর্ক ভালো, সেহেতু তামিলদের সঙ্গে মুসলমানদের এককাট্টা হওয়া তাদের অস্তিত্ব সংকটে ফেলে দিতে পারে। এ কারণেও মুসলমানদের প্রতি তারা সহিংস মনোভাব রাখে। সিংহলিদের এ মনোভাবকে অনেক রাজনৈতিক নেতাই কাজে লাগাতে চায়।

২০০৯ সালে তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পরাজিত করতে মাহিন্দা রক্তক্ষয়ী অভিযান চালান এবং এরপর প্রতিরক্ষা খাতে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় বাড়ায়। এতে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় এবং মাহিন্দা সরকারের জনপ্রিয়তা কমে যায়। ওই সময় মাহিন্দা সরকারকে টিকিয়ে রাখতে একমাত্র উপায় ছিল উগ্র বৌদ্ধ গ্রুপ বদু বালা সেনা এবং রাবণ বলয়ের মতো সংগঠন। মুসলমানদের শত্রু হিসেবে দেখা এই সংগঠনগুলো মাহিন্দার পাশে দাঁড়ায় এবং প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধিকে ন্যায্যতা দিতে তারা প্রচার চালায়। ফলে তাদের কাছে রাজাপক্ষেদের ঋণ রয়ে গেছে। এবার মুসলমানদের দমনপীড়ন করে তাঁরা সেই ঋণ শোধ করবেন কি না, সেটাই সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রধান চিন্তার বিষয়।

আল–জাজিরা থেকে নেওয়া। ইংরেজি থেকে অনূদিত

ভারত সরকার আসাম রাজ্যে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) প্রকাশ করার পর থেকে ভয়ে ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে অনেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে।

সন্ত্রাসী বিজিবি ও জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, অনুপ্রবেশকারীদের ঠেকাতে সীমান্তে কঠোর নজরদারি করা হচ্ছে।

সীমান্তের এখনও অপেক্ষমাণ আরও অসংখ্য নারী-পুরুষ। তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করতে সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

প্রসঙ্গত, ভারতের আসামে গত (৩১ আগস্ট) এনআরসির চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হয়। এতে ঠাঁই পাইনি ১৯ লাখের বেশি মানুষ। তালিকা প্রকাশের পর বিশাল সংখ্যক মানুষের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে। এ নিয়ে বাংলাদেশে উদ্বেগের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কথিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একাধিকবার আশ্বস্ত করে ভারতের হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

এদিকে গত দুই সপ্তাহে মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ঢোকার সময় ২১৪ জনকে আটক করেছে সন্ত্রাসী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এর মধ্যে গত দুই দিনে আটক হয়েছে ১১ জন। আটকদের মধ্যে ৫ জন পুরুষ, ৩ জন নারী ও ৩ জন শিশু।

জানাগেছে, ভারত সীমান্তবর্তী গ্রামগুলো দিয়ে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মহেশপুর উপজেলা প্রশাসন।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সীমান্তবর্তী ইউনিয়ন পরিষদগুলোর (ইউপি) চেয়ারম্যানদের নেতৃত্বে ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হবে। এসব কমিটি সীমান্ত এলাকায় অপরিচিত কোনো ব্যক্তি দেখলেই নিকটবর্তী বিজিবির সদস্যদের কাছে খবর পৌঁছে দেবে।

সীমান্তবর্তি এলাকার মানুষ জানান, ভারত থেকে সবসময়ই মানুষ আসে। মাঝরাত ও সকালের দিকে বেশি লোক ভারত থেকে বাংলাদেশে আসে ইছামতি নদী পার হয়ে কাঁটাতার বিহীন এলাকা দিয়ে। তবে বিকেলের দিকেও মাঝে মধ্যে লোক আসে। বিজিবি যে পাশে থাকে বিপরীত পাশ দিয়ে তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সীমান্ত পার হয়ে লোক ঢুকে পড়ে।

নাটোরের গুরুদাসপুরে কৃষকের জমির ধান কেটে রসুন লাগানোর অভিযোগ উঠেছে এক নারী ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত রাহিমা বেগম উপজেলার চাপিলা ইউনিয়নের ৪, ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা আসনের ইউপি সদস্য।

ভুক্তভোগী কৃষক মো. খলিল শেখ কালের কণ্ঠকে বলেন, ৩০ বছর ধরে খামারপাথুরিয়া গ্রামের ১৫ কাঠা জমি ভোগ করছি। কিন্তু গত এক বছর ধরে রাহিমা বেগমের শ্বশুর ফালু শেখ জমিতে চাষাবাদ শুরু করে। উচ্চ আদালতে মামলা থাকলেও রাহিমা বেগমের নির্দেশে ফালু শেখ ও তার সহযোগীরা আমাদের জমি দখল করেছে। প্রতিবাদ করতে গেলে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। এ ঘটনায় ফালু শেখসহ সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা এখনো চলমান রয়েছে।

২৩শে নভেম্বর, ২০১৯

রাজশাহীর তানোর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শরীয়ার আলোকে দুইটি বিয়ে ভেঙে দিল। দুই বাড়িতে বিয়ের জন্য রান্না-বান্না সব আয়োজন সম্পন্নও করা হয়েছিল।

জুমার নামাজ শেষে বিয়ে পড়ানো হবে। বিষয়টি জানতে পেরে ইউএনও দুপুরে বিয়ে বাড়িতে হাজির হয়। এ সময় দুই বিয়েই বন্ধ করে দেয় তাগুত ইউএনও। শুক্রবার দুপুরে উপজেলার চাঁন্দুড়িয়া হাড়দো সিলিমপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, উপজেলার ওই গ্রামের গোলাম আলী মেয়ে শাহিনা খাতুনের (১৩) বসন্তপুর গ্রামে এবং কালাম আলীর মেয়ে জান্নাতুন ফেরদৌসের হাড়দো গ্রামেই পৃথকভাবে বিয়ে ঠিক করেন তাদের বাবা-মা। সে মোতাবেক কনের বাড়িতেই শুক্রবার সকাল থেকে বিয়ের আয়োজন করা হয়। ওই দুই ছাত্রী বাগধানী উচ্চবিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণিতে পড়ালেখা করে।

তানোর উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তাগুত নাসরিন বানু বলে, একই গ্রামে দুই বাল্যবিয়ে(কুফরি ভাষায়) হচ্ছে এমন গোপন খবরে কথিত অভিযান চালানো হয়।

পরে মেয়ের বাবা-মাকে মুচলেকা দিতে বাধ্য করা হয় ইসলামি শরীয়ার আলোকে বিয়ে দেয়ার জন্য। এছাড়াও তাদের মেয়েদের ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিয়ে দেবেন না এই মর্মে স্বীকারক্তিও নেয়া হয়।

বগুড়ায় মাদকের কারবারসহ চিহ্নিত অপরাধীদের কর্মকাণ্ডে বাধা দেওয়ায় প্রকাশ্য দিবালোকে নৃশংসভাবে খুন হন আব্দুর রহিম (৫০)। হত্যাকারীরা প্রভাবশালী হওয়ায় হত্যাকাণ্ডের এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত কোনো আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি আওয়ামী দালাল পুলিশ।

আব্দুর রহিম বগুড়ার চকঝপু জিগাতলা গ্রামের মোজাহার সরকারের ছেলে। গত ১৪ নভেম্বর সকাল ১০টার দিকে বগুড়ার অদ্দিরখোলা বাজার এলাকায় প্রকাশ্যে কুপিয়ে আব্দুর রহিমকে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় ১৬ নভেম্বর আব্দুর রহিমের বড়ভাই আব্দুল বাছেদ সরকার বাদী হয়ে এজাহারভুক্ত ১১ জন এবং অজ্ঞাতনামা ৪-৫ জনকে আসামি করে বগুড়া সদর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।

বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনাস্থল বগুড়ার সাবগ্রাম ইউনিয়নের অদ্দিরখোলা বাজারে গিয়ে দেখা গেছে, সেখানে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। সবার মাঝেই শোক, ক্ষোভ আর আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। তবে আসামিরা প্রভাবশালী হওয়ায় কেউ প্রকাশ্যে মুখ খুলছেন না।

চকঝপু জিগাতলা গ্রামে মৃতের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেছে, শোকাহত পরিবারের সদস্যদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বৃদ্ধ মা ছমিরন বেগম ছেলের কবরের পাশে বসে আহাজারি করছেন।

ছেলেকে হারিয়ে এক মুহূর্তের জন্য তিনি ছেলের কবরের পাশ ছাড়েননি। এসময় ছেলের হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানান তিনি।

স্থানীয় এক মুদি দোকানদার জানান, আব্দুর রহিম একজন সফল মৎস্য চাষি ছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি মাদক, সন্ত্রাসসহ অন্যায়-অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ছিলেন। গত বুধবার হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে এলাকাবাসির পক্ষ থেকে মানববন্ধন কর্মসূচি পারিত হয়। যে কর্মসূচিতে হাজার হাজার নারী-পুরুষ অংশ নেন।

মামলার বাদী মৃত আব্দুর রহিমের বড়ভাই আব্দুল বাছেদ সরকার জানান, মাদক, সন্ত্রাসসহ অন্যায় অপরাধের প্রতিবাদের কারণেই আব্দুর রহিমকে জীবন দিতে হয়েছে। যারা আব্দুর রহিমকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে তারা মাদক, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজিসহ নানা অপরাধের সাথে জড়িত। মামলার আসামি মনির, ইলিয়াছ, ইকবাল ও ইসরাইল চার ভাই। এদের বাবা মৃত ইউনুছ সরকার মুক্তিযুদ্ধের সময় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিল। বড়ভাই ইকবাল ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি, ইলিয়াছ ইউনিয়ন জাতীয় পার্টির সভাপতি, মনির ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকলীগের সভাপতি এবং ইসরাইল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি।

এই পরিবারটি আওয়ামী লীগ, বিএনপি, ও জাতীয় পার্টির রাজনীতির সাথে মিশে গিয়ে যখন যে দল ক্ষমতায় আসে তখন সেই দলের ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে এই এলাকাকে কুক্ষিগত করে রেখেছে। ইসরাইল ও মনিরের ছত্রছায়ায় মামলার অপর আসামি সাইফুল ও ঠান্ডুসহ অনেকে এই এলাকাকে মাদকরাজ্যে পরিণত করেছে। মাদক ব্যবসায়ী সাইফুল ৫ বছর আগে রিকশা চালাত। এখন ৫টি ট্রাকের মালিক। ঠান্ডু মাদক ব্যবসা করে কোটি টাকার বাড়ি বানিয়েছে। এই মাদক কারবারের প্রতিবাদ করার কারণেই আব্দুর রহিমকে হত্যা করা হয়েছে।
আব্দুর রহিমের ছোটবোন মরিয়ম আকতার মনিকা জানান, আসামিরা এখনো প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু পুলিশ তাদেরকে ধরছে না। এমনকি ঘটনার পর থেকে গ্রেফতারের পরিবর্তে আসামিদের বাড়ি পাহারা দিচ্ছে সন্ত্রাসী পুলিশ।

রাজ্যসভায় ভারতের হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কাশ্মীরে স্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে এমন বক্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে মুক্তিকামী কাশ্মীরিরা। এ বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে কাশ্মীরে ধর্মঘট পালন করেছেন ব্যবসায়ীরা। বিক্ষোভ করতে দেখা গেছে কাশ্মীরিদের।

দ্য হিন্দুর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে স্থবির হয়ে পড়ে শ্রীনগরের প্রতিদিনকার ব্যস্ততা। রাজ্যটির রাজধানীর পোলো ভিউ, লালচক, হরি সিং হাই স্ট্রিট, বোহরি কাদাল, মহারাজ গুঞ্জ, কারা নগর, হাওয়াল এবং নওশেরা এলাকার মার্কেট, দোকানপাট ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখে ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন সন্ত্রাসী অমিত শাহের বক্তব্য উসকানিমূলক। কাশ্মীরে ১০০ দিনেরও বেশি নিরাপত্তা পরিস্থিতি জারি এবং গণপরিবহন বন্ধের বিষয়ের মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে যে, ৫ আগস্ট যা ঘটেছিল (বিশেষ মর্যাদা বাতিল) জনগণ তা মেনে নেয়নি। উপত্যকার অনুভূতিকে এড়িয়ে সংসদে সে মিথ্যা দাবি করছে।

ভারতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কোচবিহারে পিকআপভ্যানে করে গরু নিয়ে যেতে দেখে এক মুসলিমসহ দুজনকে পিটিয়ে হত্যা করেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা।

বৃহস্পতিবার ভোরে এ ঘটনা ঘটে।

ভারতীয় গণমাধ্যম এই সময় জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে রবিউল ইসলাম নামে একজনের বাড়ি কোচবিহারের দিনহাটার ওকলাবাড়িতে। নিহত অপরজন প্রকাশ দাসের বাড়ি একই জেলার মাথাভাঙা শহরে। দুজনের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি।

কোচবিহারের পুলিশ সুপার সন্তোষ নিম্বালকর জানান, ‘গরু চোর’ সন্দেহে এদিন দুজনকে কথিত ‘গণপিটুনি’ দেয় হিন্দুত্ববাদীরা। হাসপাতালে নেয়ার পর দুজনেরই মৃত্যু হয়।

তিনি বলেন, একটি পিকআপ ভ্যানে করে ওই দুজন গরু নিয়ে যাচ্ছিলেন। পিকআপটি ধাওয়া করে আটকায় গরু পূজারিরা। পরে গাড়ি থেকে নামিয়ে দুজনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

প্রসঙ্গত ভারতে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় জনতা পার্টি-বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর গরু নিয়ে গণপিটুনিতে হত্যার ঘটনা বেড়েছে। এসব ঘটনায় নিহতদের প্রায় সবাই সংখ্যালঘু মুসলিম।

দখলদার ইহুদিবাদী সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইলি সেনারা জেরুজালেম বা আল-কুদস শহরের ফিলিস্তিনি গভর্নর আদনান কায়েসকে আবারো ধরে নিয়ে গেছে।

বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) বায়তুল মুকাদ্দাসের ওল্ড সিটির সিলওয়ান এলাকায় নিজ বাসভবন থেকে তাকে ধরে নিয়ে যায় ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীরা।

সন্ত্রাসী ইসরাইলি পুলিশের একজন মুখপাত্র বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেছে, বায়তুল মুকাদ্দাস শহরে ‘ফিলিস্তিনিদের তৎপরতা’র দায়ে তাকে আটক করা হয়েছে। তবে কি তৎপরতা এবং তার সঙ্গে গভর্নরের কি সম্পর্ক সে সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা ওই মুখপাত্র দেয়নি।

বায়তুল মুকাদ্দাস শহরের ফিলিস্তিনি মুসলমান অধ্যুষিত অংশের জন্য ২০১৮ সালের জুন মাসে আদনান কায়েসকে গভর্নর হিসেব নিয়োগ দেয় স্বশাসন কর্তৃপক্ষ। তখন থেকে এ পর্যন্ত কায়েসকে কয়েক দফা আটক করা হয়েছে।

ভারতে পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য রাজস্থানে একটি গরু বাঁচাতে গিয়ে মিনিবাস উলটে সড়ক দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১২ মারা গেছেন। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১০জন।

শনিবার (২৩ নভেম্বর) স্থানীয় সময় ভোররাতে রাজস্থানের নাগপুর জেলায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নাগপুরের ডেপুটি পুলিশ সুপার এন.আর. চৌধুরী জানান, ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় মহারাষ্ট্র রাজ্যের লাতুর জেলার এ সকল ভ্রমণকারী উত্তরাঞ্চলীয় হরিয়ানা রাজ্যের হিসার জেলার একটি তীর্থ স্থান দেখতে যাচ্ছিল। তারা রাজস্থানের নাগপুর জেলার কৃষ্ণগড়-হনুমানগড় মহাসড়কের কুচামান নামক স্থানে পৌছলে একটি গরু হঠাৎ মহাসড়কের মাঝখানে চলে আসে। পরে গরুটিকে বাচাতে বাসটির চালক দ্রুত ব্রেক করলে বাসটি উল্টে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে এক শিশু ও পাঁচ নারী রয়েছে।

সূত্র: সিনহুয়া।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর কথিত সন্ত্রাসী হামলার পর বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের জন্য ছয় ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করেছে এ জামানার হুবাল ক্রুসেডার আমেরিকা। এসব যুদ্ধে বিভিন্ন দেশে কমপক্ষে পাঁচ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। অবশ্য, নিহতের এ সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। অনেকে মনে করেন- নিহতের সংখ্যা আরো অনেক বেশি।

নতুন একটি জরিপ ফলাফলে যুদ্ধ-ব্যয়ের এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। ব্রাউন ইউনিভারসিটির ‘ইনস্টিটিউট ফর পিস অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স’ এ জরিপ চালিয়েছে। বুধবার জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

গত সপ্তাহে জরিপের সার সংক্ষেপ প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুদ্ধ এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজে বিশাল অংকের এ অর্থ ব্যয় করার কারণে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য তা উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে কারণ এ ব্যয় টেকসই নয়।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কের বিশ্ব বাণিজ্যকেন্দ্রে কথিত সন্ত্রাসী হামলায় ৩,৫০০ ব্যক্তি নিহতের পর তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্রুসেডার সন্ত্রাসী জর্জ ডাব্লিউ বুশ ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর আফগানিস্তানে সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে অন্যায় যুদ্ধ শুরু করে। হত্যা করে নিরাপরাধ সাধারণ জনগনকে। এর পর ইরাকে অভিযান চালানো হয় এবং আজও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সে যুদ্ধ চলছে।

এদিকে, ৯/১১ পর থেকে ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জুড়ে দেয়া অপপ্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। নিরীহ মুসলিমদের প্রকাশ্যে সন্ত্রাসবাদী বলে আক্রমণ করা হয়েছে। মানবাধিকার সংস্থা ভিক্টিমস দ্য টেররিজমের প্রধান সেন্ট মার্ক বলছে, বিশ্বে সন্ত্রাসবাদী হামলায় এখন পর্যন্ত ৮০ শতাংশ মুসলিম আক্রান্ত হয়েছে।

মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছে হিন্দু উত্তম কুমার গোস্বামী। রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার নারুয়া ইউনিয়নের পাটকিয়াবাড়ি দাখিল মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত সুপারের দায়িত্ব পেয়েছে সে। উত্তম কুমার ওই মাদরাসার সহকারী শিক্ষক এবং বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য।

এছাড়া বাংলাদেশ ব্রাহ্মণ সংসদ রাজবাড়ী জেলা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ গিতা শিক্ষা কমিটির রাজবাড়ী জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছে সে। খবরঃ বিডি প্রতিদিন

গত ৩১ অক্টোবর পাকটিয়াবাড়ি দাখিল মাদরাসার সুপার অবসরে চলে যান। ফলে সুপার পদটি শূন্য হয়ে যায়। সহকারী সুপার মো. হাসান আলিকে ভারপ্রাপ্ত সুপারের দায়িত্ব দেয় মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটি।

এরই মধ্যে বিপত্তি ঘটে যে, মাদরাসা কর্তৃপক্ষ সুপারের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়। তাতে সুপার পদের জন্য আবেদন করতেই সহকারী সুপার এ ভারপ্রাপ্তের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন।

পরে মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটি উত্তম কুমার গোস্বামীকে মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত সুপারের দায়িত্ব দেয়। হিন্দু উত্তম কুমার গোস্বামী নতুন সুপার নিয়োগ হওয়া পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। ভারপ্রাপ্ত সুপার উত্তম কুমার গোস্বামী ম্যানেজিং কমিটির দেয়া দায়িত্ব গত বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে বুঝে নেয়।

২২শে নভেম্বর, ২০১৯

২০১১ সালে সিরিয়ায় শুরু যুদ্ধ হয়। চলমান এই যুদ্ধে এখন পর্যন্ত ২৯ হাজারেরও বেশি শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। লন্ডনভিত্তিক একটি মানবাধিকার সংগঠন বুধবার বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই হিসাব দিয়েছে।

সংস্থাটি ওই প্রতিবেদনে বলছে, সন্ত্রাসী আমেরিকা, রাশিয়া, সিরিয়া সরকার ও ইরান সমর্থিত সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হামলায় ২২ হাজার ৭৫৩ জন শিশুকে হত্যা করা হয়েছে।

এরমধ্যে ১৮৬ শিশু সন্ত্রাসী সরকারের রাসায়নিক হামলায় এবং ৩০৫ শিশু অপুষ্টি ও ওষুধ স্বল্পতায় মারা গেছে।

সংস্থাটি বলছে, সন্ত্রাসী রুশ সেনা, সন্ত্রাসী মার্কিন সামরিক জোট ও সন্ত্রাসী কুর্দিদের হামলায় এসকল শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

কিন্তু এতসবের পরেও চুপ আছে কথিত সব মানবতার ঝুড়ি নিয়ে হাজির হওয়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো।

রাজধানীর গেণ্ডারিয়া থানা সন্ত্রাসী যুবলীগের সহসভাপতি এনামুল হক ওরফে এনু ভুঁইয়া ও তার ছোট ভাই থানা সন্ত্রাসী যুবলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রুপন ভুঁইয়ার শত শত কোটি টাকার সন্ধান পাওয়া গেছে। পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকাতে তাদের বাড়ি আর প্লটের সংখ্যাও অনেক।

জানা গেছে, একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টেই জমাকৃত টাকার পরিমাণ ছিল ১২২ কোটি ৫৭ লাখ ৪ হাজার ৮৬৯ টাকা। দেশে শুদ্ধি অভিযান শুরুর পর অ্যাকাউন্ট থেকে তড়িঘড়ি সরানো হয় প্রায় ১০০ কোটি টাকা।

বাকি সাড়ে ২২ কোটি টাকা এই অর্থ এখন আছে বাজেয়াপ্তের অপেক্ষায়। এ রকম আরও ৮২টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সন্ধান মিলছে দুই যুবলীগ নেতার নামে। এসব ব্যাংক হিসাবে তারা টাকা লেনদেন করেছে কয়েকশ' কোটি টাকা।

ইতিমধ্যে দুই ভাইসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পাওয়া গেছে।

এখন পর্যন্ত এনু-রুপনের মালিকানাধীন ১৯টি বহুতল বাড়ি ও একাধিক প্লটের সন্ধান মিলেছে। ক্যাসিনোর অন্ধকার জগৎ তাদের কাছে ধরা দেয় অনেকটা আলাদিনের চেরাগ হয়ে। দুই যুবলীগ নেতার দৃশ্যমান কোনো আয়ের উৎস নেই।

কয়েকটি সাইনবোর্ডসর্বস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে তারা অর্থ লুকানোর চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

একুশ শতকের ক্রুসেডের নেতৃত্বদানকারী দেশ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ক্রুসেডার প্রধান ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছে, সৌদি আরবে আমেরিকার সৈন্য মোতায়েনের পাশাপাশি সৌদি আরবের রাডার এবং ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও কন্ট্রোল করবে আমেরিকা। এছাড়া মার্কিনীদের একটি এয়ার এক্সপেডিশন উইং এবং দুই স্কোয়াড্রন যুদ্ধবিমান মোতায়েন করা হবে। তবে এ কার্যক্রমের চরম বিরোধিতা করে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে সন্ত্রাসের আরেক দেশ রাশিয়া। মস্কো থেকে বলা হয়েছে, সৌদিতে মার্কিন সেনা মোতায়েনের কারণে এ অঞ্চলে উত্তেজনা আরও বেড়ে যাবে।

মার্কিন কংগ্রেসের সিনেট এবং প্রতিনিধি পরিষদের প্রধানের কাছে লেখা এক চিঠিতে সন্ত্রাসী ট্রাম্প সৌদিতে মার্কিন সৈন্য, যুদ্ধবিমান, রাডার ও ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়ন কথা জানায়।

বুধবার (২০ নভেম্বর) রুশ উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিখাইল বোগদানভ সৌদিতে মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে হুশিয়ারিমূলক মন্তব্য করে।

এর আগের দিন ক্রুসেডার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কংগ্রেসকে সেনা মোতায়েনের কথা জানায়। নতুন করে সেনা মোতায়েনের ফলে সৌদি আরবে মার্কিন সেনা সংখ্যা দাঁড়াবে তিন হাজারে।

ইতিমধ্যে মার্কিন সেনাদের প্রথম দল সৌদি আরবে পৌঁছেছে এবং বাকি সেনা আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পৌঁছাবে বলে ওই চিঠিতে জানানো হয়েছে।

চিঠিতে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, যতদিন প্রয়োজন ততদিন এসব সেনাসদস্য মোতায়েন করা থাকবে। সন্ত্রাসী ট্রাম্প দাবি করে, ওয়াশিংটনের এ পদক্ষেপের ফলে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন স্বার্থ রক্ষিত হবে। এছাড়া ইরানকে মোকাবেলায় মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েন করা সেনাদের শক্তি বাড়বে।

সূত্রঃ পার্সটুডে

ভারতের একটি ঐতিহ্যশালী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একজন মুসলিম যুবক সংস্কৃতের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর সেখানকার হিন্দু ছাত্ররা এর বিরুদ্ধে লাগাতার বিক্ষোভ দেখিয়ে যাচ্ছে।

বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষ অবশ্য বলছে, সংস্কৃতে পিএইচডি ডিগ্রিধারী ফিরোজ খানের চেয়ে যোগ্যতর আর কোনও প্রার্থী ওই পদে ছিলেন না।

কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা মি খানকে ক্লাসেই ঢুকতে দিতে রাজি হচ্ছে না, উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে তারা অবস্থানও নিয়েছে।

মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা ভারতে সংস্কৃত পড়তে বা পড়াতে পারবেন কি না তা নিয়ে বিতর্ক অবশ্য ভারতে অনেক পুরনো।

বিখ্যাত ভাষাবিদ ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যখন ১৯১০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে বিএ পাশ করে এমএ-তে ভর্তি হতে গিয়েছিলেন, তখন তিনিও বাধার মুখে পড়েছিলেন।

গত প্রায় দুসপ্তাহ ধরে বিএইচইউর ছাত্রছাত্রীরা গান গেয়ে, বাজনা বাজিয়ে লাগাতার বিক্ষোভ দেখিয়ে যাচ্ছে।তাদের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সংস্কৃত বিদ্যা ধর্ম বিজ্ঞান' নামক সেন্টারে ফিরোজ খানকে সংস্কৃতের শিক্ষক হিসেবে মানা সম্ভব নয়।

আন্দোলনকারী ছাত্রদের একজন যেমন বলছিল, "আমাদের সেন্টার একটি গুরুকুল।"

"এর প্রবেশপথে প্রতিষ্ঠাতা মদনমোহন মালব্যজির যে বাণী শিলাতে লিপিবদ্ধ আছে তাতে স্পষ্ট লেখা আছে হিন্দুদের চেয়ে ইতর এমন কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না।"

"তো সেখানে এই ব্যক্তি কীভাবে ঢুকবেন, কীভাবেই বা পড়াবেন?"

তিষ্ঠানের প্রোক্টর রামনারায়ণ দ্বিবেদীও বলছিল, "আমাদের নিয়োগ সমিতি সব নিয়মকানুন মেনেই এই মুসলিম যুবককে চাকরি দিয়েছে।"

"কিন্তু ছেলেপিলেরা তা মানতে চাইছে না। আমি বলব এই ধরনের আন্দোলন তাদের করা উচিত নয়।"

ফিরোজ খান নিজে টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকাকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়ে বলেছেন, তাদের পরিবারে সংস্কৃতের চর্চা আছে বহুকাল ধরে।

ফলে তার বিরুদ্ধে এই ধরনের আন্দোলনে ফিরোজ খান স্বভাবতই অত্যন্ত ব্যথিত।

কলকাতায় একটি নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক শিউলি ঘোষ-বসুও বিবিসিকে বলছিল, বিএইচইউ-তে এ ধরনের আন্দোলন তাকে স্তম্ভিত করেছে।

"খুব খারাপ লাগছে। আমরা যারা সংস্কৃত পড়াশুনোর সঙ্গে জড়িত তাদের জন্য যেমন এটা অপমান, তেমনি মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্যও অপমান বলেই আমি মনে করি," বলছিলেন তিনি।

শিউলি ঘোষ-বসু সেই সঙ্গেই যোগ করেন, "এটা আসলে একটা কুসংস্কার। কই, আমাদের বিভাগের বহু ছাত্রছাত্রীই তো হিন্দু নন, আর তারা সফলও হচ্ছেন – তাতে কোনওদিন কি সমস্যা হয়েছে?"

"আমার নিজেরই একজন ছাত্রী জুবিন ইয়াসমিন গবেষণা শেষ করে এখন আশুতোষ কলেজে সংস্কৃত পড়াচ্ছে। কোনওদিন তো তাতে কোনও অসুবিধা হয়নি?"

"আমি আরও চিনি সাবির আলিকেও, যিনি বারাসাত ইউনিভার্সিটিতে সংস্কৃত পড়ান। আমাদের এমএ প্রথম বর্ষের ছাত্র জসিমউদ্দিন পড়াশুনোয় দারুণ, কোথায় তার কী আটকেছে?" বলছিলেন তিনি।
সূত্রঃ বিবিসি

একের পর এক উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি করে চলেছে সন্ত্রাসী আ'লীগ বাহিনী। এবার ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনকে কেন্দ্রকরে দু'পক্ষ একই স্থানে সমাবেশ আহ্বান করায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।
ইনসাফ ২৪ থেকে জানা যায়, ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর-কাঠালিয়া) আসনের সংসদ সদস্য ও উপজেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ সভাপতি বজলুল হক হারুন আগামীকাল শনিবার বিকাল ৩টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সমাবেশ আহ্বান করে। এদিকে এমপি বিরোধী পক্ষ আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সোহাগ হাওলাদারের কাছে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সমাবেশ করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করে। এ নিয়ে আজ দুপুরে উভয়পক্ষের নেতাকর্মীদের উপজেলা সদরে পৃথক মিছিল করতে দেখা যায়। এই অবস্থায় সংঘর্ষের শঙ্কা প্রকাশ করেছে সাধারণ মানুষ।

গত বুধবার (২০ নবেম্বর) ছিল বিশ্ব শিশু দিবস, আর উক্ত দিবস উপলক্ষে লন্ডনভিত্তিক একটি মানবাধিকার সংগঠন বুধবার সিরিয়ার চলমান গৃহযুদ্ধে কুফফার রাশিয়া ও মুরতাদ আসাদ সন্ত্রাসী বাহিনীর অমানবিক হামলায় নিহত হওয়া সিরিয়ান শিশুদের নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

উক্ত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০১১ সালের পর থেকে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া আসাদ সরকার ও ইরান সমর্থিত সন্ত্রাসীদের অমানবিক বিমান হামলা ও গোলাগুলিতে নিহত হয়েছে ২২ হাজার ৭৫৩ জন সিরিয়ান শিশু। এছাড়া অন্তত ১৮৬ জন সিরিয়ান শিশু প্রাণ হারিয়েছে মুরতাদ বাহিনীর রাসায়নিক হামলায়। আর ৩০৫ জন শিশু অপুষ্টি এবং চিকিৎসার অভাবে মারা গেছে।

সিরিয়ার চলমান গৃহযুদ্ধে নিরাপরাধ মানুষকে হত্যার ক্ষেত্রে আসাদ ও ইরানী মুরতাদ বাহিনীর পরে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে কুফফার রাশিয়ান সন্ত্রাসী বাহিনী, এরপরেই রয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী জোট বাহিনী।

এদিকে ৫০৩৪ জন সিরিয়ান শিশু এখনো সন্ত্রাসী বাহিনীগুলোর অন্ধকার প্রকোষ্ঠ বন্দীত্বের জিবন-জাপন কাটাচ্ছেন। যার মাঝে ৩৬১৮ জন শিশু বন্দী রয়েছে মুরতাদ আসাদ সন্ত্রাসী বাহিনীর কারাগারগুলোতে, সন্ত্রাসী পিকেকে (কুর্দি) এর কারাগারগুলোতে রয়েছে ৭২২ জন শিশু। এছাড়াও তুর্কি সমর্থিত গণতান্ত্রিক বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর কারাগারে রয়েছে আরো ৩২৬ জন সিরিয়ান শিশু।

জাতিসংঘের পরিসংখ্যান অনুসারে সিরিয়ার চলমান গৃহযুদ্ধে কয়েক লক্ষ সিরিয়ান জনসাধারণ মারা গেছেন এবং আরও এক কোটিরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

বর্তমান যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়েমেন বিশ্বের শিশুদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে খারাপ দেশগুলির মধ্যে রয়েছে," ইয়েমেনে কর্মরত ইউনিসেফের প্রতিনিধিরা জানায় যে " ইয়েমেনে অব্যাহত রক্তক্ষয়ী সংঘাত এবং অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলস্বরূপ শিশুদের জন্য সুদূরপ্রসারী কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাচ্ছেনা, পরিণতি দিন দিন জটিলতার দিকে যাওয়ায় দেশজুড়ে মৌলিক সমাজসেবা ব্যবস্থা ধসের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে,"

"মুরতাদ হুতী, হাদী এবং সৌদি জোট বাহিনী তারা কেউ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নিজেদের দায়বদ্ধ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেনি," এই মুরতাদ বাহিনীগুলোর মধ্যকার যুদ্ধের ফলে পুরো ইয়েমেন এখন এক ধ্বংস্তুপে পরিণত হয়েছে।

২০১৪ সালে যখন মুরতাদ শিয়া সন্ত্রাসী হাদি বাহিনী ইয়েমেনের রাজধানী সানাসহ দেশের বেশিরভাগ এলাকা সৌদি সমর্থিত হাদী বাহিনী হতে দখল করেছিল, তখন থেকে সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলা বেড়েই চলছে।

এরপর ২০১৫ সালে যখন সৌদি নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসী সামরিক জোট হুথিদের থেকে আঞ্চলগুলো দখল করার লক্ষ্যে বিধ্বংসী বিমান অভিযান শুরু করে তখন এই সংকট আরও বেড়ে যায়।

এরপর থেকে হুতী ও সৌদি সমর্থিত হাদি মুরতাদ বাহিনীর মধ্যকার সংঘর্ষে অসংখ্য বেসামরিক সহ কয়েক হাজার ইয়েমেনী নিহত হয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে, অন্যদিকে ১৪ মিলিয়ন মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন।
এছাড়াও বর্কমানে কমপক্ষে 12 মিলিয়ন ইয়েমেনী শিশুর জন্য এখন জরুরি ভিত্তিতে মানবিক সহায়তার প্রয়োজন!

২১শে নভেম্বর, ২০১৯

জার্মানিতে থাকা কাশ্মীরী মুসলিমদের নানা খবর ২০১৫ সাল থেকেই ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স উইং বা 'র'-এর হাতে তুলে দিচ্ছিল ৫০ বছর বয়সি মনমোহন নমক এক মালাউন। এই কাজে ২০১৭ সাল থেকে তার স্ত্রী কানওয়ালজিতও তাকে সাহায্য করতে শুরু করে।

এই কাজের জন্য 'র' তাদের ৭ হাজার দুইশ' ইউরো (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৬ লাখ ৭৫ হাজার টাকা) দিত বলে জানা গেছে।

বৃহস্পতিবার জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টের আদালতে শুরু হয়েছে গ্রেফতারকৃত উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতী দুই গুপ্তচরের বিচার প্রক্রিয়া। জার্মানিতে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ আনা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।

মামলার রায় হবে ১২ ডিসেম্বর। দোষী প্রমাণিত হলে দশ বছর পর্যন্ত কারাবাসের শাস্তি হতে পারে ভারতীয় এই দুই গুপ্তচরের।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান এক বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের সিনিয়র ৩জন কামান্ডারকে মুক্ত করেছেন।যার বিনিময়ে তালেবান মুজাহিদদের হাতে বন্দী থাকা অ্যামেরিকান নাগরিক "কেভিন কিং" ও অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক "টিমোথি ওয়াক্স" নামক দুই প্রফেসরকে মুক্ত করে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান।

ইসলামী ইমারতের মুক্ত হওয়া তিন মুজাহিদীন কমান্ডার হলেন ১) জনাব আনাস হাক্কানি, ২) জনাব হাজী মালি খান এবং ৩) জনাব হাফিজ আবদুল রশিদ হাফিজাহুমুল্লাহ্।

ইসলামী ইমারত তাদের অফিসিয়াল এক বার্তায় এই বন্দী বিনিময় চুক্তিকে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবে দেখছেন বলে মন্তব্য করে এবং এমন বন্দী বিনিময় চুক্তিকে স্বাগত জানায়।

যুগ যুগ ধরে দখলদার ইহুদী সন্ত্রাসীদের হাতে নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছেন ফিলিস্তিনী মজলুম মুসলিমরা, আর দখলদার ইহুদী সন্ত্রাসীদের এই জলুম ও নির্যাতনে সরাসরি সাহায্য করে আসছে ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদের মিত্র দেশগুলো।

অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের দখলদার ইহুদী সন্ত্রাসীদের এসকল জলুম ও নির্যাতন বৃদ্ধ আর যুবক-যুবতী থেকে শুরু করে ছোট ছোট নিষ্পাপ ফিলিস্তিনী শিশুরাও রক্ষা পায়নি। দখলদারদের অমানবিক বিমান হামলায় প্রাণ দিতে হয় শত শত শিশুকেও।

ফিলিস্তিনী শিশুদের উপর চালানো নির্যাতন ও হত্যাকান্ডের এমনই একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ফিলিস্তিন ভিত্তিক একটি সংবাদ মাধ্যম। তাদের তথ্যমতে গত ২০১৮ সালে দখলদার ইহুদী সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হয়ে হতাহত হয়েছেন ৪৫৩১ জন ফিলিস্তিনী শিশু। যার মাঝে নিহত ফিলিস্তিনী শিশু সংখ্যা হচ্ছে ৫৯ এবং আহতের সংখ্যা ৩৪৭২। এছাড়াও বন্দী করে রাখা হয়েছে আরো ২০০ ফিলিস্তিনী শিশুকে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদীন গত মঙ্গলবার মধ্যরাতে শালগার জেলার কাবুল-কান্দাহর মহাসড়কে অবস্থিত আফগান মুরতাদ বাহিনীর সামরিক চৌকির উপর তীব্র হামলা চালান এবং মহান আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যে মুজাহিদগণ উক্ত চৌকিটি বিজয় করেনেন।
এসময় উক্ত চৌকিতে থাকা ১৫ মুরতাদ সদস্য নিহত হয়। মুজাহিদগণ ৩টি ট্যাংকসহ বেশ কিছু যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

একই এলাকায় মঙ্গলবার সকালে মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় আরো ৫ মুরতাদ সেনা, এসময় মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি ট্যাংক ধ্বংস হয়ে যায়।

একই দিন রাতে এশার সময় মুজাহিদগণ "দাহ্" জেলায় আফগান মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর একটি চৌকিতে হামলা চালিয়ে তা বিজয় করেনেন, এবং সেখানে অবস্থানরত ৫ মুরতাদ সদস্য নিহত হয়। এখানে মুজাহিদগণ বেশ কিছু অস্ত্রও গনিমত লাভ করেন।

এমনিভাবে গজনী শহরের "কেল্লা জুজ" এলাকায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি ইউনিটের সাথে সম্মুখ লড়াই হয় তালেবান মুজাহিদদের। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ১টি ট্যাংক ধ্বংস হওয়া ছাড়াও আরো ৪ মুরতাদ সদস্য নিহত হয়।

অন্যদিকে "কারাহ-বাগ" জেলায় তালেবান মুজাহিদদের বোমা বিস্ফোরণে আফগান মুরতাদ বাহিনীর ২টি ট্যাংক ধ্বংস হয়ে যায়, আর এসময় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ৩ সদস্য নিহত এবং আরো ২ সদস্য গুরুতর আহত হয়।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদীন গত মঙ্গলবার আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

মুজাহিদদের এসকল সফল হামলাগুলোতে আফগান মুরতাদ বাহিনীর ৬টি ট্যাংক ও ১টি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। নিহত ও আহত হয় ৩৫ এরও অধিক আফগান মুরতাদ সেনা সদস্য
বিপরীতে আফগান মুরতাদ বাহিনীর হামলায় শাহাদাত বরণ করেন একজন তালেবান মুজাহিদ এবং আহত হন আরো ২ জন মুজাহিদ।

আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ৫৬ মার্কিন ক্রুসেডার ও আফগান মুরতাদ সেনা নিহত হয়েছে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের মুখপাত্র মুহতারাম "জবিউল্লাহ মুজাহিদ" হাফিজাহুল্লাহ্ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে তার এক পোস্টে জানান যে, আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় লোগার প্রদেশের পানগ্রাম অঞ্চলে গুলি করে একটি মার্কিন হেলিকপ্টার ভূপাতিত করেছে তালেবান মুজাহিদীন। এসময় হেলিকপ্টারটি তালেবান মুজাহিদদের একটি ক্যাম্পে হামলা চালানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু মহান আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যে তালেবান মুজাহিদগণ ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনীর উক্ত হেলিকপ্টারটি ভূপাতিত করতে সক্ষম হন।

এসময় তালেবান মুজাহিদদের সফল হামলায় ক্রুসেডার আমেরিকা ও আফগান মুরতাদ বাহিনীর ৫৬ সেনা নিহত হয়।

ছিনতাই করতে গিয়ে ধরা পড়েছে সাতক্ষীরা জেলা সন্ত্রাসী মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌর কাউন্সিলর জোৎস্না আরার ছেলে আবরার জাহিন।

মঙ্গলবার রাতে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার দহাকুলা মোড়ে ছিনতাই করে পালানোর সময় তাকে আটক করে স্থানীয়রা।

আটক ছিনতাইকারী জাহিনের বাবা সাতক্ষীরা শহরের কাটিয়া লস্করপাড়া এলাকার আবু জাফর।

ইনসাফ২৪ থেকে জানা যায়, ধুলিহর ইউনিয়নের বয়ারবাতান এলাকার নিরঞ্জন মিস্ত্রির ছেলে সাগর মিস্ত্রি রামচন্দ্রপুর ও দহাকুলার মধ্যবর্তী স্থানে মোবাইল ফোনে ছবি দেখছিলেন। এ সময় দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালিয়ে তার হাত থেকে ছো মেরে ফোনটি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে জাহিন। সাগরের চিৎকারে স্থানীয়রা ব্যারিকেড দিয়ে মোটরসাইকেলটি থামিয়ে তাকে আটক করে।

নারায়ণগঞ্জ এর সাবেক পুলিশ সুপার সন্ত্রাসী হারুন অর রশীদ ৫ কোটি টাকা চেয়েছিল বলে অভিযোগ করেছে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২৩ নং ওয়ার্ড এর নাগরিক সাইফুদ্দিন আহম্মেদ দুলাল।

সে জানিয়েছে, চাহিদামতো টাকা না দেয়ায় সাজানো ও মিথ্যা মাদকের মামলায় আমাকে ফাঁসিয়েছে সন্ত্রাসী এসপি হারুন।

বুধবার (২০ নভেম্বর) বন্দরে এক সংবাদ সম্মেলনে সে এই অভিযোগ করে।

সংবাদসম্মেলনে দুলাল বলেছে, ওই ঘটনাটি সাজানো মামলা ছিলো। প্রশাসনের জনৈক লোক আমার কাছে বিশাল অঙ্কের টাকা দাবি করেছিলো। সে আমার কাছে ৫ কোটি টাকা দাবি করেছিলো। যারা আমাকে মাদক নিয়ে ধরেছিলো তারা আমাকে বলেছে উপরের নির্দেশে আমাকে ধরা হয়েছে।

সম্প্রতি ওই কর্মকর্তার যেরকম অপরাধের ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে আমার কাছে তেমন ভিডিও নাই। সেটি মিথ্যা মামলা আমার উকিলের মাধ্যমে আমি এটির বিরুদ্ধে প্রত্যাহারের আবেদন করবো। তদন্ত হলে আমি অবশ্যই নির্দোষ প্রমাণিত হবো। একথাগুলো প্রকাশ করার সুযোগ আমাকে আগে দেয়া হয় নাই।

সিরাজগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডা. আব্দুল আজিজের আত্মীয় পরিচয় দিয়ে রাস্তার পাশের সরকারি গাছ কেটে নিয়েছে স্থানীয় দুই সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতা। এমপির নির্দেশে জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার ধুবিল ইউনিয়ন থেকে তারা গাছগুলো কেটে নিয়েছে।

বুধবার সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার ধুবিল ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা জেহাদুল ইসলাম গণমাধ্যমকে গাছ কাটার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, সরেজমিনে গিয়ে নাম ঠিকানা সংগ্রহ করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, রায়গঞ্জ উপজেলার সলঙ্গা থানাধীন ধুবিল ইউনিয়নের আমশড়া গ্রামের মৃত নজিবর রহমানের ২ ছেলে আরিফুল ইসলাম ও মনিরুল ইসলাম জোড়দিঘি-মালতিনগর আঞ্চলিক সড়কের ৩৫টি গাছ কেটে নিয়ে যায়। খবরঃ বিডি প্রতিদিন

গাছ কাটার সময় তারা নিজেদের এমপির আত্মীয় বলে পরিচয় দেয় এবং এমপির নির্দেশেই এ গাছগুলো কাটা হচ্ছে বলে জানান।

আরিফুল, মনিরুল ও আব্দুর রাজ্জাক গণমাধ্যমের কাছে গাছ কাটার কথা স্বীকার করেছে। তারা দাবি করেছে, কথিত এমপি সাহেব আমাদের আত্মীয়। সেই আমাদের গাছ কাটার অনুমতি দিয়েছে। তাই আমরা গাছগুলো কেটে নিচ্ছি।

আরিফুল ও মনিরুল স্থানীয় ওয়ার্ড সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের নেতা বলে জানিয়েছে ধুবিল ইউনিয়ন সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল করিম ভোলা।

ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে আহসানুল হাবীব নামে এক পোস্টমাস্টারকে প্রকাশ্যে পেটানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে সন্ত্রাসী এসআই সাখাওয়াত হোসেনের বিরুদ্ধে।

বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার সময় জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার পীরগঞ্জ পোস্ট অফিসের সামনে এ ঘটনা ঘটে। মারপিটে গুরুতর আহত পোস্টমাস্টার বর্তমানে পীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তার শরীরের অবস্থা গুরুতর বলে চিকিৎসক জানিয়েছেন।

মারপিটের শিকার পোস্টমাস্টার আহসানুল হাবীব শিবগঞ্জ পোস্ট অফিসে এবং অভিযোগ উঠা সন্ত্রাসী এসআই সাখাওয়াত হোসেন পীরগঞ্জ থানায় কর্মরত আছে।

পোস্ট মাস্টার আহসানুল হাবীব জানান, সন্ধ্যায় পোস্ট অফিসের সামনে গাড়ী নিয়ে এসআই সাখাওয়াত দাড়ালে আমি সালাম দিই। গাড়ী থেকে নেমেই আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও প্রকাশ্যে চড়, থাপ্পড় মারা শুরু করে।

কিছুদিন আগে নারী ক্যালেঙ্কারির অভিযোগ উঠে ওই এসআইয়ের বিরুদ্ধে। তথ্য দিয়ে তাকে নারীর সাথে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম- এমন সন্দেহে আমাকে মারধর করছে বলে জানায়। অথচ এমন ঘটনার কিছুই আগে জানা ছিল না আমার।

বক্তব্য নেয়ার জন্য এসআই সাখাওয়াতের মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও সম্ভব হয়নি।

এর আগে গত ২ নভেম্বর এসআই সাখাওয়াতের বিরুদ্ধে ভাড়া বাসায় নারী নিয়ে ফুর্তি করার অভিযোগ উঠেছিল। ৫ নভেম্বর এ নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে আলোচিত হয় এই এসআই।

পটুয়াখালীর কলাপাড়ার চম্পাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সম্মেলন পন্ড হয়ে গেছে। কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই গ্রুপের চেয়ার ছোড়াছুড়ি, ভাঙচুরের কারণে প্রথম অধিবেশন শেষে এ সম্মেলন প্রক্রিয়া পন্ড হয়ে যায়। এক পর্যায়ে হাতাহাতি ও মারধরে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

স্থানীয় কথিত এমপি অধ্যক্ষ মহিব্বুর রহমানসহ উপজেলা পর্যায়ের নেতাকর্মীরা দ্রুত সম্মেলনস্থল ত্যাগ করে।

মঙ্গলবার বিকেলে এ হট্টগোলের ঘটনায় অন্তত ১০ জন সন্ত্রাসী আহত হয়েছে। এর মধ্যে ইউনিয়নসন্ত্রাসী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল গাজী ও সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের ইউনিয়ন কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মহিউদ্দিন বাচ্চু মোল্লা রক্তাক্ত জখম হয়েছে।

বর্তমানে পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকায় চম্পাপুর ইউনিয়নের কমিটি গঠন প্রক্রিয়া স্থগিত করা হয়েছে।
সূত্রঃ বিডি প্রতিদিন

নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকা মুসলিম বিদ্বেষী চীনের কিছু গোপন নথি ফাঁস করে দিয়েছে। নথিগুলো চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জিনজিয়াং প্রদেশের সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলিমদের ওপর সন্ত্রাসী সরকারের পীড়ননীতি সম্পর্কিত। পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়েছে, চীনের সন্ত্রাসী প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং মুসলিমদের প্রতি 'বিন্দুমাত্র দয়ামায়া না দেখানোর' জন্য চীনা কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে। উইঘুরদের দুর্ভোগের ওপর এটিই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে আসা সর্বশেষ তথ্য।

চীনের উত্তর-পশ্চিম অংশে সবচেয়ে বড় প্রদেশ জিনজিয়াং। এর আয়তন ১৬ লাখ ৪৬ হাজার ৪০০ বর্গকিলোমিটার (বাংলাদেশের ১২ গুণ)। এ এলাকা আয়তনে চীনের প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ। এর পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে আছে মুসলিম দেশ তাজিকিস্তান, কিরঘিজস্তান ও কাজাখস্তান; আর দক্ষিণ-পশ্চিমে আছে আফগানিস্তান এবং জম্মু-কাশ্মির। স্বর্ণ, তেল ও গ্যাস সম্পদে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এরাই উইঘুর মুসলমান। তারা মূলত তুর্কি বংশোদ্ভূত এবং তুর্কি ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত উইঘুর ভাষায় কথা বলেন।

এ ভাষার বর্ণলিপি আরবি। এখানকার অর্থনীতি কৃষি ও বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল। জিনজিয়াং ছাড়াও উইঘুররা বিশ্বের বহু দেশে ছড়িয়ে আছে। ২০০৯ সালের হিসাব অনুযায়ী, জিনজিয়াংয়ে দেড় কোটির মতো উইঘুর বসবাস করে। এ ছাড়া কাজাখস্তানে দুই লাখ ২৩ হাজার, উজবেকিস্তানে ৫৫ হাজার, কিরঘিজস্তানে ৪৯ হাজার, তুরস্কে ১৯ হাজার, রাশিয়ায় চার হাজার, ইউক্রেনে এক হাজারের মতো উইঘুর মুসলিমের বসবাস। এ ছাড়া নির্যাতন থেকে বাঁচতে অনেক উইঘুর জিনজিয়াং থেকে পালিয়ে অভিবাসী হিসেবে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছেন। জিনজিয়াং কাগজ-কলমে 'স্বায়ত্তশাসিত' হলেও চীনের কথিত কেন্দ্রীয় সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে।

চীনের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে উইঘুর মুসলিমদের বিরোধের ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। এক সময় 'পূর্ব তুর্কিস্তান' স্বাধীন ছিল। কিন্তু ১৯১১ সালে স্বাধীন তুর্কিস্তানে চীনের মাঞ্চু সাম্রাজ্যের পতনের পর সেখানে প্রত্যক্ষ চীনা শাসন চালু করে এ অঞ্চলকে চীনের জিনজিয়াংয়ের সাথে একীভূত করা হয়। তবে সেটি স্থায়ী করতে চীনাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছে। চীনের সন্ত্রাসী সৈন্যদের বিপক্ষে মুক্তিকামী উইঘুর মুসলিমরা অস্ত্র তুলে নেয় এবং ১৯৩৩ ও ১৯৪৪ সালে দুইবার তারা স্বাধীনতাও অর্জন করেছিলেন। ১৯৪৯ সালে চীনের কথিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কিছু দিন পর কমিউনিস্ট সরকার উইঘুরদের বৃহত্তর চীনের সাথে যোগ দেয়ার প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাব নাকচ করে দিলে শুরু হয় নির্যাতন, নেমে আসে বিভীষিকাময় অত্যাচার। কমিউনিস্টরা অস্ত্রের জোরে জিনজিয়াং দখল করে নেয়। তবে উইঘুর অধ্যুষিত জিনজিয়াংকে দৃশ্যত স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়। কিন্তু এর পরও চীন সরকার তাদের ওপর প্রতিনিয়ত দমন ও নিপীড়ন অব্যাহত রাখে।

উইঘুরদের ধর্ম ও সংস্কৃতির ওপর গায়ের জোরে কমিউনিজম চাপিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়। মসজিদ-মাদরাসা-মক্তব ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া ছাড়াও ধর্ম পালনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এসবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করলে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সহায়তায় হাজার হাজার নিরীহ উইঘুরকে হত্যা করা

হয়। অনেককে করা হয় গৃহহীন। কমিউনিস্টরা উইঘুরদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্ম ধ্বংস করে দেয়ার জন্য চীনের অন্য অঞ্চল থেকে হান চীনাদের এখানে এনে পুনর্বাসন করেছে।

ফলে ১৯৪৯ সালে জিনজিয়াংয়ে যেখানে উইঘুর মুসলিমদের সংখ্যা ছিল ৯৫ শতাংশ, ১৯৮০ সালের মধ্যেই তা ৫৫ শতাংশে নেমে আসে। বর্তমানে নিজেদের ভূখণ্ডে উইঘুরদের হার প্রায় ৪৬ শতাংশ। চীনাদের দমনপীড়ন থেকে মুক্তিলাভ এবং স্বাধীন হওয়ার জন্য ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় পূর্ব তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি। এই সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিবাদ করার চেষ্টা চলে, কিন্তু চীনা সরকার ১৯৯০ সালে সেখানে ভয়াবহ দাঙ্গা উসকে দেয়। পরে এই দাঙ্গার অভিযোগেই হাজার হাজার উইঘুর তরুণকে অন্যায়ভাবে হত্যা এবং কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

এক রিপোর্টে বলছে, ওই দাঙ্গার পর সন্ত্রাসী চীনা সরকারের সমালোচনা করে মতামত প্রকাশের দায়ে চীন সরকার গোপনে বেশ কয়েকজন উইঘুর মুসলিম বুদ্ধিজীবীর বিচার করেছে। বেশ ক'জন বিশিষ্ট উইঘুর ব্যক্তিত্ব গত কয়েক বছরে আটক বা অদৃশ্য হয়ে গেছেন জিনজিয়াং থেকে। এদের মধ্য উল্লেখযোগ্য হলেন ইসলামী শিক্ষাবিদ মোহাম্মদ সালিহ হাজিম, অর্থনীতিবিদ ইলহাম তোকতি, নৃতাত্ত্বিক রাহাইল দাউদ, পপশিল্পী ও বেহালাবাদক আবদুর রহিম হায়াত, ফুটবল খেলোয়াড় এরফান হিজিম প্রমুখ।

২০১৮ সালের আগস্ট মাসে এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রায় ১০ লাখ উইঘুরকে চীনের 'সন্ত্রাসবাদ' কেন্দ্রগুলোতে আটক রাখা হয়েছে। আর ২০ লাখ মানুষকে 'রাজনৈতিক ও দীক্ষাদান কেন্দ্রে' অবস্থান করতে বাধ্য করা হচ্ছে। যেসব লোকজনের ২৬টি 'স্পর্শকাতর দেশে' আত্মীয়স্বজন আছেন তাদের এসব ক্যাম্পে আটকে রাখা হয়েছে। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, কাজাখস্তান ও তুরস্ক এবং আরো ২৩টি দেশ। এ ছাড়াও যারা মেসেজিং অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বিদেশের কারো সাথে যোগাযোগ করেছে, তাদেরও টার্গেট করেছে কর্তৃপক্ষ।

সংগঠনটি জানায়, জিনজিয়াংয়ে উইঘুর সম্প্রদায়ের ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। তাদের বাড়িঘরের দরজায় লাগিয়ে দেয়া হচ্ছে বিশেষ কোড; বসানো হয়েছে মুখ দেখে শনাক্ত করা যায়- এ রকম ক্যামেরা। ফলে কোন বাড়িতে কারা যাচ্ছেন, থাকছেন বা বের হচ্ছেন তার ওপর কর্তৃপক্ষ সতর্ক নজর রাখতে পারছে। নানা ধরনের বায়োমেট্রিক পরীক্ষাও দিতে হচ্ছে।

গত মে মাসে প্রথমবারের মতো ওই সব আটককেন্দ্রে কর্মরতদের একজন অকথ্য নির্যাতনের কথা জানিয়েছেন। একটি আটককেন্দ্রে চাকরি করা সারায়গুল সাউতবে সিএনএনের কাছে উইঘুর মুসলিমদের ওপর নিপীড়নের ভয়াবহতা বর্ণনা করেন। সাউতবে বলেন, তাদের কষ্ট লাঘবে আমার কিছুই করার ছিল না। তাই আমি সিদ্ধান্ত নেই যে একদিন এই সত্য প্রকাশ করব।

চীন অস্বীকার করলেও পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ তা প্রকাশ পেয়েছে নিউ ইয়র্ক টাইমসের সর্বশেষ রিপোর্টে। অভিযুক্ত উইঘুর পরিবারের সন্তানদের নিজের পরিবারে বা এলাকায় রাখা হয় না। তাদের ভিন্ন প্রদেশে 'শিক্ষা' গ্রহণ করতে পাঠিয়ে দেয় সরকার। যখন তারা নিজের বাড়িতে ফেরে তখন তাদের জানানো হয়, তোমার পরিবারের লোকজন 'প্রশিক্ষণ শিবিরে পাঠগ্রহণ' করছে। তাদের সাথে দেখা হবে যখন তাদের শিক্ষা সমাপ্ত হবে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সন্তানদের সেই অপেক্ষার আর অবসান ঘটে না। ওয়ার্ল্ড উইঘুর কংগ্রেস

বলেছে, বন্দীদের কোনো অভিযোগ গঠন ছাড়াই আটকে রাখা হচ্ছে এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির স্লোগান দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। বন্দীদের ঠিকমতো খেতে দেয়া হয় না। চরম নির্যাতন করা হয়।

২০১৬ সালে 'মেকিং ফ্যামিলি' নামের একটি উদ্যোগ চালু করে বেইজিং সরকার। এর মাধ্যমে উইঘুর পরিবারকে প্রতি দুই মাসে কমপক্ষে পাঁচ দিনের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের অতিথি হিসেবে থাকতে দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। মুসলিমদের সাথে পার্টির 'সুসম্পর্ক সৃষ্টির' জন্য নাকি এই উদ্যোগ। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় মুসলিম নারীদের সম্ভ্রমহানির অভিযোগ ওঠে। মানসিকভাবে শিশুদেরও নির্যাতন করা হচ্ছে। তাদের পরিবার থেকে আলাদা করে কমিউনিস্ট পার্টির শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। সেই সাথে শিশুদের মাতৃভাষার পরিবর্তে ম্যান্ডারিন তথা চীনা ভাষা শেখানো হচ্ছে।

মুসলিম বিশ্বের আরেক প্রভাবশালী দেশ সৌদি আরব সবসময়ই উইঘুরদের ব্যাপারে রহস্যজনকভাবে নীরব থেকেছে। এমনকি ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসিসি) কোনো পরিসরেই উইঘুরদের বিষয়ে আলোচনার সুযোগ দেয়নি। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারি মাসে সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান চীন সফরে গিয়ে উল্টো সুর শুনিয়ে এসেছে। ইহুদি ঘেষা এই প্রিন্স বলেছে, জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের স্বার্থে 'উগ্রবাদ প্রতিহত করা' ও 'সন্ত্রাসবিরোধী' পদক্ষেপ বাস্তবায়নের অধিকার বেইজিংয়ের রয়েছে। তুরস্কের দূতাবাসে ভিন্নমতাবলম্বী সাংবাদিক আদনান খাশোগিকে খুন করিয়ে সালমান যখন বেকায়দায়, তখনই সে চীনের আনুকূল্য পেতে চেষ্টা করে ওই বক্তব্য দিয়ে। তবে সমালোচিতও হয়েছে এজন্য।

উইঘুর মুসলিমদের প্রতিবাদ বিক্ষোভ যে থেমে যাবে, এমনটি মনে হয় না। গায়ের জোরে নিপীড়ন চালিয়ে কাউকে চিরকালের জন্য দমিয়ে রাখা যায় না। উইঘুর সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবি পেরহাত তুরসুন। তারই একটি কবিতার অংশ দিয়ে তাদের যন্ত্রণার উপলব্ধিটুকু বলে যাই :
'ময়লাওয়ালার কুৎসিত- কর্কশ হাঁক,/ দালানের ওপর সূর্যালোকের লাবণ্য,/ কম্বল থেকে পাকিয়ে ওঠা বিছানার কড়া গন্ধ,/ একজন মানুষকে ঘাড় ধরে কবুল করতে বাধ্য করে, আহা/ নিশ্চয়ই সূর্য উঠেছে- সূর্য উঠেছে এখানে!'

কবি তুরসুনকে সরকারি বন্দিশিবিরে নিয়ে যেতে দেখেছে এলাকার মানুষ। তিনি আর কখনো ফিরে আসেননি। কিন্তু তার বাণী রয়ে গেছে! কোনো-না-কোনো উইঘুরের বুকের ভেতরে তা নিশ্চয়ই অনুরণন তোলে। একদিন তা বাক্সময় হবেই।
কিন্তু এসবের মধ্যেই প্রশ্ন জাগে মানবতার পক্ষে অবস্থানকারী কথিত জাতিসংঘের প্রতি। তারা আজ কোন নীরব কারনে নিশ্চুপ? মুসলিম বলে?

২০শে নভেম্বর, ২০১৯

অবৈধভাবে ভারত সরকার কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন ও বিশেষ অধিকার বাতিল এবং অযোধ্যায় শহীদ বাবরি মসজিদের জমিতে রাম মন্দির নির্মাণে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রদায়িক রায়ের ফলে ক্ষমতাসীন হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) দুটি নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিশাল জয় পাওয়া নরেন্দ্র মোদির দল আরেকটি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দিকে এগুতে শুরু করেছে। এবার তাদের লক্ষ্য কথিত 'অনুপ্রবেশকারীদের উচ্ছেদ' করতে নাগরিকত্ব আইনের সংশোধন এবং পশ্চিমবঙ্গে আসামের মতো সাম্প্রদায়িক নাগরিক তালিকা।

নাগরিকত্ব সংশোধন বিল হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকারের একটি বিতর্কিত উদ্যোগ। এতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের শরণার্থী হিসেবে নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে সমালোচকরা এ উদ্যোগকে মুসলিম অভিবাসীদের বিতাড়নের উদ্যোগ বলে অভিহিত করছেন।

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গে মোট জনসংখ্যার ত্রিশ শতাংশ মুসলমান। হিন্দুত্ববাদী বিজেপির এই উদ্যোগকে রাজ্যের ভোটারদের বিভক্ত করার প্রয়াস হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। রাজ্যটিতে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। এই রাজ্যে কখনও ক্ষমতায় না থাকলেও ২০২১ সালে রাজ্যের ক্ষমতায় যেতে চায় দলটি।

সন্ত্রাসী বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাশ বিজয়াবারগিয়া বলেছে, আমরা যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা বাস্তবায়ন করেছি। কাশ্মীর হয়েছে, বাবরি মসজিদের জমিতে রাম মন্দিরও হয়েছে। এবার আমরা নাগরিকত্ব আইন সংশোধন বিল আনবো। দল এখন পশ্চিমবঙ্গে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করছে। রাজ্যের স্বার্থে অবিলম্বে আমাদের নাগরিকত্ব সংশোধন বিল বাস্তবায়ন করা উচিত।

সন্ত্রাসী বিজেপি সভাপতি বলছে, পার্লামেন্টের শীতকালীন অধিবেশনে এই প্রস্তাবিত আইনটি উত্থাপন করা হবে। যদি বিলটি পাস হয় দ্রুতই তা বাস্তবায়ন করা হবে।
সুত্রঃ ইনসাফ২৪

পৌঁছেছে ২০ নভেম্বর রাতে (মঙ্গলবার দিবাগত রাত) সৌদি অ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট (এসভি ৩৮০২) মিসরের কায়রো থেকে জেদ্দা হয়ে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছেছে। যাত্রীবাহী এ ফ্লাইটে পেঁয়াজ আসার কথা জানিয়েছিল কথিত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। তবে ফ্লাইটটি ঢাকায় পৌঁছলেও সেই ফ্লাইটে কোনও পেঁয়াজ আসেনি।

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সৌদি অ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স অফিস জানিয়েছে, এসভি ৩৮০২ ফ্লাইটটি রাত ১২টার দিকে ঢাকায় অবতরণ করেছে। তবে সেই ফ্লাইটে কোনও পেঁয়াজ আসেনি।
সুত্রঃ ইনসাফ২৪

ভারতের সন্ত্রাসী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও দেশটির ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সভাপতি অমিত শাহ বলেছে, 'আসামের মতোই নাগরিক তালিকা বা জাতীয় নাগরিক পঞ্জিকা (এসআরসি) সারা ভারতেই করা হবে। এ জন্য কোনো ধর্মের কারোরই উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়।

এছাড়া হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান শরণার্থীদের আশ্বস্ত করতে চাই যে, সরকার আপনাকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করবে না। '

বুধবার রাজ্যসভার অধিবেশনে এসব কথা বলেছে অমিত শাহ। তবে মুসলিম শরণার্থীদের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেনি সে।

রাজ্যসভার এই অধিবেশনে সন্ত্রাসী বিজেপির প্রধান জানায়, দেশের প্রত্যেককেই নাগরিক তালিকার আওতায় আনতে এনআরসি একটি প্রক্রিয়া মাত্র। সে বলেছে, 'এনআরসি দেশজুড়ে অনুষ্ঠিত হবে; ওই সময় আসামে ফের এনআরসি করা হবে। এ নিয়ে যেকোনো ধর্মের কারোরই উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়। '

চলতি বছরের মাঝের দিকে ভারতের ব্যাপক বিতর্কিত জাতীয় নাগরিক পঞ্জিকা কর্মসূচি শুরু হয় আসাম প্রদেশে। এই রাজ্যের প্রায় ১৯ লাখ মানুষ ভারতীয় নাগরিকত্ব তালিকায় ঠাঁই পাননি। দেশটির কর্মকর্তারা বলেছে, নাগরিকত্ব তালিকা থেকে বাদ পড়াদের অধিকাংশই যথাযথ নথিপত্র উপস্থাপন করতে পারেননি।

ভারতের ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসী বিজেপি সরকার বলছে, নাগরিক তালিকা থেকে বাদ পড়াদের 'অবৈধ' ঘোষণা করতে সরকার তড়িঘড়ি করবে না। তারা (এনআরসি থেকে বাদ পড়া) ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন। সেখানে ব্যর্থ হলে বিষয়টি নিয়ে আদালতেও যেতে পারবেন।
সূত্র : এনডিটিভি

নোয়াখালীতে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের জেলা সম্মেলনকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় উভয় পক্ষের অর্ধশতাধিক কর্মী সমর্থক আহত হয়েছে।

সংঘর্ষ চলাকালে সম্মেলনের ব্যানার, ফেস্টুন ও বিলবোর্ড ভাঙচুর করা হয়। এ সময় ককটেল বিস্ফোরণ ও গুলির শব্দে শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

সংঘর্ষে আহতদের মধ্যে ৫৩ জনকে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানান হাসপাতালটির আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) সৈয়দ মহিউদ্দিন আবদুল আজিম।

বিডি প্রতিদিন থেকে জানা যায়, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে জেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী নোয়াখালী পৌরসভার মেয়র শহিদ উল্যাহ খাঁন সোহেলের অনুসারীরা জজকোট সড়ক থেকে মিছিল নিয়ে শহীদ ভুলু স্টেডিয়ামের দিকে যাচ্ছিল। একই সময় জেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের কার্যালয় থেকে

বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ও সদর-সুবর্ণচর আসনের সংসদ সদস্য একরামুল করিম চৌধুরীও সম্মেলনস্থলে যাচ্ছিল।

নোয়াখালী টাউন হলের মোড়ে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলে প্রথমে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও পরে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এক পর্যায়ে ককটেল বিস্ফোরণ ও গুলির শব্দে শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

১৯শে নভেম্বর, ২০১৯

উইঘুর নিপীড়ন নিয়ে সক্রিয় মানবাধিকার কর্মীরা জানিয়েছেন, উইঘুর মুসলিমদের আটক ও বন্দি রাখতে প্রায় পাঁচশ ক্যাম্প ও কারাগার চালাচ্ছে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী কমিউনিষ্ট চীন সরকার।

আর এসকল ক্যাম্প-কারাগারে ৩০ লাখেরও বেশি উইঘুর মুসলিমকে আটক রাখার খবর জানাচ্ছে বিভিন্ন গণমাধ্যম।

ওয়াশিংটনভিত্তিক দ্য ইস্ট তুর্কিস্তান ন্যাশনাল এ্যাওয়াকেনিং মুভমেন্ট মঙ্গলবার জানিয়েছে, গুগল আর্থের ছবি মূল্যায়ন করে ১৮২টি বিনাবিচারে বন্দি রাখার ক্যাম্প পাওয়া গেছে। গুগল কোঅরডিনেটস সিস্টেমের মাধ্যমে তারা এই তালিকা তৈরি করেছে।

সরেজমিন প্রতিবেদনের সঙ্গে গুগলের তথ্য মিলে গেছে বলেও দাবি করছে ওই মানবাধিকার সংস্থাটি। এছাড়াও ২০৯টি সন্দেহভাজন কারাগার ও ৭৪টি শ্রম ক্যাম্পও শনাক্ত করা হয়েছে।

ব্যাপক অঞ্চলজুড়ে প্রতিষ্ঠিত এসব কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের খোঁজ এর আগে কখনো পাওয়া যায়নি। কাজেই এসব ক্যাম্পে উইঘুর মুসলিমরাই বন্দি রয়েছেন বলে দাবি করা হচ্ছে।

তুর্কিস্তান ন্যাশনাল এ্যাওয়াকেনিং মুভমেন্টের পরিচালক কেইল ওলবার্ট এসব তথ্য জানিয়েছেন।

ওয়াশিংটনের শহরতলীতে এক সংবাদসম্মেলনে তিনি বলেন, এর আগে আমরা শনাক্ত করতে পারিনি এমন বহু ক্যাম্প রয়েছে সেখানে।

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক কর্মী ও এই গ্রুপটির উপদেষ্টা অ্যান্ডার্স কোর বলেন, এর আগে ৪০ শতাংশ এলাকার প্রতিবেদন করা হয়েছিল।

তুর্কি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীটির ১০-২০ লাখেরও বেশি সদস্যকে আটক করে রাখার কথা সাধারণত জানিয়ে আসছে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা।

গত মে মাসে মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগনের এশিয়া বিষয়ক শীর্ষ কর্মকর্তা র‍্যানডার স্ক্রিভার বলেন, আটক রাখার এই সংখ্যা ৩০ লাখেরও বেশি হবে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

অঞ্চলটিতে দুই কোটির মতো জনসংখ্যা রয়েছেন। যাদের বড় একটা সংখ্যকই এখন কারাগারে বন্দি।

ওলবার্ট বলেন, ক্যাম্প সাইটের বিভিন্ন চিত্রে পরপর স্থাপিত বিভিন্ন স্টিল ও কংক্রিটের অবকাঠামো চোখে পড়ছে। নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতর গত চার বছরে এসব স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে অধিকৃত এলাকায় ইহুদি বসতি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা না করেই ওয়াশিংটন কার্যত সেগুলির বৈধতা দিল। অবৈধ ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরায়েল এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও ফিলিস্তিনিরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

ক্রুসেডার অ্যামেরিকার কারণে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়া বহুকাল 'মুমূর্ষু' অবস্থায় রয়েছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সন্ত্রাসী ও অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে বোঝাপড়ার সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ হয়ে আসছে। ফিলিস্তিন অধিকৃত এলাকায় বসতি নিয়ে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরায়েল এতকাল একঘরে হয়ে কাজ করে আসছে। এবার ক্রুসেডার ট্রাম্প প্রশাসন সেই এলাকার উপর ইসরায়েলের অধিকার কার্যত স্বীকার করে নিলো। দীর্ঘ প্রায় চার দশক ধরে ওয়াশিংটন ইহুদি বসতি স্থাপনের অধিকারকে 'আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি' হিসেবে গণ্য করে আসার পর সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে সেই নীতি বর্জন করে। উল্লেখ্য, ১৯৬৭ সালে ইহুদিবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর দখল করার পর থেকে সেখানে ইহুদি বসতি নির্মাণ করে চলছে।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও সোমবার এই ঘোষণা করায় গভীর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী "বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু"। চলতি বছর দু-দুটি নির্বাচনে অস্পষ্ট ফলাফলের পর সে কোনোরকমে ক্ষমতা আঁকড়ে রয়েছে। এই অবস্থায় ওয়াশিংটনের ঘোষণাকে নিজের সাফল্য হিসেবে তুলে ধরছে এই সন্ত্রাসী ইহুদী নেতা। নেতানিয়াহু বলে, অবশেষে এক 'ঐতিহাসিক ভুল' সংশোধন করা হলো।

পম্পেও প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ও রনাল্ড রেগানকে উদ্ধৃত করে ইহুদি বসতির আইনি বৈধতা নিয়ে সংশয় দূর করার চেষ্টা করেছে।

এর আগে পূর্ব জেরুসালেমে দূতাবাস স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েও সন্ত্রাসী ও ক্রুসেডার রাষ্ট্র অ্যামেরিকা বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। বলা বাহুল্য, ফিলিস্তিনিরা ওয়াশিংটনের এই নীতি পরিবর্তনের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। ফিলিস্তিনি মধ্যস্থতাকারী "সায়েব এরেকাত" বলেন, ওয়াশিংটন আন্তর্জাতিক আইনের বদলে 'জঙ্গলের আইন' কায়েম করার হুমকি দিচ্ছে। ফিলিস্তিনিরা আরও মনে করিয়ে দিয়েছেন, যে আন্তর্জাতিক স্তরে আইনি সিদ্ধান্ত বাতিল করার কোনো এক্তিয়ার ওয়াশিংটনের নেই।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদীন "আল-ফাতাহ্" অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত (আগস্ট,সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর) ৩ মাসে আফগানিস্তান জুড়ে ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদের গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বমোট ৪০৭০টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। যার মাঝে রয়েছে ১২টি ইস্তেশহাদী/শহিদী হামলা।

মুজাহিদদের পরিচালিত এসকল সফল হামলায় ১১৬৮২ কুফ্ফার ও মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়।

যার মাঝে ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী সেনা নিহত হয়েছে ৮৫, অন্যদিকে ক্রুসেডারদের পুতুল আফগান মুরতাদ সেনা নিহত হয়েছে ৭২৩৯।

আহত হয় আরো ৪৩ দখলদা মার্কিন ক্রুসেডার সদস্য, অন্যদিকে আফগান মুরতাদ সেনা সদস্য আহত হয়েছে ৪৩১৪।

এছাড়াও গত ৩মাসে ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করে ২৫০০ সেনা সদস্য।

মুজাহিদগণ ধ্বংস করেন কুফ্ফার বাহিনীর ২টি হেলিকপ্টারসহ আরো ২টি ড্রোন বিমান +৪।
এছাড়াও বিভিন্ন ধরণের সামরিকযান ধ্বংস করেন ১৪২২টি।

ইরাকের এক নিরাপত্তা সূত্র মোতাবেক, মধ্য বাগদাদে আন্দোলনকারী ও ইরাকী মুরতাদ বাহিনীর মধ্যে হওয়া লড়াইতে 2 জন নিহত ও 42 জন আহত।

ইরাকের রাজধানী বাগদাদের তাহরীর স্কয়ারের খিলানী এলাকায় কয়েক সপ্তাহ ধরে এই আন্দোলন চলছে। যার কারণ হিসাবে দেখানো হচ্ছে যে, দেশটির মুরতাদ সরকারের অনিয়ম, অর্থ আত্মসাৎ, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাহিনতা, সরকারি চাকরিতে সাধারন ইরাকিদের জায়গা না পাওয়া ও দেশের অসময়েও ইরানের পাচাটতে থাকা।

দেশটির নিরাপত্তা সূত্র জানায় যে, ইরাকী মুরতাদ পুলিশ বাহিনী বিক্ষোভকারীদের ছত্র ভঙ্গ করতে টিআর গ্যাস ব্যবহার করেছে।

টিআর গ্যাসের একটি ক্যান একজন বিক্ষোভকারীর মাথায় লাগে এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। আর অন্য বিক্ষোভকারী পরে হাসপাতাল এ নিহত হন। যদিও নিহতের সংখ্যা আরো বেশি বলেই ধারনা করা হয়। এসময় আহত হন আরো 42 এরও অধিক বিক্ষোভকারী।

অক্টোবর এর প্রথম সপ্তাহ থেকে ইরাকি মুরতাদ সরকারি পলিসির বিরূদ্ধে গণ আন্দোলন শুরু করেন দেশটির সাধারণ জনগণ।বিক্ষোভকারীদের মতে ইরাকি সরকার ,ইরাকের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে এবং দুর্নীতি দূর করতে ব্যর্থ হয়েছে।পরবর্তী কালে বিক্ষোভকারীরা মুরতাদ "আব্দেল আব্দুল মাহদী" সরকারের পদত্যাগ দাবি করতে থাকেন।

ইরাকি মানবাধিকার কমিশন মোতাবেক 1 অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া বিক্ষোভে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর হামলায় 325 জন ইরাকি নাগরিক নিহত এবং 15000 জন বিক্ষোভকারী আহত হয়েছেন।

হিন্দুত্ববাদী দেশ ভারতের কথিত সুপ্রিম কোর্টের গত ৯ নভেম্বর ২০১৯-এর একটি রায়ে বলা হয়েছে- বাবরি মসজিদের ২ দশমিক ৭ একর জমি হিন্দুদের দেয়া হবে রামমন্দির নির্মাণের জন্য। আর অযোধ্যায় বিকল্প কোনো স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য মুসলমানদের দেয়া হবে ৫ একর জমি। এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে দেশটির অনেক কথিত সেকুলার রাজনৈতিক দল। এসব দলের মধ্যে রয়েছে : কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজবাদী পার্টি, রাষ্ট্রীয় জনতা দল ও তেলেগু দেশম পার্টি। বলা হচ্ছে, এই রায়ের মাধ্যমে বাবরি মসজিদ নামের বিতর্কটির একটি চূড়ান্ত সমাধান টানা হলো।

কিন্তু এই রায়ের মাধ্যমে সমস্যাটির কোনো বাস্তব সমাধান তো টানা হয়ইনি, বরং এই রায় নানা উদ্বেগজনক প্রশ্ন জন্ম দিয়েছে। রায়টি নিয়ে ভারতের ও ভারতের বাইরের গণমাধ্যমে চলছে নানাধর্মী আলোচনা-সমালোচনা ও বিতর্ক। অনেক বিবেকবানই বলছেন, এটি এমন একটি রায় যা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। এটি ইতিহাসে ঠাঁই পাবে নিছক একটি রায় হিসেবেই, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কোনো উদাহরণ হিসেবে নয়। অনেকেই বলছেন, এ রায়ে 'প্রিন্সিপল অব ফেয়ারনেস' অর্থাৎ 'ন্যায্যতার নীতি' বিসর্জন দেয়া হয়েছে। এ রায়ে ইতিহাসকে অস্বীকার করে ভিত্তিহীন দাবিকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলেছে। অথচ ইতিহাস নির্মাণের দায়িত্ব, কিংবা মহল বিশেষের দাবি প্রতিষ্ঠার কোনো দায়িত্ব আদালতের নয়। আমরা সবাই জানি, বিতর্কিত ২ দশমিক ৭ একর স্থানটিতে বাবরি মসজিদ দাঁড়িয়েছিল সেই ১৫২৮ সাল থেকে। এরপর ১৯৯২ সালে ৬ ডিসেম্বর উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী মসজিদটিতে দল বেঁধে মিছিল করে হামলা চালিয়ে তা ধ্বংস করে দেয়। সেই মসজিদের পুরো জায়গাটিই এখন কথিত সুপ্রিম কোর্ট দিয়ে দিল রামমন্দির নির্মাণের জন্য।

বাবরি মসজিদ নিয়ে মামলাটি বহু দিনের পুরনো। এই মামলার সূচনা ১৩৪ বছর আগে। এর আগে এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্মৌ বেঞ্চ ২০১০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর একটি রায় দিয়েছিল। রায়ে এই বেঞ্চ বলেছিল, বাবরি মসজিদের সাইটটি বিভক্ত করা হবে তিনটি অংশে : দু'টি অংশ যাবে হিন্দুদের পক্ষে, আর একটি অংশ যাবে মুসলমানদের পক্ষে। সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা এই মামলার চূড়ান্ত রায়ই সম্প্রতি দেয়া হলো, যে রায়ে এলাহাবাদ হাইকোর্ট বেঞ্চের রায়ের বিন্দুমাত্র প্রতিফলন নেই। এ লেখার পরবর্তী অংশে এই রায় যেসব প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে, তারই ওপর আলোকপাত করার প্রয়াস পাবো।

প্রথমেই পাঠকদের জানাতে চাই, ভারতীয় কথিত সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি অশোক কুমার গাঙ্গুলি রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর এ রায় সম্পর্কে কী প্রশ্ন তুলেছে। সে প্রথমেই বলেছে, 'এই রায়ে আমি কিছুটা ডিস্টার্বড অনুভব করি। যখন আমরা আমাদের সংবিধান পেলাম, তখন আমরা এই মসজিদের বাস্তব অস্তিত্ব দেখেছি। এই মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয়া সম্পর্কিত রায়ে পূর্ববর্তী আদালত বলেছিল, সেখানে ৫০০ বছরের পুরনো একটি প্রার্থনালয় ছিল। আর সেটিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। যখন আমরা সংবিধান পেলাম, তখন আইনের বদল হয়। আমরা স্বীকৃতি জানালাম ধর্মের স্বাধীনতা, ধর্মানুশীলন ও ধর্ম প্রচারের মৌলিক অধিকারের প্রতি। এই মৌলিক অধিকার যদি আমার থাকে, তাহলে আমার অধিকার রয়েছে প্রার্থনালয় সুরক্ষা করার। যেদিন এই বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হলো, সেদিন এই মৌলিক অধিকার ধ্বংস করা হলো।' বিচারপতির এ কথার মাঝে

স্পষ্ট আভাস মেলে, এই রায়ে ভারতীয় কথিত কুফরি সংবিধান সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। কারণ, এই সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি রয়েছে। স্পষ্টত এই রায়ে সে স্বীকৃতিকে অস্বীকার করা হয়েছে।

বিচারপতি অশোক কুমার গাঙ্গুলি 'ল্যান্ডমার্ক জাজমেন্ট দ্যাট চেঞ্জড ইন্ডিয়া' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বইও লিখেছে। অভিজ্ঞ এই বিচারপতি পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনেরও চেয়ারম্যান ছিল। সে প্রশ্ন তুলেছে, কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা এই রায় ঘোষণা করল যে, এই বিতর্কিত ভূমির মালিক রাম লালা?

সে বিচারপতিদের উদ্দেশে আরো বলেছে, 'আপনারা রায়ে বলেছেন, মসজিদের নিচে একটি কাঠামো ছিল; কিন্তু আপনারা বলেননি যে- এই কাঠামো মন্দিরের, মন্দির ভেঙে এর ধ্বংসস্তূপের ওপর মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। বরং বলেছেন, মসজিদের নিচে পাওয়া কাঠামো মন্দিরের ছিল এমন প্রমাণ নেই। তা ছাড়া প্রশ্ন হচ্ছে, ৫০০ বছর পর কোন প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে আদালত কি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে?'

'যদি এটি মেনে নেয়া হয়ে থাকে, এই জায়গায় মুসলমানেরা নামাজ আদায় করত, তবে এই জায়গাকে মসজিদ বিবেচনা করতে হবে। অতএব এটিকে একটি মসজিদ ধরে নিয়ে, যেটি দাঁড়িয়েছিল ৫০০ বছর ধরে, আপনারা কী করে এর মালিকানার সিদ্ধান্ত নেবেন? কিসের ওপর ভিত্তি করে আপনারা এ সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন? আদালতে যারা এসেছেন, তারা যেসব দলিলপত্র এনেছেন, তার ওপর ভিত্তি করে এর মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করতে পারেন। প্রত্নতাত্ত্বিক রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে মালিকানা স্বত্বের সিদ্ধান্ত আদালত নিতে পারে না।'

এই রায়ের একটি বড় ধরনের দ্বান্দ্বিক দিক হচ্ছে, কোর্ট রুল দিয়েছে মুসলমানেরা এটুকু প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে যে, তারা ১৫২৮ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত মসজিদটি একান্তভাবেই তাদের দখলে ছিল এবং তারা তাতে নামাজ পড়ত। এর পরও কোর্টের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে- হিন্দুপক্ষও এটি দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে যে, একান্তভাবে এ স্থানটি হিন্দুদের দখলে ছিল। কিন্তু, কোথাও হিন্দুপক্ষকে আদালতের পক্ষ থেকে বলা হয়নি এই স্থানটির ব্যাপারে হিন্দুদের একান্ত দখলিস্বত্ব প্রমাণের জন্য। হিন্দুরা প্রার্থনা করত রামবেদীতে, যা গম্বুজওয়ালা কাঠামোর বাইরে। তা ছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় পরিব্রাজক জোজেফ টিফেনথেরারের বর্ণনায় উল্লেখ আছে, হিন্দুদের রামবেদীতে প্রার্থনা করার বিষয়টি। কিন্তু হিন্দুদের ভেতরের প্রাঙ্গণে প্রার্থনা করার পক্ষে যুক্তি প্রমাণের জন্য এটি একটি নিশ্চিত প্রমাণ নিশ্চয়ই নয়।

যেখানে আদালত বলছে, উভয়পক্ষই বাবরি মসজিদের এই বিতর্কিত স্থানের ওপর তাদের নিরঙ্কুশ মালিকানা প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে রায়ে এই জমি হিন্দুপক্ষকে আদালত কী করে কিসের ভিত্তিতে দিয়ে দিতে পারে? কী করে এই রায়ের মাধ্যমে পুরো বিতর্কিত জমির ওপর হিন্দুদের মালিকানাস্বত্ব ঘোষিত হতে পারে? এদিকে এই রায়ের পর এমন একটি জনধারণা ভারতীয় জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে যে, এই রায়ে মেজরিটিয়ানদের সাথে আপস করা হয়েছে। এই রায়ে মেজরিটিয়ানদের একটি কালো ছায়ার আছর রয়েছে। রয়েছে বিচারকদের ওপর হিন্দুত্ববাদী সরকারের প্রভাবও, যারা কথিত ধর্মনিরপেক্ষ ভারতকে একটি হিন্দুরাষ্ট্র বানানোর প্রয়াসে প্রয়াসী। আর কথাটি এরা এখন কোনো রাখঢাক না রেখে খোলাখুলিই বলছে।

আলোচ্য এই রায়ে কথিত সুপ্রিম কোর্ট এর পর্যবেক্ষণে বলেছে, হিন্দুত্ববাদীদের হাতে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কাজটি ছিল একটি কথিত আইনের লঙ্ঘন। কিন্তু রায়ে কার্যত সুপ্রিম কোর্ট এই আইনবিরোধী কাজটিকেই বৈধতা দিল দু'টি উপায়ে : প্রথমত, এই মসজিদ যারা আইন লঙ্ঘন করে ধ্বংস করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তি ঘোষণা করা হয়নি এই রায়ে। দ্বিতীয়ত, যে হিন্দুপক্ষ আইন ভঙ্গ করে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করল, তাদের ইচ্ছা অনুসারেই বাবরি মসজিদের স্থান হিন্দুদের মন্দিরের জন্য দিয়ে দেয়ার মাধ্যমে কার্যত আদালত আইন লঙ্ঘনকারীদেরই পুরস্কৃত করল। প্রশ্ন উঠেছে- আদালত এই সিদ্ধান্তটি নিল কিসের ভিত্তিতে? এর কী জবাব আছে, সুপ্রিম কোর্টের সংশ্লিষ্ট বিচারকদের কাছে? আসলে আদালতের এই সিদ্ধান্ত ব্যাপকভাবে এই রায়কে বারবার প্রশ্নবিদ্ধ করবে।

এই রায় প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে- এই রায়ের ৭৯৮ নম্বর অনুচ্ছদ। এই অনুচ্ছেদে আদালত উল্লেখ করেছে : '১৯৪৯ সালে ২২-২৩ ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী রাতে মুসলমানদের প্রার্থনা করা থেকে বঞ্চিত করে মসজিদটি দখলে নিয়ে সেখানে হিন্দু দেবতার মূর্তি স্থাপন করে মসজিদটি অপবিত্র করা হয়েছে। মুসলমানদের এই বের করে দেয়ার কাজটি কোনো বৈধ কর্তৃপক্ষ করেনি। কিন্তু এটি ছিল এমন একটি কাজ, যার মাধ্যমে তাদের প্রার্থনার স্থান থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ... ... ভ্রান্তভাবে মুসলমানদের মসজিদ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, আর এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল ৪৫০ বছর আগে।'

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে একদল উগ্রপন্থী করসেবক, যারা সেখানে গিয়েছিল মসজিদটির স্থানে একটি অস্থায়ী মন্দির নির্মাণ করতে। তখন স্বাধীনতা-উত্তর সময়ের ভারতে একটি বড় ধরনের দাঙ্গা সৃষ্টি হয়। এর ফলে দুই হাজারের মতো মানুষ মারা যায়। যার ৯৫ শতাংশই মুসলমান। এখন বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের বেঞ্চ বলছে ৬ ডিসেম্বরে বাবরি মসজিদে পরিচালিত ভ্যান্ডালিজম তথা নির্বিচার ধ্বংসোন্মাদনা ছিল অবৈধ তথা আইনবিরোধী। অথচ এই রায়ে এর জন্য দায়ীদেরই পুরস্কৃত করা হলো।

প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে এ ব্যাপারে ভারতীয় আদালত কি আইন অনুযায়ী চলবে, না মেজরিটিয়ানদের সাথে আপস করেই চলবে কিংবা বিশ্বাসবাদকেই প্রাধান্য দেবে? সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ছিল, আদালত পুরোপুরি আইনের পথেই হাঁটুক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ফৌজদারি ষড়যন্ত্র মামলা এখনো চলমান ভারতীয় আদালতে। আসামি এল কে আদভানি ও আরো অনেকে। এ সম্পর্কিত আদেশ এখনো আলোর মুখ দেখেনি। কথিত সুপ্রিম কোর্ট যদি মনে করে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কাজটি ছিল বেআইনি, তবে এর জন্য দায়ীদের শাস্তি নিশ্চিত করার একটি দায় আছে সে আদালতের। বাবরি মসজিদের স্থানের মালিকানা প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় সম্প্রতি ঘোষণা করল, এ প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন জাগে, ভারতের শীর্ষ আদালত কি পারবে সে দায় নিয়ে বাবরি মসজিদ ধ্বংসকারীদের শাস্তি দিতে? সে প্রশ্নটিও এখন বড় হয়ে দেখা দিলো।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দায় এড়াতে পারে না কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও। সে বাবরি মসজিদ রক্ষা করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সে স্থানটিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে তা রক্ষা করতে পারত। তা সে করেনি। অথচ বাবরি মসজিদটি একটি উপাসনালয় হওয়ায় তার সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব ছিল তা রক্ষা করার। সে পারত এই স্থানটিকে ইউনিয়ন টেরিটরি হিসেবে ঘোষণা করতে। রাজিব গান্ধীও সমভাবে দায়ী বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ব্যাপারে। সেই মসজিদের ভেতর মূর্তি রাখার অনুমোদন দিয়েছিল। মাধব গোদবলি একজন স্বরাষ্ট্র সচিব হয়েও বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর রাজিব গান্ধীকে অভিহিত করেছিল

একজন 'মোস্ট প্রমিন্যান্ট করসেবক' হিসেবে। রাজিব গান্ধী সব সময় হিন্দু মৌলবাদীদের খুশি করে চলত। তাই কথিত সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী এই সময়টায় রাজিব গান্ধীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে ভারতীয় বিভিন্ন মহলে।

অযোধ্যার বাবরি মসজিদটি ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতের উগ্র হিন্দত্ববাদীরা ধ্বংস করে দেয়ার আগ পর্যন্ত সেখানে অস্তিত্বশীল ছিল। এটি নিশ্চিত, সেটি নির্মিত হয়েছিল ১৫২৮ সালে। এর পরবর্তী সময়ে লর্ড রামের কাহিনী নিয়ে 'রামায়ণ' রচনা করে তুলসি দাস। তুলসি কিন্তু লেখেনি এই বাবরি মসজিদটি যে স্থানটিতে ছিল, সে স্থানটিই ছিল রামের জন্মভূমি। হিন্দুইজমের আইকন হিসেবে বিবেচিত স্বামী বিবেকানন্দও এ কথা উল্লেখ করেনি। বিভিন্ন জরিপও এমনটি নির্দেশ করেনি, কিংবা উল্লেখ করেনি- গত ৫০০ বছরে কোনো হিন্দু সমাজের কোনো ব্যক্তিত্বের কাহিনী বিতর্কিত স্থানটির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক দল খুঁজে পেল, বাবরি মসজিদ বিতর্ক রাজনৈতিক ফায়দা অর্জনের ভালো অনুষঙ্গ হতে পারে। এই প্রশ্ন এখন হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীরাই তুলছেন সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরপর। তারা বলছে "বাবরি মসজিদ নির্মিত হলো ১৫২৮ সালে। তখন তুলসি দাসের বয়স ছিল ১৭ বছর। তার জন্ম অযোধ্যায় ও বেড়ে ওঠে এখানেই। আমরা যে মহাকাব্য রামায়ণকে শ্রদ্ধা করি, তাতে এই মসজিদের স্থানটিতে রামের জন্ম হয়েছে, সে কথার কোনো উল্লেখ নেই।

অথচ আদভানি যখন রাজনৈতিক দল 'জনসঙ্ঘে'র বড় মাপের নেতা, তখন সে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর দলবল নিয়ে মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয় এটিকে রামের জন্মভূমি দাবি করে। দাবি করা হলো- বাবরি মসজিদ নির্মিত হয়েছে মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের ওপর। এই জনসঙ্ঘই হচ্ছে সন্ত্রাসী বিজেপির সাবেক নাম। বিজেপি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ফায়দা লোটার লক্ষ্যেই বাবরি মসজিদের স্থানটি রামের জন্মভূমি এবং এখানে একটি মন্দির ছিল, সেই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর নির্মিত হয়েছে বাবরি মসজিদ- এই মিথ্যা দাবি তুলে মসজিদটি ভাঙার মতো দৃষ্টতা দেখাল।" আজ আমরা ভারতীয় অনেক হিন্দুর মুখে শুনছি- রাম কোনো অবতার বা দেবতা ছিল না, সে ছিল নিছক একজন রাজা। তাকে আজ বিজেপি পরম পূজনীয় করে তুলেছে।

বলা হচ্ছে, এই রায় দীর্ঘ দিনের একটি বিরোধের নিষ্পত্তি করল। আসলে কি তাই? সে প্রশ্নও আজ আলোচিত হচ্ছে ভারতজুড়ে। এই রায় ভবিষ্যতে ভারতের আরো অনেক মসজিদ ও অন্যান্য মুসলিম স্থাপনার বিরোধকে উসকে দেবে। দেশটিতে মসজিদগুলো সংরক্ষিত 'প্লেসেস অব ওয়ারশিপ (স্পেশাল প্রভিশন) অ্যাক্টের আওতায়। এই আইনে বলা আছে- ধর্মীয় স্থানগুলো সেভাবেই থেকে যাবে, ঠিক যেভাবে ছিল ভারতের স্বাধীনতার দিনটিতে, অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টে। এই আইনটি প্রণীত হয় ১৯৯১ সালে, যখন রামজন্মভূমি বিরোধটি চরমে পৌঁছে; কিন্তু এই আইনটির আওতায় আনা হয়নি বাবরি মসজিদ নিয়ে বিরোধের বিষয়টি। ভারতে ধর্মীয় কাঠামোর পবিত্রতা রক্ষায় আইনি ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। বাবরি মসজিদ এর প্রমাণ।

ভারতের অন্যতম বড় মৌলবাদী হিন্দু সংগঠন 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ'র ইন্টারন্যাশনাল ভাইস-প্রেসিডেন্ট আচার্য গিরিরাজ কিশোর ২০১০ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট বেঞ্চের দেয়া রায়ের পর বলেছিল, বাবরি মসজিদের রায় হিন্দুদের আরো পবিত্র স্থান মুসলমানদের দখল থেকে মুক্ত করার পথ খুলে দিলো।' তখন সে আরো বলেছে,

'ভারতীয় মুসলমানদের এখন প্রস্তুতি নিতে হবে মথুরা ও বারানসির দু'টি মসজিদ আমাদের কাছে ফেরত দিতে, যেখানে এর আগে মন্দির ছিল।'

আসলে সে বলছিল বারানসির জ্ঞানবাপি মসজিদ ও মথুরার শাহী ঈদগাহ মসজিদের কথা। উগ্র হিন্দু গোষ্ঠীগুলো বলছে মথুরার মসজিদের স্থানটিতে দেবতা কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল এবং সেখানে একটি মন্দির ছিল। এদের বিশ্বাসনির্ভর আরো দাবি হচ্ছে মুসলমানদের শাসনামলে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় হাজার হাজার মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এরই মধ্যে তারা এমন ২৯৯টি মসজিদের তালিকা তৈরি করেছে।

এখন এরা যদি এসব ব্যাপারে নিম্ন আদালতে মামলায় যায়, তবে এসব আদালত সুপ্রিম কোর্টের নজির উল্লেখ করে সেসব মসজিদও হিন্দুদের দিয়ে দিলে অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা এই মুহূর্তে আন্দাজ-অনুমান খুবই মুশকিল। শুধু তাই নয়, তাজমহলও নাকি ছিল মন্দির, সেটিও এখন হিন্দুদের দিয়ে দিতে হবে বলে দাবি করা হচ্ছে। আসলে এসব ব্যাপারে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে করে তোলার ফ্লাডগেটটিই খুলে দিলো কথিত সুপ্রিম কোর্টের রায়। এর অর্থ ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের একটি নিয়ামক হয়ে কাজ করতে পারে এই রায়।

মুসলিম দেশগুলোর কোনও প্রাইভেট চ্যানেলের বিষয়বস্তুকে জম্মু ও কাশ্মীরে সম্প্রচার করার ক্ষেত্রে কাশ্মীরি টিভি গুলোকে গণ্ডি বেঁধে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার।

ভারতের কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সম্প্রতি তাদের জারি করা নোটিশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, "জানা যাচ্ছে কিছু প্রাইভেট চ্যানেল কোন অনুমতি এই দেশে নেই। তা কিছু কেবল অপারেটরদের সহায়তায় সম্প্রচার করা হচ্ছে। যা স্পষ্টভাবে সরকারি নিয়ম লঙ্ঘনের পর্যায়ে পরে।

এ বিষয়টি কেবল টেলিভিশন অ্যাক্ট ৬(৬) আইনকে যা বিরোধিতা করে। এই ঘটনায় সঙ্গে সঙ্গেই সক্রিয়ভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি ভারতীয় কাশ্মীর সংক্রান্ত ৩৭০ ধারা বিলোপের সিদ্ধান্ত নেয় দেশটির হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী কেন্দ্রীয় সরকার।

পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভাগ করে দেওয়া হয়।
সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলায় ধর্ষণের শিকার বিচারপ্রার্থী এক কলেজছাত্রীকে পতিতা এবং ধর্ষিতার বাবাকে মাদক ব্যবসায়ী বানিয়ে দিয়েছে এক সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতা। এই আওয়ামী লীগ নেতার নাম মতিউর রহমান মতি। সে টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার ধুবড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। এ ঘটনা নিয়ে নাগরপুর উপজেলা জুড়ে চলছে সমালোচনার ঝড়।

উপজেলার ধুবড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান মতিউর রহমান তার ইউনিয়ন পরিষদের প্যাডে ধর্ষণের শিকার কলেজছাত্রীকে দেহ ব্যবসায়ী ও তার নিরীহ কৃষক বাবাকে মাদক ব্যবসায়ী আখ্যা দিয়ে গত ৫ নভেম্বর জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং বার সমিতির কাছে প্রতিবেদন দেয় সে। ওই ঘটনার পর লোকলজ্জায় বাড়ি থেকে বের হতে পারছে না ভুক্তভোগী কলেজছাত্রী। এই অবস্থায় কলেজে যাওয়াটাও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে ওই ছাত্রীর।

জানা যায়, ওই কৃষকের কলেজে পড়ুয়া মেয়েকে প্রায়ই উত্ত্যক্ত করত উপজেলার সারুটিয়াগাজি গ্রামের জয়ধর শেখের ছেলে জুয়েল রানা। বিয়ের প্রস্তাবও দেয় সে; কিন্তু ছাত্রীর বাবা সেই প্রস্তাবে রাজি হননি। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে জুয়েল রানা ২০১৮ সালের ১২ জুলাই বন্ধুদের সহযোগিতায় স্থানীয় একটি ব্রিজের কাছ থেকে ওই কলেজছাত্রীকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে ধর্ষণ করে।

ধর্ষক জুয়েল রানা ওই ছাত্রীকে তার আত্মীয়ের বাড়িতে তিন দিন আটকও রাখে। কিন্তু ছাত্রী কৌশলে ওই বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে তার বাবা-মাকে ঘটনা খুলে বলে। পরে ছাত্রীর বাবা ধুবড়িয়া গ্রামের মাতব্বরদের বিষয়টি জানিয়ে এর বিচার দাবি করেন। কিন্তু ঘটনাটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী হলেও বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার জন্য তালবাহানা ও সময়ক্ষেপণ করে আসছিল মাতব্বররা।

এ কারণে ধর্ষিতার বাবা ২০১৮ সালের ১ নভেম্বর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে ৫ জনকে আসামি করে মামলা করেন। আসামিরা হল- উপজেলার সারুটিয়াগাজি গ্রামের জয়ধর শেখের ছেলে মো: জুয়েল রানা (২২), ধুবড়িয়া গ্রামের হায়েদ আলীর ছেলে শিপন (২৬), রিপন (২৩), উফাজ (৪২) ও একই গ্রামের বাবুল মিয়ার ছেলে রিয়াজ মিয়া (২১)।

তবে মামলা দায়ের করার পর থেকেই আসামিরা মামলা তুলে নেয়ার জন্য বাদীকে নানাভাবে হুমকি ও ভয়ভীতি দেখায় বলে অভিযোগ রয়েছে। সিআইডি মামলার তদন্ত রিপোর্ট দাখিলের পর আসামিরা আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তারা এলাকার প্রভাবশালী হওয়ায় কেউ তাদের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না।

সম্প্রতি আসামিরা ধুবড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যানকে ম্যানেজ করে ধর্ষণের ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার পথ বের করে। চেয়ারম্যান ধর্ষকদের পক্ষ নিয়ে ধর্ষণের শিকার কলেজছাত্রীকে দেহ ব্যবসায়ী ও তার পিতাকে মাদক ব্যবসায়ী আখ্যা দিয়ে আসামিদের পক্ষে প্রতিবেদন তৈরি করে জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশ সুপার ও বার সমিতির কাছে জমা দেয়।

মামলায় সিআইডি’র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- ‘কলেজছাত্রীর বাবা একজন হতদরিদ্র কৃষক। তিনি দিনমজুরের কাজ করেন। স্ত্রী ও চার কন্যাসন্তান নিয়ে জীবনযাপন করছেন। ওই কৃষকের মেয়ে এসএসসি পাস করে কলেজে লেখাপড়া করে আসছে। স্কুলে পড়ার সময় ছাত্রীর সঙ্গে জুয়েল রানার পরিচয় হয়। জুয়েল ছাত্রীকে ভালোবাসার প্রস্তাব দিলে সে প্রত্যাখ্যান করে। এ কারণে জুয়েল এ ঘটনা ঘটায়।’

নয়া দিগন্ত থেকে জানা যায়, ভুক্তভোগী কলেজছাত্রীর বাবা অভিযোগ করেন, ধুবড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমার পরিবারকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে; যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। চেয়ারম্যান ও তার সন্ত্রাসী

বাহিনী আমাকে গ্রাম থেকে চলে যেতে নির্দেশ দিয়েছে। আমরা পরিবার-পরিজন নিয়ে এখন নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি।

অবৈধাবে ভারত দখলকৃত কাশ্মীরের সিয়াচেনে তুষারধসে ৬ ভারতীয় সেনার মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

হিমালয় পর্বতমালায় ভূমি থেকে ১৯ হাজার ফুট উঁচুতে ভারতের একটি টহলচৌকিতে জমাটবাঁধা তুষার আঘাত করলে আট সদস্যের টহল দলের সাতজন তুষারের নিচে চাপা পড়ে। খবর পেয়ে উদ্ধারকর্মীরা গুরুতর আহতাবস্থায় তাদের হেলিকপ্টারে করে নিকটস্থ সামরিক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছয়জন মারা যায়।

বিশ্বের সবচেয়ে উচ্চতায় অবস্থিত যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত এই সিয়াচেন। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একাধিক বৈঠকের পরও সিয়াচেন হিমবাহ থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছে দুই দেশ।

১৯৮৪ সালে ভারত হিমবাহের দখল নেয়। এর পর থেকে যুদ্ধের চেয়ে প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে বেশি সেনা নিহত হয় তাদের। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে সিয়াচেনের একটি সামরিকঘাঁটিতে তুষারধসে ১০ ভারতীয় সেনা মারা যায়।
সূত্র: বিবিসি।

চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর মুসলিমদের ওপর দেশটির সন্ত্রাসী সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নির্দেশে উইঘুর মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের প্রমাণ পাওয়া গেছে সম্প্রতি ফাঁস হওয়া এক সরকারি নথিতে। এতে দেখা যায়, শুধু নৃতাত্ত্বিক উইঘুর সম্প্রদায়ের মুসলমানরাই নয়; বরং একই অবস্থা অঞ্চলটির অন্য মুসলিমদেরও। এ খবর জানিয়েছে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস।

চীনে প্রায় দেড় কোটি উইঘুর মুসলমানের বাস। জিনজিয়াং প্রদেশের জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশই উইঘুর মুসলিম। এই প্রদেশটি তিব্বতের মতো স্বায়ত্তশাসিত একটি অঞ্চল। বিদেশী মিডিয়ার সেখানে প্রবেশের ব্যাপারে কঠোর বিধিনিষেধ রয়েছে। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন সূত্রে খবর আসছে, সেখানে বসবাসরত উইঘুরসহ মুসলিমদের ওপর ব্যাপক ধরপাকড় চালাচ্ছে বেইজিং।

বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ও অ্যাক্টিভিস্টরা দীর্ঘ দিন থেকেই বলে আসছেন, জিনজিয়াংয়ের বিভিন্ন বন্দিশিবিরে অন্তত ১০ লাখ মুসলিমকে আটক করে রেখেছে সন্ত্রাসী দেশ চীন। তবে চীন বরাবরই মুসলিমদের গণগ্রেফতারের অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের হাতে আসা নথিটি ফাঁস হয়েছে চীনের একজন উর্ধ্বতন রাজনীতিকের কাছ থেকে। এতে দেখা গেছে, চীনা সন্ত্রাসী প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং কিভাবে

২০14 সালে অঞ্চলটি সফরকালে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় কর্মকর্তাদের উদ্দেশে দেয়া ভাষণে অঞ্চলটির মুসলিমদের ব্যাপারে বেইজিংয়ের অবস্থান পরিষ্কার করেছে।

একটি ট্রেন স্টেশনে চুরি হামলার পর অঞ্চলটি সফর করে শি জিনপিং। ওই হামলার জন্য উইঘুরদের দায়ী করা হয়ে থাকে। এরপর দেয়া সিরিজ ভাষণে একনায়কতন্ত্রের উপাদানগুলো ব্যবহার করে 'সন্ত্রাসবাদ, অনুপ্রবেশ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে' লড়াইয়ের নির্দেশ দেয়। একই সাথে উইঘুর মুসলিমদের ব্যাপারে কোনোভাবেই অনুকম্পা না দেখানোর নির্দেশ দেয় সে। কথিত চীনা প্রেসিডেন্টের এমন নির্দেশের ব্যাপারে রয়টার্সের পক্ষ থেকে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি ফ্যাক্স করা হয়েছে।

এর কোনো জবাব মেলেনি। কিছু দেশ বলছে, চীনের লড়াই কথিত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নয়; বরং জিনজিয়াং থেকে উইঘুর মুসলমানদের অস্তিত্ব মুছে ফেলার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে বেইজিং।

সন্ত্রাসী আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ ঢাকা মহানগর উত্তরের সদ্য ঘোষিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান নাঈমের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, রাতে বাড়ির পাশে নববধূকে সামনে রেখে শটগান উঁচিয়ে আকাশে গুলি ছোড়ে সন্ত্রাসী নাঈম। যা দেখে পাশে থাকা তার বউ ভয়ে কানে আঙ্গুল দিয়ে রাখেন। এরপর শটগানটি এক যুবকের হাতে দিয়ে সে বউকে নিয়ে সেখান থেকে চলে যায়।

সন্ত্রাসী আনিসুর রহমান নাঈম ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ৪৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার আগে সে দক্ষিণখান থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ছিল।

বিডি প্রতিদিন থেকে জানা যায়, গত ১৩ নভেম্বর থেকে নাঈমের এই বউ বরণের ভিডিওটি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ে। শনিবার আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ ঢাকা মহানগর উত্তরের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর সেটা নতুন মাত্রা পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে গতকাল সন্ধ্যায় একাধিকবার টেলিফোন করা হলে সে ফোন রিসিভ করেনি। জানা গেছে, বিমানবন্দর মোড়ের মসজিদ কমপ্লেক্স, ফুটপাথ, পাবলিক টয়লেট, রাস্তা, সাইনবোর্ড, খাসজমি ও সাধারণ মানুষের জমি দখলসহ বিস্তর অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। কেন্দ্রীয় সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের একজন প্রভাবশালী নেতার আত্মীয় হিসেবে অপ্রতিরোধ্য নাঈম।

এছাড়া নিজ এলাকায় বিভিন্ন সময় অপ্রয়োজনে গুলি ফোটায় সে। এ নিয়ে এলাকার মানুষ সব সময় নাঈমের বিষয়ে আতঙ্কে থাকেন। নাঈম কোনো নির্দেশ দিলে তার প্রতিবাদ করার সাহস কারও হয় না।

১৮ই নভেম্বর, ২০১৯

শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলার সিংগাবরুনা ইউনিয়নের সীমান্তের ১০৯১ পিলারের কাছে পানবাড়ি এলাকায় সন্ত্রাসী বিএসএফের গুলিতে উকিল মিয়া (১৯) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। সে মেঘাদল গ্রামের বঙ্গসুরুজের ছেলে। ১৮ নভেম্বর সোমবার ভোর সকালে সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে।

এ সময় বিএসএফের গুলিতে আরেক যুবক বাবেলাকোনা গ্রামের বদর আলীর ছেলে সুমন মিয়া আহত হয়েছেন।

বিজিবি ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গরুর ঘাস খাওয়ানোর জন্য একদল যুবক কাজ করতে থাকলে ভারতীয় সন্ত্রাসী বিএসএফ গুলি চালায়। এতে উকিল ও সুমন আহত হয়ে বাংলাদেশী সীমান্তের পানবাড়ি এলাকায় মৃত্যর কোলের ঢলে পরে। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে পরে নিয়ে আসে।

খবর পেয়ে কর্ণঝোড়া ক্যাম্পের বিজিবির সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। খবরঃ বিডি প্রতিদিন

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত ওই ক্যাম্পের সুবেদার খন্দকার আব্দুল হাই বলে, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আহত সুমনকে শ্রীবরদী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় দুপুরে বিজিবি-বিএসএফ কথিত পতাকা বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে বলে বিজিবি সূত্র জানায়।

শ্রীবরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. রুহুল আমীন তালুকদার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানায়, লাশের ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে।

সেনাপ্রধান মইনের কথা সবার মনে থাকার কথা। চালের বদলে বাঙ্গালী জনগষ্ঠীকে আলু খাওয়ার পরামর্শ সবাইকে কেমন রাগ ও হাসির খোরাক দিয়েছিল। এবার একই রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করল সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের কথিত খাদ্যমন্ত্রী হিন্দু সাধন চন্দ্র মজুমদার।
পেঁয়াজ ছাড়া ২২ পদের রান্না জানে বলে জানিয়েছে কথিত এই খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

খাদ্যভবনে চালকল মালিকদের সাথে এক বৈঠকে কথিত খাদ্যমন্ত্রী এসব কথা বলে। খবরঃ ইনসাফ২৪

এসময় চালের দাম কমাতে চালকল মালিকদের নির্দেশ দেয় খাদ্যমন্ত্রী। বৈঠকে চালকল মালিক পেঁয়াজের দাম কমানোর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মন্ত্রী বলে, পেঁয়াজ না খেলে কী হয়? মালিকরা উত্তর বলে, পেয়াজ দিলে রান্নায় খুব স্বাদ হয়। খেতেও মজা লাগে। তখন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র বলে, আমি পেঁয়াজ ছাড়া ২২ পদের রান্না আমি জানি। আপনাদের খাওয়াতেও পারবো।

মুসলিম বিদ্বেষী গোটাবায়া রাজাপাকসে শ্রীলঙ্কার নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। সে দেশটির সাবেক যুদ্ধকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তার ভাই মাহিন্দ রাজাপাকসে যখন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট ছিল সে সময় গোটাবায়া ছিল প্রতিরক্ষা সচিব।

চলতি বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ক্ষমতাসীন সরকারের আবাসন বিষয়ক মন্ত্রী সাজিথ প্রেমাদাসার এবং গোটাবায়া রাজাপাকসের মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে।

২০০৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত লিবারেশন টাইগার্স অব তামিল ইলমের (এলটিটিই) বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিল সে। এই অভিযানের ফলেই টাইগারদের পরাজয় ঘটেছিল এবং টাইগার নেতা ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণ নিহত হয়েছিল।

রাজাপাকসেরা চার ভাই। গোটাবায়া এবং মাহিন্দ ছাড়া অন্য এক ভাই হল বাসিল রাজাপাকসে। মাহিন্দ রাজাপাকসে ২০০৫ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সে রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা ছিল এবং ২০০৭ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত সাংসদ ছিল। অপরদিকে তাদের আরেক ভাই চামাল রাজাপাকসে ২০১০ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা সংসদের অধ্যক্ষ ছিল।

এলটিটিইর বিরুদ্ধে যুদ্ধে গোটাবায়ার বিরুদ্ধে মানবতা লঙ্ঘনকারী অপরাধের অভিযোগ উঠেছে। এই যুদ্ধে কয়েক হাজার সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়। শ্রীলঙ্কায় সিংহলি বৌদ্ধদের আধিপত্য স্বীকৃত হয় তামিল বিদ্রোহীদের পরাজয়ের জের ধরেই।

শ্রীলঙ্কার মুসলিমবিরোধী বৌদ্ধ উগ্রপন্থী শক্তি বলে পরিচিত বদু বালা সেনার মূল শক্তি হিসেবে ধরা হয় গোটাবায়া রাজাপাকসেকে। দেশটিতে ২০১৪ সালের মুসলিমবিরোধী দাঙ্গার পেছনে ছিল এই সংগঠন।

ধারণা করা হয়, ২০১৮ সালের ক্যান্ডিতে মুসলিমবিরোধী সন্ত্রাসের পেছনেও এই সংগঠনের হাত রয়েছে।

শ্রীলঙ্কা, ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রে গোটাবায়া মানবাধিকার লঙ্ঘনে অভিযুক্ত।

এক সময় সে মার্কিন নাগরিক ছিল এবং তার সেখানে বাড়িও ছিল। তবে দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে লড়াইয়ের জন্য মার্কিন নাগরিকত্ব ছেড়ে দিয়েছে বলে জানিয়েছে সে।খবর: ইনসাফ২৪

এ বছরের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রে গোটাবায়ার বিরুদ্ধে দু'টি মামলা করা হয়। এতে অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে এক সাংবাদিককে অত্যাচার ও খুনের অভিযোগও রয়েছে।

দেশে রাজাপাকসের শাসন চলাকালীন বহু বিক্ষুব্ধদের নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে স্বাধীন সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হামলারও।

ভারতের আসাম রাজ্যে নাগরিকপঞ্জি নিয়ে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী মোদি সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা। সংস্থাগুলো বলছে, মুসলমিদের রাষ্ট্রহীন করতে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) তালিকাকে হাতিয়ার বানিয়েছে সন্ত্রাসী ভারত সরকার।

আসামে চূড়ান্ত নাগরিক তালিকা প্রণয়ন এই প্রকল্পেরই অংশ। এতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বেছে বেছে মুসলমানদের টার্গেট করা হয়েছে।

ইউএস কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডমের প্রকাশিত 'ইস্যু ব্রিফ : ইন্ডিয়া' নামের এক রিপোর্টে এ তথ্য জানানো হয়। নীতি বিশ্লেষক হ্যারিসন একিন্সের তদারিকতে ওই রিপোর্টটি তৈরি করা হয়েছে।

ওই রিপোর্টে জানিয়েছে, এনআরসির মাধ্যমে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। বিশেষত এর দ্বারা ভারতীয় মুসলমানদের রাষ্ট্রহীন করে তোলা অন্যতম উদ্দেশ্য। ভারতের অভ্যন্তরে ধর্মীয় স্বাধীনতার অবস্থার নিম্নমুখী প্রবণতার এটি একটি বড় উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার যে ক্রমশ নিম্নমুখী হচ্ছে, সংখ্যালঘু মুসলিমদের বিতাড়ন করার এই প্রচেষ্টাই তার অন্যতম উদাহরণ। আগস্ট মাসে এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর বিজেপি সরকার এমন কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, তাতে তাদের মুসলিম বিরোধী মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে।

মুসলিমদের বাদ দিয়ে হিন্দু এবং বাছাই করা কিছু সংখ্যালঘুদের সুবিধা করে দিতেই যে নাগরিকত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে ধর্মীয় পরীক্ষার আয়োজন, বিজেপির ইঙ্গিতেই তা স্পষ্ট।

ইউএসসিআইআরএফ নামে এক সংস্থা জানিয়েছে, সন্ত্রাসী বিজেপি ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য একটি ধর্মীয় পরীক্ষা তৈরির লক্ষ্যে ইঙ্গিত দিয়েছে যাতে হিন্দুরা এবং কিছু ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বেঁচে যাবে ঠিকই, তবে বাদ পড়বেন মুসলমানরা।

এদিকে, বিষয়টি নিয়ে ভারতের কথিত কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এখনও কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তবে এর আগে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই যাবতীয় কাজকর্ম হচ্ছে বলে একাধিকবার দাবি করেছে মোদি সরকার।

২০১৮ সালের জানুয়ারিতে প্রথম খসড়া প্রকাশ করা হয়। সেখানে মাত্র এক কোটি ৮০ লাখ মানুষের ঠাঁই হয়। অথচ আবেদন করেছিল তিন কোটি ২৯ লাখ মানুষ। খবরঃ কালের কণ্ঠ

এরপর দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসামে ১৯ লাখ লোককে রাষ্ট্রহীন ঘোষণা করা হয়েছে। নাগরিকত্বের সঠিক প্রমাণ দিতে না পারলে এসব লোকের জীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে।

রাষ্ট্রহীন হিন্দুদের ভারতের নাগরিকত্ব দিতে পার্লামেন্টের আগামী অধিবেশনে একটি নাগরিকত্ব সংশোধন বিল উঠানোর পরিকল্পনা করেছে সন্ত্রাসী বিজেপি। কিন্তু দেশটিতে বসবাস করা কয়েক কোটি মুসলমানের জন্য এমন কোনো আশ্বাস নেই।

মুসলমানদের প্রবল আশঙ্কা, রাজ্যটিতে জাতীয় নাগরিকত্ব তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মুসলমানকে রাষ্ট্রহীন ঘোষণা করতে পারে ক্ষমতাসীন মোদি সরকার।

১৭ই নভেম্বর, ২০১৯

অস্ত্রবিরতি সত্ত্বেও ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যাকায় ইসলামি জিহাদের বিভিন্ন অবস্থান লক্ষ্য করে ইহুদীবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের সন্ত্রাসীরা নতুন করে বিমান হামলা চালিয়েছে।

শুক্রবার (১৫ নভেম্বর) অস্ত্রবিরতি চুক্তির পর আবারও এ বিমান হামলা চালানো হয়।

গত এক সপ্তাহে বিমান হামলা করে নিরাপরাধ ৩৪ ফিলিস্তিনী নাগরিকে শহীদ করার পর আবারো বোমা নিক্ষেপের কারণে ইসরায়েলের সাথে করা অস্ত্রবিরতি চুক্তি অকার্যকর হয়ে পড়লো।

ইসলামি জিহাদের এক কমান্ডারের অবস্থান লক্ষ্য করে সন্ত্রাসী ইসরাইলের বিমান হামলাকে কেন্দ্র করে গাজা উপত্যকায় দু'দিনের ব্যাপক সহিংসতার পর বৃহস্পতিবার সকাল থেকে অস্ত্রবিরতি পালন শুরু হয়।

তবে ইসরাইল ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ) সাংবাদিকদের জানায়, ইসলামি জিহাদের অবস্থান লক্ষ্য করে রাতভর নতুন করে বিমান হামলা চালানো হয়। খবরঃ ইনসাফ২৪

তারা জানায়, 'আইডিএফ বর্তমানে গাজায় ইসলামি জিহাদ গ্রুপের বিভিন্ন অবস্থান লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালাচ্ছে।

এদিকে মিশর ও জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের মধ্যস্থতায় গাজা ও ইসরাইল কর্তৃপক্ষ অস্ত্রবিরতিতে সম্মত হওয়ার পরও পাল্টাপাল্টি হামলার ঘটনায় এ ভূখন্ডে নতুন করে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমেনের (এআইএমআইএম) প্রেসিডেন্ট আসাদউদ্দিন ওয়েইসি এমপি বলেছেন, আমাদের যুদ্ধ একটুকরো জমির জন্য নয়। আমার আইনি অধিকার যেন অক্ষুন্ন থাকে সেইদিকে নজর রাখা। শীর্ষ আদালতও জানিয়েছে মসজিদ তৈরি করার জন্য কোন মন্দির ধ্বংস করা হয়নি। তাই আমি আমার বাবরি মসজিদ ফেরত চাই।

শুকবার (১৫ নভেম্বর) এক টুইট বার্তায় তিনি এসব কথা বলেন।

আসাদউদ্দিন ওয়েইসি বলেন, সাম্প্রদায়িক সুপ্রিম কোর্টের রায়ে আমি সুন্তুষ্ট না। আমাদের বৈধ অধিকার নিয়ে আমরা লড়াই করে যাচ্ছি। দান করা পাঁচ একর জমি আমাদের দরকার নেই। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পারসোনাল ল' বোর্ডের সঙ্গে আমি একমত, তারাও রায়ে অসন্তুষ্ট বলে জানিয়েছেন। খবরঃ ইনসাফ২৪

অযোধ্যার শহরে একটি মসজিদ নির্মাণে পাঁচ একর জমি বরাদ্দে আদালতের নির্দেশ নিয়ে তিনি বলেন, আমরা নিজেদের অধিকারের জন্য লড়ছি। আমার মত হচ্ছে, ভূমি দানের এই প্রস্তাব আমাদের প্রত্যাখ্যান করা উচিত। আমাদের পিঠ চাপড়াবেন না।

অবৈধভাবে ভারত দখলকৃত কাশ্মীরের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ হওয়ার পর ১০০ দিন কেটে গেছে। প্রথমে কার্ফু জারি করে সন্ত্রাসী হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার। এরপর যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাধীনভাবে চলাচল থেকে শুরু করে সর্বত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। যার ফলে কাশ্মীরে স্বাভাবিক জীবনে এক দুর্বিষহ নেমে আসে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হয় বরাবরের মত। দেশটির একটি আপেল বাগানে গিয়ে দেখা যায়, লাল রঙের আপেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সারা বাগানের জমিতে।

এ নিয়ে বাগান-মালিক আমির হুসেনের গলায় হতাশা। তিনি বলেন, রস জমলেই আপেল ভারী হয়ে গাছ থেকে পড়ে যায়। আর মাটিতে পড়লেই সব নষ্ট। সেটি আর বিক্রি হবে না। কিন্তু এ বছর ফল পাড়ারই লোক নেই। সাধারণত অন্য রাজ্যের শ্রমিকরাই কাশ্মীরের বাগানে আপেল পাড়ার কাজ করেন। ভারতীয় আগ্রাসনে প্রাণের ভয়ে তারা কাশ্মীর ছাড়তে শুরু করায় আপেল পাড়ারই লোক নেই। তাই বউ-ছেলেকে নিয়ে আমির নিজেই হাত লাগিয়েছেন। আবার বেচবই বা কোথায়? আমির হুসেনের কপালে তখন থেকেই চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল। এ বার আপেল বিক্রি হবে তো? এই হতাশায় কাশ্মীরের আপেল বাগানে এ বার সত্যিই রক্তের দাগ।

কাশ্মীরের বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে ৫ আগস্টের পর থেকে এক ট্রাক আপেলও বের হয়নি। ভয়ে আপেল চাষি বা ব্যবসায়ী কেউই মান্ডির পথ মাড়াচ্ছেন না। ৮০ টাকা কেজি দামের কাশ্মীরের সেরা আপেল ২৫-৩০ টাকা দরে বেচে দিতে হচ্ছে রাতের অন্ধকারে।

আপেল ব্যবসায়ী নাজির আহমেদ জানান, গত বছরও কলকাতায় 'এ-গ্রেড' আপেল পাঠিয়েছেন। তিনি আফসোস করে বলেন, কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামী আন্দোলন তো চলছে নব্বইয়ের দশক থেকে। ২০০৮, ২০১০ সালেও অশান্তি হয়েছে। কিন্তু তখনও আপেল ব্যবসায় ধাক্কা লাগেনি। তবে এবার শুধু আপেল নয়, অবৈধভাবে ৩৭০ রদের ধাক্কা লেগেছে পর্যটন থেকে হস্তশিল্প, ফলের রস থেকে তথ্যপ্রযুক্তি— কাশ্মীরের অর্থনীতির সব ক্ষেত্রেই।

কাশ্মীর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি শেখ আশিক বলেন, গত ১০০ দিনে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। কাজ হারিয়েছেন অন্তত ১ লাখ মানুষ। ভারতীয় আগ্রাসনের কারণে স্বর্গীয় কাশ্মীরে আজ নরকের ধোঁয়া। এর দায় কি আগ্রাসী ভারত কখনােই এড়াতে পারে?
সুত্রঃ ইনসাফ২৪

এমপি হাজী সেলিমের লাঞ্ছনায় কান্নায় ভেঙে পড়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাসিবুর।
পুরান ঢাকার লালবাগে শহীদ হাজী আবদুল আলীম মাঠের সংস্কার শেষে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সন্ত্রাসী সংসদ সদস্য হাজী সেলিমের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে কাউন্সিলর হাসিবুর রহমান মানিক। কাউন্সিলরকে মারধর করে সে। স্ক্রিনে নাম না থাকায় ক্ষিপ্ত হয়ে এক পর্যায়ে নিজেই মঞ্চে উঠে মাইক ফেলে দেয় সন্ত্রাসী হাজী সেলিম। বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় সে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) এ মাঠের সংস্কার কাজ সম্পন্ন করেছে। গতকাল ডিএসসিসি মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন এটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করে। সে হিসেবে ২৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল।

মাঠের ভিতরে বড় মঞ্চ নির্মাণ করা হয়। পেছনে এলইডি স্ক্রিন বসানো হয়। বেলা ৩টায় ঢাকা-৭ আসনের সংসদ সদস্য সন্ত্রাসী হাজী মোহাম্মদ সেলিম মাঠের ভিতরে প্রবেশ করে মঞ্চে এলইডি স্ক্রিনে তার ছবি ও নাম না দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে সে নিজেই মঞ্চে উঠে মাইক ফেলে দেয়। বিচ্ছিন্ন করে দেয় বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সংযোগ।

পরে অনুষ্ঠানে আসা ব্যক্তিরা তার এ আচরণের কারণ জানতে চাইলে সন্ত্রাসী হাজী সেলিমের অনুসারীরা বলে, এ এলাকার সংসদ সদস্য হিসেবে হাজী সেলিমকে যথাযথ সম্মান দেওয়া হয়নি। এর জন্য ২৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাসিবুর রহমানকে দায়ী করে তারা। এক পর্যায়ে হাজী সেলিম হাসিবুরের দিকে তেড়ে আসে, তার গায়ে হাত তোলে। সিটি করপোরেশনের কয়েকজন কর্মকর্তাকেও তার অনুসারীরা ধাক্কা দেয়। এতে ব্যাপক হট্টগোল সৃষ্টি হয়

৩টায় শুরু হওয়া এ উত্তেজনা চলে আধা ঘণ্টা। পরে মেয়র সাঈদ খোকন এলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। মেয়র পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে মাঠের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু করে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কথিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়।

১৬ই নভেম্বর, ২০১৯

নিজেদের পরাশক্তি হিসেবে জাহির করা মুশরিক সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ভারত তার বিমান বাহিনীর একের পর এক বিধ্বস্ত হওয়ায় বিশ্বের কাছে চরম লজ্জার সম্মুখীন হচ্ছে। গতকাল উড্ডয়নের পর পরই ভেঙে পড়ল ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি মিগ ২৯কে বিমান। গোয়ার ডাবোলিমের নৌবাহিনীর ঘাঁটির কাছেই ওই ঘটনা ঘটে।

নৌ বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওড়ার পরই ওই ট্রেনার বিমানের ইঞ্জিনে আগুন ধরে যায়। শনিবার সকালে আইএনএস হংস থেকে বিমানটি আকাশে ওড়ে। তার পরই বিমানের ইঞ্জিনে আগুন লেগে যায়।

নয়া দিগন্তের সূত্রে খবর, ওড়ার পরই বিমানের ডানদিকের ইঞ্জিনে ধাক্কা মারে একটি পাখি। তার পরেই সেটি ভেঙে পড়ে। তবে কোনো জনবহুল এলাকায় সেটি ভেঙে পড়েনি। ফলে বড় ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে এই মিড-২৯কে ফাইটার জেটটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল ক্যাগ। এটির ইঞ্জিন নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিল কম্পট্রোলার অ্যান্ড এডিটর জেনারেল।

ভারতের অযোধ্যার 'বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি মামলা' নিয়ে ভারতের কথিত সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায়ের পুনর্মূল্যায়নের দাবি তুলতে শুরু করেছেন ভারতের মুসলমান সমাজ।

গত এক সপ্তাহে সেই মনোভাব পোষণে করেছেন মুসলিম সমাজের ধর্মীয়-সামাজিক নেতা এবং আইনজ্ঞদের অনেকেই।

ওই রায় যে তাদের ভাবাবেগকে আহত, ব্যথিত করেছে, সেটা স্পষ্ট করেই বলা শুরু হয়েছিল রায় বেরুনোর পর থেকেই। তবে রিভিউ বা পুনর্মূল্যায়নের আবেদন করা হবে কী না, তা ঠিক করতে রবিবার বৈঠকে বসছে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড।

ওই বোর্ডের সচিব ও অযোধ্যার জমি মামলায় মুসলিম পক্ষের অন্যতম প্রধান আইনজীবী জাফরইয়াব জিলানি অবশ্য বলেন, প্রথম থেকেই তার মনে হচ্ছিল যে রিভিউ পিটিশন দাখিল করা উচিত।

বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছিলেন, "রায় বেরুনোর পরেই ত্রুটি আছে বলে আমার মনে হয়েছিল। সেজন্যই আমি মনে করছি যে রিভিউ করতে হবে।"

"একটা কারণ হল, এক নম্বর বাদী - ভগবান রামলালার মূর্তি, যেটি ১৯৪৯ সালে মসজিদের ভেতরে বসানো হয়েছিল, সেটি বেআইনি ছিল বলে জানিয়েছে কোর্ট। যে মূর্তিটি বেআইনিভাবে বসানো হয়েছিল বলে শীর্ষ আদালতই জানাল, সেটিকেই জমির অধিকার দেওয়া হল!"

"এছাড়া, আদালত তো এটাও স্বীকার করেছে যে অন্তত ১৮৫৭ সাল থেকে ১৯৪৯ অবধি সেখানে নামাজ পড়া হত। তার অর্থ, ওই সময়কালে মুসলিমদের দখলে ছিল ওই জমিটি! এই দুটো বৈপরীত্য কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না আমার," বলছিলেন মি. জিলানি।

রিভিউর আবেদন জানানোর দাবি মুসলিম সমাজের থেকেই উঠছে কারণ গত এক সপ্তাহে রায়ের যা যা বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়েছে নানা সংবাদমাধ্যমে, তার পরে মুসলমান সমাজের অনেকেই এখন মনে করতে শুরু করেছেন যে রায়ের মধ্যে বেশ কিছু প্রশ্ন থেকে গেছে, যে কারণে রিভিউর আবেদন দাখিল করাই উচিত।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের নেতা মুহম্মদ কামরুজ্জামানের কথায়, "গত কয়েকদিনে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি থেকে শুরু করে আইন বিশেষজ্ঞরা রায়ের যেসব বিশ্লেষণ দিয়েছে, তা থেকে দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের মনে হতে শুরু করেছে যে এই রায়ে মুসলমানরা সুবিচার পায় নি, বে-ইনসাফি হয়েছে তাদের সঙ্গে।"

একদিকে যেমন রিভিউয়ের দাবী উঠছে, তেমনই মুসলমানদের অনেকেই বলছেন, বাবরি মসজিদ যেখানে ছিল, তারা সেই জমিটির অধিকার চেয়েছিলেন তারা, অন্য কোথাও জমি তো চান নি । তাই পাঁচ একর বিকল্প জমি দেওয়ার আদেশ নিয়েও মুসলমান সমাজের মধ্যে থেকেই প্রশ্ন উঠছে।

মুসলমানদের বৃহত্তম সংগঠন জামিয়তে উলেমা-এ-হিন্দ বলছে অর্থ অথবা 'বিকল্প জমি' মসজিদের জমির বিকল্প হতে পারে না।

জমিয়তের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী মওলানা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী বলছিলেন, "মুসলমানরা তো আদালতের কাছে নির্দিষ্ট ওই জমিটি, যেখানে বাবরি মসজিদ ছিল, সেটার অধিকার চেয়েছিল। সম্পত্তির ভিক্ষা তো মুসলমানরা করে নি।"

"জমিয়তে উলেমা-এ হিন্দ সেজন্যই বলেছে যে পাঁচ একর জমি তো আমরাই ভিক্ষা করে কিনতে পারি।"

কক্সবাজারের মহেশখালীতে এক সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতার ধাক্কায় আরেক নেতা মারা গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

শনিবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার কালারমারছড়া ইউনিয়নের ইউনুছখালী বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত আওয়ামী লীগ নেতার নাম জহিরুল আলম (৫৭)। সে কালারমারছড়া ইউনিয়ন সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক।

যার ধাক্কা দিয়ে হত্যা করেছে সে হল স্থানীয় সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতা বদিউল আলম। সে কালারমারছড়া ইউনিয়ন সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সদস্য।

জানা গেছে, কালারমারছড়া ইউনিয়ন সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের কমিটি হালনাগাদের কাজ চলছে। এ নিয়ে সকালে জহিরুল আলম ও বদিউল আলমের কথা কাটাকাটি হয়।

এক পর্যায়ে দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। এসময় বদিউল আলম ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় জহিরুল আলমকে। এসময় সে উত্তেজিত হয়ে উচ্চস্বরে কথা বলতে বলতে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

পরে তাকে জহিরুল আলমকে চকরিয়া জমজম হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত্যু ঘোষণা করেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, জহিরুল আলমকে হাসপাতালে আনার আগেই মারা যায়।

কালারমারছড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান তারেক বিন ওসমান শরীফ বলেছে, ৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কাউন্সিলরের তালিকা নিয়ে ওই ওয়ার্ডের সভাপতি নুরুল ইসলামের সঙ্গে আওয়ামী লীগের নেতা বদিউল আলমের কথা-কাটাকাটি হয়।

নুরুল ইসলামকে রক্ষা করতে এগিয়ে গেলে বদিউল একপর্যায়ে জহিরুল আলমকে ধাক্কা দেয়। এতে মাটিতে পড়ে গিয়ে মারা যান জহিরুল।
সুত্রঃ যুগান্তর

বাংলাদেশের কথিত বন্ধু রাস্ট্র ভারতের পিয়াজের রপ্তানি বন্ধের পর থেকে সারাদেশে পিয়াজের মূল্য আকাশ ছোঁয়া। ১০০ থেকে এক লাফে ২৫০ টাকায় পৌঁছেছে নিত্য-প্রয়োজনীয় এ পণ্যটি। বাঙালিদের সব খাবারে পিয়াজ না হলে চলে না। এতদিন ঝালমুড়ির সঙ্গে পিয়াজ দিলেও দাম বাড়ার কারণে তাও দিতে পারছেন না ঝালমুড়ি বিক্রেতারা।

রাজধানীর সড়কে জাফর মিয়া নামে এক ঝালমুড়ি বিক্রেতাকে পেঁপে কাটতে দেখা যায়। পিয়াজের দাম ২৩০ টাকা কেজি হওয়ায় তিনি ঝালমুড়িতে পেঁপে দিচ্ছেন।

পিয়াজের বদলে পেঁপে দিয়ে ঝালমুড়ি বানানোর ছবিটি ইতিমধ্যে ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে।
সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

১৪ই নভেম্বর, ২০১৯

কাশ্মীরের উপর থেকে বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কিত সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করেছে দখলদার সন্ত্রাসী দেশ ভারত। সেই ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করে নেয়ার দিন থেকেই সেখানে যে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। মঙ্গলবার বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহারের একশো দিন পূর্ণ হলো।

প্রথম দিকে যেরকম কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল রাস্তায় চলাচলের ওপরে, সেসব কিছুটা শিথিল করা হয়েছে।

এখনো ১৪৪ ধারায় চারজনের বেশি একসঙ্গে চলাফেরার ওপরে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। দোকানপাট, বাজারঘাট সকালে ঘণ্টা তিনেকের জন্য খোলা হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ওই তিন ঘণ্টার মধ্যেই কিনতে হয়।
খবরঃ ইনসাফ২৪

অন্যদিকে পর্যটন ব্যবসায় নেমেছে ধস।

স্কুল খোলা আছে, তবে শিক্ষক শিক্ষিকারাই যান। ক্লাস টেন এবং টুয়েলভের যেহেতু বোর্ড পরীক্ষা আছে তাদের পরীক্ষাগুলো হচ্ছে, অন্য ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে অভিভাবকদের সামনে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে।

শীর্ষ রাজনৈতিক নেতারাও এই ১০০ দিন ধরেই আটক হয়ে আছেন।

জারি রয়েছে ১৪৪ ধারাও। ৩৬ লাখ প্রিপেইড মোবাইল এখনও চালু হয় নি, নেই ইন্টারনেটও। তবে চালু হয়েছে ল্যান্ডলাইন ফোন আর পোস্ট পেইড মোবাইল ফোন। ইন্টারনেট চালুর দাবিতে মঙ্গলবারই শ্রীনগরে বিক্ষোভ করেছেন সেখানকার সাংবাদিকরা।

শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা নেত্রী এমন কি সাবেক মুখ্যমন্ত্রীরাও আটক হয়ে আছেন। একই সঙ্গে বহু কাশ্মীরীও সেখানকার জেলে এবং এবং উত্তর প্রদেশের জেলে আটক রয়েছেন। মাঝে মাঝেই বিক্ষোভের মাধ্যমে এটা টের পাওয়া যায় যে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ একটুও কমেনি।

রাজশাহীতে রেলওয়ের টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আওয়ামী লীগ ও সৈনিক লীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল দুপুরে পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের সদর দফতরের পাশের রাস্তায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে দুই গ্রুপের অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে তিন জনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হলে রাসেল নামের একজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে।

রামেকে চিকিৎসাধীন বাকি দুইজন হল- নগরীর বোয়ালিয়া থানা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রাজা এবং আওয়ামী লীগের কর্মী সোনা। প্রতিপক্ষের ছুরির আঘাতে তারা জখম হয়েছে। এদের মধ্যে রাজার পেটে গুরুতর জখম হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, রেল ভবনের টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতা রাজা ও মহানগর সন্ত্রাসী সৈনিক লীগের সাধারণ সম্পাদক সুজন আলীর মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। আজ বুধবার দুপুরে রেল ভবনের সামনে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এরই একপর্যায়ে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়।

বিডি প্রতিদিন থেকে জানা যায়, সংঘর্ষের পর স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে রামেক হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ইয়াবা দিয়ে সাহাব উদ্দিন (৫২) নামে সিএনজি অটোরিক্সা চালককে ফাঁসাতে গিয়ে ধরা খেল সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ।

প্রতারণাকারীরা হল,শাহজাদপুর গ্রামের নুর মিয়া চৌধুরী বাড়ীর নুরুজ্জামানের ছেলে ওমান প্রবাসী রাসেদ (২৮), তার বন্ধু সরকারী মুজিব কলেজ সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি বসুরহাট পৌরসভার ৬নং

ওয়ার্ডের আবুল কাশেমের ছেলে ইমাম হোসেন সুজন (২৫) ও তার অপর সহযোগি একই এলাকার মোশারেফ হোসেন বেলালের ছেলে মোজাম্মেল হোসেন জুয়েল(২৭)।

বিডি প্রতিদিন থেকে জানা যায়, গত শনিবার রাতে উপজেলার বসুরহাট পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের রাজ্জাকের চা দোকানের সম্মুখে সিএনজি অটোরিক্সা চালক সাহাব উদ্দিনকে ৫টি ইয়াবা দিয়ে রাসেদ, সুজন ও জুয়েল ফাসাতে চেষ্টা করে।

এদের মধ্যে তিনজন সিএনজি অটোরিক্সা চালক সাহাব উদ্দিনের সাথে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে এবং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তাকে ইয়াবা দিয়ে ফাঁসানো হয়েছে বলে আদালতে পরবর্তীতে স্বীকার দিয়েছে।

সাজানো ইয়াবা ঘটনার স্বীকার সিএনজি অটোরিক্সা চালক সাহাব উদ্দিন উপজেলার সিরাজপুর ইউনিয়নের শাহজাদপুর গ্রামের নুর মিয়া চৌধুরী বাড়ীর মৃত তাজুল ইসলামের ছেলে।

এ বিষয়ে জনগন বলেছে ইয়াবা দিয়ে ফাঁসানো আটক সিএনজি অটোরিক্সা চালক সাহাব উদ্দিনের সাথে কথিত ইয়াবার মূল ঘটনার নায়ক রাসেদের পরিবারের সাথে জায়গা-জমি নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে বিরোধ চলে আসছিল। এনিয়ে মামলাটি এখনও চলমান রয়েছে। সোমবার (১১ নভেম্বর) জায়গা-জমি সংক্রান্ত ওই বিরোধটি চূড়ান্ত হওয়ার কথা ছিল।

ঠিক এমনি মূহুর্তে শনিবার রাতে সাহাব উদ্দিনের একই বাড়ীর নুরুজ্জামানের ছেলে ওমান প্রবাসী রাসেদ তার বন্ধুদেরকে দিয়ে ৫টি ইয়াবাসহ সাহাব উদ্দিনকে গ্রেফতার করায়।

১৩ই নভেম্বর, ২০১৯

ভারতের সন্ত্রাসী হিন্দুত্ববাদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকারকে সমালোচনা করে একটি নিবন্ধ লেখায় নাগরিকত্ব হারাল এক ব্রিটিশ-ভারতীয় লেখক ও সাংবাদিক।

গত বৃহস্পতিবার তার ভারতের বিদেশি নাগরিকত্ব মর্যাদা কেড়ে নেয়া হয়েছে।

ভারতে বিদেশি নাগরিকত্ব (ওসিআই) বাতিলের অর্থ হচ্ছে এখন দেশটিতে তিনি কালোতালিকাভুক্ত হয়ে গেছেন।যুক্তরাজ্যে জন্ম নিলেও আতিশ তাসির নামের এই সাংবাদিক বড় হয়েছেন ভারতে। ২৫ বছর বয়স থেকে এক যুগেরও বছরেরও বেশি সময় তিনি ভারতে বসবাস করেছেন।

ভারতের লোকসভা নির্বাচনের আগে মে মাসে মার্কিন টাইম সাময়িকীতে একটি কাভার স্টোরি লেখার পর তাকে এই কঠিন প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হয়। লেখাটির শিরোনাম ছিল 'ভারতকে বিভাজনে নেতৃত্বদানকারী'। এতে ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসী মোদি সরকারের ব্যাপক সমালোচনা করেন তিনি।

হিন্দুসংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতে বেশ কিছু লেখায় তিনি সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপকে তিনি সর্বোচ্চ সন্দেহজনক ও পরিকল্পিত বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, তারা আমার মাধ্যমে অন্য সাংবাদিকদেরও সতর্ক বার্তা দিয়েছেন।

পারিবারিকভাবে পাকিস্তানি রাজনৈতিক ইতিহাসের কারণে ভারতবিরোধী এজেন্ডা প্রচার করছেন বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়।

নাগরিকত্ব বাতিলে দেশটির সরকার যে যুক্তি দেখিয়েছে, তা হচ্ছে, তার বাবা যে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত, তা গোপন রেখেছিলেন তাসির। আর এ কারণেই ওসিআই মর্যাদার ক্ষেত্রে তিনি অযোগ্য বিবেচিত হয়েছেন।

কিন্তু অভিযোগ অস্বীকার করে তাসির বলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে তার সম্পর্ক কখনো গোপন রাখা হয়নি। বরং বিষয়টি দিয়ে তাকে সহজ নিশানা বানানো হয়েছে। খবরঃ ইনসাফ২৪

কিন্তু ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার সব নথিতেই তার বাবা সালমান তাসিরের নাম ছিল। তিনি বলেন, টাইমে লেখাটি প্রকাশের আগে আমার নাগরিত্ব নিয়ে কখনো প্রশ্ন ওঠেনি। বিভিন্ন সময় দিনের আলোর মতোই আমার বাবার পাকিস্তানি জাতীয়তা প্রকাশ্যে চলে এসেছে।

২০১৪ সালে হিন্দুত্ববাদী মোদি ক্ষমতায় আসার পর ভারতের গণমাধ্যম স্বাধীনতার সূচক ১৪০ থেকে ১৮০তে নেমে আসে। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স ওই সূচক তৈরি করে। গত বছর নিজেদের পেশাগত দায়িত্বপালনের কারণে অন্তত ছয় সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন।

গাজীপুরের কালীগঞ্জ সরকারি শ্রমিক কলেজে দুটি শ্রেণীর পরীক্ষার প্রবেশপত্র বিক্রির অভিযোগ উঠেছে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতাদের বিরুদ্ধে। কলেজ প্রশাসন থেকে প্রবেশপত্র নিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে ৫২০ টাকায় তা বিক্রি করা হচ্ছিল।

এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া তৈরী হলে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতারা প্রবেশপত্র ফেরত দিতে সম্মত হয়েছে। কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার হস্তক্ষেপে সোমবার বিকেলে প্রবেশপত্র বিক্রি বন্ধ হয়।

কালের কণ্ঠ জানায়, কলেজে ১৪ নভেম্বর থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর নির্বাচনী ও একাদশ শ্রেণীর অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। পরীক্ষার আগে কলেজের শিক্ষকদের মধ্য থেকে তিনজনকে দিয়ে একটি পরীক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি পরীক্ষার সাম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব জমা দিয়েছে কলেজ পরিচালনা কমিটির কাছে। সভাপতি বাজেট অনুমোদন করার পর আনুষাঙ্গিক কাজ শুরু করেছে পরীক্ষা কমিটি। সেখানে প্রবেশপত্র বিক্রি

সংক্রান্ত বিষয় নেই।

শনিবার কলেজ শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা পরীক্ষা কমিটির আহবায়ক অধ্যাপক শহীদ হাসানের কাছে গিয়ে প্রবেশপত্র তাদের কাছে দিয়ে দিতে বলে। প্রবেশপত্র অধ্যক্ষের কাছে আছে জানালে তারা চলে যায়।

এরপর সোমবার সকালে পরীক্ষা কমিটি জানতে পারে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতারা অফিস থেকে প্রবেশপত্র নিয়ে গেছে। তারা পরীক্ষার্থীদের কাছে ৫২০ টাকা করে প্রবেশপত্র বিক্রি করছে। অধ্যক্ষকে বিষয়টি জানালে তিনি কোন পদক্ষেপ নেননি।

পরীক্ষা কমিটির আহবায়ক সোমবার বিকালে ঘটনাটি জানান কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শিবলী সাদিককে। তলব করা হলে কলেজ শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ সভাপতি তানভীর মোল্লা ও সাধারন সম্পাদক লিখন উপস্থিত হয় ইউএনও কার্যালয়ে। প্রথমে তারা প্রবেশপত্র বিক্রি করার কথা অস্বীকার করে। পরে ৬০টি প্রবেশপত্র নেয়ার কথা স্বীকার করে তা দ্রুত ফেরত দিবে বলে জানায়।

কয়েকজন শিক্ষক জানান, অধ্যক্ষের সহযোগিতায় সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা প্রবেশপত্র অফিস থেকে নিয়ে গেছে। সে কারণে তিনি পরবর্তী পদক্ষেপে গড়িমসি করে। এখন ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলছে।

কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি শিবলী সাদিক বলেন, 'একটি ঘটনা ঘটছিল। জানতে পেরে বিষয়টির মিমাংসা করে দিয়েছি। '

অভিযোগ বিষয়ে জানতে কলেজের অধ্যক্ষ মো. ফেরদৌস মিয়ার মোবাইলে একাধিকবার কল দিলেও তিনি ফোন ধরেননি।

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় মসজিদে নামাজরত মুয়াজ্জিনের ওপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছে। রোববার গভীর রাতে উপজেলার ওসমানপুর ইউনিয়নের হিজলাবট জামে মসজিদের মুয়াজ্জিন মো: এমদাদুল ইসলামের (৬০) ওপর এ হামলার ঘটনা ঘটে।

হামলার সময় মুয়াজ্জিন মসজিদের ভেতরে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায়রত অবস্থায় ছিলেন। আহত অবস্থায় তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

মুয়াজ্জিন মো: এমদাদুল ইসলাম জানান, ‘ফজরের আজানের কিছুটা সময় বাকি থাকায় আমি তাহাজ্জুদের নামাজে দাঁড়াই। এমন সময় পেছন থেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আমাকে আঘাত করা হয়। এ সময় চিৎকার করলে কালো জ্যাকেট পরা এক ব্যক্তি পালিয়ে যায়। তবে ওই ব্যক্তি এক জোড়া স্যান্ডেল ফেলে গেছে।’

স্থানীয় সূত্র জানায়, উপজেলার ওসমানপুর ইউনিয়নের হিজলাবট জামে মসজিদে ৫০ বছর ধরে মুয়াজ্জিন হিসেবে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করছেন এমদাদুল ইসলাম।

ওসমানপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আনিসুর রহমান জানায়, আহত মুয়াজ্জিন এমদাদুল ইসলামকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি সৎ মানুষ। সারাজীবন মসজিদ নিয়ে পড়ে আছেন তিনি। তার ওপর হামলার ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক।

মুয়াজ্জিনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। তার একটি ক্ষতে প্রায় ১৭টি সেলাই দেয়া হয়েছে। সুত্রঃ নয়া দিগন্ত

ইডেন মহিলা কলেজে সিটবাণিজ্য ও বহিরাগতদের হলে থাকা নিয়ে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেত্রীদের দু’পক্ষে কোপাকুপির রেশ না কাটতেই আবারো সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় আহত সুস্মিতা বাড়ৈ নামের এক সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ কর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা যায়, সোমবার সকালের দিকে হলের সিটবাণিজ্য ও সিট নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে কলেজ শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের কয়েকজন যুগ্ম আহ্বায়ক মিলে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা ছাত্রীনিবাসের ছাত্রলীগের সদস্য সুস্মিতা বাড়ৈর ওপর হামলা করে। হামলায় আহত হলে তাকে রাজধানীর সেন্ট্রাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

শিক্ষার্থীদের একটি সূত্র জানায়, কলেজ শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক জান্নাত আরা জান্নাত, রিভা আক্তার, পাপিয়া আক্তার প্রিয়া, পাপিয়া রায়, বীথি আক্তার, জারিন পূর্ণি ও ইতি আক্তারসহ আরো কয়েকজন মিলে সুস্মিতাকে মারধর করেছে।

সুস্মিতা বাড়ৈ ইডেন কলেজের ২০১৪-১৫ সেশনের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী। তার গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জ জেলায়।

ফজিলাতুন্নেছা হলের শিক্ষার্থীরা জানায়, বেশ কয়েক দিন ধরে হলের পলিটিক্যাল রুম কলেজে সসন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সদস্যরা তাদের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার চেষ্টা করছে।

অন্যদিকে যুগ্ম আহ্বায়করা চেষ্টা করছে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। প্রথম বর্ষে যারা ভর্তি হবেন, সেই শিক্ষার্থীদের টাকার বিনিময়ে হলে তুলে সিটবাণিজ্যকে কেন্দ্র করে এসব সংঘর্ষ হচ্ছে। হলে সিটবাণিজ্যের পুরোটা নিয়ন্ত্রণ করে শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়করা। খবরঃ ইনসাফ২৪

এর আগে গত শনিবার সিট সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের জের ধরে সাবিকুন্নাহার তামান্না নামে এক ছাত্রলীগ সদস্যকে বটি দিয়ে কোপায় সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের আরেক কর্মী।

১২ই নভেম্বর, ২০১৯

কাশ্মীরের জিহাদ একেরপর এক মুজাহিদীনের তাজা রক্তে সিক্ত হচ্ছে। উর্বর হচ্ছে ইসলামী শরীয়াত প্রতিষ্ঠার জন্য অপেক্ষমান কাশ্মীরের ভূমি। কাশ্মীরের হক্বপন্থী জিহাদী তানজিম আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের প্রতিষ্ঠাতা আমীর কমান্ডার জাকির মূসা রহিমাহুল্লাহ এর শাহাদাতে কেঁদেছিল সমগ্র কাশ্মীরবাসী, পরবর্তীতে জাকির মূসা রহিমাহুল্লাহ এর শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা চালিয়ে যান আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের শহীদ আমীর আব্দুল হামিদ লেলহারী রহিমাহুল্লাহ। কিন্তু, গত ২২শে অক্টোবর ভারতীয় মুশরিক বাহিনীর সাথে এক লড়াইয়ে তিনিও শাহাদাতের অমীয় সুধা পানে ধন্য হয়ে রব্বে কারীমের দরবারে পৌঁছে গেছেন।

সম্প্রতি আস-সাহাব উপমহাদেশ মিডিয়া আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের শহীদ আমীর আব্দুল হামিদ লেলহারী রহিমাহুল্লাহ এর শাহাদাতের সংবাদে শোক প্রকাশ করে একটি বার্তা প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে আন-নাসর মিডিয়া সেই বার্তাটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। বার্তাটিতে বলা হয়,

‘জম্মু কাশ্মীরে প্রায় তিন মাসেরও অধিক সময় ধরে লাগাতার কারফিউ জারি আছে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে জারি করা এই কারফিউ এবং নতুন নীতিমালা প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে জিহাদী আন্দোলনকে দমিয়ে দেয়া। এরই ধারাবাহিকতায় আযাদ ও জম্মু কাশ্মীরের মুজাহিদীন ও জিহাদের কাজে সহযোগিতাকারী প্রিয় কাশ্মীরি জনসাধারণের উপর লাগাতার অপারেশন (আক্রমণের পর আক্রমণ) জারি রয়েছে। এমনি একটি অপারেশনে কাশ্মীরি মুসলমানদের শীর্ষস্থানীয় মুজাহিদ নেতা আব্দুল হামীদ লেলহারিসহ আরো দুই জন মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেছেন। ইতিমধ্যেই আমাদের কাছে এই মর্মে সংবাদ এসেছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। জিহাদী গ্রুপসমূহের মাঝে সম্মানিত মুজাহিদ ভাই আব্দুল হামীদ লেলহারি রহ. “হারুন আব্বাস” নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি শহীদ মুজাহিদ জাকির মুসা রহ. এর ঘনিষ্ঠ সাথী ছিলেন। সম্মানিত মুজাহিদ ভাই আব্দুল হামীদ লেলহারি রহ. এর রক্ত কাশ্মীর জিহাদের পবিত্র আন্দোলনকে আরো বেশী শক্তিশালী করবে (ইনশা আল্লাহ)। কেননা, জিহাদী আন্দোলনের গাড়ীর জ্বালানিই হচ্ছে শুহাদার রক্ত ও জিহাদ প্রিয় মুজাহিদীনের কুরবানী।

কাশ্মীরের জিহাদী আন্দোলনের সাথে আমাদের শহীদ মুজাহিদ ভাই আব্দুল হামীদ লেলহারি রহ. ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। এই জিহাদকে বোরহান ওয়ানী রহ. এর পর জাকির মুসা রহ. গোয়েন্দা বাহিনীর ষড়যন্ত্রের কবল থেকে বের করে এনেছিলেন। এরপর ভাই জাকির মুসা রহ. নিজের রক্ত দিয়ে এই আযাদী জিহাদের পয়গামকে জিন্দেগী দান করেছিলেন। ভাই আব্দুল হামীদ লেলহারি রহ. এই জিহাদী নৌযানকে বিভিন্ন হালত ও দুরাবস্থা থাকা সত্ত্বেও উত্তরোত্তর সহীহ-সালামতে এগিয়ে নিচ্ছিলেন। ধোঁকাবাজদের কোন ধরনের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে দেননি। আল্লাহ তা’আলা তাঁর এই প্রচেষ্টা এবং পরবর্তীতে হক্ব পথে শাহাদাতবরণ করাকে আপন রহমতের কৃপায় কবুল করুন।

বার্তাটির শেষাংশে কাশ্মীরি মুসলিম ও মুজাহিদ জাতিকে পবিত্র কুরআনুল কারীমের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়ে ধৈর্যধারণ এবং জিহাদের পথে অবিচল থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়।

কুষ্টিয়ায় স্কুলে মাদক সেবনকালে হাটশ হরিপুর ইউনিয়ন সন্ত্রাসী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আলম উদ্দিন (৪১) সহ ৬ জনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে জনগন।

আটককৃতরা হলো সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের হরিপুর গ্রামের মোসলেম উদ্দিনের ছেলে ইউনিয়ন সন্ত্রাসী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আলম উদ্দিন (৪১), একই গ্রামের শুকুর শেখের ছেলে কালাম শেখ (৪১), তক্কেল উদ্দিনের ছেলে আনারুল (৩৮), আলাউদ্দিনের ছেলে সাইদুল ইসলাম (৪৪), মৃত কামাল উদ্দিনের ছেলে ইয়ারুল ইসলাম (৪০) ও মতিউর রহমানের ছেলে মাসুদ (৩০)।

হাটশ হরিপুর কাবিল উদ্দিন কিন্ডারগার্টেন স্কুলে প্রতি রাতে মাদকের আসর বসে। আর সুযোগ বুঝে স্থানীয় জনগন হাতেনাতে ছয় মাদকসেবীকে ধরে ফেলে।
সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার পরমেশ্বরদী ইউনিয়নের ময়েনদিয়া গ্রামের এক মাদ্রাসা ছাত্রীর বিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে কুফরি ভ্রাম্যমাণ আদালত।

জানা যায়, একই উপজেলার শেখর ইউনিয়নের সহস্রাইল গ্রামের মৃত খলিল মুন্সির ছেলে ইমরান মুন্সির সাথে ঐ মাদ্রাসার ছাত্রীর বিয়ের দিন আজ সোমবার দুপুরে ধার্য ছিল। জন্ম নিবন্ধন সনদ অনুযায়ী মেয়েটির বয়স ১৭ বছর যা কথিত কুফরি সংবিধানের বিপরীত। আর তাই বিয়ের খবর পেয়ে কথিত ভ্রাম্যমাণ আদালত বিয়ে বাড়িতে অভিযান চালায়। খবরঃ বিডি প্রতিদিন

এ সময় মেয়ের বয়স ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত মেয়ে বিয়ে না দেওয়ার মুচলেকা দেয় মেয়ের মা। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে বর পক্ষ আর কনের বাড়িতে আসেনি। এই কথিত আদালত পরিচালনা করে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাকিলা বিনতে মতিন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের অপসারণের দাবিতে চলমান আন্দোলনে অংশ নেওয়া নেতৃস্থানীয় কয়েকজন শিক্ষার্থীর বাড়িতে গিয়ে সন্ত্রাসী পুলিশ তাদের পরিবারের সদস্যদের 'হয়রানি' করেছে।

অন্তত পাঁচজন সংগঠকের বাড়িতে আওয়ামী দালাল বাহিনী পুলিশ গিয়ে'হয়রানি' করেছে বলে অভিযোগ করেছেন আন্দোলনকারীরা। এরা হলেন, আরিফুল ইসলাম অনিক, হাসান জামিল, রাকিবুল হক রনি, শোভন রহমান এবং মুশফিক উস সালেহিন।

ভুক্তভোগী আরিফুল ইসলাম অনিক বলেন, 'আমার বাসায় সন্ত্রাসী পুলিশ গিয়েছিল।

এতে আমার পরিবার ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। এছাড়া আমাদের আরও কয়েকজনের বাসায় পুলিশ গেছে। রাষ্ট্র কোনো বিষয়ে তদন্ত করতে চাইলে তার একটা নিয়ম আছে।

কিন্তু সন্ত্রাসী পুলিশ দিয়ে পরিবারকে এ ধরনের হয়রানি কেন? আমি এ ঘটনার নিন্দা জানাচ্ছি। ' খবরঃ নয়া দিগন্ত

মুশফিক উস সালেহিন বলেন, ' সন্ত্রাসী পুলিশ আমার নানা বাড়িতে গিয়ে আমার পরিবারের বিস্তারিত তথ্য নিয়েছে। এরপর থেকে আমার পরিবার আতঙ্কগ্রস্ত। তারা আমাকে নিয়ে এখন চিন্তিত। উপাচার্য ঊর্ধ্বতন যোগাযোগের মাধ্যমে কথিত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে দিয়ে শিক্ষার্থীদের ভয়ভীতি দেখানোর চেষ্টা করছে।

এভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে আন্দোলনকে দমনের চেষ্টা করা নিন্দনীয়। '

একইভাবে বাসায় পুলিশ যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাকিবুল হক রনি ও শোভন রহমান।

এ বিষয়ে 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর' আন্দোলনের সমন্বয়ক অধ্যাপক রায়হান রাইন বলেন, 'এভাবে আন্দোলনকারীদের বাসায় যাওয়া মোটেই ঠিক নয়। এতে তাদের পরিবার আতঙ্কের মধ্যে আছে। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ইন্ধন থাকতে পারে। আন্দোলনকে দমানোর একটি অপকৌশল হিসেবেই এসব করা হচ্ছে। '

এদিকে এ ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে এক যৌথ বিবৃতিতে মেহেদী হাসান নোবেল এবং অনিক বলেন, 'সকল তথ্য-উপাত্ত পাঠানোর পরও ভিসি ফারজানা ইসলামকে রক্ষার জন্য একের পর এক অবৈধ কাজ করে যাচ্ছে এই আওয়ামী দালাল সরকার। আন্দোলনকারীদের বাড়িতে বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হচ্ছে ও পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে খারাপ আচরণ ও তাদের হেনস্থা করা হচ্ছে। এই দমন নীতি বন্ধ না করলে এই আন্দোলন আরও বৃহত্তর রূপ নেবে। শিক্ষার্থীদের ওপর কোনো ধরনের দমন-পীড়ন চালানো হলে সারাদেশের শিক্ষার্থীরা তাদের পাশে দাঁড়াবে। '

নির্দোষ মানুষকে জেলে পাঠানো যেন একটা রীতি হয়ে দারিয়েছে আওয়ামী দালাল বাহিনী কথিত পুলিশ বাহিনীর। জাহালামকে খাটতে হয়েছিল জেল। তা নিয়ে হয়ে গেছে বিস্তর সংবাদ। সালেকের পরিবর্তে জাহালামই ছিল কথিত পুলিশ বাহিনীর আসামি। পরে দেখা যায় জাহালাম নির্দোষ। এমন কত জাহালাম আটক আছে কে জানে! জাহালামকে ছাপিয়ে আবারো একই ঘটনা হয়েছে রাজন এর ভাগ্যে।

হাবিবুল্লাহ রাজনের বদলে রাজন ভূঁইয়াকে গত ১৬ অক্টোবর গ্রেপ্তার করে কথিত আওয়ামী দালাল বাহিনী পুলিশ। আজ তাঁকে আদালতে হাজির করা হয়।

যোগাযোগ করা হলে কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আজম উদ্দিন মাহমুদ প্রথম আলোকে বলে, গত ১৬ অক্টোবর আদালতের পরোয়ানা অনুযায়ী হাবিবুল্লাহ নামের একজন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

মামলার কাগজপত্র ও আইনজীবীর সূত্র বলছে, সাড়ে সাত বছর আগে (২০১২ সালের ৯ মে) রাজধানীর বংশাল এলাকা থেকে নেশাজাতীয় ২৮ পিছ ইনজেকশনসহ হাবিবুল্লাহ রাজন নামের এক আসামি গ্রেপ্তার হয়। তখন তার বয়স ছিল ২৬ বছর। তাঁর বাবার নাম আবদুল মান্নান। গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া থানার গোপালনগর গ্রামে। গ্রেপ্তার হওয়ার এক মাস ২১ দিন পর আদালতের আদেশে জামিনে মুক্ত হয় হাবিবুল্লাহ রাজন। এরপর থেকেই সে পলাতক রয়েছে। হাবিবুল্লাহ রাজনের বিরুদ্ধে হওয়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলাটি তদন্ত করে বংশাল থানা-পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেয়। আদালত অভিযোগপত্র আমলে নিয়ে ২০১২ সালের ১ জুলাই হাবিবুল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে। মামলাটি তখন ঢাকার তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতে বিচারাধীন ছিল। ২০১৬ সালের ৪ সেপ্টেম্বর মামলাটি ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১ এ বদলি করা হয়। আদালত পলাতক আসামি হাবিবুল্লাহ রাজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। আদালতের পরোয়ানাতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল, আসামির নাম হাবিবুল্লাহ রাজন। বাবার নাম আবদুল মান্নান। গ্রামের নাম গোপালনগর। থানা ব্রাহ্মণপাড়া। জেলা কুমিল্লা। আদালতের পরোয়ানা পেয়ে কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া থানা-পুলিশ রাজন ভূঁইয়াকে হাবিবুল্লাহ রাজন নামে গত ১৬ অক্টোবর গ্রেপ্তার করে কুমিল্লার বিচারিক হাকিমের আদালতে তোলে। এরপর থেকে সে কারাগারে আছে।

রাজন ভূঁইয়ার আইনজীবী নিকুঞ্জ বিহারী আচার্য প্রথম আলোকে বলে, রাজন ভূঁইয়ার নামে কোনো মামলা ছিল না। কথিত পুলিশ তাঁকে হাবিবুল্লাহ রাজন মনে করে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠায়।

১১ই নভেম্বর, ২০১৯

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার লাড়াইঘাট সীমান্তের বিপরীতে ভারতের শিলগেইট এলাকায় দেশটির সন্ত্রাসী সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ গুলি করে এক বাংলাদেশী ব্যবসায়ীকে হত্যা করার তিন দিনপর লাশ ফেরত দিয়েছ ভারতীয় সন্ত্রাসী পুলিশ। নিহত ব্যবসায়ী সুমন মহেশপুর উপজেলার শ্যামকুড় পশ্চিমপাড়া গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে। খবরঃ ইনসাফ২৪

রবিবার (১০নভেম্বর) বিকাল সোয়া ৫টায় শ্যামকুড় চেয়ারম্যান ঘাট দিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে তার লাশ গ্রহণ করে মহেশপুর থানার এসআই আব্দুল আওয়াল।

জানা যায়, এর আগে শুক্রবার (৮ নভেম্বর) ভোর ৪ টার দিকে গরু নিয়ে ভারত থেকে ফেরার পথে ভারতীয় সন্ত্রাসী সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ গুলি করে সুমনকে হত্যা করে।

বন্ধুরাষ্ট্র বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করলেও মালদ্বীপকে ঠিকই দিচ্ছে ভারত। পেঁয়াজসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য ভারতের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল মালদ্বীপ।

রবিবার (১০ নভেম্বর) মালদ্বীপে নিযুক্ত ভারতীয় কমিশন এক টুইট বার্তায় জানায়, আমরা আমাদের বন্ধু মালদ্বীপকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, টানা দাম বৃদ্ধি থাকা সত্ত্বেও মালদ্বীপে পেঁয়াজ রফতানি করতে চায় ভারত। খবরঃ ইনসাফ২৪

সূত্র বলছে, শুধু পেঁয়াজই নয়, সব ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মালদ্বীপে রফতানি অব্যাহত রাখবে ভারত।

২৯ সেপ্টেম্বর ভারত পেঁয়াজ রফতানি পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ায় বাংলাদেশের বাজারে হু হু করে বেড়ে যায় পেঁয়াজের দাম। কেজিপ্রতি পেঁয়াজ বর্তমানে ১৩০ থেকে ১৫০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) এক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছাত্রকে মারধর করেছে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের এক কর্মী।

মারধরের শিকার শুক্কুর আলম দর্শন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র।

রোববার রাত সাড়ে আটটায় ক্যাম্পাসের সোহরাওয়ার্দী হলের মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, গায়ে কনুই লাগায় শুক্কুরকে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের কর্মী মোরশেদুল আলম মারধর করে। এসময় সার্জারি করা চোখে কিল ঘুষি দেয়ায় তার বাম চোখ আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

শুক্কুর আলম জানান, রাতে সোহরাওয়ার্দী হলের মোড়ের এক দোকানে খাবার কিনতে যান তিনি। সেখানে আগে থেকে বসে ছিল সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের কর্মী মোরশেদুল।

এ সময় তার কনুই মোরশেদুলের গায়ে লাগে। মোরশেদুল সোজা হয়ে দাঁড়াতে বলে। কীভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবেন জানতে চাইলে মোরশেদুল তাকে মারধর করে এবং অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে।

তিনি আরও জানান, সাত আট মাস আগে তার বাম চোখে সার্জারি করা হয়। আমি দুচোখের একটিতেও দেখি না। তাই তার গায়ে কনুই লেগে যায়। মারধরের পর তার সহপাঠীরা বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে আসে। খবরঃ যুগান্তর

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা শুভাশীষ চৌধুরী বলেন, চোখে আঘাত পাওয়ায় ওই ছাত্রকে ব্যথানাশক ওষুধ দেয়া হয়েছে। ব্যথা না কমলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হবে।

শুক্কুরের সহপাঠীদের দাবি, মোরশেদুল আলম নিয়মিত মাদক সেবন করে। এর আগে সে এক রিকশা চালকেও মারধর করেছিল। কিন্তু তার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

তবে মারধরের অভিযোগের বিষয়ে জানতে মোরশেদুল আলমের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এদিকে শুক্কুরকে মারধরের প্রতিবাদে রাতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেন অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী। রাত সাড়ে নয়টা থেকে ১০টা পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী হলের মোড়ে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

এতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মোরশেদুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানান বিক্ষোভকারীরা। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডির আশ্বাসে কর্মসূচি স্থগিত করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর হানিফ মিয়া বলেন, কিল ঘুষিতে শুক্কুর বাম চোখে আঘাত পেয়েছেন।

বাবরী মসজিদ-রাম জন্মভূমি বিতর্কে সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণা হওয়ার পর এবার কাশী-মথুরা তাদের পরবর্তী টার্গেট বলে মন্তব্য করেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি)।

পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধর্মপ্রসারে দায়িত্বে থাকা স্বরূপ চট্টোপাধ্যায় গণমাধ্যমে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেছে, “আমাদের পরবর্তী টার্গেট কাশী, মথুরাসহ দেশের ৩২ হাজার মন্দিরকে উদ্ধার করা। ভিএইচপি এই কাজ শান্তিপূর্ণভাবেই করতে চায়। মুসলিমদের সাথে প্রতারণাপূর্ণ ওই রায়ে নাকি গান্ধিজীর ‘রাম রাজ্য’র স্বপ্ন সফল হল।”

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সারা ভারতের হিন্দু সমাজের জয় হয়েছে মন্তব্য করে স্বরূপ চট্টোপাধ্যায় বলেছে, ‘৪০০ বছরের পরাধীনতার চিহ্ন মুছে গেল।

অন্যদিকে, ‘হিন্দু সংহতি’র সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য বলেছে, “ মুসলিমদের চিহ্ন মুছে ফেলে যেভাবে রাম জন্মভূমিকে মুক্ত করা হল, সেইভাবেই মথুরার শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি, বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দির এবং অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের আদিনাথ মন্দির (আদিনা মসজিদ) এর মুক্তি চাই।”

গত মাসেই ‘অল ইন্ডিয়া আখড়া পরিষদ’ জানায়, রাম মন্দিরের নির্মাণ শেষ হলে মথুরা ও কাশীর মন্দিরগুলোকে ‘মুক্ত’ করা হবে। সংগঠনটির সভাপতি মহন্ত নরেন্দ্র গিরির দাবি, “অযোধ্যার মতোই কাশী ও মথুরাতে হিন্দুদের ভ্রান্ত বিশ্বাস মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়া হয়। হারানো সেই জায়গা ফিরে পেতে হবে। রাম জন্মভূমির মতোই এই দুই জায়গাও হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত দামি। আমরা এর দখল নেবই।”

ওই ইস্যুতে গতকাল শনিবার রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ এমপি মন্তব্য করে বলেছে, “অযোধ্যা, কাশী ও মথুরায় মন্দির নিয়ে আন্দোলন করেছি। অযোধ্যায় হয়েছে, বাকি জায়গায় কী হবে, সেটা সাধুসন্তরা ঠিক করবে।”

বাবরি মসজিদ রায় নিয়ে ভারতের সাবেক বিচারপতি বলেছে, অযোধ্যার ক্ষেত্রে যে রায় হলো, সেই রায়কে হাতিয়ার করে ভবিষ্যতে এই রকম কাণ্ড আরও ঘটানো হবে না, সে নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবেন? শুধু অযোধ্যায় নয়, মথুরা এবং কাশীতেও একই ঘটনা ঘটবে— এ কথা আগেই বলা হতো। যাঁরা গুন্ডামি করে

বাবরি মসজিদ ভেঙেছিল, তাঁরাই বলত। এখন আবার সেই কথা বলা শুরু হচ্ছে। যদি সত্যিই মথুরা বা কাশীতে কোনও অঘটন ঘটানো হয় এবং তার পরে মামলা-মোকদ্দমা শুরু হয়, তা হলে কী হবে? সেখানেও তো এই রায়কেই তুলে ধরে দাবি করা হবে যে, মন্দিরের পক্ষেই রায় দিতে হবে বা বিশ্বাসের পক্ষেই রায় দিতে হবে।

১০ই নভেম্বর, ২০১৯

হলে বহিরাগত ছাত্রী রাখা নিয়ে রাজধানীর ইডেন মহিলা কলেজের এক সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেত্রীকে কুপিয়ে আহত করেছে আরেক সন্ত্রাসী নেত্রী। এ সংঘর্ষে আরো কয়েকজন আহত হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কলেজ ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

শনিবার (৯ নভোম্বর) ভোরে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের দুই নেত্রীর মধ্যে সংঘর্ষের সময় উভয়ের মধ্যে কোপানোর এ ঘটনা ঘটে।

হলের শিক্ষার্থীরা জানান, ইডেন কলেজ সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুবা নাসরিন রূপা বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা হলের ২১৯ নং কক্ষে নাবিলা নামের একজন বহিরাগত শিক্ষার্থীকে (প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের) টাকার বিনিময়ে রাখত। তাকে রাখাকে কেন্দ্র করে হলে অন্য নেত্রীদের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে রূপা তার অনুসারীদের নিয়ে অন্য নেত্রীদের ওপর হামলা করে। এ সময় রূপা অপর ছাত্রলীগ নেত্রী সাবিকুন্নাহার তামান্নার হাতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ দেয়।

মাহবুবা নাসরিন রূপা ইডেন কলেজ শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক। তার বাড়ি ঝিনাইদহ জেলায়। সাবিকুন্নাহার তামান্না ইডেন কলেজ ছাত্রলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য, তার বাড়ি বরগুনা জেলায়।

নাবিলার ব্লকের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্রী বলেন, ইডেনে প্রচুর সিট বাণিজ্য হয়, এটা সবার জানা। তবে চাঞ্চল্যকর তথ্য হলো, আজকের ঘটনার মূল হোতা সেই নাবিলা মেয়েটি একজন বহিরাগত। সে টাকার বিনিময়ে হলে থাকে এবং হলের মেয়েদের শাসন করে বেড়ায়। আমরা শুধু নিজেদের সেফটির জন্য এসব বলিনা।

জানা যায়, নাবিলাকে হলে রাখা নিয়ে অনেকদিন যাবৎ সমস্যা হচ্ছিল। শনিবার ভোরে ইডেন কলেজ শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আঞ্জুমান আরা অনুর নেতৃত্বে তার অনুসারীরা ওই হলের ২১৯ নম্বর কক্ষে গিয়ে নাবিলাকে বের হয়ে যেতে বলে এবং তাকে হুমকি দেয়। অনুর অনুসারীদের একজন ছিল সাবিকুন্নাহার তামান্না। এসময় তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। খবর পেয়ে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক রুপা দৌড়ে যান ২১৯ নম্বর কক্ষে। রুপা সেখানে গেলে তাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা সৃষ্টি হয়। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তামান্নাকে ছুরি দিয়ে কোপ দেয় রুপা। পরে অন্যপক্ষ রুপার গ্রুপের কর্মীদের ওপর পাল্টা হামলা করে।

অন্যদিকে রুপার রুম ভাঙচুর করে তাকে মেরে হল থেকে বের করে দেয়ারও অভিযোগ উঠেছে।

সুত্রঃ ইনসাফ২৪

দৈনিক প্রথম আলোর কথিত সাময়িকী কিশোর আলোর অনুষ্ঠানে প্রথম আলোর দায়িত্বের গাফিলতির কারনে বিদ্যুৎস্পর্শে রেসিডেন্সিয়ালের ছাত্র নাইমুল আবরারের নিহতের ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের বিচার দাবিতে শাহবাগ ও কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা।
খবরঃ ইনসাফ২৪

শনিবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে জড়ো হয়ে মানববন্ধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।

এসময় তারা 'প্রথম আলো বয়কট করো', 'কিশোর আলো বয়কট করো' লেখাসহ বিভিন্ন ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে স্লোগান দেন।

শাহবাগের পর কারওয়ান বাজারে মানববন্ধন করেন তারা। নিজেদের তেজগাঁও কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী বলে পরিচয় দেন তারা।

কারওয়ান বাজারে বিকাল সোয়া ৫টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ খান বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে চার দফা দাবি ঘোষণা করেন।

দাবিগুলো হলো- দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে আবরার হত্যার বিচার করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠান আয়োজন বন্ধ করা, প্রথম আলো ও কিশোর আলো নিষিদ্ধ করা।

বহুল আলোচিত শহীদ বাবরি মসজিদের ভূমি মালিকানার ব্যপারে মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির নির্মাণের পক্ষে দেয়া ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কড়া সমালোচনা করে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী। খবরঃ ইনসাফ২৪

আজ (৯ নভেম্বর) শনিবার রায় পরবর্তি প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সংবাদ মাধ্যমে প্রেরিত এক বার্তায় আল্লামা বাবুনগরী বলেন, কট্টর হিন্দুত্ববাদী মোদি সরকার গায়ের জোরে ভারতীয় হিন্দুদের পক্ষে এই রায় ঘোষণা করে বিশ্ব মুসলিমের কলিজায় আঘাত করেছে। এ রায় বিশ্বমুসলিম কখনো মেনে নেবে না।আমরা এ রায় প্রত্যাখান করছি।

তিনি বলেন, প্রথম মুঘল সম্রাট জহির উদ্দিন শাহ্ বাবরের শাসনামলে ১৫২৮ সালে বর্তমান ফৈজাবাদ জেলার অন্তর্গত অযোধ্যায় বাবরের সেনাপতি মীর বাকি কর্তৃক বানানো বাবরী মসজিদ ৫০০'শ বছরেরও পুরনো

একটি মসজিদ। মসজিদ নির্মাণের সময় অথবা পরে এ সম্পর্কে স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছিল না। পরবর্তীতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অযোধ্যাকে রামের জন্মভূমি দাবী করে সর্বশেষ ১৯৯২ সালে মুসলিম স্থাপনের অনন্য নিদর্শন বাবরী মসজিদকে শহীদ করা হয়েছে।

অযোধ্যা রামের জন্মভূমি নয় উল্লেখ করে আল্লামা বাবুনগরী বলেন, গবেষণায় প্রমাণিত-অযোধ্যায় কোথাও রাম জন্মভূমির হদিস মেলেনি। ১৯৭৫ সালে ভারতের প্রত্মতত্ত্ব বিভাগের সাবেক ডাইরেক্টর বিবি লালের নেতৃত্বে বাল্মীকির রামায়ণে উল্লিখিত পাঁচটি শহরে অনুসন্ধান চালানো হয়। বাবরি মসজিদের পেছনেই ১১ মিটার গভীর পরিখা খনন করা হয়। অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে ২০ নভেম্বর :১৯৮৮ ইং ভারতের সানডে মেইল এবং ১৫ ই জানু: ১৯৮৯ ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকায় গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়।প্রবন্ধ দু'টির প্রতিপাদ্য ছিলো, উল্লিখিত স্থানটি রামের জন্মস্থান নয়।

সত্যান্বেষী অনেক হিন্দুরাও বাবরি মসজিদের ঐতিহাসিক সত্যতা স্বীকার করেছে। কিন্তু ভারতের তৎকালীন সরকারপ্রধান নরসিমা রাও শুধু রাজনীতির স্বার্থে উগ্রবাদী হিন্দুগোষ্ঠীকে কাছে পাওয়ার অভিপ্রায়ে পবিত্র মসজিদ ভাঙার মতো জঘন্য কাজে ইন্ধন জুগিয়েছিল।সুতরাং রামের জন্মভূমির মিথ্যা ও ভূয়া স্লোগান তুলে বাবরী মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির করার কোন মানে হতে পারে না।তাই সুপ্রিম কোর্টের এ রায়ের বিরুদ্ধে বিশ্বমুসলিম ঐক্যবদ্ধ হয়ে দূর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা সময়ে অপরিহার্য ঈমানী দায়িত্ব।

কোর্টের রায়ে বিকল্প হিসেবে অন্যত্র বাবরি মসজিদ নির্মাণের জন্য মুসলিম ওয়াকফ বোর্ডকে পাঁচ একর জমি প্রদান করার ব্যাপারে আল্লামা বাবুনগরী বলেন, অমুসলিমদের দেওয়া জায়গায় মুসলমানদের ইবাদতের পবিত্রময় স্থান মসজিদ হতে পারেনা। অন্যত্র নয় বাবরী মসজিদের স্থানে-ই পুণঃরায় বাবরি মসজিদ স্থাপনের রায় দিতে হবে।

মসজিদ আল্লাহ তায়া'লার ঘর, পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট জায়গা। মুসলিম উম্মাহর ইবাদতের পবিত্র স্থান। যেখানে একবার মসজিদ নির্মাণ হয় তা সর্ব সময়ের জন্য মসজিদের হুকুমেই থেকে যায়। সেই জায়গার পবিত্রতা রক্ষা করতে হয়। বাবরি মসজিদের স্থানে মন্দির নির্মাণ করা হলে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হবে। এ রায় মসজিদের সাথে অবমাননার শামিল। যা কোন মুসলমান মেনে নিতে পারে না।

আজ মুসলমানদের পবিত্র স্থানে রাম মন্দির করার রায় দিয়ে মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে রক্তক্ষরণ করেছে উগ্রবাদী মোদি সরকার।বিশ্বমুসলিম শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও বাবরি মসজিদের স্থানে মন্দির নির্মাণের ষড়যন্ত্র বাস্তবায় হতে দেবে না।অনতিবিলম্বে এ রায় বাতিল না করলে প্রয়োজনে পরামর্শক্রমে লক্ষ কোটি তৌহিদী জনতাকে নিয়ে বাবরি মসজিদ অভিমুখে লংমার্চ করা হবে বলে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন হেফাজত মহাসচিব আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী।

মাদক কারবারের প্রমানে বগুড়ার ধুনট উপজেলা বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সহসভাপতি শামিম আকতারকে (৪০) ফেনসিডিলসহ ধরে ফেলল । শামিম আকতার ধুনট পৌর এলাকার উত্তর অফিসারপাড়া গ্রামের আমজাদ

হোসেনের ছেলে এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মোড়ে অবস্থিত ইত্যাদি ফার্মেসি নামে এক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মালিক।

সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সদস্য শামিম আকতারের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য ব্যবসায় করার অভিযোগ অনেক আগে থেকেই। কালের কন্ঠের বরাতে জানা যায় সন্ত্রাসী শামিম আকতার দীর্ঘদিন ধরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মোড়ে অবস্থিত ইত্যাদি ফার্মেসিতে বসে ভুয়া ডাক্তার সেজে গ্রামের সহজ-সরল রোগীদের চিকিৎসেবা প্রদান করে। চিকিৎসাসেবার অন্তরালে শামিম ওই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য মজুদ রেখে মাদকসেবীদের নিকট বিক্রি করে। এ ছাড়া সে নিজেও মাদকদ্রব্য সেবন করে। তারই ধারাবাহিকতায় শামিম আকতার শুক্রবার রাত প্রায় সাড়ে ৮টার দিকে ওই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে ফেনসিডিল বিক্রয়ের প্রস্তুতি নেয়। আর তখনি এলাকার কিছু জনগন বিষয়টি বুঝে ফেলে এবং হাতেনাতে ধরে ফেলে।

০৯ই নভেম্বর, ২০১৯

আজ ৯ নভেম্বর শনিবার ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদের চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করেছে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিমকোর্ট। হিন্দুত্ববাদী আদালত রায়ে বলেছে যে, বাবরি মসজিদের সম্পূর্ণ জায়গা পাবে হিন্দুরা, সেখানে রাম মন্দির নির্মাণ করা হবে। আর, মুসলিমদেরকে শান্ত রাখতে আলাদা জায়গায় সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে মসজিদ নির্মাণের জন্য ৫ একর জমি দেওয়ার কথা বলা হয়।

১৯৯২ সালে উপমহাদেশের মুসলিমদের ঐতিহ্য ও অস্তিত্বের অংশ হিসাবে পরিচিত বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে দেয় উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। তখন উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের হামলায় প্রাণ হারান কয়েক হাজার মুসলিম। তারপর থেকে নতুনভাবে শুরু হয় মামলা-মোকদ্দমার নামে বিভিন্ন নাটক মঞ্চায়ন, যদিও হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সন্ত্রাসীদের এই নাটকীয় পর্ব আরো আগ থেকেই শুরু হয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতায় আজ শনিবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে দশটা থেকে বাবরি মসজিদ মামলার রায় দেয় ভারতের হিন্দুত্ববাদী সুপ্রিম কোর্ট।

ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় অবস্থিত মুসলিমদের পবিত্র এই মসজিদের রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে সেখানে ভারতীয় সন্ত্রাসী সামরিক বাহিনীর অতিরিক্ত বারো হাজার সদস্য মোতায়েন করা হয়। এছাড়াও অযোধ্যায় কারফিউ জারি রয়েছে গত প্রায় দুসপ্তাহ ধরে।

এ দিন ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, রাজস্থান ও মুম্বাইয়ে ভারতীয় সামরিক সন্ত্রাসী বাহিনীর অতিরিক্ত আরো অনেক সদস্যকে নিয়োগ করার মাধ্যমে মুসলিমদেরকে দমিয়ে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এসব রাজ্যের স্কুল-কলেজসহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শনিবার বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ পুলিশের প্রধান "ও পি সিং" ইকোনমিক টাইমসকে জানায়, এখন পর্যন্ত ৫০০ জনকে তারা গ্রেফতার করেছে। পুলিশের প্রধান বার্তা হচ্ছে যেকোনো উপায়ে শান্তি রক্ষা করার নামে মুসলিমদেরকে দমিয়ে রাখা। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ৭০ জনের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাবরি মসজিদ মামলার রায় নিয়ে উসকানিমূলক বার্তা ছড়ানোর অভিযোগ তুলেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী পুলিশ প্রধান।

এদিকে, উগ্রবাদী হিন্দু সন্ত্রাসীরা দাবি করে বাবরি মসজিদের জায়গাতেই তাদের মিথ্যা ভগবান রামের জন্ম হয়েছিল এবং একটি রামমন্দির ভেঙ্গে মোগল আমলে সেখানে মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এই বিষয়ে কোন প্রমাণ পেশ করতে পারেনি। বরং বারবারই সন্ত্রাসী কায়দায় তারা মসজিদের জায়গা নিজেদের করে নেওয়ার চেষ্টা চালায়।

বাবরি মসজিদের জায়গা দখলের জন্য কয়েক শতাব্দী ধরেই বিভিন্ন কৌশলে চেষ্টা চালায় ভারতীয় উগ্র হিন্দুরা। আর কট্টরপন্থী হিন্দু সন্ত্রাসী দল RSS ও BJP সহ সকল হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো এতে একযোগ হয়ে কাজ করতে থাকে। ক্ষমতাসীন বর্তমান বিজেপি তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে ৩টি বিষয়কে সবচাইতে বেশি জোড় দিয়েছিল, যার প্রত্যেকটাই ছিল মুসলিমদের স্বার্থের বিরুদ্ধে। ইতিপূর্বে তারা ২টি সম্পন্ন করে দেখিয়েছে। তাই এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় ছিল না যে, সকল সাক্ষ্য প্রমাণ মুসলিমদের পক্ষে থাকলেও রায় ঘোষণা করা হবে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের পক্ষেই। আর হলোও তাই। আসলে, তাগুতদের কাছে বিচারের দাবি নিয়ে যাওয়ার কোন মানে যে হয় না, বাবরি মসজিদ মামলার রায়ও তার একটি প্রমাণ।

অবশেষে হিন্দুদের পক্ষেই রায় ঘোষনা করে ভারতের হিন্দুত্ববাদী সুপ্রিম কোর্ট। তারা বাবরি মসজিদের জায়গাটি সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদেরকে দিয়ে দেয়, আর সেখানে রাম মন্দির নির্মাণের জন্য একটি ট্রাস্ট গঠনের নির্দেশও দেয়। আদেশ দেওয়া হয় ৩ মাসের মধ্যেই যেন মন্দির নির্মাণ করা হয়।

মন্দির নির্মাণে একজন বিচারপতির এত তাড়াহুড়া দেখে মনে হচ্ছে যে, রামমন্দির নির্মাণের তাড়াহুড়া উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন RSS-BJP-VHP মতই এই বিচারকেরও ছিল। রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলে দেওয়া "তিন মাসের মধ্যেই যেন মন্দির নির্মাণ করা হয়"! তার আগে আবার ঐ বিচারপতি জানায় যে, সে অবসর গ্রহণের পূর্বেই বাবরি মসজিদ মামলার রায় দিয়ে যেতে চাচ্ছে! ১৭ই নভেম্বর অবসর নিবে সে, তার আগেই এই রকম ইসলামবিদ্বেষের আরেকটি নমুনা পেশ করে গেলো ঐ হিন্দুত্ববাদী বিচারপতি। এর আগেও সে ইসলাম ও মুসলিমদের উপর নির্যাতনের রায় দেয়। আসামে কথিত এনআরসির নামে লাখ লাখ মুসলিমকে বাড়িহীন করার রায়ও দেয় এই হিন্দুত্ববাদী বিচারক।

একদিকে হিন্দুত্ববাদী বিচারপতি মুসলিমদের প্রতি নিজের মায়াকান্না দেখাতে গিয়ে বলল- বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে দেওয়ার ঘটনা বেআইনী! অন্যদিকে সে ঐসকল হিন্দু সন্ত্রাসীদের পক্ষেই রায় দিলো যারা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছিল! যে উদ্দেশ্যে ধ্বংস করা হয়েছিল বাবরি মসজিদ, সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পক্ষেই রায় দিলো হিন্দুত্ববাদীরা।

অর্থাৎ, কেমন যেন তারা এটাই বুঝাতে চায়, আইন-আদালতে যাই থাকুক, তারা নিজেদের ইচ্ছামাফিক তা পরিবর্তন করে নিবে। যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা আইন বানিয়ে নিবে। অথবা, যদি ১০জন মুসলিমকে মারলে বেআইনী কাজ হয়, তাহলে তারা সেই বেআইনী কাজটাই করবে। যদি মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির নির্মাণ করাটা

বেআইনী হয়, তবুও তারা মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির নির্মাণ করবে! অর্থাৎ, তাদের হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় যা করার দরকার, সবই তারা করবে। এমনকি এক্ষেত্রে তারা নিজেদের বানানো আইনেরও তোয়াক্কা করবে না।

সর্বশেষ কথা হলো- হিন্দুত্ববাদী বিচারকরা হিন্দুদের পক্ষেই রায় দিয়েছে। অর্থাৎ, তাদের কথা অনুযায়ী, বাবরি মসজিদের সম্পূর্ণ জায়গার মালিক এখন উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। আল্লাহর ঘর মসজিদ ভেঙ্গে তাঁর স্থলে নির্মাণ করা হবে নিজেদের হাতে তৈরিকৃত মিথ্যা ইলাহ্ এর রাম মন্দির। আর, মুসলিমদেরকে শান্তনাস্বরূপ ভিন্ন জায়গায় ৫ একর জমি দেওয়া হবে। অথচ, ইসলামিক রীতি অনুযায়ী মসজিদ আল্লাহর ঘর। পাঁচ একর জমি তো দূরের কথা পাঁচ হাজার একর জমিও মসজিদের বদলা হতে পারে না। মুসলিমরাও বদলা হিসেবে এই জমি নিবে না। বাবরি মসজিদ ছিল, থাকবে বিইযনিল্লাহ। গাজওয়াতুল হিন্দ যেমন দরজায় কড়া নাড়ছে, তেমনি বেজে উঠেছে হিন্দুত্ববাদের বিদায়ী ঘন্টাও! প্রতিটি পাওনা মিটানো হবে, অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

লেখক: তহা আলী আদনান, *প্রতিবেদক, আল-ফিরদাউস নিউজ।*

---

৯ নভেম্বর শনিবার পাকিস্তানি মুরতাদ ফোর্সের একটি সামরিক ইউনিটের উপর সফল অভিযান চালিয়েছেন পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী তানযিম "তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান (TTP)"

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের মুহতারাম মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান যে, শনিবার পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সীর "জুপ" এলাকায় ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম নাপাক মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ইউনিটকে টার্গেট করে কামান নিক্ষেপ করেন TTP এর মুজাহিদীন।

মুজাহিদদের উক্ত কামান হামলায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর ১টি গাড়ি পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। এছাড়াও মুরতাদ বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কথাও জানান তেহরিকে তালেবানের মুখপাত্র।

বরিশালের উজিরপুরে ইয়াবা সেবনকালে সন্ত্রাসী যুবলীগ নেতা, স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও একজন নারীসহ ৪ জনকে হাতে নাতে ধরে ফেলে জনগন। বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে ওই উপজেলার গুঠিয়া ইউনিয়নের রৈভদ্রাদী গ্রামের নান্না মুন্সির পরিত্যক্ত ঘরে তারা সবাই ইয়াবা সেবন করছিল।

ধরা পরা এ চারজন হলো উজিরপুর উপজেলা যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সন্ত্রাসী আতাউর রহমান খান, দাসেরহাট জেডএ খান মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি জাহাঙ্গীর হাওলাদার, স্থানীয় সন্ত্রাসী যুবলীগ নেতা মো. সাইফুল ইসলাম ও ডহরপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুর রশিদের মেয়ে স্বামী পরিত্যাক্তা মাইশা আক্তার মুন্নী।

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রৈভদ্রাদী গ্রামের নান্না মুন্সির পরিত্যক্ত ঘরে ইয়াবা সেবনসহ তারা অসামাজিক কার্যকলাপ করছিলো।

এ সময় মুন্নী ইয়াবা সেবনের জন্য সেখানে যাওয়ার কথা সবার সামনে স্বীকার করে।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে ভারত থেকে গরুর আমদানিকালে সন্ত্রাসী মালাউন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ সুমন (২৫) নামে এক গরু ব্যবসায়ীকে হত্যা করে।

সুমন মহেশপুর থানার শ্যামকুরড় পশ্চিমপাড়ার আব্দুল মান্নানের ছেলে।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার লড়াইঘাট সীমান্তে ভারতের ৩০০ গজ ভেতরে মেইন পিলার ৬০/১৩৩-১৩৪-আর পিলারের মাঝখানে নদীয়া জেলার হাসখালী থানাধীন শিলগেইট নামক স্থানে এই ব্যবসায়ী গরু আনতে যান। এ সময় ৮ ব্যাটালিয়ন সন্ত্রাসী মালাউন বিএসএফের পাখিউড়া ক্যাম্পের সন্ত্রাসীরা গুলি ছুঁড়লে তার মৃত্যু হয়। খবরঃ ইত্তেফাকের

বিজিবি আরও জানিয়েছে, এই গরীব গরু ব্যবসায়ীর মৃত লাশ পাখিউড়া সন্ত্রাসী বিএসএফ ক্যাম্প এবং হাসখালী থানা পুলিশের ক্যাম্পে রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে মহেশপুর সীমান্তে গরু আমদানি করতে গিয়ে সন্ত্রাসী মালাউন বিএসএফের গুলিতে দুইজনের অপ্রত্যাশিত মৃত্যু হলো।

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে শরীয়ার আলোকে বিয়ে পড়ানোর পরেও মো. আব্দুস সালাম সরকার (৪৮) নামে এক কাজীর ০৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে কথিত ভ্রাম্যমাণ আদালত। বুধবার রাতে হালুয়াঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের কথিত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রেজাউল করিম এ দণ্ডাদেশ প্রদান করে।

দণ্ডপ্রাপ্ত মো. আব্দুস সালাম সরকার উপজেলার বিলডোরা গ্রামের মৃত আব্দুস ছোবহান সরকারের ছেলে। জানা যায়, ধোবাউড়া উপজেলার গোস্তাবহুলী গ্রামের মো. আজমত আলীর পুত্র রাসেল মিয়া সাথে হালুয়াঘাট উপজেলার বিলডোরা ইউনিয়নে দাড়িয়াকান্দা এলাকার কেরামত আলীর কন্যা ও বিলডোরা মাস্টার ইদ্রিস আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের জেএসসি পরীক্ষার্থী শাপলা (১৪) এর বিয়ের ধুমধাম চলছিল বাড়িতে।

বিডি প্রতিদিনের বরাতে জানা যায়, ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানায়, কাজীকে আটক করা হয়েছে। পরে তাকে মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এর ৭ (২) ধারা অনুযায়ী বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ আইনের ১১ ধারা লজ্ঘনের অপরাধে দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কাজীর নিবন্ধন বাতিল

বিষয়ে কথিত মন্ত্রণালয়ে চিঠি প্রেরণ করা হবে। এ বিষয়ে হালুয়াঘাট থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হিন্দু বিপ্লব কুমার বিশ্বাস বলে, সাজাপ্রাপ্ত কাজীকে থানা থেকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্র শহীদ আবরার ফাহাদ হত্যায় ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান ২৪ জন সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের প্রমান পাওয়া গেছে।

সন্ত্রাসীদের মধ্যে রাসেল বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক, ফুয়াদ সহসভাপতি, অনীক তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক, রবিন সাংগঠনিক সম্পাদক, সকাল উপ-সমাজসেবা সম্পাদক, মনির সাহিত্য সম্পাদক, জিয়ন ক্রীড়া সম্পাদক, রাফিদ উপদফতর সম্পাদক, অমিত সাহা উপ-আইনবিষয়ক সম্পাদক এবং তানিম, মুজাহিদুর ও জেমি সদস্য।

আবরার ফাহাদ (জন্মঃ ১৩ মে ১৯৯৮ - মৃত্যুঃ ৭ অক্টোবর ২০১৯) ছিলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) -এর তড়িৎ ও ইলেক্ট্রনিক প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। ফেসবুকে দেশের স্বার্থরক্ষার্থে পোস্ট দেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সদস্যরা তাকে পিটিয়ে হত্যা করে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে নিশ্চিত করা হয়েছে যে শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে ভোঁতা জিনিসের মাধ্যমে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত জীবনঃ
তড়িৎ ও ইলেক্ট্রনিক প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ শেরে বাংলা হলের ২০১১ নম্বর রুমে নিহত হয়েছেন। তিনি একই হলের ১০১১ নম্বর কক্ষে থাকতেন।

আবরার ১০ দিন আগে ছুটিতে বাড়িতে এসেছিল এবং ২০ অক্টোবর পর্যন্ত থাকতে চেয়েছিল। যাইহোক, যখন তার পরীক্ষাগুলি কাছাকাছি চলে আসছিল, তিনি পড়াশোনা করতে হলে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

কিভাবে হত্যা হন শহীদ আবরারঃ
ফেসবুকের পোস্টকে কেন্দ্র করে ৪ অক্টোবর বুয়েট শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী হাসান রবিন একটি মেসেঞ্জার গ্রুপে আবরারকে মারার নির্দেশনা দেয়। বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের আইনবিষয়ক উপসম্পাদক অমিত সাহা তাকে বাড়ি থেকে ফেরার অপেক্ষা করতে বলে। ৬ অক্টোবর রাতে আবরারকে তার দুটি মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপসহ ২০১১ নম্বর কক্ষে নিয়ে আসা হয়। বুয়েট ছাত্রলীগের উপদপ্তর সম্পাদক মুজতবা রাফিদ এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তৃতীয় বর্ষের খন্দকার তাবাখখারুল ইসলাম তানভীর মোবাইল ফোন দুইটি চেক করে। একই বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের মুনতাসির আল জেমি ল্যাপটপটি চেক করে। এসময় মেহেদী হাসান রবিন চড় মারতে থাকে আবরারকে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সামসুল আরেফিন রাফাত স্টাম্প এনে দিলে তা দিয়ে ইফতি মোশাররফ সকাল চার-পাঁচটি আঘাত করলে স্টাম্পটি ভেঙে যায়। পরবর্তীতে বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের তথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র অনিক সরকার, আবরারের হাঁটু, পা, পায়ের তালু ও বাহুতে স্টাম্প দিয়ে মারতে থাকে। এরপর ক্রীড়া সম্পাদক মেফতাহুল ইসলাম জিওন আবরারকে চড় এবং

স্টাম্প দিয়ে হাঁটুতে আঘাত করে। এসময় মেহেদী হাসান বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রবিন মেহেদি হাসান রাসেলের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করে।

রাত সাড়ে ১০টার দিকে মারধরের ফলে অসুস্থ আবরার মেঝেতে শুয়ে ছিলেন। ইফতি মোশাররফ সকাল ধমক দিয়ে তাকে দাড় করিয়ে চড় দেয়। পরে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মুজাহিদুর রহমান স্কিপিং রোপ দিয়ে আবরারকে মারতে থাকে। এরপর ইফতি মোশাররফ সকাল স্টাম্প দিয়ে আবরারের হাঁটু ও পায়ে মারে। খন্দকার তাবাখখারুল ইসলাম তানভীর চড়-থাপ্পড় মারে আবরারকে। রাত ১১টার দিকে অনিক সরকার গায়ের সব শক্তি প্রয়োগ করে অনিয়ন্ত্রিতভাবে স্টাম্প দিয়ে আবরারকে আঘাত করে। এরপর ১২ টার দিকে সবাই কক্ষটি থেকে বের হয়ে যায়।

বেশ কয়েকবার বমি করে আবরার। আবরারকে এরপর ২০০৫ নাম্বার কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। উপ-আইন বিষয়ক সম্পাদক হিন্দু অমিত সাহা সবকিছু জানার চেষ্টা করে, তাকে মেরে আরও তথ্য বের করার কথা বলে। সে আবরারের অবস্থা খারাপ জেনে তাকে হল থেকে বেড় করতে বলে। মেহেদী হাসান ও অনিক সরকার ২০০৫ নম্বর কক্ষে ঢুকে দেখে তার অবস্থা ঠিক আছে বলে চলে যায়। এরপর আবরার আবার বমি করেন। মেহেদী হাসান তাকে তাকে পুলিশের হাতে হস্তান্তর করার কথা বলছিল। ১৭ ব্যাচের ছেলেরা তখন তাকে তোশকসহ নিচতলায় নামিয়ে রাখে। সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান রাসেল তখন পুলিশের সাথে কথা বলছিল। মুনতাসির আল জেমি আবরারের অবস্থা খারাপ জানালে ইফতি মোশাররফ সকাল মালিশ করতে বলে। ইসমাইল ও মনির অ্যাম্বুলেন্সে ফোন দিলে তা আসতে দেরি হওয়ায় তামিম বুয়েট মেডিকেলের চিকিৎসককে নিয়ে আসে।[৫] বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর শের-ই-বাংলা হলের নিচতলায় সোমবার ভোর তিনটায় পুলিশ আবরারের লাশ উদ্ধার করে। মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোঃ মাশুক এলাহী রাত ৩ টার দিকে আবরারকে মৃত ঘোষণা করেন।

ক্লোজ-সার্কিট ক্যামেরাতে দেখা যায় রাত ৩টা বেজে ২৬ মিনিটে বুয়েটের ছাত্র কল্যাণ পরিষদের পরিচালক অধ্যাপক মিজানুর রহমান লাশ এর সামনে দাঁড়িয়ে অভিযুক্তদের সাথে আলোচনা করে চলে যায়। পরের দিন সে দাবী করে যে এই বিষয়ে সকাল হবার আগে তিনি কিছুই জানতেন না।

ফেসবুক স্ট্যাটাসে, শহীদ আবরার ভারতীয় দালাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চার দিনের সরকারি সফরের সময় দ্বিপাক্ষিক দলিল স্বাক্ষরের সমালোচনা করেছিলেন।

তার ফেসবুক পোস্টে ভারতকে মংলা বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া, ফেনী নদী থেকে পানি প্রত্যাহার এবং বাংলাদেশ থেকে এলপিজি আমদানি করার বিষয়গুলি নিয়ে তিনি আলোচনা করেছিলেন।
আর এ কারনেই হত্যা করা হয় সত্যের পক্ষের এক তারকার। তথ্যসূত্রঃ উইকিপিডিয়া

শহীদ আবরারের স্ট্যাটাসটি হচ্ছে:

“১৯৪৭ এ দেশভাগের পর দেশের পশ্চিমাংশে কোন সমুদ্রবন্দর ছিল না। তৎকালীন সরকার ৬ মাসের জন্য কলকাতা বন্দর ব্যবহারের জন্য ভারতের কাছে অনুরোধ করল। কিন্তু দাদারা নিজেদের রাস্তা নিজেদের মাপার

পরামর্শ দিছিলো। বাধ্য হয়ে দুর্ভিক্ষ দমনে উদ্বোধনের আগেই মংলা বন্দর খুলে দেওয়া হয়েছিল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে আজ ইন্ডিয়াকে সে মংলা বন্দর ব্যবহারের জন্য হাত পাততে হচ্ছে।

২.কাবেরি নদীর পানি ছাড়াছাড়ি নিয়ে কানাড়ি আর তামিলদের কামড়াকামড়ি কয়েকবছর আগে শিরোনাম হয়েছিল। যে দেশের এক রাজ্যই অন্যকে পানি দিতে চাই না সেখানে আমরা বিনিময় ছাড়া দিনে দেড়লাখ কিউবিক মিটার পানি দিব।

৩.কয়েকবছর আগে নিজেদের সম্পদ রক্ষার দোহাই দিয়ে উত্তরভারত কয়লা-পাথর রপ্তানি বন্ধ করেছে অথচ আমরা তাদের গ্যাস দিব। যেখানে গ্যাসের অভাবে নিজেদের কারখানা বন্ধ করা লাগে সেখানে নিজের সম্পদ দিয়ে বন্ধুর বাতি জ্বালাব।

হয়তো এসুখের খোঁজেই কবি লিখেছেন-

"পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি

এ জীবন মন সকলি দাও,

তার মত সুখ কোথাও কি আছে

আপনার কথা ভুলিয়া যাও।"

অবশেষে হিন্দুদের পক্ষেই রায় দিলো ভারতের হিন্দুত্ববাদী সুপ্রিম কোর্ট। তারা বাবরি মসজিদের জায়গাটি সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদেরকে দিয়েছে, আর সেখানে রাম মন্দির নির্মাণের জন্য একটি ট্রাস্ট গঠনের নির্দেশও দিয়েছে।

১৯৯২ সালে উপমহাদেশের মুসলিমদের ঐতিহ্যের অংশ বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে ফেলে হিন্দুরা। সেই থেকে বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমা চলছে বাবরি মসজিদের জায়গা দখল নিয়ে। সেই ধারাবাহিকতায় আজ শনিবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে বাবরি মসজিদ মামলার রায় দেয় ভারতের হিন্দুত্ববাদী সুপ্রিম কোর্ট।

এসময় হিন্দুত্ববাদী বিচারকরা হিন্দুদের পক্ষে রায় দেয়। অর্থাৎ, বাবরি মসজিদের সম্পূর্ণ জায়গার মালিক এখন হিন্দুরা। বাবরি মসজিদের স্থলে নির্মাণ করা হবে রাম মন্দির। আর, মুসলিমদের শান্ত রাখার স্বার্থে ভিন্ন জায়গায় মসজিদের জন্য সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে ৫ একর জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এ অন্যায় রায়ের মাধ্যমে মুসলিমরা হারালো তাদের ঐতিহাসিক 'বাবরি মসজিদ'।

বাবরি মসজিদ! হিন্দুস্তানে মুসলিমদের প্রাচীন স্থাপত্যকলার অন্যতম নিদর্শন। ভারতের উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অযোধ্যা শহরের রামকোট হিলের উপর অবস্থিত এই মসজিদটি ১৫২৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের

প্রথম মুঘল সম্রাট বাবরের আদেশে নির্মিত হয়! আর, তাঁর নামানুসারেই মসজিদটির নাম রাখা হয় বাবরি মসজিদ! দীর্ঘকাল যাবৎ ভালোই চলছিল মসজিদের ব্যবস্থাপনা। কিন্তু, কে জানে এই মসজিদকে ঘিরেও ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে ইসলামের শত্রুরা! মসজিদ ধ্বংস করে দেওয়ার গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হিংসুক গোষ্ঠী!?

মসজিদ নির্মাণের প্রায় ৫০ বছর পর "রামচরিত মানস" লিখে সাধারণ হিন্দুদের মাঝে রামায়নের রামের গল্পের প্রচলন ঘটায় তুলসি দাস। ধীরে ধীরে অযোধ্যা নগরী রাম মন্দিরে ভরে যেতে শুরু করে। বাবরি মসজিদ নির্মিত হবার প্রায় ৩০০ বছর পর, ১৮২২ সালে প্রথমবারের মত হিন্দুরা দাবি করতে শুরু করে, যে জমিতে রামের জন্ম হয়েছিল সেখানেই বাবরি মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

তারপর ১৮৫৩ সালে নির্মোহী আখরার সশস্ত্র হিন্দু সন্ন্যাসীদের একটি দল বাবরি মসজিদ দখল করে নিয়ে কাঠামোর মালিকানা দাবি করে! পরবর্তী কয়েকবছর পর্যায়ক্রমিক সহিংসতার পর ১৮৫৯ সালে ব্রিটিশ শাসক সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করে ২টি আঙ্গিনায় বিভক্ত করে ফেলে মসজিদটি! মুসলিমরা ভেতরের প্রাঙ্গণে নামাজ আদায় করবে এবং হিন্দুরা বাইরের প্রাঙ্গণে "রাম ছবুতারা" নামে পরিচিত একটি প্লাটফর্মে প্রার্থনা করবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়! কিন্তু, ১৯৩৪সালে আবারও হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাঁধে! যার ফলে মসজিদটির দেয়ালের অনেক ক্ষতি সাধিত হয়! ১৯৪৭ সালে হিন্দুস্তান বিভক্ত হয়ে আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতের আত্মপ্রকাশ ঘটে! আর তারপরই শুরু হয় নতুন চক্রান্ত! ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে মসজিদটির বাহিরে হিন্দু সংগঠন অখিল ভারতীয় রামায়ণ মহাসভা ৯দিন ব্যাপী রামচারিতমানাস পাঠের আয়োজন করে! অনুষ্ঠানের শেষে ২২ ডিসেম্বরের রাতে বেশ কয়েকজন উগ্র হিন্দু মসজিদে প্রবেশ করে এবং মসজিদের ভেতরে রাম ও সিতা মূর্তি স্থাপন করে! ২৩শে ডিসেম্বর সকালে অনুষ্ঠানের আয়োজকরা লাউডস্পিকারে ঘোষণা দেয় যে, মূর্তিগুলো অলৌকিকভাবে উপস্থিত হয়েছে! এবং সবাইকে ঐ মূর্তিগুলো দেখারও আহ্বান জানায়!

এ সময় বিষয়টি জাতীয় পর্যায়ে চলে গেলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু মূর্তিগুলো স্থাপনের মূল উৎস বুঝতে পেরে সেগুলো মসজিদ থেকে সরানোর আদেশ দেয়। কিন্তু, হিন্দুদের পৃষ্ঠপোষকতা করে উত্তর প্রদেশের মূখ্যমন্ত্রী আদেশ পালনে অপারগতা প্রকাশ করে! পরে ১৯৫০ সালে একদিকে হিন্দুসংস্থাগুলো মসজিদের জমি দখল নেওয়ার জন্য আদালতে মামলা করতে থাকে, অন্যদিকে সুন্নি কেন্দ্রীয় ওয়াকফ বোর্ড মসজিদ থেকে মূর্তিগুলো সরানোর জন্য আবেদন জানাতে থাকে! দীর্ঘ চার দশক যাবৎ এভাবেই চলে বাবরি মসজিদ ইস্যু! ১৯৮৬ সালে কংগ্রেস নেতা ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধির সিদ্ধান্তে বাবরি মসজিদকে হিন্দুদের জন্য খুলে দেওয়া হয়! ফলে হিন্দু পুরোহিতরা মসজিদে প্রবেশ করতে পারার সুযোগ পেয়ে যায়! মুসলমানরা বাবরী মসজিদ একশন কমিটি গঠন করলেও তা হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। তারপর, শুরু হয় মসজিদের পবিত্র প্রাঙ্গনে শিরকের ঘৃণ্য উৎসব। ১৯৮৯ সালে বিজেপির পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মসজিদের পাশেই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করে।

অতঃপর ১৯৯২সালে ঘটে বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘটনাটি! উইকিপিডিয়ার তথ্যানুযায়ী, ১৯৯২ সালে হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক সমাবেশের উদ্যোক্তারা, ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুযায়ী মসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাবরি মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় একটি রাজনৈতিক সমাবেশ শুরু করে। কিন্তু, পরবর্তীতে তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় ১৫০,০০০ লোক মুসলিমদের প্রাচীন স্থাপত্যকলার নিদর্শন ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদটি সম্পূর্ণরূপে ভূমিস্যাৎ করে দেয়!! মসজিদটি হঠাৎ করেই

ধ্বংস করা হয়নি, বরং বহু পূর্ব থেকেই বাবরি মসজিদকে শহীদ করে দেওয়ার চক্রান্ত করেছিল হিন্দুত্ববাদীরা! সাবেক গোয়েন্দা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক মালয় কৃষ্ণ ধর ২০০৫ সালের একটি বইয়ে দাবি করেছে, আরএসএস, বিজেপি, ভিএইচপি এবং বজরং দলের সিনিয়র নেতারা মসজিদ ধ্বংসের ১০ মাস আগে থেকেই পরিকল্পনা শুরু করেছিল! আর, মসজিদ ধ্বংসের নীল নকশা বাস্তবায়নে সম্ভাব্য সকল বাঁধার সমাধানও করে রেখেছিল!

এ বিষয়ে 'বিবিসি বাংলা' ২০১৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল 'পরিকল্পনা করেই বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা হয়েছিল' শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয়, ভারতীয় একটি অনুসন্ধানী সংবাদ সংস্থা এক স্টিং অপারেশনে দাবি করেছে, বিজেপির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা কল্যাণ সিং এমনকি ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমহা রাও-ও জানত যে সেদিনই বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা হবে।

অনুসন্ধানী সংবাদসংস্থা কোবরা পোস্ট একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার জন্য রীতিমতো আত্মঘাতী দল তৈরি করা হয়েছিল, দেশীয় অস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছিল আর সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেলে ডায়নামাইট দিয়ে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছিল হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির নেতারা।

অতঃপর, সকল প্রস্তুতি শেষে চূড়ান্ত আঘাত আনার লক্ষ্যে বাবরি মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় দেড় লক্ষাধিক হিন্দুত্ববাদীদের সমাগম ঘটে। বিবিসি বাংলার ২০১৭ সালের ৬ই ডিসেম্বরে প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে জানা যায়, হিন্দুত্ববাদীরা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার ৪-৫দিন আগে থেকেই মুসলিমদের কয়েকটি ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে নিজেদের আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমার পরিচয় দিচ্ছিল। আগেই বলা হয়েছে, ভারতের তৎকালীন কংগ্রেস সরকার থেকে নিয়ে বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত সকল হিন্দুত্ববাদীরা জানতো যে, মুসলিমদের ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হবে। তাই, প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন প্রকারের বাঁধার আশংকা ছিল না হিন্দুত্ববাদীদের।

তাই, আর দেরি কেন!? ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে দশটার দিকে মসজিদকে ঘিরে রাখা হিন্দুত্ববাদীরা বাবরি মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে! বিবিসি বাংলার তথ্যানুযায়ী, মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করে ১৫০০০ উগ্র হিন্দু। কিছু হিন্দুত্ববাদী যখন মসজিদের গম্বুজে উঠে গিয়েছিল, তখন চারদিকে আওয়াজ উঠলো- 'এক ধাক্কা অউর দো, বাবরি মসজিদ তোড় দো।' অর্থাৎ, আরো একটা ধাক্কা দাও, বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে দাও। মুরলী মনোহর জশি, উমা ভারতি ও আদভানিসহ হিন্দু নেতা ও পুরোহিতরা বক্তৃতার মাধ্যমে ক্রমাগত উপস্থিত হিন্দুদের উত্তেজিত করতে থাকে। আর, কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে পাশে দাড়িয়ে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার দৃশ্য নিরবে দেখছিল জনতার সেবক পুলিশ বাহিনী! অবশেষে বিকেল পাঁচটা নাগাদ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কাজ শেষ করে মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং ইস্তফা জমা দিয়েছিল - ততক্ষণে বাবরি মসজিদের তিনটি গম্বুজই ভাঙ্গা হয়েছে। মুসলিমদের স্বপ্নকে চুরমার করে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদীরা, কুঠারাঘাত করেছে মুসলিমদের হৃদয়রাজ্যে। বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার পাশাপাশি হিন্দুত্ববাদীরা তৎক্ষণাৎ ধ্বংসস্তুপের উপরই অস্থায়ী রাম মন্দির নির্মাণ করে। আর, পরের দিন সকালে হিন্দুত্ববাদী সেনারা এসে সেখানে খুব ভক্তি ভরে আশির্বাদ নেয়।

তারপর ইসলামপ্রেমী মুসলিমদের সাথে দাঙ্গা বাঁধে সন্ত্রাসী হিন্দুদের। একের পর এক লাশ পড়তে থাকে মাঠে-ময়দানে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের বর্বরতায় সারাবিশ্ব হতবাক হয়ে যায়! ১৯৯২সালের সেই দাঙ্গায় প্রায় ২০০০ জন নিহত হয়েছিল। অতঃপর, মুসলিমদের মসজিদ ধ্বংস করে, মুসলিমদেরকে গণহারে হত্যা করে, সমাধানের নামে মামলা-মোকদ্দমা, তদন্ত ইত্যাদি চলতে থাকে দীর্ঘসময়। আর, আজ ৯ই নভেম্বর শনিবার সেই মামলার শেষ রায় দিতে যাচ্ছে ভারতের হিন্দুত্ববাদী সুপ্রিম কোর্ট।

বাবরি মসজিদের জমির মালিকানার পক্ষে সব ধরনের প্রমাণ রয়েছে বলে দাবি করেছেন মামলার মুসলিম পক্ষের আইনজীবী।

ভারতের কেন্দ্রীয় সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের এক আইনজীবী বলেন, উত্তর প্রদেশের আজকের অযোধ্যায় ১৫২৮ সালে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল।

জায়গাটিতে হিন্দু দেবতার জন্ম নিয়ে যে মিথ্যা দাবি করা হয়েছে, তার ভিত্তি নেই বলেও তিনি দাবি করেন।

নয়াদিল্লি থেকে টেলিফোনে বার্তা সংস্থা আনাদুলুকে তিনি বলেন, বাবরি মসজিদের ভেতরে নামাজ আদায় থেকে মুসলমানদের বিরত রাখতে পারবে না। যেখানে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে, সেখানে কোনো মূর্তি ছিল এমন দাবিও কেউ করতে পারবে না।

এই জ্যেষ্ঠ আইনজীবী বলেন, ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে মুসলমানদের কিছুটা বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। সেই মাসেই মসজিদের ভেতরে হিন্দু দেবতার মূর্তি পাওয়া যায়।

ভারতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা কমাতে বিধিনিষেধ আরোপের ঘটনা স্বাভাবিক বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি জানান, মসজিদের ভেতরে মুসলমানদের নামাজ আদায়ে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়, কিন্তু হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের সেখানে পূজার জন্য নিয়োগ দেয়া হয়। তারা প্রথানুসারে দেবতাদের দেখভাল করে যাচ্ছিল। কিন্তু হিন্দুত্ববাদিরা চক্রান্ত করে মসজিদ এখন সাধারণ মানুষের সীমার বাইরে নিয়ে গেছে।

বাবরি মসজিদ, উপমহাদেশের মুসলিমদের হৃদয়রাজ্যে তার স্থান। প্রায় ৫০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এই মসজিদটি ১৯৯২ সালে ধ্বংস করে দেয় সন্ত্রাসী হিন্দুরা। মসজিদ ধ্বংসের পাশাপাশি ঐসময় ভারতীয় মুসলিমদের উপর বর্বরোচিত গণহত্যা চালিয়েছিল পাষণ্ড হিন্দু সন্ত্রাসীরা। এরপর থেকে বিভিন্ন সময় মামলার নামে মুসলিমদের সাথে ছেলেখেলা করেছে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী আদালত। সেই ধারাবাহিকতায় আর কিছুক্ষণ পরেই বাবরি মসজিদের জায়গা কার? সে রায় দিতে যাচ্ছে ভারতের হিন্দুত্ববাদী সুপ্রিম কোর্ট।

আসলে রায় তো তারা আগেই দিয়ে রেখেছে! বাবরি মসজিদের স্থলে রাম মন্দির নির্মাণ করা হবে, এটাই ক্ষমতাসীন হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল বিজেপির নেতাকর্মীদের রায়! ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার সময় যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল, আজ তারা ক্ষমতায়। সেই হিন্দু সন্ত্রাসীরা বাবরি মসজিদের উপর শেষ আঘাত হানতে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের অন্যতম সহায়ক ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপি। তারা ক্ষমতায়ও এসেছে বাবরি মসজিদের স্থলে রাম মন্দির বানানোর ইশতেহার দিয়ে। সেই ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশই তারা আজ ঘটাতে চায়। বিজেপির নেতাদের মুখে সে কথাই ফুটে উঠছে। হিন্দুত্ববাদী বিজেপি নেতা ভারতীয় সাংসদ সাক্ষী মহারাজ বলেছে, বাবরি মসজিদের উপর রাম মন্দির নির্মাণ করা হবে। গত ১৭ই অক্টোবরের সংবাদে জানা যায়, সন্ত্রাসী হিন্দু নেতা সাক্ষী মহারাজ আগামী ৬ই ডিসেম্বর থেকেই বাবরি মসজিদের উপর মন্দির নির্মাণের কাজও শুরু করার কথা জানিয়েছে!

এদিকে, বাবরি মসজিদ মামলার রায়কে ঘিরে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় তথাকথিত নিরাপত্তা জোরদার করেছে হিন্দুত্ববাদী সরকার। কিন্তু, কাদের দমিয়ে রাখতে এই নিরাপত্তা? ১৯৯২ সালে যখন বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়, তখনই আমরা এর উত্তর পেয়েছি। ভারতের তৎকালীন হিন্দুত্ববাদী সরকারও একইভাবে কথিত নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়েছিল। কিন্তু, তাতে কী হয়েছে? বাবরি মসজিদ রক্ষা পায়নি, রক্ষা পায়নি মুসলিমরা। ভারতজুড়ে সন্ত্রাসী হিন্দুরা মুসলিমদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করতে শুরু করে। মূলত, সরকারের মদদেই ঐ হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছিল, সেনা-পুলিশের সামনেই ভাঙ্গা হয়েছিল বাবরি মসজিদ।

আর, বর্তমানে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার ক্ষমতায়। তাদের ক্ষমতায় আসার মূল ইশতেহারই ছিল বাবরি মসজিদের স্থলে রাম মন্দির নির্মাণ। তাই, বিবেকবান প্রতিটি মানুষ এ বিষয়টি বুঝতে সক্ষম যে, বাবরি মসজিদ মামলার রায়ের আগে বিভিন্ন জায়গায় কথিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার অর্থ কী! বাস্তবতা হলো- সেখানে চেকিংয়ের নামে মুসলিমদেরকেই হয়রানী করা হচ্ছে। তাদের কথিত এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা আসলে মুসলিমদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য নয়, মুসলিমরা শংকামুক্তও নন। বরং, বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার সময় যেভাবে মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালিয়েছিল হিন্দুরা, ঠিক সেরকমই আরেকটি গণহত্যা সংঘটিত হওয়ার শংকায় রয়েছেন স্থানীয় মুসলিমরা।

আল্লাহ মুসলিমদের হেফাজতে রাখুন, বাবরি মসজিদ ইস্যুকে মুসলিমদের জাগরণের কারণ বানিয়ে দিন। আমীন।

বাবরি মসজিদ-রাম মন্দির মামলার রায় আজ শনিবার ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে দশটায় ঘোষণা করতে চলেছে ভারতের হিন্দুত্ববাদী সুপ্রিম কোর্ট। এমনটাই সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে। মুখ্য বিচারপতি নারীকে যৌন হেনস্থাকারী লম্পট রঞ্জন গগৈ অবসর নেওয়ার আগেই এই মামলার রায় ঘোষণা করা হবে বলে শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল।

টানা ৪০ দিনের শুনানির পর লম্পট হিন্দুত্ববাদী বিচারপতি রঞ্জন গগৈ-এর নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ মামলার রায় স্থগিত রাখে। জানানো হয় ১৭ নভেম্বর মুখ্য বিচারপতির অবসর গ্রহণের আগেই এই মামলার

রায় দান করা হবে। সেই মতো আজ শনিবার ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে দশটায় এই মামলার রায়দান করা হবে বলে জানা যায়।

এরই মধ্যে, এই মামলার রায়কে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ভারতের পরিস্থিতি। উত্তরপ্রদেশজুড়ে নিরাপত্তার নামে মুসলিমদের হেনস্থা করা হচ্ছে বলে জানা যায়। রায় ঘোষণার পর হিন্দুরা কীভাবে আনন্দ উৎযাপন করবে, সেই কর্মসূচিও ঘোষণা করেছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল আরএসএস ও তার মিত্ররা।

আফগানিস্তান ইসলামী ইমারতের অধীনস্ত এলাকায় ইসলামী সুশাসনের বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করা শুরু করছে দেশটির জনসাধারণ। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য যেমন বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন তালেবান সরকার, ঠিক তেমনি সমাজ থেকে অপরাধ দমনের প্রচেষ্টাও করে যাচ্ছেন তাঁরা। সেই ধারাবাহিকতায় গত ৭ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার ২ কিডন্যাপারকে ২টি রাইফেলসহ গ্রেফতার করেছেন ইসলামী ইমারত প্রশাসনের সৈন্যরা।

আল-ইমারা বার্তাসংস্থার বরাতে জানা যায়, গত ৭ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশের আদরাসকান জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় ২টি রাইফেলসহ দুই অপহরণকারীকে গ্রেফতার করেছেন মুজাহিদগণ।

অপরাধীরা তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে বলে জানায় আল-ইমারা বার্তাসংস্থা। পরবর্তী বিচারকার্যের জন্য তাদের এই কেসটি ইসলামী ইমারতের বিচার কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে।

গত ৮ নভেম্বর শুক্রবার ক্রুসেডার আমেরিকার পাঁ চাটা গোলাম পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর উপর বেশ কিছু সফল অভিযান চালিয়েছেন পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী তানযিম "তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান" (TTP)।

শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে শুরু করে বিকাল (আছর) পর্যন্ত পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে জুড়ালো অভিযান পরিচালনা করতে থাকেন TTP এর জানবায মুজাহিদগণ।

এসময় বাজুর ইজেন্সীর সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত নাপাক মুরতাদ বাহিনীর ৫টি সামরিকপোস্টকে টার্গেট করে সফল হামলা চালান তেহরিকে তালেবান এর যোদ্ধারা। এই অভিযানে মুজাহিদগণ হালকা ও ভারী যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের পাশাপাশি এন্টি-ট্যাংক দ্বারা পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনীর কর্নেলের বাসগৃহকেও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেন।

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের সম্মানিত মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান যে, মুজাহিদদের এসকল হামলায় ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদীন গত ৮ নভেম্বর শুক্রবার কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর উপর বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে কেনিয়ান সেনাদের সামরিক ঘাঁটিতে বড় ধরণের হামলা।

আল-কায়দা সোমালিয়ান শাখার প্রচার মাধ্যম "ওয়াকালাতুশ শাহাদাহ" এর বরাতে জানা যায় যে, শুক্রবার সোমালিয়ার জুবা রাজ্যের "কুকানী" অঞ্চলে অবস্থিত কেনিয়ান কুফ্ফার বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে তীব্র হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাবের মুজাহিদীন। এ হামলায় কেনিয়ান কুফ্ফার বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

একই দিনে উক্ত রাজ্যের "কাসমায়ো" শহরে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিশেষ ফোর্সের উপরেও একটি অসাধারণ সফল অভিযান চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব এর জানবায মুজাহিদীন। সেখানেও মুরতাদ বাহিনীর উক্ত ইউনিটের অনেক সদস্য হতাহত এবং ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যদিও হতাহতের নির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায়নি।

০৮ই নভেম্বর, ২০১৯

তানযিম কায়েদাতুল জিহাদ ফী বিলাদিশ শাম বা আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা "তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন" ও আল-কায়দা মানহাযের কয়েকটি জিহাদী দলের সমন্বয়ে গঠিত "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুম এর জানবায মুজাহিদগণ দীর্ঘদিন যাবৎ বরকতময়ী জিহাদের ভূমি শামে কুফফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ ও সম্মুখ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় হামা সিটির "আল-হাওয়ীয" এলাকায় সিরিয়ান মুরতাদ নুসাইরী (শিয়া) সন্ত্রাসী বাহিনীর উপর তীব্র হামলা চালান মুজাহিদগণ। আলহামদুলিল্লাহ্ এসময় মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় নিহত হয় কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর ১ সৈন্য।

এক সপ্তাহের ব্যবধানে ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে সুমন নামে আরও এক বাংলাদেশিকে গুলি করে হত্যা করেছে সীমান্ত সন্ত্রাসী বিএসএফ। নিহত সুমন মহেশপুর উপজেলার শ্যামকুড় গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে।

অনলাইন সংবাদ মাধ্যম ইসলাম টাইমসের বরাতে জানা যায়, আজ শুক্রবার ভোর ৪টার দিকে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

মহেশপুর সীমান্তে লড়াইঘাট এলাকা দিয়ে গতরাতে ভারতের অভ্যন্তরে গরু আনতে যান সুমনসহ কয়েকজন। ভোরে গরু নিয়ে ফেরার সময় ভারতের অভ্যন্তরে শীলগেট নামক স্থানে পৌঁছালে পাখিউড়া ক্যাম্পের সন্ত্রাসী বিএসএফরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান সুমন।

এর আগে গত ৩ নভেম্বর মহেশপুর সীমান্তের পলিয়ানপুরের বিপরীতে সন্ত্রাসী বিএসএফের গুলিতে আব্দুর রহিম (৫০) নামে এক বাংলাদেশি নিহত হন। নিহত আব্দুর রহিম ওই উপজেলার নেপা ইউনিয়নের বাউলী গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে। (খবর পার্সটুডের)

গত শুক্রবার রাতে আম্বার গ্রুপের মালিকের গুলশানের বাসভবনে গভীর রাতে সন্ত্রাসী এসপি হারুন হানা দেয় অভিযোগ উঠেছে, দাবি করা ৮ কোটি টাকা চাঁদা না দেওয়ায় ঢাকার গুলশানের বাসা থেকে গভীর রাতে আম্বার গ্রুপের কর্ণধার শওকত আজিজ রাসেলের স্ত্রী ও পুত্রকে নারায়ণগঞ্জে তুলে আনে সন্ত্রাসী এসপি হারুন। শুধু তা-ই নয়, ঢাকা ক্লাব থেকে তার ব্যক্তিগত গাড়িটি জব্দ করে মাদক ও অস্ত্র উদ্ধারের নাটক সাজায় এসপি হারুন।

অভিযোগপত্রে শওকত আজিজ রাসেল উল্লেখ করেন, এসপি হারুন আমাকে গুলশান ক্লাবের লামডা হলে ও গুলশানের কাবাব ফ্যাক্টরি রেস্তোরাঁয় ডেকে নিয়ে দুইবার চাঁদা দাবি করে। ঐ টাকা ডলারে আমেরিকায় এসপি হারুনের নির্ধারিত ঠিকানায় পাঠাতে বলে। টাকা না দিলে আমার ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান আম্বার ডেনিম ধ্বংস করে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেয়। টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আমার কোম্পানির ৪৫ জন কর্মীকে গভীর রাতে গাজীপুর থানায় ধরে নিয়ে যায়। তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে জেলে পাঠায় এসপি হারুন।' এসব অভিযোগ প্রসঙ্গে তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঢাকা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি মাহবুবুর রহমান সে সময় বলেছিলে, 'অপরাধ প্রমাণিত হলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' কিন্তু এসপি হারুনের বিরুদ্ধে কথিত পুলিশের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

রাসেল জানান, 'গত শুক্রবার রাতে তার গুলশানের বাসভবনে গভীর রাতে এসপি হারুন হানা দেয়। তার সঙ্গে ছিলেন ডিবির পোশাক পরা, সাদা পোশাকধারী ও পুলিশের পোশাক পরা ৬০ থেকে ৭০ জন সহযোগী। বাসভবনে এসপি হারুনের প্রবেশ ও তার স্ত্রী-পুত্রকে তুলে আনার ভিডিও প্রকাশ পেলে এ নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, এসপি হারুন ঐ বাসায় ঢুকে সঙ্গীদের ওপরে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে। তার সহযোগীরা রাসেলের স্ত্রী ও পুত্রকে বের করে নিয়ে আসে।

অভিযোগ রয়েছে— সন্ত্রাসী এসপি হারুন নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার হলেও রাজধানীর বিভিন্ন ব্যবসায়ীকে জিম্মি করে অর্থ আদায় করত। প্রতি মাসে সে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিতে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সে ঢাকায় এসে নিয়মিত গুলশানের লেকশোর হোটেলে বসে। সেখানে বসেই চাঁদাবাজির নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ করে এবং চাঁদার টাকা নিয়ে নারায়ণগঞ্জে চলে যায়। এসপি হারুন নিয়মিতই নাম্বার প্লেটহীন গাড়িতে করে ঢাকায় চলাফেরা করত।

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় অবস্থিত শেখ হাসিনা পানি শোধনাগারে কর্মীদের ওভারটাইম ডিউটির নমুনা পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা, তা দেখার বিষয় বটে। দেখা গেছে, একজন কর্মচারী প্রতি রাতে ২০ দশমিক ৮৬ ঘণ্টা কাজ করেছে।

এর বাইরে তাঁর নিয়মিত দায়িত্বের আট ঘণ্টা রয়েছে। সে হিসাবে এক দিনে নিয়মিত ও ওভারটাইম মিলে তারা দায়িত্ব পালন করেছে ২৯ ঘণ্টা।

সহকারী (হেলপার) পদে কর্মরত আবু জাফর। চট্টগ্রাম ওয়াসার এই স্থায়ী কর্মচারী গত জুলাই মাসে মূল বেতন হিসেবে উত্তোলন করেছে ১১ হাজার ৯০ টাকা। একই সময়ে ওভারটাইম (অধিকাল ভাতা) হিসেবে তুলেছে ১৫ হাজার ৬০৩ টাকা, যা মূল বেতনের চেয়ে প্রায় ৪১ শতাংশ বেশি। ওভারটাইম হিসেবে এই পরিমাণ অর্থ পেতে তাঁকে মাত্র সাত রাতে ১৪৬ ঘণ্টা বাড়তি কাজ করতে হয়েছে। প্রতি রাতে সে ২০ দশমিক ৮৬ ঘণ্টা কাজ কিংবা দিনে ২৯ ঘণ্টা কাজের হিসেবটা তারই।

চট্টগ্রাম ওয়াসার বুস্টার স্টেশনের ইলেকট্রিশিয়ান আলী আক্কাসের ক্ষেত্রেও ঘটনা ভিন্ন নয়। গত বছরের জুলাই মাসে ওভারটাইম করে ২০০ ঘণ্টা।

সে হিসাবে মূল বেতন ১৯ হাজার ৮১০ টাকার সঙ্গে ওভারটাইম হিসেবে নেয় ৩৮ হাজার ২৫১ টাকা। মূল বেতনের দ্বিগুণ ওভারটাইম পেতে সে জুলাই মাসের প্রতিদিনই ছুটি না কাটিয়ে নির্ধারিত কাজের অতিরিক্ত ডিউটি করেছে! ২০১৭ সালের জুলাই মাসেও বন্ধের দিন শুক্র-শনিসহ ৩১ দিনে ২০০ ঘণ্টা ওটি করে মূল বেতনের দ্বিগুণ ওভারটাইম ভাতা তুলেছে আক্কাস। এটা শুধু ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালের জুলাই মাসের চিত্র। বাস্তবে বছরের প্রতি মাসেই কমবেশি এ হারে ওভারটাইম ভাতা তুলেছে আক্কাস।

আবু জাফর আর আলী আক্কাসের মতো গত জুলাই মাসে চট্টগ্রাম ওয়াসার ২২৯ জন কর্মচারী দৈনিক আট ঘণ্টা নিয়মিত কাজের জন্য মূল বেতন হিসেবে ৩৪ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪১ টাকার বিপরীতে অতিরিক্ত ২৩ হাজার ৯৯০ ঘণ্টা ওভারটাইম বাবদ আরো ৩৪ লাখ ৬৮ হাজার ৫৯৫ টাকা উত্তোলন করেছে।

এ তো গেল এক মাসের ওভারটাইমের হিসাব। চট্টগ্রাম ওয়াসা থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে, গত অর্থবছরে ওভারটাইম বাবদ ওয়াসার চাকরিজীবীরা পাঁচ কোটি ১৯ লাখ ৬৭ হাজার ৫৯৪ টাকা উত্তোলন করেছে। আগের অর্থবছরে অঙ্কটা ছিল পাঁচ কোটি ১৮ লাখ ৭৪ হাজার ২৫৯ টাকা।

জনবল সংকট ও কাজের চাপ বাড়ায় ওভারটাইম করাতে হয় বলে জানায় চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মাকসুদুল আলম। কালের কণ্ঠকে সে বলেছে, 'চট্টগ্রাম ওয়াসার পানি শোধনাগার কিংবা পাম্প ২৪ ঘণ্টা চালু রাখতে হয়। শুক্র-শনিবার কিংবা সরকারি ছুটির দিনেও এসব প্রকল্প বন্ধ রাখার সুযোগ নেই। স্ট্যান্ডবাই পাম্পগুলোও যেকোনো মুহূর্তে চালু করার প্রয়োজন বিবেচনায় রেখে ওয়াসাকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। ফলে অনেককেই ওভারটাইম করতে হয়। আর মূল ডিউটির বাইরে কে কতক্ষণ ডিউটি করবে তা নির্বাহী প্রকৌশলী রোস্টার করে দেয়। '

চট্টগ্রাম ওয়াসায় ওভারটাইম-প্রীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে অনেকে মূল কাজ না করলেও ওভারটাইম করতে রীতিমতো প্রতিযোগিতায় নামে। লোকসানের কথা বলে নিয়মবহির্ভূতভাবে ছয় মাসের ব্যবধানে ভোক্তা পর্যায়ে পানির বিল বাড়ানোর প্রস্তাব করা হলেও ওভারটাইমের নামে হরিলুটকে চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃপক্ষ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে নীরবে। এমনকি বন্ধ পাম্পেও চলে ওভারটাইম। চট্টগ্রামের বহদ্দারহাট, চান্দগাঁও, বাকলিয়া আর খাতুনগঞ্জ নিয়ে গঠিত মড ৩-এ ৩৮টি পাম্পের মধ্যে চালু আছে মাত্র দুটি। অন্য পাম্পগুলোর মধ্যে ছয়টি পরিত্যক্ত। বাকি পাম্পগুলো মদুনাঘাট প্রকল্প চালুর পর থেকে স্ট্যান্ডবাই রাখা হয়েছে। অথচ বন্ধ থাকা পাম্পগুলোতেও ওভারটাইম চলছে সমানতালে। এই পাম্পগুলোতে শতাধিক কর্মচারী কাজ করলেও ওয়াসার স্থায়ী কর্মচারী ৪৯ জন। এই ৪৯ জন জুলাই মাসের মূল বেতন উত্তোলন করে সাত লাখ ৩৭ হাজার ৩০ টাকা। পাশাপাশি পাঁচ হাজার ৮২০ ঘণ্টা ওভারটাইম ধরে উত্তোলন করা হয়েছে আট লাখ ৪০ হাজার ৮৮৭ টাকা।

নারায়ণগঞ্জে সন্ত্রাসী ডিবি পুলিশের এক কর্মকর্তার একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়ে উঠেছে। বুধবার সকাল থেকে ভাইরাল হওয়া ওই ছবিটিতে দেখা যায় ডিবির এসআই সন্ত্রাসী মো. আরিফ বিপুল পরিমাণ টাকার উপর ঘুমিয়ে আছে। এ নিয়ে দেখা দিয়েছে চাঞ্চল্য।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত থেকে সিদ্ধিরগঞ্জ ও এর আশে পাশে এলাকায় ডিউটি করে এসআই আরিফসহ এক দল আওয়ামী দালাল পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বুধবার সকালে সিদ্ধিরগঞ্জে তাদের ব্যবহারের একটি গাড়ি রাস্তার পাশে পার্কিং করা ছিল। ওই সময় একাধিক ব্যক্তি গাড়ির ভেতরের কয়েকটি ছবি তোলেন। এতে দেখা যায় দূর্নীতিবাজ এসআই আরিফ বিপুল পরিমাণ টাকার উপর ঘুমিয়ে ছিল।

এ টাকাগুলোর প্রতিটি বান্ডিল আকারে দেখা যায়। ১০০, ৫০০ ও ১ হাজার টাকার নোটের বেশ কয়েকটি বান্ডিল ছিল সেখানে। তবে টাকার মোট অংক জানা যায়নি। পাশে ছিল তার ব্যবহৃত সরকারি ওয়ালেস।

বুধবার সকাল থেকে ওই ছবিটি ফেসবুকে ভাইরাল হয়ে পড়ে।

পরে এ ব্যাপারে জানতে কথিত এসআই আরিফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে সে কথা বলতে রাজি হয়নি।

আফগানিস্তানে ইমারতে ইসলামিয়া মুজাহিদগণের আল ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় বালখ, কাবুল, পাকতিয়া, পাকতিকা, তাখর, জওজান, কুন্দুজ, লোগার এবং গজনী প্রদেশগুলিতে সন্ত্রাসীদের ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে হামলা চালিয়েছেন। আর বদখান প্রদেশে সন্ত্রাসীদের কমান্ডার মুজাহিদগণের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

আল ইমারাহ সাইটের বিস্তারিত বিবরণে জানা যায়, গত বুধবার ও বৃহস্পতিবারের মধ্যে মুজাহিদীন বালখ জেলা খাস বালখের জাগর তপা এলাকায় জাংজু কমান্ডার কামালের চৌকিতে হামলা চালিয়েছেন। হামলায় ৩ সন্ত্রাসী কর্মী নিহত ও ৪ সন্ত্রাসী আহত হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার সকালে মুজাহিদীন ও দুশমনদের মাঝে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে পুলিশ ইউনিটে মুজাহিদিনের হামলায় ৩ পুলিশ সন্ত্রাসী নিহত ও এক সন্ত্রাসী আহত হয়।

কাবুল প্রদেশ থেকে জানিয়েছে যে গত বুধবার দুপুরের দিকে মুজাহিদীন সরোবি জেলার ওয়াজবিন জেলার চিনার গ্রামের নিকটে আফগান সন্ত্রাসী বাহিনীর উপর হামলা চালায়, যেখানে একটি রেঞ্জার গাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে আরোহী ৩ সন্ত্রাসী নিহত ও এক সন্ত্রাসী আহত হয়েছিল।

এমনিভাবে, কারাবাগ জেলার চুন্নী এলাকায় মুজাহিদিন একটি মার্কিন হানাদারদের সাফলাই গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এদিকে, চরিয়াসাব জেলার দোগাবাদ এলাকায় মুজাহিদীন গোয়েন্দা অফিসার মুরতাদ সোলাইমানকে হত্যা করেছে।

সংবাদ প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, গত বুধবার বদখশান প্রদেশের কোঘজ জেলার তথাকথিত জাতীয় সেনাবাহিনীর যোদ্ধা ও কমান্ডার জমহুরউদ্দিন সত্যকে বুঝতে পেরে আরো ৭ জন সশস্ত্র যোদ্ধা নিয়ে মুজাহিদিনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। পরে তাঁদের হালকা ও ভারী অস্ত্র মুজাহিদিনের হাতে হস্তান্তর করেছেন।

মিয়ানমারে এখনো চলছে রোহিঙ্গা নিধন। গত বুধবারে মিয়ানমারে মগ সন্ত্রাসী সেনারা বুথিডাংয়ের থাজেটপায়িন গ্রামে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং তাদের হামলায় একজন রোহিঙ্গা মহিলা নিহত হয়েছেন বলে জানা যায়।
গত ৬ই নভেম্বর বুধবার সকাল ৮টার দিকে মিয়ানমারের বুথিডাং-এর থাজেটপায়িন গ্রামে আগুন ধরিয়ে দেয় মিয়ানমারের সন্ত্রাসী বৌদ্ধ সেনারা। এসময়, পাশের গ্রাম কিয়ারনাজোপায়িন গ্রামের রোহিঙ্গা বাসিন্দারা কিনতৌং নামক গ্রামে পালাতে শুরু করেন।
জানা যায়, সন্ত্রাসী মগ সেনাদের একটি রকেট হামলার শিকার হয়ে একজন রোহিঙ্গা মহিলা নিহতও হয়েছেন।

সন্ত্রাসী মগ সেনাদের ঐ রকেট গিয়ে রোহিঙ্গা নারীর ঘরে আঘাত হানে এবং এর ফলেই নিহত হন ঐ রোহিঙ্গা মহিলা।

সূত্র: https://twitter.com/i/status/1192008633455955968

ভারতের পরভনি, মঙ্গলোরায় অবস্থিত এক বন্ধ ঐতিহাসিক জামে মসজিদে পূজাপাঠ সমাপ্ত করেছে এক হিন্দু নারী। চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে গত শনিবার বেলা এগারোটা বাজে ৫০ মিনিটে তিনি মসজিদের ভিতরে দেওয়ালির পূজা এবং বিভিন্ন দেবদেবীর ছবিসহ বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে পালন করেছে বলে খবর প্রকাশ করেছে ভারতীয় অনলাইন পত্রিকা বাসীরাত অনলাইন।

জানা যায়, ৭০ বছরের অধিককাল ধরে মসজিদে নামাজ পড়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছে ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসীরা। বিগত কয়েক বছরে ধরে হিন্দুত্ববাদি আদালতে মসজিদের বিষয়টি ঝুলন্ত রেখেছে। এখনো মসজিদের বিষয়টি সমাধান হয়নি। এমতাবস্থায় এই জামে মসজিদে এক নারীর পূজাপাট সমাপ্ত করার ঘটনা ঘটলো।

স্থানীয়সূত্রে আরও জানা যায়, ২ বছর পূর্বে এই মসজিদে পূজা পাঠ সমাপ্ত করার জন্য এসেছিল এই নারী।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, এই মহিলা এই দুই বছর আগের মহিলা। সে মসজিদের ভিতরে পূজা পাঠ সমাপ্ত করেছে। তার বিভিন্ন মূর্তি আচার অনুষ্ঠান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

অনেকে মনে করছেন ভারতে মুসলমানদের অন্যান্য মসজিদের স্থানে যেমনিভাবে পূর্বে মন্দির ছিল বলে হিন্দুত্ববাদিরা মিথ্যা দাবি তুলেছে এ মসজিদকে নিয়েও হয়ত একই ষড়যন্ত্র চলছে।

০৭ই নভেম্বর, ২০১৯

আল ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তানে ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদগণ হেলমান্দ, ফারাহ, কান্দাহার এবং ওয়াজিবল প্রদেশে আফগান পুতুল সেনাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছেন।

আল ইমারাহ সাইটের বরাতে জানা জানা যায়, গত বুধবার বেলা ১১ টার দিকে কান্দাহার প্রদেশের শাওয়ালিকোট জেলার বাঘসরাই এলাকায় মুজাহিদগণের বোমা বিস্ফোরণে দুশমনদের একটি ট্যাংক গাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে এক সন্ত্রাসী নিহত হয়।

বুধবার বেলা তিনটার দিকে মিয়াশিন জেলার খাস্কাস এলাকায় আফগান মুরতাদদের একটি পার্টিতে মুজাহিদিন বিস্ফোরণ হমলা চালিয়েছেন। উক্ত বিস্ফোরণ হামলায় একটি রেঞ্জার গাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে ১১ আফগান সন্ত্রাসী কর্মী ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

একইভাবে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আটটার দিকে মাইওয়ান্দ জেলার শোলগাম এলাকায় লেজার বন্দুক হামলায় ৩ সন্ত্রাসী কর্মী নিহত হয়।

তবে বুধবার দুপুর ২ টার দিকে মুজাহিদিন শোরাবক জেলার বদাই কারি এলাকায় এক কমান্ডো সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করে তার মামলাটি শরিয়াহ আদালতে সোপর্দ করেছেন।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, বুধবার সন্ধ্যা ৫ টার দিকে জাবুল প্রদেশের আরঘান্ডাব জেলার আফগান এলাকায় মুজাহিদগণ বোমা বিস্ফোরণ হামলা চালিয়ে সন্ত্রাসীদের একটি ট্যাঙ্কটি বিধ্বস্ত করে এবং তাতে আরোহী সন্ত্রাসী কর্মীরা নিহত হয়।

জিহাদি মিডিয়ার সূত্রে জানা যায়, হেলমান্দ প্রদেশের গ্রেশক জেলায় গত বুধবার রাত ১১ টার দিকে খাল সিরাজ এলাকার রিফুয়েলিং সাইটে শত্রুদের উপর মুজাহিদগণের আক্রমণে ২ সন্ত্রাসী কর্মী নিহত হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বুধবার দুপুর তিনটার দিকে আমেরিকান হানাদার ও তাদের পুতুল আফগান বাহিনীরা ফারিয়াব প্রদেশের আন্দখুয়ী জেলার গুজরাবাদ এলাকায় মুজাহিদীনের ফ্রন্টগুলিতে হামলা চালায়, পরে দুশমনরা মুজাহিদগণের প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখোমুখি হয় এবং লড়াই শুরু হয়।

মুজাহিদগণের একটি বোমা বিস্ফোরণে ৪ আফগান পুতুল সন্ত্রাসী মারা গেছে, আহত হয়েছে আরও 3 সন্ত্রাসী, অন্যরা পালিয়ে গেছে।

এদিকে, শত্রুদের গুলিতে একজন মুজাহিদ আহত হয়েছেন এবং ২ জন শহীদ হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের শহিদ হিসেবে কবুল করুক-আমিন

কায়সার-ই-ইয়াকবাগ এলাকায় দুই যোদ্ধা (গোলাম মুহাম্মদের ছেলে রাজিকুল এবং নেক মুহাম্মদের ছেলে নূর মোহাম্মদ) মুজাহিদিনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

এ যেন আইয়্যামে জাহেলিয়াত! জীবন্ত কন্যাশিশুকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল তারই বাবা আর দাদা। কিন্তু ঘটনাটি এক সিএনজি চালকের নজরে পড়ায় বেঁচে গেছে শিশুকন্যাটি। গতকাল এ ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যে।

স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানায়, বৃহস্পতিবার নবজাতক শিশুটিকে একটা কাপড়ের পুটলিতে মুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল শিশুটির বাবা ও দাদা মিলে। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো অসহায় শিশুটিকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা। এ সময় জুবিলি বাস স্ট্যান্ডের সিএনজি চালক তাদের দেখে ফেলে। ওই দুজনের আচরণ সন্দেহজনক

মনে হওয়ায় সে তাদের পিছু নেয়। এসময় দেখে তারা পুটলিটা নিয়ে ঝোপের দিকে যাচ্ছে। সেখানে পৌঁছে তারা গর্ত খুঁড়তে শুরু করে। সিএনজি চালক বলেছে, দেখলাম বুড়ো লোকটা কাপড়ের পুটলিটা নিয়ে ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার সাথের লোকটা গর্ত খুঁড়ছে। আমি তাদের চিৎকার করে থামতে বললাম। কিন্তু তারা আমাকে পাত্তা দিল না। বিষয়টি আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে ফোন করলাম।

পুলিশকে দেখেই ভয় পেয়ে করিমনগর জেলার দুই বাসিন্দা জানায়, ওই শিশুকন্যা তাদের নাতনি। তারা আরো দাবি করে, জন্মের সময় শিশুটি মারা গেছে। তাই শিশুটিকে দাহ করার জন্য তারা এখানে নিয়ে এসেছে। গর্ত খুঁড়ে শিশুটিকে পুড়িয়ে চাপা দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য।

এসময় হঠাৎ শিশুটি কেঁদে উঠে। তখন পুটলি খুলে দেখা গেল শিশুকন্যাটি এখনও জীবিত।

ভারতে মুসলিমদের ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদকে রক্ষা করা যেত, যদি সেই সময়কার হিন্দুত্ববাদী প্রধানমন্ত্রী মালাউন পিভি নরসীমা রাওয়ের রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকত। এমনটাই মন্তব্য করেছে সেই সময়কার দেশটির স্বরাষ্ট্র সচিব মাধব গোটবোলে।

বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়ার আগেই এক ব্যাপক পরিকল্পনা করেছিল ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তা গ্রহণ করেনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী। নিজের বইয়ে এমনটাই দাবি করেছে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব গোটবোলে। অযোধ্যা বিতর্ক নিয়ে তার নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে।

সেখানে মাধব গোটবোলে বলেছে, প্রধানমন্ত্রীর পর্যায়ে যদি রাজনৈতিক উদ্যোগ নেওয়া হত, তাহলে বাবরি ধ্বংস এড়ানো যেত।

তবে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে প্রাক্তন এই আমলা বলেছে, এই ঘটনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে দুর্ভাগ্যবশত সে নন প্লেয়িং ক্যাপ্টেন হিসেবেই থেকে গিয়েছে।

প্রাক্তন এই আমলার অভিযোগ, রাও ছাড়াও প্রাক্তন দুই প্রধানমন্ত্রী রাজীন গান্ধী এবং ভিপি সিং-ও মসজিদ নিয়ে সময় মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি।

কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী দিয়ে বাবরি মসজিদ ঘিরে ফেলে তার সুরক্ষা নিশ্চিত করা যেত বলেও মন্তব্য করেছে। তার জন্য সন্ত্রাসী করসেবা শুরু হওয়ার প্রস্তাবিত দিনের অনেক আগেই কাজ শুরু করা যেত।

লেখক আরও বলেছে, সেই সময়ের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল মালাউন কল্যাণ সিং সরকারকে। সেই মালাউন সরকারই সন্ত্রাসী কর সেবকদের আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার সুযোগ করে দেয়।

সূত্র: ওয়ানইন্ডিয়া ডটকম

বগুড়ার ধুনট উপজেলার ভান্ডারবাড়ি ইউনিয়নের মরচিতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মালামাল লুটে নিয়েছে আশরাফুল কবির রানা নামে স্থানীয় সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের এক নেতা। সে উপজেলার ভান্ডারবাড়ি ইউনিয়ন সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক।

আজ সোমরার দুপুরের দিকে সে ওই বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবন থেকে চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল, ঢেউটিনসহ বিভিন্ন ধরনের মালামাল লুটে নেয়। এ ঘটনায় ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার নিকট অভিযোগ দিয়েছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, মরিচতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনটি অপসারণের জন্য সরকারিভাবে নিলাম ডাকার সিদ্ধান্ত হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) সভাপতি ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে (টিও) সদস্য সচিব করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট নিলাম ডাকের কমিটি গঠন করা হয়। ওই পুরাতন ভবনটির সরকারি মূল্য নির্ধারণ করা হয় ৮৪ হাজার টাকা। গত ৩১ অক্টোবর নিলাম ডাকের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতা আশরাফুল কবির রানা ১ লাখ ১৮ হাজার টাকায় ভবনটি নেয়।

এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমীন বলেন, আশরাফুল কবির রানা বিদ্যালয়ে পৌঁছে পুরাতন ভবনে রক্ষিত নিলাম ডাকের বহির্ভূত এক হাজার ইট, ৬ বান্ডিল ঢেউটিন, ১২টি বেঞ্চ, ২টি চেয়ার ও ২টি টেবিল নিয়ে যায়। এসব মালামাল নেওয়ার সময় বাধা দিলে রানা ও তার লোকজন আমাকে বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়েছে। ফলে আমি বিদ্যালয়ের মালামাল রক্ষা করতে পারিনি।

তবে এ বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে জানানো হয়েছে।

ধুনট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নিলাম ডাক কমিটির সভাপতি রাজিয়া সুলতানা বলেন, এ ঘটনাটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমাকে জানিয়েছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজশাহী দুর্গাপুর উপজেলা খাদ্যগুদামের পুরনো লোহার প্রধান গেট বিক্রি করে দিল সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতা রুস্তম আলী। পরে খাদ্যগুদামের কর্মকর্তারা স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় ১৯০ কেজি ওজনের সেই গেটি উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় দুর্গাপুর উপজেলায় ব্যাপক সমালোচনা দেখা দিয়েছে। ওই সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতা উপজেলার ধরমপুর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি।

জানা গেছে, উপজেলা খাদ্য গুদামের প্রধান গেট নতুন করে স্থাপন করা হয়। এর পরে পুরনো গেটটি গুদাম চত্বরে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। গত শনিবার সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের নেতা রুস্তম আলী তার কর্মীদের দিয়ে সেই গেটটি গুদাম চত্বর থেকে গাড়ি যোগে তুলে নিয়ে থানা মোড়ে অবস্থিত সেলিম নামের এক ভাংড়ি ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেয়। এর পরে বিষয়টি নিয়ে সবার মাঝে সমালোচনা দেখা দেয়।

পরে উপজেলা খাদ্যগুদামের ইনচার্জ (ওসিএলএসডি) আফরোজা বেগম গতকাল সোমবার দুপুরে সেই ভাংড়ি দোকান থেকে ওই গেটটি উদ্ধার করেন। তবে ১৯০ কেজি ওজনের ওই গেটটি খাদ্য গুদাম হতে কিভাবে বাহিরে গেল তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে দেখা দিয়ে নানা প্রতিক্রিয়া।

অনেকে মনে করছেন গেটটি বিক্রির পেছনে ওই গুদাম কর্মকর্তার যোগসাজ রয়েছে।

এ বিষয়ে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা ছালাম বিশ্বাস বলেন, পুরনো লোহার গেট সম্পর্কে তার দপ্তরের খাদ্যগুদামের ইনচার্জ জানেন। তিনি গেট বিষয়ে কিছুই জানেন না, তবে সেই গেটটি উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

ফেনীর পরশুরামে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতার পিটুনি খেয়ে অপমানে আত্মহত্যা করেছেন আবু আহাম্মদ (৫০) নামে এক কৃষক। মঙ্গলবার তার লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য ফেনী সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

সোমবার রাতে উপজেলার মির্জানগর ইউনিয়নের কাউতলী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আবু আহাম্মদ উপজেলার কাউতলী গ্রামে মৃত রাজা মিয়ার ছেলে।

নিহতের স্ত্রী রহিমা আক্তার অভিযোগ করে বলেন, সোমবার রাতে ধানক্ষেতে ওষুধ দেয়াকে কেন্দ্র করে মির্জানগর ইউনিয়ন ওয়ার্ড সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহম্মদ তার স্বামী আবু আহাম্মদকে অফিসে ডেকে নিয়ে বটতলী বাজারে প্রকাশ্যে মারপিট করে।

একপর্যায়ে আবু আহাম্মদ সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পরে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতা তার মোবাইল ফোন দিয়ে আবুকে অফিসে পাঠানোর জন্য তাকে হুমকি দেয়। জবাবে স্বামী বাড়িতে নেই জানালে ফিরোজ লোকজন পাঠিয়ে তাকে বাড়ি থেকে তুলে নেয়ার হুমকি দেয় এবং অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ করে।

পরে রাত ১০টার দিকে আবু আহাম্মদের লাশ বাড়ির পেছনে একটি গাছের সঙ্গে ঝুলতে দেখে পরিবারের লোক পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে লাশটি উদ্ধার করে।

মির্জানগর ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ড সদস্য মহিউদ্দিন ছুট্টো জানান, নিহত আবু আহাম্মদ পেশায় একজন কৃষক। সে বিভিন্ন জনের ধানখেতে ওষুধ দেয়ার কাজ করত। ফিরোজের সঙ্গে ওষুধ দেয়াকে কেন্দ্র করে ঝামেলা হয়েছে। রাতে আবু আহাম্মদের স্ত্রীকে একাধিকবার ফোন দিয়েছে বলে নিহতের স্ত্রী অভিযোগ করেন।

পরশুরাম থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মাহবুবুর রহমান জানান, তার লাশের ময়নাতদন্ত শেষে তার পরিবারের কাছে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তার স্ত্রী বা পরিবারের কেউ লিখিত কোনো অভিযোগ দেয়নি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বগুড়ার গাবতলীতে ১০ হাজার টাকার দাবিতে রাত ১০টায় দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে নববধূ কলেজছাত্রীকে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে পুলিশের এক এসআইয়ের বিরুদ্ধে। গত রবিবার রাতে উপজেলার মধ্যখুপি গ্রামে এই মারধরের ঘটনা ঘটে।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আহত ওই গৃহবধূর অবস্থা গুরুতর। নির্যাতিত গৃহবধূ মনিরা আক্তার গ্রামের ইমরান হোসেনের স্ত্রী। সম্প্রতি ইমরানকে বিয়ে করেন মনিরা। অভিযুক্ত ব্যক্তি হলেন গাবতলী থানার এসআই সন্ত্রাসী রিপন মিয়া।

নির্যাতনের শিকার গৃহবধূ মনিরা আক্তার বর্তমানে বগুড়া মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন।

মনিরার অভিযোগ, তাঁর বাবা তাদের বিয়েতে প্রথমে অমত ছিলেন। তাই মূলত পুলিশ দিয়ে ইমরানকে হয়রানি করতে চেয়েছিলেন।

জাহিদুল ইসলামের লিখিত অভিযোগের তদন্তভার পায় গাবতলী থানার এসআই রিপন মিয়া। সে তদন্তকাজের অংশ হিসেবে ইমরান ও মনিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রকৃত ঘটনা জানে। এরপর বিষয়টি ঝুলিয়ে রেখে অভিযোগকারী মনিরার বাবা জাহিদুল ও ইমরান দুজনের কাছ থেকেই মাঝে মাঝেই টাকা হাতিয়ে নিতে থাকে বলে অভিযোগ করেন মনিরা।

একসময়ে ইমরানের বাসাতেই গ্রামের বাড়িতে বসবাস শুরু করেন তাঁরা। খবরটি জানতে পেরে এসআই রিপন পুলিশ ফোর্স নিয়ে রবিবার রাত ১০টার দিকে ইমরানের বাড়ি ঘেরাও করে। এরপর ঘরের দরজা লাথি মেরে ভেঙে প্রবেশ করে নববিবাহিত দম্পতির ঘরে। এ সময় রিপন মনিরার বাবার অভিযোগের তদন্তকারী হিসেবে কেন তাঁকে না জানিয়ে তারা এখানে এসেছে তা জানতে চায় মনিরার কাছে। মনিরা কারণ জানালে, ক্ষুব্ধ হয়ে এসআই রিপন মিয়া বলেন, 'ঠিক আছে ভালো কথা, এখন ১০ হাজার টাকা দে। ' এই বলে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে। মনিরা টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে সন্ত্রাসী রিপন মিয়া আরো ক্ষুব্ধ হয়ে মনিরাকে চড়-থাপ্পড়, কিল-ঘুষি মারতে শুরু করে। এর একপর্যায়ে মনিরাকে লাঠিপেটা করে এই সন্ত্রাসী এস আই। এ সময় মনিরার স্বামী ইমরান তাঁকে রক্ষা করতে এগিয়ে গেলে তাঁকেও মারধর করা হয়।

এই দম্পতির চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে গ্রামের লোকজন এগিয়ে এলে চাঁদাবাজ এসআই রিপন দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে চলে যায়। মাঝ রাতেই আহত অবস্থায় মনিরাকে বগুড়া মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

বগুড়া মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক সামসুজ্জামান জানান, মনিরার শারীরিক আঘাত বেশ গুরুতর। তাঁকে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

২০১৯ সালের অক্টোবর মাসেই দেশে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ১৮৩টি। এ ছাড়া ৪৬৫ জন নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। আজ সোমবার বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লিগ্যাল এইড উপপরিষদ ১৪টি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসের এই প্রতিবেদন তৈরি করে। এসব প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, গণধর্ষণের শিকার হয়েছে ২৩ জন, ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৭ জনকে, ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা করেছে ২ জন। এ ছাড়া ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে ৩০ জনকে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছে ৪ জন, যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে ১৭ জন। অ্যাসিডদগ্ধের শিকার হয়েছে ২ জন, অগ্নিদগ্ধের শিকার হয়েছে ১ জন। অপহরণের ঘটনা ঘটেছে মোট ১৫টি। নারী ও শিশু পাচার করা হয়েছে ৩ জন। পতিতালয়ে বিক্রি করা হয়েছে ২ জনকে। বিভিন্ন কারণে ৪৫ জন নারী ও কন্যাশিশুকে হত্যা করা হয়েছে। আর ৭ জনকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। যৌতুকের জন্য হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৫ জন। এর মধ্যে হত্যা করা হয়েছে ২ জনকে। উত্ত্যক্ত করা হয়েছে ৯ জনকে। বিভিন্ন নির্যাতনের কারণে ৯ জন আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। আত্মহত্যায় প্ররোচনার শিকার হয়েছে ২ জন। ৫৩ জনের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে ১৯ জনকে। বেআইনি ফতোয়ার ঘটনা ঘটেছে ২টি। পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে ১ জন। ২০টি অন্যান্য নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে।

সুত্রঃ প্রথম আলো

ইতিহাস অতি নির্মম বিচারক। এই বিচারে আবেগের স্থান নেই। আবেগ, কূটকৌশল আর হেডলাইন বদলিয়ে এই বিচার পরিবর্তন করা যায় না। দ্বিতীয়বারের মতো ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়া হিন্দুত্ববাদী নেতা নরেন্দ্র মোদি নিজেকে ইতিহাসের এমন জায়গায় নিয়ে যেতে চান, যেখানে তিনি ভারতের পুনরুদ্ধারকারী হিসেবে এবং দেশকে হ্যাশট্যাগ নিউইন্ডিয়া হিসেবে গড়ে তোলার কারিগর হিসেবে বিবেচিত হবেন।

মোদি ইতিহাসে জায়গা পাবে ঠিকই, কিন্তু এমন নেতা হিসেবে যে বহু-সাংস্কৃতিক ও বহু-বিশ্বাসের একটা সভ্যতাকে দ্রুত বদলে দিতে চেয়েছে, যেখানে আসলে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী সমাধান কখনও কার্যকরী হবে না।

মোদি আর তার সহযোগী কেন্দ্রীয় উগ্র নেতা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ একতরফাভাবে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেখানে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা দেয়া ছিল। মোদি আর শাহ এমনকি জম্মু ও কাশ্মীরকে দ্বিখণ্ডিত করে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ নামে দুটো আলাদা ইউনিয়ন অঞ্চল গঠন করেছে।

প্রায় একশ দিন ধরে কাশ্মীরের সাবেক তিনজন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আব্দুল্লাহ, ওমর আব্দুল্লাহ আর মেহবুবা মুফতি বাকি কাশ্মীরীদের সাথে বন্দি হয়ে আছেন। অবরুদ্ধ অবস্থার পাশাপাশি সেখানে ইন্টারনেট সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে।

ভারতীয় নাগরিকদের অবরুদ্ধ করে রাখাটা কিভাবে ভারতের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ – সে প্রশ্নটা মোদি সরকারের কাছে করছে উদ্বিগ্ন বিশ্ব। ক্রমেই মনে হচ্ছে যে, ভারতের একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যটিকে নিয়ে মোদির সরকারের খেলা শেষ করার কোন পরিকল্পনা নেই।

সরকারের বড় ধরনের অন্যায়কৃত এই পদক্ষেপের পর কাশ্মীর ইস্যুটি এখন আন্তর্জাতিক ইস্যু হয়ে উঠেছে।

এই পরিস্থিতিটা আরও কুৎসিত হয়ে গেছে, যখন সংবাদের শিরোনাম বদলের অদক্ষ চেষ্টা চালানো হয়েছে। ইউরোপিয় ইউনিয়ন পার্লামেন্টের এক ডজনের বেশি কট্টর ডানপন্থী সদস্যদের সম্প্রতি কাশ্মীর সফরে নিয়ে যাওয়া হয় যেটার সমাপ্তি হয় শিকারাতে আনন্দ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে। এই ‘ভ্রমণের’ আয়োজন করেছিল ‘আন্তর্জাতিক বিজনেস ব্রোকার’ মাদি শর্মা, যার পেছনে মোদি সরকারের হাত রয়েছে।

এই ডানপন্থী সদস্যদের ভ্রমণের বেলুনটি অবশ্য পুরোটাই ফেটে গেছে যখন জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল চলতি সপ্তাহে ভারত সফরের ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নেন। মার্কেল বলেছে, “কাশ্মীর পরিস্থিতি অস্থিতিশীল” এবং সেখানে “অবরুদ্ধ অবস্থাটি সঠিক নয়”।

নজরদারি

মালাউন মোদির সর্বসাম্প্রতিক আঘাত হলো প্রায় ১৫০০ মানুষের উপর ইসরাইলি যুদ্ধ সরঞ্জাম – পেগাসাস দিয়ে নজরদারি চালানো। এই উৎপাদনকারীরা বলেছে, তারা এটা শুধু সরকারের কাছেই বিক্রি করে থাকে।

ভারতীয় নাগরিকদের উপর নজরদারির ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের নিয়ম রয়েছে। যেখানে বলা আছে যে, এ জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের লিখিত অনুমতি লাগবে এবং সেই অনুমতি দেয়ার জন্য বেশ কয়েকটি সংস্থার সুপারিশ থাকতে হবে। অধিকার কর্মী, সাংবাদিক, বিরোধী দলের রাজনীতিবিদ ও বিচারকদের হোয়াটসঅ্যাপ একাউন্টে এই নজরদারির বিষয়টি খুবই কেলেঙ্কারির ব্যাপার।

ভারতের জনগণের কাছে মোদির কোন দায় নেই। এখন পর্যন্ত সে এ কথা জানাতে অস্বীকার করে এসেছে যে, কে তাকে রুপির নোট বিলুপ্ত করার পরামর্শ দিয়েছিল। তার এই অদূরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে অর্থনীতিরই শুধু ক্ষতি হয়নি, বরং রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া তাদের দুজন যোগ্য গভর্নরকে হারিয়েছে। আরবিআইয়ের যে স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা ছিল বিশ্বে, সেটাও ধুলায় মিশে গেছে। একই সাথে মোদির অধীনে ভারত সরকার যে সব অর্থনৈতিক তথ্য দিচ্ছে, সেগুলোর ব্যাপারেও আস্থা হারিয়ে গেছে মানুষের।

কাশ্মীরের অবরুদ্ধ অবস্থা, নজরদারি কেলেঙ্গারি আর সরকারের নানান দাবি সত্বেও অবনতিশীল অর্থনীতি – সব মিলিয়ে ভারত ক্রমেই একটা মালাউন সন্ত্রাসীদের পুলিশি রাষ্ট্র হয়ে উঠছে।

ইতিহাস মোদিকে কিভাবে স্মরণ করবে? সেই রায় হয়ে গেছে।

সূত্র: গালফ নিউজ

রাস্তার পাশের স্টলে যারা গোমাংস খেয়ে যারা নিজেদের গর্ববোধ করেন, তাদের কুকুরের মাংস খাওয়ার পরামর্শ দিল পশ্চিমবঙ্গের সন্ত্রাসী দল বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

গত সোমবার বর্ধমান জেলায় 'গোপা অষ্টমী কার্যক্রম' অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সে এ কথা বলেছে।

দিলীপ ঘোষ বলেছে 'কিছু কিছু বিদ্বজন আছেন যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে গরুর মাংস খান। আমি তাদের বলবো কুকুরের মাংস খেতে। তারা যে প্রাণীর মাংসই খান না কেন তাদের শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

দিলীপ ঘোষ বলেছে 'গরু হল আমাদের মা। গরুর দুধ খেয়েই আমরা বেঁচে থাকি। কোন ব্যক্তি যদি আমাদের মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করে, তবে তাদেরকে যেভাবে সায়েস্তা করতে হয় আমি ঠিক সেভাবেই সায়েস্তা করবো। ভারতের এই মাটিতে গরু হত্যা করা ও গোমাংস খাওয়া একটা অপরাধ। এটা একটা মহা পাপ।'

আসলে সন্ত্রাসীরা গোরক্ষাকে মুসলিম হত্যার একটা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। পশ্চিমবঙ্গের সন্ত্রাসী দল বিজেপির সভাপতি এই দিলীপ ঘোষই কিছুদিন আগে ঘোষণা দিয়েছে বিদেশি গরু আমাদের গোমাতা নয়। ফলে বিশ্লেষকগণ মনে করছেন ভারতের হিন্দুত্ববাদিরা গরুকে মা বলে প্রচার করে এটাকে মুসলিম হত্যা করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে। অন্যথায় একই গরু বিদেশী হলে মা হবে না কেন? যদিও এগুলো সবই হিন্দুদের ভ্রান্ত বিশ্বাস। কেননা গরু কখনোই মানুষের মা হতে পারে না।

০৬ই নভেম্বর, ২০১৯

সিরিয়ায় আল-কায়েদার বর্তমান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের একদল জানবায মুজাহিদ কমান্ডার আবু খালাদ আল-মুহান্দিস রহিমাহুল্লাহ এর নামে নামকরণ করা একটি ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। সে প্রশিক্ষণের কিছু হৃদয়কাড়া দৃশ্য 'শাম আল-রিবাত মিডিয়া' এর ভাইয়েরা প্রকাশ করেছেন। সে দৃশ্যগুলো নিচে দেওয়া হলো-

https://alfirdaws.org/2019/11/06/28533/

পাকিস্তান ভিত্তিক সবচাইতে শক্তিশালী জিহাদী জামাআত "তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান" (TTP) এর জানবায মুজাহিদগণ দেশটির ডেরা ইসমাইল-খান এর "কালাচী" নামক এলাকায় গত ৫ই নভেম্বর পাকিস্তানি মুরতাদ সন্ত্রাসী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের সম্মানিত মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান যে, মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল অভিযানে ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু নাপাক মুরতাদ বাহিনীর ২ সেনা নিহত ও আরো ২ সেনা গুরুতর আহত হয়।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" মুজাহিদীন ৬ নভেম্বর দেশটির রাজধানী মোগাদিশুর "আওদাকলী" জেলায় স্বদেশীয় মুরতাদ সামরিক বাহিনীর ঘাঁটিতে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

হামলার ব্যাপারে হারাকাতুশ শাবাব এর সংবাদ মাধ্যমে জানানো হয় যে, আল-কায়েদার জানবায মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত বরকতমী সফল অভিযানে ঘাঁটিতে অবস্থানরত মুরতাদ বাহিনীর বেশীরভাগ সেনাই হতাহত হয়। এছাড়াও সামরিক ঘাঁটির বিশাল অংশই ধসে পড়ে।

একইদিনে আল-কায়েদার মুজাহিদগণ দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবলী সুফলা প্রদেশের "আইল-সালিনী" অঞ্চলে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের বোমা হামলায় "আব্দুল্লাহ আবদুল আদম" নামে সরকারী মিলিশিয়া বাহিনীর এক বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ নিহত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে হারাকাতুশ শাবাব এর সংবাদ মাধ্যম।

হিন্দুস্তান পেট্রোক্যামিক্যালস ও আদানি উইলমারের ৫৩টি কন্টেইনার নিয়ে চলতি সপ্তাহের কোনো একসময় গৌহাটির পান্ডু বন্দরের উদ্দেশে কলকাতার কাছের হালদিয়া বন্দর ত্যাগ করবে জাহাজ এমভি মহেশ্বরী। জাহাজ চলাচল সচিব মালাউন গোপাল কৃষ্ণ জাহাজটির যাত্রা উদ্বোধন করবে। ১২-১৫ দিনের যাত্রাকালে এটি ১,৪৮৯ কিলোমিটার পাড়ি দেবে। বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে এটি প্রথমে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ভারত-বাংলাদেশ নদী বাণিজ্য রুট অতিক্রম করবে প্রথমে, তারপর স্বল্প-ব্যবহৃত পথ দিয়ে যাবে। আর এটিই ভারতের উত্তর-পূর্বের কানেকটিভিটিকে নাটকীয়ভাবে বদলে দিতে পারে।

ইকোনমিক টাইমসের সূত্রে জানা যায়, ভারতের উত্তর-পূর্ব ভূগোলের বন্দী। ভূবেষ্ঠিত ও চীন, ভুটান, মিয়ানমার ও বাংলাদেশের মতো প্রতিবেশীদের দিয়ে ঘিরে থাকা উত্তর-পূর্বের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের একমাত্র স্থলভিত্তিক সংযোগস্থল হলো ২২ কিলোমিটার প্রশস্ত শিলিগুড়ির ‘চিকেনস নেক’। ফলে কৌশলগতভাবে এখানে সহজেই

বিঘ্ন ঘটনো সম্ভব। এর মানে এই যে পণ্য, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি প্রবাহ করার স্থলভিত্তিক পরিবহন ও বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক সীমিত, অত্যন্ত বৈরী ও সরু।

ভারত এই সমস্যাটির সমাধানের জন্য দ্বিমুখী সমাধানের কথা ভেবেছে। একটি হলো সমুদ্র বাণিজ্য চাঙ্গা করার জন্য এই এলাকার নদী নেটওয়ার্ককে সক্রিয় করা। দ্বিতীয়ত, উত্তর-পূর্বের দক্ষিণ অংশ তথা আগরতলা সাগর থেকে মাত্র ২০০ কিলোমিটার দূরে, একটি বিদেশী ভূখণ্ড দ্বারা বিচ্ছিন্ন। সাগরে প্রবেশের সুযোগ কানেকটিভিটিকে ব্যাপকভাবে বাড়াবে। তবে দুটি অংশের চাবিই বাংলাদেশের হাতে এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা অপসারণের মাধ্যমে তা খোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

চলতি মাসের প্রথম দিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নয়া দিল্লি সফরের সময় এ ব্যাপারে সক্রিয় প্রয়াস চালানো হয়। কলকাতা থেকে ঢাকার কাছে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ক্রমবর্ধমান ইন্দো-বাংলাদেশ বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত গাঙ্গেয় নেটওয়ার্ক উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন পয়েন্ট পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে পারে। এসবের মধ্যে রয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদী দিয়ে (বাংলাদেশে যমুনা নামে পরিচিত) আসামের মধ্যভাগে থাকা সিলঘাট এবং কুশিয়ারি নদী দিয়ে রাজ্যটির দক্ষিণে করিমগঞ্জ। এসব রুট ইন্দো-বাংলাদেশ প্রটোকল ফর ইনল্যান্ড ট্রানজিট অ্যান্ড ট্রেডের (আইবিপিআইটিটি) অংশবিশেষ। তবে নানা সমস্যার কারণে এসব রুট অব্যবহৃতই থেকে গেছে। এগুলোতে নতুন জীবন সঞ্চারের উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে।

আগরতলাকে সড়কপথে চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্রবন্দরের সাথে সংযুক্ত করার আরেকটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যের প্রেক্ষাপটেই এসব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাণিজ্য সম্পর্ক

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের মূল্য ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ছিল ১০.২৫ বিলিয়ন ডলার। ভারত ৮.১৬ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ভোগ করছে।

ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী শীতলক্ষ্যার তীরে অবস্থিত নারায়ণগঞ্জ ঢাকা থেকে মাত্র ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। আর নদীপথে কলকাতা থেকে ৯১০ কিলোমিটার দূরে।

অন্যদিকে, গঙ্গার শাখা রূপসা ও ভৈরব নদীর মাঝখানে অবস্থিত খুলনা। এটি নদীপথে কলকাতা থেকে মাত্র ৫২৩ কিলোমিটার দূরে। এই দুটি কেন্দ্র ২০১৮-১৯ সময়কালে ইন্দো-বাংলাদেশ বাণিজ্যকে চাঙ্গা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই রুটে এই সময় ৩.১৫ মিলিয়ন টন কার্গো চলাচল করেছে। আগের বছর তা ছিল ৩.০৯ মিলিয়ন টন।

ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েস অথোরিটি অব ইন্ডিয়ার (আইডব্লিউএআই) পরিসংখ্যানে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরে বাণিজ্য ৪০ লাখ টন ছাড়িয়ে যেতে পারে।

নদীপথে বাণিজ্যে মাত্র একটি পণ্যের আধিপত্য থাকায় ও গন্তব্য কেবল নারায়ণগঞ্জ হওয়ায় একটি বিষয় পরিষ্কার: নয়া দিল্লি উত্তর-পূর্বের সম্ভাবনাপূর্ণ ট্রানজিট হিসেবে ১৯৭২ সালের ইন্দো-বাংলাদেশ প্রটোকল (আইবিপি) রুটগুলো সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হয়নি।

বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে উত্তর-পূর্বে এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ রুটে বাণিজ্যের প্রধান বাধা হলো নদীর গভীরতা কম। এর জন্য প্রয়োজন ড্রেজিং। বর্তমানে কুশিয়ারা নদীতে সিরাজগঞ্জ থেকে জকিগঞ্জ পর্যন্ত (২৯৫ কিলোমিটার) ড্রেজিং চলছে। এই কাজ শেষ হবে ২০২১ সালে।

সব মওসুমে চলাচলের জন্য ২.৫-৩ মিটার গভীরতা প্রয়োজন। ওই গভীরতার জন্য চ্যানেলটি ৪৫-৫০ মিটার চওড়া হওয়া দরকার। বর্তমানে আইবিপি রুটগুলোতে ১২টি ড্রেজার কাজ করছে বলে আইডব্লিউএআই জানিয়েছে। এতে ব্যয় হচ্ছে ৩০৬ কোটি রুপি। এই প্রকল্পের মধ্যে ৫ বছরের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ কাজও রয়েছে। আইবিপি পদ্মা, যমুনা, কুশিয়ারা, মেঘনাসহ বাংলাদেশী চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে ভারতের ন্যাশনাল ওয়াটারওয়ে-১ (গঙ্গা, ভাগিরথি, হুগলি)-কে সংযুক্ত করবে এনডব্লিউ-২ (ব্রহ্মপুত্র) ও এনডব্লিউ-১৬ (বরাক)-এর সাথে।

প্রটোকলের আওতাভুক্ত এই সম্মত রুটগুলো কলকাতা থেকে সিলঘাট (মধ্য আসাম) পর্যন্ত ১,৭২০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং আরেকটি ১,৩১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ কলকাতা-করিমগঞ্জ (দক্ষিণ আসাম) অংশজুড়ে বিস্তৃত। আইবিপি চুক্তিটি আগামী বছর পর্যন্ত বৈধ থাকবে। তবে আপত্তি না থাকলে এটি আরো ৫ বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে। আইবিপি রুটে থাকা ছয়টি নদীবন্দরের চারটিই (ধুবরি, পান্ডু, সিলঘাট ও করিমগঞ্জ) পর্যাপ্ত ব্যবসায়িক কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে না। এতে বোঝা যাচ্ছে, আইবিপি এর পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারেনি।

এ কারণেই চলতি সপ্তাহে হলদিয়া থেকে পান্ডুগামী কন্টেইনার জাহাজের চলাচল তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া কয়লাবোঝাই এমভি আই ও এমভি বেকি প্রবেশ করবে ব্রহ্মপুত্রে। ৮০ থেকে ১০০টি ট্রাকের সমান মালামাল নিয়ে একটি জাহাজ সাধারণত ঘণ্টায় ১২-১৫ কিলোমিটার বেগে চলাচল করে।

পশ্চিম আসামের ধুবরি বন্দরে চলতি বছরের জুলাই মাসে কিছু ব্যবসায়িক কার্যক্রম চলেছে। এসময় ভুটানের সীমান্ত শহর ফুয়েনতশলিং থেকে ১,০০৫ টন পাথর ধুবরিতে আসে। সেখান থেকে আইবিপি রুট ব্যবহার করে নারায়গঞ্জে যায়। তৃতীয় দেশ হয়ে এ ধরনের বাণিজ্য এই প্রথম।

কলকাতা থেকে নদীপথে ত্রিপুরার আগরতলা যেতে ৫০০ কিলোমিটার পথ কম পাড়ি দিতে হয়। রেলপথে যেতে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি দিয়ে যেতে হয়। আবার চীনের কাছাকাছি থাকায় শিলিগুড়ি করিডোরটি বেশ ঝুঁকিপূর্ণ।

ভারত সবসময়ই প্রয়োজনে ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসী সৈন্য ও ট্যাংক চলাচলের জন্য বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বিকল্প রুট সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা লালন করে আসছে। আইডব্লিউএআইয়ের চেয়ারপারসন মালাউন অমিত প্রাসাদ বলেছে, আইবিপি রুটের মাধ্যমে ট্রানজিটের ভবিষ্যত নিয়ে আমি বেশ আশাবাদী। আইডব্লিউএআইয়ের হয়ে ইওয়াইয়ের পরিচালিত সমীক্ষায় আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে নদীপথগুলো ব্যবহার করে ধীরে ধীরে উত্তর-পূর্ব ও মূল ভারতের মধ্যে বছরে ৫০ মিলিয়ন টন বার্ষিক কার্গো চলাচল করা যাবে।

বর্তমানে পণ্য চলাচলে কেবল চিকেনস নেকই ব্যবহৃত হয়। উত্তর-পূর্ব থেকে মূল ভারতে যায় সিমেন্ট ও ক্লিঙ্কার, সার, ভেষজ পণ্য, অপরিশোধিত তেল ও চা। আর মূল ভারত থেকে উত্তর-পূর্বে যায় খাদ্যশস্য, সিমেন্ট, লোহা, স্টিল, ওষুধ, গাড়িসহ বিভিন্ন ভোগ্য পণ্য।

সমুদ্র রুট
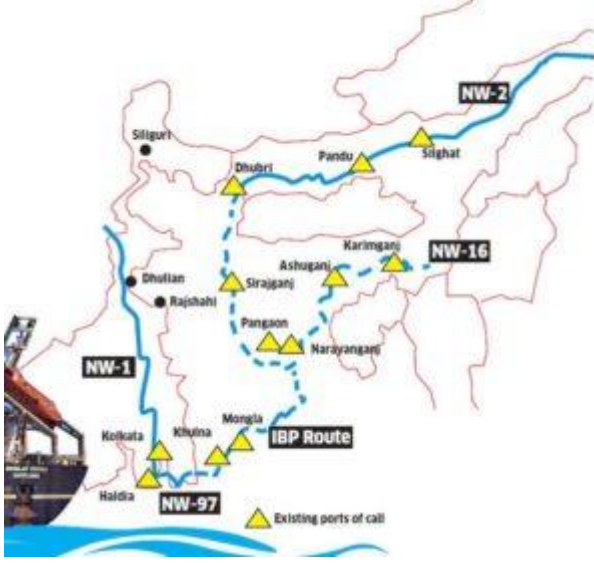
এক বছর আগে ভারতকে চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করার সম্মতি দেয় বাংলাদেশ। অক্টোবরে এই চুক্তি চূড়ান্ত হয়। এটা উত্তর-পূর্বকে ব্যয়সাশ্রয়ী পরিবহনের সুযোগ দিতে পারে। বিশেষ করে ভৌগোলিকভাবে পিছিয়ে থাকা ত্রিপুরা ও মিজোরামের মতো রাজ্যগুলোকে সহায়তা করতে পারে। অন্যদিকে কলকাতা থেকে আগরতলার দূরত্ব যেখানে ১,৫০০ কিলোমিটার, সেখানে আখাউড়া হয়ে চট্টগ্রাম থেকে আগরতলার দূরত্ব মাত্র ২৫০ কিলোমিটার।

আসামের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল টেলিফোনে ইকোনমিক টাইম ম্যাগাজিনকে বলেছে, বাংলাদেশের বন্দরগুলোতে ভারতের প্রবেশের সুযোগ পুরো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য বিপুলভাবে কল্যাণকর হবে। এর ফলে উত্তরপূর্বে পণ্য পরিবহন ব্যয় অনেক কমে আসবে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ধুবরি সেক্টরে নজরদারী করতে ভারতের সীমান্ত সন্ত্রাসী বাহিনী (বিএসএফ) আক্ষরিক অর্থেই গোপন অবস্থানে চলে গেছে। তারা আকাশেও চোখ রাখছে।

দি হিন্দু সূত্রে জানা যায়, মেঘালয় থেকে পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ধুবরি সেক্টরের জন্য বিএসএফ অনির্দিষ্ট সংখ্যক ইসরাইলি টেথার ড্রোন কিনেছে। এসব ড্রোনের প্রতিটির দাম ৩৭ লাখ রুপি। এগুলোতে রয়েছে দিবা-রাত্রি ভিশন ক্যামেরা। এগুলো দুই কিলোমিটার দূর থেকেও ছবি ধারণ করতে পারে।

বাংলাদেশের সাথে আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ – এই ৫ ভারতীয় রাজ্যের রয়েছে ৪,০৯৬ কিলোমিটার সীমান্ত। আর আসামের ২৬৩ কিলোমিটার সীমান্তের মধ্যে ১১৯.১ কিলোমিটার হলো নদী।

বিএসএফের গৌহাটি ফ্রন্টিয়ারের মহাপরিদর্শক পিযুস মর্দিয়া দি হিন্দুকে বলেছে, চোরাচালান হয় সাধারণত রাতে। অন্ধকার স্থানগুলোতে নজরদারি করা কঠিন। কিন্তু এসব ড্রোনে থাকা ক্যামেরাগুলো সর্বোচ্চ ১৫০ মিটার উঁচু থেকে আমাদের সার্বক্ষণিক ছবি দিয়ে আমাদের দৈহিক ও জৈবিক সীমাবদ্ধতা দূর করবে।

সাধারণ ড্রোন ও টেথার ড্রোনের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ ড্রোনে ৩০ মিনিট উড্ডয়নের পর এর ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে যায়। তাছাড়া এগুলো প্রবল বাতাসে গতিপথ হারিয়ে ফেলে। ধুবরি সেক্টরে প্রায়ই প্রবল বাতাস ও ঝড়ো হাওয়া থাকে। টেথার ড্রোন এসব সমস্যা থেকে মুক্ত।

ড্রোন ছাড়াও বিএসএফ অ-স্পর্শ তাপমাত্রা পরিমাপের যন্ত্র থার্মাল ইমেজারও মোতায়েন করেছে। মানুষ, প্রাণী ও অন্যান্য বস্তুর চলাচল শনাক্ত করার জন্য মাটির নিচে ও পানির নিচেও সেন্সর স্থাপন করা হয়েছে বলে মর্দিয়া জানায়।

পবিত্র ভূমি মক্কা-মদিনাকে আজ অপবিত্র করে চলেছে সৌদ পরিবারের তাগুত শাসকগোষ্ঠী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় জন্মভূমিকে পরিণত করছে ক্রুসেডার কাফেরদের স্বর্গরাজ্যে! আর, যাঁরাই সৌদ পরিবারের এসকল অপকর্মের বিরোধিতা করছেন বা করেছেন, তাঁদেরকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। বহু বছর ধরেই এরকম অপকর্ম করে আসছে সৌদির শাসকগোষ্ঠী। তাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে তাই রোষানলের শিকার হয়ে কারাগারে বন্দী হয়েছেন উম্মাহর মাথার তাঁজ অনেক আলেমে দ্বীন। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে তাগুত মুহাম্মদ বিন সালমানের অপকর্মের বিরোধিতা করায় বন্দী উলামায়ে কেরামের সংখ্যা পূর্বের চেয়ে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐসকল মহামনীষীদের মধ্য থেকে কয়েকজনের নাম ও তাঁদের গ্রেফতারীর সময়কাল নিচে উল্লেখ করা হলো-

- **শায়খ ওয়ালিদ আল-সিনানী**। তিনি সৌদির কারাগারে দীর্ঘ প্রায় ২৫ বছর যাবৎ বন্দী আছেন। শায়খকে সৌদির শাসক ১৯৯৪ সালে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে। সেই থেকে আজ অবধি তিনি কারাগারে বন্দী জীবন পার করছেন।

- **শায়খ আলী আল-খুদাইর**। তিনি দীর্ঘ ১৬ বছর যাবৎ সৌদির শাসকগোষ্ঠীর রোষানলের শিকার হয়ে কারাগারে জীবন অতিবাহিত করছেন। তাঁকে বন্দী করা হয়েছিল ২০০৩ সালে।

- **শায়খ নাসির আল-ফাহদ**। সত্য প্রকাশে নির্ভীক এই আলেমকেও তাগুত সৌদি সরকার ২০০৩ সালে গ্রেফতার করে। সেই থেকে কারাগারে জীবন অতিবাহিত হচ্ছে শায়খের এবং ইতিমধ্যে ১৬টি বছর কাটিয়েছেন বন্দী অবস্থায়।

- **শায়খ আহমদ আল-খালিদি**। তাঁকেও ২০০৩ সালে গ্রেফতার করেছিল তাগুত সৌদি সরকার। সেই থেকে কারাগারেই জীবন কাটছে শায়খের এবং ইতিমধ্যে তিনিও ১৬টি বছর কারাগারে কাটিয়েছেন।

- **শায়খুল মুহাদ্দিস সুলাইমান আল-উলওয়ান।** প্রখ্যাত এই আলেমে দ্বীনকে ২০০৪ সালে গ্রেফতার করে সৌদি সরকার। সেই থেকে ১৫টি বছর কারাগারের অন্ধকারে কেটেছে শায়খের। এখনো পর্যন্ত তিনি কারাগারে বন্দী।

- **শায়খ খালেদ আর-রশিদ।** তিনি ২০০৫ সাল থেকে সৌদি আরবের কারাগারে বন্দী। তাগুত গোষ্ঠী তাঁকে ১৪টি বছর ধরে কারাগারে বন্দী করে রেখেছে।

- **শায়খ সাউদ আল-হাশিমি।** তিনি ২০০৭ সাল থেকে ১২টি বছর ধরে সৌদির কারাগারে বন্দী হয়ে আছেন।
- **শায়খ মূসা আল-কারনি** । তিনিও ২০০৭ সাল থেকে সৌদির কারাগারে বন্দী। ইতিমধ্যে ১২টি বছর কেটে গেছে কারাগারে।
- **শায়খ সুলাইমান আল-রাশোদী।** শায়খকে এ পর্যন্ত ৫ বার গ্রেফতার করা হয়েছে। শেষ ২০১২ সালে সৌদির তাগুত শাসকের রোষানলে পড়েন তিনি এবং সেই থেকে ৭টি বছর ধরে কারাগারে আছেন।

- **শায়খ আব্দুল্লাহ আল-হামিদ।** তাঁকে ৬বার গ্রেফতার করেছে তাগুত সৌদি সরকার। শেষবার ২০১৩ সালে তিনি তাগুত শাসকের হাতে গ্রেফতার হয়ে এখন পর্যন্ত কারাগারে জীবন কাটাচ্ছেন। সেই হিসেবে এখন পর্যন্ত ৬ বছর কারাগারে অতিবাহিত হয়েছে তাঁর।
- **শায়খ ইব্রাহীম আল-সাকরান।** তিনি ২০১৬ সালে তাগুত মুহাম্মাদ বিন সালমানের রোষানলে পড়ে গ্রেফতার হন। সেই থেকে ৩টি বছর কেটেছে কারাগারে এবং এখনো নির্জন কারাবাসে আছেন তিনি।
- **শায়খুল মুহাদ্দিস আব্দুল আজীজ আত-তারিফী।** প্রখ্যাত এই আলেমও ২০১৬ সাল থেকে সৌদির কারাগারে বন্দী আছেন। ইতিমধ্যে ৩টি বছর তাগুত সৌদি সরকারের কারাগারে অতিবাহিত করেছেন এই শায়খ।

এই হলো সৌদি আরবের কারাগারে বন্দী কয়েকজন প্রখ্যাত আলেমদের নাম। জেনে রাখা ভালো, সৌদির তাগুত শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়ে আরো বহু সংখ্যক উলামায়ে কেরাম কারাগারে বন্দী জীবন কাটাচ্ছেন। এ তালিকায় সর্বশেষ শায়খ আব্দুর রহমান বিন মাহমুদ ফাক্কাল্লাহু আসরাহ এর নাম যুক্ত হয়েছে। মূর্খদের সংঘটিত অপরাধের ব্যাপারে চুপ থাকার ভয়াবহতা নিয়ে তাঁর করা সাম্প্রতিক একটি লেকচারের কারণে তাঁকে গ্রেফতার করেছে সৌদির তাগুত সরকার।

আল্লাহ সারাবিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় জালিমের কারাগারে বন্দী হওয়া মুসলিমদের মুক্তিকে ত্বরান্বিত করুন, তাঁদেরকে ইসলামের পথে অটল রাখুন। আমীন।

আজাদ কাশ্মীর নামে পরিচিত পাকিস্তান-শাসিত কাশ্মীরের নিলম উপত্যকার মনোরম জুরা শহর এখন পর্যটক আর প্রকৃতিপ্রেমীতে গিজগিজ করার কথা । অথচ এর ২০ হাজার অধিবাসী এখন বাস করছে ভয় আর হতাশায়। কারণ জম্মু ও কাশ্মীরকে বিভক্তকারী নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর পাকিস্তানি ও ভারতীয় সন্ত্রাসী সেনাদের মাঝে অব্যাহতভাবে গুলি বিনিময় চলেছে।

আগে উত্তেজনার সময় সন্ত্রাসীরা ছোট অস্ত্র ব্যবহার করত। কিন্তু ৫ আগস্ট ভারতের তার অধিকৃত অংশের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করার পর উভয় পক্ষ তাদের অবস্থান এগিয়ে এনে মর্টার, শেলসহ ভারী অস্ত্র ব্যবহার করছে। আর এসব গোলা প্রায়ই বিভক্তকারী রেখার উভয় পাড়ের গ্রামগুলোতে বসবাসকারীদের ওপর পড়ছে।

আনাদুলু এজেন্সি নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছাকাছি থাকা জুরা, শাহকোট ও নৌসেরি গ্রামগুলো সফর করে। নিলম নদীর (কিশানগঙ্গা নামেও পরিচিত) পাড়ে থাকা লোকজনের জীবনযাত্রা অনিশ্চয়তায় ভাসছে। খেতের পাকা ফসল তোলার বদলে লোকজন জীবন বাঁচাতে বাংকার আর খন্দক বানাতে ব্যস্ত । দোকানপাটগুলোও ফাঁকা।

তাদের কষ্ট আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে গ্রামে ফেলা খেলনা বোমা। এগুলো সেখানকার শিশুদের ওপর বড় ধরনের হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। নয়া দিল্লি খেলনা বোমা ফেলার কথা অস্বীকার করলেও স্থানীয়রা বলছে, তারা ভারতীয় অবস্থানের সামনে রাস্তার পাশে এ ধরনের বিস্ফোরক দেখতে পেয়েছে।

গত মাসে চিলান এলাকায় রাস্তার পাশে পড়ে থাকা এ ধরনের একটি খেলনা সদৃশ বোমা ধরতে গিয়ে এক শিশু নিহত ও তিনজন আহত হয়েছে। স্থানীয়রা বলছে, শিশুটি খেলনাটি হাতে নেয়ার সাথে সাথে বিস্ফোরিত হয়।

নিলাম জেলার নির্বাহী প্রধান রাজা মাহমুদ শহিদ আনাদুলু এজেন্সিকে বলেন, আমরা লোকজনকে বলেছি, রাস্তার পাশে যখনই তারা খেলনা বোমা দেখতে পাবে, সাথে সাথে তারা যেন আমাদের জানায়। তাদেরকে ওই খেলনা স্পর্শ করতেও বারণ করা হয়েছে।

ভারতীয় গোলার ভগ্নাবশেষ সেখানের সব জায়গায় দেখা যায়। দূর থেকে অত্যন্ত সুরক্ষিত ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসীদের চৌকিগুলোও দেখা যায়। আর সীমান্তের উভয় পাশের গ্রামগুলো ফাঁকাই মনে হবে।

স্কুলে বোমা

ব্যবসায়ী ও স্থানীয় রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিস্ট রশিদ (৫৮) আনাদুলু এজেন্সিকে বলেন, গোলাবর্ষণ শুরু হলে আমরা আমাদের বাড়ির অস্থায়ী বেসমেন্টে চলে যাই।

তার নিজের বাড়িও পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়েছে। তিনি জঞ্জালের স্তুপ দেখিয়ে বলেন, এটা ছিল আমাদের পারিবারিক বাড়ি। আমরা দুই ভাই থাকতাম এখানে।

তিনি বলেন, গোলায় স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ও পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

স্থানীয় শিক্ষা অফিসার খাজা মানশা বলেন, রাতে বোমা নিক্ষেপের সময় স্কুলে কোনো শিক্ষার্থী ছিল না। তবে রেকর্ডপত্র ও আসবাবপত্র পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। এখানে কোনো যুদ্ধ নেই, তবে আমরা যুদ্ধের মতো অবস্থায় বাস করছি।

মর্টারের আঘাতেও অনেক দোকান ও একটি ব্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আসবাবপত্র ব্যবসায়ী পিরজাদা কাসিম শাহ বলেন, আমার ৫০ লাখ রুপির ব্যবসা ছিল। এখন কর্পদশূন্য।

মির ইমতিয়াজের (৫২) বাড়িটিও বিধ্বস্ত হয়েছে। এই দিনমজুর বলেন, আমি খুবই গরিব মানুষ। অনেক কষ্টে স্থানীয় বাজারে কাজ করে স্ত্রী আর ৫ সন্তানের ভরণপোষণ করছি।

স্থানীয় প্রশাসনের মতে, ২০ অক্টোবর ভারতীয় গোলাবর্ষণে ১৬৫টি বাড়ি, ৩৮টি দোকান, তিনটি স্কুল ও ১৫টি যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রাজা শহিদ বলেন, নিহত পরিবারগুলোকে মাথাপিছু ১০ লাখ রুপি ও আহতদের ৫ লাখ রুপি করে ক্ষতিপূরণ দিয়েছে সরকার।

বেশির ভাগ লোক তাদের বাড়িতে ছোট বাংকার তৈরী করেছে। এর মাধ্যমেই তারা জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করে।

শহিদ বলেন, সরকার এলাকাভিত্তিক বাংকারও নির্মাণ করছে, যাতে তারা ভারতীয় গোলাবর্ষণ থেকে রক্ষা পেতে পারে। আমরা প্রায় ২০টি বাংকার নির্মাণ করেছি।

ক্ষমতালোভী ভারত-পাকিস্তানের সন্ত্রাসী সেনারা ২০০৩ সালে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হলেও স্বভাবগতভাবেই উভয় পক্ষ সেই যুদ্ধবিরতি বার বার ভঙ্গ করেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মতে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে ভারতীয় সন্ত্রাসী সেনাবাহিনী এ পর্যন্ত ২,২২৯ বার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে। তাদের গোলায় ৪২ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত ও ১৬৯ জন আহত হয়েছে।

আবার, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, পাকিস্তান ২০১৯ সালে ২,০৫২ বার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে। এতে ২১ বেসামরিক নাগরিক নিহত ও ২১ জন আহত হয়েছে।

অর্থাৎ, উভয় সন্ত্রাসী বাহিনীর ক্ষমতার লড়াইয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন সাধারণ জনতা। কাশ্মীরের সাধারণ মুসলিমরাই মূলত ভারত-পাকিস্তানের সন্ত্রাসী সেনাদের ক্ষমতাকেন্দ্রীক লড়াইয়ের সবচেয়ে নির্মমতার শিকার।

০৫ই নভেম্বর, ২০১৯

আয়কর নথিতে দেখানো সম্পদের বাইরে কোনো অবৈধ সম্পদ নেই বলে দাবি করেছে সন্ত্রাসী যুবলীগ নেতা ও ঠিকাদার জি কে শামীম। আয়কর নথির বাইরে সম্পদ পাওয়া গেলে শাস্তি পেতে প্রস্তুত বলেও জানিয়েছে সে।

আজ সোমবার সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শামীমকে দ্বিতীয় দিনের মতো জিজ্ঞাসাবাদ করে দুদকের পরিচালক সৈয়দ ইকবাল হোসেন, উপপরিচালক জাহাঙ্গীর আলম, সালাউদ্দিন আহমেদসহ অনুসন্ধান দলের সদস্যরা। বেলা তিনটায় রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুদকে আনা হয় ঢাকা মহানগর সন্ত্রাসী যুবলীগ দক্ষিণের

সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়াকে। তাঁকেও বেলা তিনটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। রিপোর্টঃ প্রথম আলো

দুদকের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, জি কে শামীমকে প্রধানত তাঁর সম্পদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয়ও চলে আসে। শামীম কীভাবে এত কাজ পেয়েছে, কারা তাঁকে সহায়তা করেছে, সেসবও জানতে চায় দুদকের কর্মকর্তারা। গণপূর্তের কর্মকর্তাদের কাকে কত শতাংশ কমিশন দিয়ে কাজ পেত, তা–ও জানতে চাওয়া হয়। কিন্তু উত্তরের ক্ষেত্রে শামীম ছিল অনেকটাই কৌশলী। অন্যান্য সংস্থার জিজ্ঞাসাবাদে সব তথ্য দিয়েছে বলে দুদক কর্মকর্তাদের কাছে জানায় শামীম। তাঁর কাছে নতুন কোনো তথ্য নেই বলেও দাবি করে সে।

শামীম বলেছে, অনেক নেতাই তাঁর অফিসে নিয়মিত যেত। প্রয়োজনে তাঁদের সহায়তাও নিয়েছে। রাজনৈতিক নেতাদের আশীর্বাদ না থাকলে এত দূর আসতে পারত না।

এসব নেতা আশীর্বাদের বিনিময়ে কত টাকা নিত, তা জানতে চাইলে শামীম মুখ খোলেননি এখনো। তবে দুদক চাইছে এ বিষয়ে শামীমের পরিষ্কার বক্তব্য। সূত্র বলছে, এসব তথ্য পেলে অন্য অনুসন্ধানের কাজে লাগবে। কিছুটা ক্ষুব্ধ শামীম বলেছে, প্রয়োজনের সময় নেতারা ব্যবহার করলেও তাঁর প্রয়োজনের সময় কেউই পাশে নেই। 'মধু খাওয়া' এসব নেতাকে 'নষ্ট মানুষ' বলেও শামীম আক্ষেপ প্রকাশ করেছে বলেও সূত্র জানিয়েছে।

অন্যদিকে খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়াকে প্রথম দিনের জিজ্ঞাসাবাদে তাঁর কাছ থেকে প্রাথমিক কিছু তথ্য জেনেছে দুদকের দলটি। দুদকের হাতে থাকা কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য–উপাত্ত যাচাই করে নিয়েছে।

জি কে শামীমকে গত ২০ সেপ্টেম্বর রাজধানীর নিকেতনের কার্যালয়ে অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই দিন তাঁর কার্যালয় থেকে ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা, ১৬৫ কোটি টাকার স্থায়ী আমানতের (এফডিআর) কাগজপত্র, ৯ হাজার মার্কিন ডলার, ৭৫২ সিঙ্গাপুরি ডলার, একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং মদের বোতল জব্দ করা হয়।

২৯৭ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ২১ অক্টোবর তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। রোববার তাঁকে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দুদক।

শামীমের প্রতিষ্ঠান জি কে বি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড বর্তমানে এককভাবে গণপূর্তের ১৩টি প্রকল্পের নির্মাণকাজ বাস্তবায়ন করছে। আবার যৌথভাবে আরও ৪২টি প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে যুক্ত, যা সারা দেশে চলমান অধিদপ্তরের মোট প্রকল্পের ২৮ শতাংশ। সব কটি প্রকল্পের চুক্তিমূল্য ৪ হাজার ৬৪২ কোটি ২০ লাখ টাকা, যার মধ্যে ১ হাজার ৩০১ কোটি টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল থেকে সন্ত্রাসী দুই ছাত্রলীগ নেতাসহ তিন শিক্ষার্থীকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় হাতেনাতে আটক করা হয়েছে । একইসঙ্গে তাদের কাছ থেকে বেশকিছু মাদকদ্রব্য ও হাতুড়ী উদ্ধার করা হয়েছে।

ইনসাফ২৪ এর বরাতে জানা যায়, বুধবার (১৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় হলের ৫০৬ নং কক্ষ থেকে হল পরিচালিত অভিযানে মাদকসেবী ও মাদকদ্রব্যাদি পাওয়া যায়। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন রুমটি সিলগালা করেছে।

অভিযুক্ত তিন শিক্ষার্থীরা হচ্ছে- বাংলা বিভাগের ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও শাখা ছাত্রলীগের উপ-সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক জসীম উদ্দিন বিজয়, পরিসংখ্যান বিভাগের ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সজীব কুমার কর ও একই বিভাগের ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী খলিলুর রহমান শিবলু। তবে তাদের কেউই বঙ্গবন্ধু হলের বৈধ শিক্ষার্থী নয় বলে জানা গেছে।

হলের প্রাধ্যক্ষ মো. জিয়া উদ্দিন হল পরিদর্শনের সময় ৫০৬ নাম্বার কক্ষ থেকে এইসব মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেন। তিনি জানান, আমি ৫০৬ নং কক্ষে ঢুকার সময় গাঁজার বাজে গন্ধ পাই। রুমে ঢুকামাত্র আবছা অন্ধকারে ধোঁয়ার মধ্যে কেউ এয়ারফ্রেশনার স্প্রে করে। রুমে সজীব, শিবলু ও বিজয়কে নেশাগ্রস্ত, অস্বাভাবিক অবস্থায় শুয়ে থাকতে দেখি। একটি টেবিলের উপর বেশকিছু মাদক পড়ে থাকতে দেখি। তারপর পুরো কক্ষ সার্চ করে টেবিল, তোষক, ড্রয়ারসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে গাঁজা, একটি হাতুড়ি, ৩টি বন্ধ ফোন এবং নানাধরণের নেশাদ্রব্য আমরা উদ্ধার করি। এই কক্ষের বিরুদ্ধে আগেও বিভিন্ন অভিযোগ ছিলো।

ভোলার এক গৃহবধূকে চারজন ধর্ষণকারীদের থেকে উদ্ধার করে নিজেই তাকে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ এক নেতার ওপর।

শনিবার (২৭ অক্টোবর) দুপুরে মনপুরায় নির্জন চর উপজেলার চরপিয়ালে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনাটি চরের বাতাইন্নারা (মহিষের রাখালরা) দেখে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানকে জানায়। পরে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তিনি (চেয়ারম্যান) চরপিয়াল থেকে ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে মনপুরায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন।

এ ঘটনায় গতকাল রাতে মনপুরা থানায় ওই গৃহবধূ মনপুরা উপজেলার সাকুচিয়া ইউনিয়নের সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ সভাপতি নজরুল ইসলাম (৩০), বেলাল পাটোয়ারী (৩৫), মো. রাসেদ পালোয়ান (২৫), শাহীন খান (২২) এবং কিরণকে (২৬) আসামি করে একটি ধর্ষণ মামলা করেছেন।

ভিকটিম জানান, ধর্ষক নজরুল তাকে ধর্ষণের সময় তা ভিডিও করে এবং বিষয়টি কাউকে না বলার জন্য হুমকি দেয়। কাউকে কিছু বললে ওই ভিডিও ফেসবুকে ছেড়ে দেয়ারও হুমকি দেয়। খবরঃ ইনসাফ২৪

জানা যায়, চরফ্যাশন উপজেলার বেতুয়া লঞ্চঘাট থেকে স্প্রিডবোটে করে ওই গৃহবধূ তার আড়াই বছরের শিশু সন্তানকে নিয়ে মনপুরা উপজেলায় যাত্রাকালে স্প্রিডবোটটি কিছুদূর যাওয়ার পর চরের মধ্যে জোর করে নামিয়ে তাকে ধর্ষণ করে চার পুরুষ যাত্রী। স্পিডবোটের ড্রাইভার রিয়াজ বিষয়টি স্পিডবোটের মালিক সাকুচিয়া ইউনিয়নের সসন্ত্রাসী ছাত্রলীগ সভাপতি নজরুলকে জানালে সে অপর একটি স্পিডবোট নিয়ে চরপিয়ালে আসে। এ সময় সে ওই চার ধর্ষককে মারধর করে তাদের কাছে থাকা ৩ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। এরপর ধর্ষক নজরুল নিজে ওই গৃহবধূকে চরের ভেতরে নিয়ে ধর্ষণ করে।

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের একটি ভবনের ১১১৯ নম্বর কক্ষে ছাত্রলীগের টর্চারসেলের খোঁজ পাওয়া গেছে। সেই টর্চারসেল থেকে দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। টর্চারসেলের রুমে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ধরে এনে রড ও লাঠি দিয়ে নির্যাতন করা হতো বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ইসলাম টাইমসের বরাতে জানা যায়, গত শনিবার (২নভেম্বর) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষকে লাঞ্ছিত এবং পুকুরে ফেলে দেয়ার ঘটনায় কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের গঠিত তদন্ত কমিটির সদস্যরা তদন্তে গিয়ে এই টর্চার সেলের সন্ধান পান। তদন্ত কমিটির সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে-অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সিসিটিভির ফুটেজ দেখেন।

টর্চারের বিষয়ে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে বললে বা তাদের কোনো কাজের প্রতিবাদ করলেই সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর নেমে আসত নির্যাতন। এমনকি, শিক্ষকের সামনে ক্লাস থেকে ছাত্রদের ধরে এখানে এনে নির্যাতন করা হতো। ইনস্টিটিউটের পুকুরের পশ্চিমপাশের ভবনের ১১১৯ নম্বর কক্ষ টর্চার সেল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সেখান থেকে লোহার রড, পাইপ ও লাঠি উদ্ধার হয়েছে।

তদন্ত কমিটিকে কয়েক জন শিক্ষক ও ছাত্র জানান, টর্চার সেলটি সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের। ওই কক্ষের সামনে ছাত্রলীগের টেন্ট। কেউ নেতাদের কথা না শুনলে সেখানে নিয়ে টর্চার করা হতো। এ সময় ইংরেজি বিভাগের এক শিক্ষক এবং অধ্যক্ষ ফরিদ উদ্দিন তদন্ত কমিটির সঙ্গে কথা বলেন।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদকাসক্তের প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। খোদ আ'লীগ শিক্ষক নেতা থেকে শুরু করে, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের নেতারাও মাদক সেবন এবং মাদক কারবারিতে জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যলয় টর্চার সেলের কমান্ডার খ্যাত জয়ের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এবং হলগুলোতে মাদক সেবন এবং রমরমা মাদকের কারবারি পরিচালিত হয়। যাকে পেছন থেকে সাপোর্ট দিচ্ছে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে থাকা শীর্ষ নেতারা বলে অভিযোগ আছে।

জানা যায়, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইয়াবা এবং ফেনসিডিলে প্রবণতা বেশি। কর্মচারীদের গাঁজা, ফেনসিডিল। কর্মকর্তাদের মধ্যে গাঁজা, ফেনসিডিল ইয়াবা এবং মদ সেবনের অভিযোগ। শিক্ষকদের মধ্যে মদের এবং ফেনসিডিলের।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, একাডেমিক ভবন ৪ এর একজন আ'লীগ শিক্ষক নেতার বিরুদ্ধে সহকর্মীদের সাথে নিয়ে মদের আড্ডা বসানোর অভিযোগ রয়েছে। একই অভিযোগ ২ নং ভবনের একজন সিনিয়র শিক্ষক এবং দুজন জুনিয়র শিক্ষকের অংশগ্রহণ আছে বলে বিশ্বস্ত সূত্র নিশ্চিত করেছে। খবরঃ কালের কণ্ঠ

কবি হেয়াৎ মামুদ ভবনে ৬ জন শিক্ষকের রুমে এই মাদক সেবন হয়। একাডেমিক ভবন ৩ এ বসে একজন শিক্ষক যার বিরুদ্ধেও মাদক সেবনের অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষকেরা তাদের চেম্বারে, কর্মকর্তারা ক্যাম্পাসের বাইরে বিভিন্ন হোটেল, মাদকের আখরা এবং কর্মচারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনের পাশে এবং ঝোপে-ঝাড়ে মাদক সেবন করে থাকে বলে সূত্র জানায়।

এ ছাড়াও ক্যাম্পাসের ভিতরে এসে বহিরাগতদের বিরুদ্ধেও মাদক সেবনের এই অভিযোগ আছে। তবে বহিরাগতরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের কিছু নেতার মদদেই ক্যাম্পাসকে মাদক সেবনের নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানিয়েছে। প্রতিদিন রাত ৮টার পর থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত শহীদ মুখতার ইলাহী হলের বিভিন্ন কক্ষে মাদক সেবনের এই আখরা বসে। বঙ্গবন্ধু হলের ছাদে রাত ৮টার পর থেকে রাত ১টা পর্যন্ত বহিরাগতদের নিয়ে গাঁজা সেবন করে থাকে কিছু শিক্ষার্থী। হলের ছাদগুলোতে রাত গভীর হওয়ার সাথে সাথে মাদক এবং গাঁজা সেবনকারীদের উপস্থিতি বাড়ে।

সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের উচ্চপদধারী কিছু নেতা মাদক সেবন এবং ব্যবসার সাথে সরাসরি জড়িত বলেও অভিযোগ আছে। সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটির সভাপতি এবং সাবেক কমিটির সভাতির মাদক সেবনের একটি ভিডিও ভাইরাল হয় যা এখনো ইউটিউবে পাওয়া যায়।

তবে কিছু শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ সকল বিষয়ে সরাসরি অবগত এবং প্রমাণাদি থাকা সত্বেও কোনো ধরণের কার্যকরি পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। এসব নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডি কিংবা প্রশাসনের কোনো তৎপরতা নেই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষকদের আবাসিক ভবন ডরমেটরির একজন শিক্ষক জানান, কিছুদিন আগে ডরমেটরিতে রাতে মাদক সেবন করে সিঁড়িতে মাতলামী করছিল এক শিক্ষক। এ অবস্থায় তিনি বাসায় যেতে পারছিলেন না। পরে তাকে বাসা পৌঁছে দেন তিনি।

অভিযোগ রয়েছে পুলিশ ফাঁড়ির মাঠের পাশে, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির পাশে, বোটানিক্যাল গার্ডেনে, মসজিদের পেছনে বসে গাঁজার আসর।

আবাসিক হলে শিক্ষার্থীদের আসন বিন্যাসের ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ না করায় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মুখতার ইলাহী হলের প্রভোস্ট রুম এবং অফিস রুমে তালা লাগিয়েছে ওই হলের টর্চার সেলের কমান্ডার খ্যাত সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতা মাহমুদ-উল-ইসলাম জয়।

রবিবার (৩ নভেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মুখতার ইলাহী হলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হল ও অফিস থেকে বের করে তালা দেয় এই সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতা ।

জয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সাবেক কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক। ২০১৫ সালে হল চালুর পর থেকে জয় ওই হলে অবৈধভাবে একাধিক কক্ষ দখল করে রয়েছে।

সূত্র জানায়, পূর্ব আবেদনপত্র থেকে গত বৃহস্পতিবার হলের আসন বরাদ্দের জন্য শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন হল প্রভোস্ট। বৃহস্পতিবার রাতেই সাক্ষাৎকার দেয়া শিক্ষার্থীদের আসন বণ্টন করে তালিকা দেওয়া হয়।

সিট বরাদ্দে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সঙ্গে পরামর্শ না করে আসন বরাদ্দ দেওয়ার পর ওই রাত থেকেই ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা বিভিন্ন পরিকল্পনা নেয়। পরিশেষে রবিবার আসনপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা আসলে তাদের বের করে দিয়ে প্রভোস্ট কক্ষ ও অফিস কক্ষে তালা লাগিয়ে দেয় টর্চার কমান্ডার জয়সহ সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতারা।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুজাহিদিন (৩রা নভেম্বর) বাজুর এজেন্সির শহীদানো কান্ডু এলাকায় এমন সময় পাকিস্তানি সন্ত্রাসী সেনাবাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন, যখন তাঁদের ৬ সদস্য কোন একটি কাজে ব্যস্ত ছিল। হামলায় সন্ত্রাসীদের হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানা যায় নি।

এ ছাড়াও কুন্ডুতে মুজাহিদগণের স্নাইপার হামলায় এক পাকিস্তানি সন্ত্রাসী সৈন্য নিহত হয়েছে।

এদিকে, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের এমএসজি স্কোয়াড খাইবার এজেন্সির ল্যান্ডি কোটাল এফসি ক্যাম্পে তিনটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন, আশা করা যায় ক্ষেপণাস্ত্রগুলো সন্ত্রাসীদের ক্যাম্পের মাঝখানে সঠিকভাবে আঘাত হেনেছে।

ফলে, সন্ত্রাসী সামরিক বাহিনীর জান মালের ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

এমনিভাবে, গতকাল (৪ই নভেম্বর) তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপির) মুজাহিদগণ বাজৌর এজেন্সি, এমএসজি সীমান্তবর্তী অঞ্চল, সেন্ট কানডো, ব্রোলো সর এবং কেট কোট সরে অবস্থিত পাক সন্ত্রাসী বাহিনীর চারটি চেকপোস্টে হামলা চালিয়েছেন।

ব্র্যালো সরে হামলার সময় দুই পাক সন্ত্রাসী মুজাহিদীনের মুখোমুখি হয়েছিল, মুজাহিদগণ তাঁদেরকে শেষ করে পোস্টগুলিতে আক্রমণ করেছিলেন। উক্ত হামলায় মুজাহিদগণ স্নাইপারসহ জিএল, কালাশিন এবং পিকা ব্যবহার করেছিলেন। তবে হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ এখনো জানা যায় নি।

সংবাদগুলো নিশ্চিত করেছেন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মোহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ

ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানের প্রশিক্ষণ, শিখন এবং উচ্চশিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে আফগানিস্তানের শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য শিক্ষকদের পরীক্ষা নেওয়ার কর্মসূচি চালু হয়েছে। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৪৪১ চান্দ্র হিজরী সনের ২০শে মহররম থেকে ৮ই সফর পর্যন্ত দেশটির হেলমান্দ প্রদেশের ৪১০ জন শিক্ষকের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। একইভাবে, ১৪৪১ চান্দ্র হিজরী সনের ৬ই সফর থেকে ২৫ই সফর পর্যন্ত মায়দান ওয়ার্দাক প্রদেশের ৭টি জেলার ৩০৪৪জন শিক্ষকের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।
ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে, এই ধরণের পরীক্ষা আফগানিস্তানের অন্যান্য প্রদেশেও অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। দেশজুড়ে শিক্ষকদের সক্ষমতা ও যোগ্যতা বাড়ানোই এই সকল পরীক্ষার উদ্দেশ্য বলে জানানো হয়েছে।
নিচে পূর্বে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার কিছু চমৎকার পিকচার দেওয়া হলো-

https://alfirdaws.org/2019/11/05/28465/

ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসীদের কঠোর অবরোধের মধ্যেই কাশ্মীরে শ্রীনগরে গ্রেনেড হামলার ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল সোমবার অজ্ঞাত ব্যক্তিদের চালানো এই গ্রেনেড হামলায় এক সন্ত্রাসী নিহত ও ১৫ টি আহত হয়েছে। এরমধ্যে দুইটির অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

এনডিটিভি জানিয়েছে, হামলার পর থেকে ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনী বাজার এলাকাটি ঘিরে রেখেছে। এটি নিয়ে শেষ ১০ দিনের মধ্যে জম্মু-কাশ্মীরে তিনটি গ্রেনেড হামলা হল।

গত সপ্তাহে সোপোরের একটি বাস স্ট্যান্ডে অপেক্ষমান লোকজনকে লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত একটি গ্রেনেড বিস্ফোরণে ১৫ জন আহত হয়।

২৬ অক্টোবর ভারতের আধাসামরিক সন্ত্রাসী বাহিনী সিআরপিএফের সন্ত্রাসীরা একটি তল্লাশি চৌকিতে গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালানোকালে গ্রেনেড হামলায় ছয় ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসী আহত হয়।

গত ৫ আগস্ট জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের পর থেকেই থমথমে অবস্থা গোটা উপত্যকার। জম্মু-কাশ্মীরকে একরকম অবরুদ্ধ অবস্থায় রেখেছে ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসীদের গডফাদার মোদি সরকার।

রাজ্যটিকে কেন্দ্র শাসিত দুইটি আলাদা অঞ্চলে ভাগ করার ঘোষণা দেয় ভারত, যা গত বৃহস্পতিবার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ দু'টো অঞ্চলের একটি হচ্ছে জম্মু-কাশ্মীর এবং অন্যটি চীন সীমান্তবর্তী লাদাখ।

দুটি অঞ্চলই এখন থেকে অবৈধ দখলদার ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত হবে।

সারা ভারতে গোরক্ষার নামে চলছে মুসলিম হত্যা। আসলে এটা গোরক্ষা নয় বরং মুসলিম হত্যার একটা অস্ত্র। যা দিয়ে তারা অন্যায়ভাবে মুসলিমদের হত্যা করে চলছে। মালাউন মুশরিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাস অনুযায়ী গরুকে তাদের মা মনে করে। অথচ এই গরু যদি বিদেশি হয় তাহলে তা তাদের মা নয় বলে মন্তব্য করেছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সন্ত্রাসী দল বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।
গতকাল সোমবার বর্ধমান শহরের টাউনহলে 'ঘোষ ও গাভি কল্যাণ সমিতি'র অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে দিলীপ ঘোষ মন্তব্য করে- বিদেশি গরু হিন্দুদের গো-মাতা নয়। বিদেশি গরু নিয়ে করা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতার এ মন্তব্য মুহূর্তের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে গেছে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশের মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে সন্ত্রাসী দল বিজেপি রাজ্য সভাপতির এই মন্তব্য।
সোমবার বর্ধমানের ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল রাজ্য সন্ত্রাসী দল বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সেখানে সে বলে, আমাদের দেশি গাভির পিঠের কুঁজে সোনা থাকে। তাই দেশি গরুর দুধের রঙ সোনালি হয়। আর বিদেশি গরু তো হাম্বা হাম্বাও ডাকে না।

৪ঠা নভেম্বর, ২০১৯

ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে শাকিল নামের মাদরাসাছাত্রকে হত্যা করেছে এক মাদকাসক্ত।

দৈনিক শিক্ষা অনলাইন নিউজ পোর্টালের বরাতে জানা যায়, সোমবার (৪ নভেম্বর) সকালে কুড়িগ্রামের চিলমারীর ভিটা গ্রামে এই হত্যার ঘটনা ঘটে। নিহত শাকিল স্থানীয় রজব উদ্দিন নূরাণী ও হাফিজিয়া মাদরাসার ছাত্র।

মাদরাসার শিক্ষার্থীরা জানায়, প্রতিদিনের মতো সকাল সাড়ে ৮টায় শাকিল মাদরাসায় পড়তে আসে। এসে দেখে শিক্ষক শাহাজালাল তখনও মাদরাসায় আসেননি। তখন শাকিল সহপাঠীদের সঙ্গে গল্পগুজব করছিল। এ সময় বহরের ভিটা গ্রামের সামছুল হকের ছেলে মাদকাসক্ত মো রেজাউল করিম রেজা মাদরাসার দরজায় এসে

উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিলেন। এ সময় শাকিল তাকে বলে, তোমাকে দেখলে সব ছাত্র ভয় পায়। তুমি এখান থেকে চলে যাও। এ সময় রেজা শাকিলকে শ্রেণিকক্ষ থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে নিয়ে যায়।

শাকিলের সহপাঠীরা জানায়, রেজা শাকিলকে টেনেহিঁচড়ে বাইরে নিয়ে প্রথমে তার পা ধরে শূন্যে কিছুক্ষণ ঘুড়ায়। এরপর মাদরাসা সংলগ্ন মিল চাতালের দক্ষিণ পূর্ব পাশে নিয়ে গিয়ে সহপাঠীদের সামনেই শাকিলের মাথা একটি ইটের ওপর রেখে আরেকটি ইট দিয়ে থেঁতলে দেয়। এ সময় তাদের চিৎকার শুনে স্থানীয় কসাই মান্নার ছেলে রেজাউল দৌঁড়ে এসে রেজাকে জাপটে ধরে ফেলে। পরে গ্রামবাসীরা এসে রেজাকে চাতাল সংলগ্ন গাছের সঙ্গে রশি দিয়ে বেঁধে রেখে থানায় খবর দেয়।

অপরদিকে গুরুতর আহতাবস্থায় শাকিলকে চিলমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক শাকিলকে দ্রুত রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু রংপুর নিয়ে যাওয়ার পথে উলিপুরের গুনাইগাছ এলাকায় অ্যাম্বুলেন্সেই শাকিল মৃত্যুর কোলে ঢলে পরে। সন্তানের নির্মম মৃত্যুর খবর শুনে শাকিলের বাবা-মা বাকরুদ্ধ হয়ে গেছেন।

ভারতের কেন্দ্রীয় মুশরিক সরকার গত ৫ আগস্ট জম্মু-কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করে নেয়ার পরে সেখানে কঠোর বিধিনিষেধ কার্যকর থাকায় শ্রীনগরের ঐতিহাসিক জামিয়া মসজিদে শুক্রবার (১ নভেম্বর) জুমা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়নি। এ নিয়ে একটানা ১২তম শুক্রবার সেখানে জুমার নামাজ হয়নি। খবরঃ ইনসাফ২৪

বৃহস্পতিবার (৩১ অক্টোবর) জম্মু-কাশ্মীরকে অন্যায়ভাবে প্রদেশে পরিণত করার চেষ্টার অংশ হিসেবে সেখানে নয়া আইন কার্যকর হয়েছে। বিগত জুমাবারের ন্যায় শুক্রবারও দখলদার প্রশাসন ঐতিহাসিক জামিয়া মসজিদে জুমার নামাজ আদায়ের অনুমতি দেয়নি।

এ প্রসঙ্গে শুক্রবার 'অল ইন্ডিয়া সুন্নাত অল জামায়াত'- এর সাধারণ সম্পাদক মুফতি আব্দুল মাতীন বলেন, কাশ্মীর পরিস্থিতি সামাল দিতে মুশরিক মোদি সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কাশ্মীরের বড় বড় জামে মসজিদগুলোতে পর পর ১২ সপ্তাহ (৩ মাস) বা বারোটা জুমা নামাজ হয়নি। অথচ তারা বলছে যে, কাশ্মীরে শান্তি ফিরছে! এটা অত্যন্ত ব্যর্থতা তাদের। তারা কাশ্মীরে শান্তি ফেরাতে ব্যর্থ হয়েছে। আগামী জুমায় যাতে সেখানকার বড় বড় জামে মসজিদগুলোতে মুসুল্লিরা জুমা নামাজ পড়তে পারে দখলদার মুশরিক সরকার তার ব্যবস্থা করুক।

কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বাতিল করা প্রসঙ্গে মুফতি আব্দুল মাতীন আরও বলেন, ৩৭০ ধারা যেটা তুলে দিয়েছে সন্ত্রাসী দখলদার সরকার, আমি বলব এটা কাশ্মীরের জনগণের সঙ্গে মোদি সরকার 'চরম বিশ্বাসঘাতকতা' করেছে। অবিলম্বে যাতে কাশ্মীরে শান্তি ফেরে, সেখানকার মানুষ আজও মোবাইল-ইন্টারনেট পরিসেবা পাচ্ছে না। সুতরাং, দেশ থেকে সেটাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে দেয়াটা চরম অমানবিক।

শুক্রবার (০১ নভেম্বর)) সহিংস বিক্ষোভের আশঙ্কায় শ্রীনগরের ঐতিহাসিক জামিয়া মসজিদসহ অন্য বড় মসজিদে নামাজ পড়তে সন্ত্রাসী বাহিনীর প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এর পাশাপাশি কাশ্মির

উপত্যকায় স্পর্শকাতর এলাকায় আংশিক বিধিনিষেধের মধ্যে দখলদারদের অতিরিক্ত কথিত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

মৌলভীবাজারের অ্যাথলেট একাডেমির এক কোচের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ এনেছেন জাতীয় জুনিয়র দলের এক নারী অ্যাথলেট।

গত বছর সেপ্টেম্বরে ধর্ষণের শিকার এক নারী ভারোত্তোলককে মানসিক হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই ক্রীড়াঙ্গনে ঘটে গেল আরেকটি নেতিবাচক ঘটনা। এবার একজন কোচের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছেন জাতীয় জুনিয়র দলের এক নারী অ্যাথলেট। যৌন হয়রানির শিকার সেই অ্যাথলেট মানসিকভাবে এতটাই ভেঙে পড়েছেন যে আত্মহত্যার কথাও নাকি ভেবেছেন! ওই নারী অ্যাথলেটের অভিযোগ, তাঁকে যৌন হয়রানি করেছেন মৌলভীবাজারের স্থানীয় অ্যাথলেট একাডেমির এক কোচ।

অভিযোগ পাওয়ার পর একাডেমি কর্তৃপক্ষ ওই কোচকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিলেও তা বাস্তবায়নে গড়িমসি করছে। উল্টো যৌন হয়রানির শিকার অ্যাথলেটকে একাডেমি ছাড়তে বলা হয়েছে এবং নানাভাবে হুমকিও দেওয়া হচ্ছে তাঁকে। থানায় জিডি (সাধারণ ডায়েরি) করতে চাইলেও তাঁকে বাধা দিচ্ছে একাডেমির কর্মকর্তারা।

গত ২৬ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে শেষ হয় ৩৫তম জাতীয় জুনিয়র মিট। এই প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি নিতে মৌলভীবাজার জেলা স্টেডিয়ামে অনুশীলন করতেন ওই নারী অ্যাথলেট। ২১ অক্টোবর অনুশীলনের সময় হাঁটুতে চোট পেয়ে গ্যালারিতে গিয়ে বসেন তিনি। অ্যাথলেটের অভিযোগ, কোচ তখন সেবা-শুশ্রূষার কথা বলে তাঁকে পাশের একটি কক্ষে ডেকে নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে কোচের মাধ্যমেই যৌন হয়রানির শিকার হন তিনি। রুমে তখন আর কেউ ছিল না।

কাল ওই অ্যাথলেট কান্নাজড়িত কণ্ঠে এই প্রতিবেদককে বলছিলেন, 'আমি যখন চোট পেয়ে গ্যালারিতে এসে বসি, স্যার এসে বলেন, এসো সামনের রুমে যাই। ওখানে তোমার কোথায় চোট লেগেছে, সেটা দেখব। অন্য সময় চোট পেলে মাঠের মধ্যেই স্যার দেখেন, কিন্তু ওই দিন রুমে যেতে বলায় শুরুতে যেতে চাইনি। কারণ, সেখানে মেয়ে শুধু আমি একা, ছেলেরা মাঠে অনুশীলনে ছিল। তারপরও স্যার যেহেতু বলেছেন, নিশ্চয় ভালো কিছু করবেন, এটা ভেবে সেখানে যাই। কিন্তু রুমে ঢুকেই তিনি আমার শরীরের বিভিন্ন স্থানে জোর করে হাত দেন। আমি হাত সরিয়ে দিয়ে বলি, স্যার, আপনি এমন করছেন কেন? আমি বলি, স্যার, আজ অনুশীলন করব না এবং একপর্যায়ে অনেক কষ্টে দৌড়ে রুম থেকে বেরিয়ে আসি।'

ঘটনার আকস্মিকতায় হতবিহ্বল ওই অ্যাথলেট কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না, 'মাঠে তখন সবাই ছেলে। এই ঘটনা যে কারোর কাছে বলব, সেটাও পারছিলাম না। আমি জুনিয়র মিটে খেলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এই ঘটনার পর কোন ভরসায় ওনার সঙ্গে ঢাকা যাব খেলতে? স্যারকে অনেক সম্মান করতাম। কিন্তু তাঁর এমন আচরণে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি। মাঝেমধ্যে মনে হয় আত্মহত্যা করি।'

মৌলভীবাজার সদরের এই অ্যাথলেট একাডেমির পাঁচ পরিচালকের অন্যতম অভিযুক্ত কোচ। ঘটনার কয়েক দিন পর মৌলভীবাজার জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তা এবং একাডেমির পরিচালকেরা তাঁকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বলেন। সে ক্ষমাও চায়। কিন্তু ওই অ্যাথলেটের দাবি ছিল, কোচকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হোক। কোচ তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করলেও এই প্রতিবেদককে বলেছেন, ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়েছে সে, 'আমি বিষয়টি নিয়ে সবার সামনে ক্ষমা চেয়েছি। কিন্তু সত্যি করে বলছি, ওই মেয়ের সঙ্গে আমি কিছু করিনি। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ঘটনা। নির্দ্বিধায় বলতে পারি, আমি নির্দোষ। আমি যদি খারাপ হতাম, তাহলে এলাকার পাঁচটি স্কুলের কোচের দায়িত্ব পেতাম না।'

ইসলামিক ইমারত আফগানিস্তানের মুজাহিদিন হেলমান্দ, কান্দাহার ও জাবুল, গজনী, বালখ, কুন্দুজ পাক্তিয়া প্রদেশে সন্ত্রাসীদের ঘাঁটিও চৌকিসমূহে হামলা চালিয়েছেন।

(৩রা নভেম্বর) আল ইমারাহ সাইটে প্রকাশিত সংবাদের বিবরণে জানা যায়, গত রবিবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে হেলমান্দ প্রদেশের নওহ জেলার কেন্দ্রস্থলের সন্ত্রাসীদের চৌকিতে মুজাহিদগণ আক্রমণ চালিয়ে ৪ আফগান সন্ত্রাসীকে হত্যা করেন।

পরে মুজাহিদিন উক্ত চৌকি থেকে একটি কালাশিনকভসহ বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম গণিমত লাভ করেন।

আর রবিবার দিবাগত রাত বারোটার দিকে মারজাহা জেলার শিবির এলাকায় লেজার বন্দুক হামলার ফলে চার সন্ত্রাসী সেনা নিহত হয়।

একইভাবে শনিবার দিবাগত রাত বারোটার দিকে লস্করগাহ শহরের চার নম্বর নির্বাচনী এলাকার বাবাজি স্থানে হামলার ফলে দুই পুলিশ সন্ত্রাসী সদস্য নিহত হয়েছে।

শনিবার বিকেলে গিরশক জেলা, খাল সিরাজ, কাম্পারকর এবং জেলার সিপিন মসজিদ এলাকায় মুজাহিদগণের সাথে সন্ত্রাসীদের সংঘর্ষ শুরু হয় এবং এতে পাঁচ সন্ত্রাসী নিহত হয়।

অন্যদিকে দোরাহী এলাকার এক পুলিশ সদস্য (মোহাম্মদ আওয়াজ-উল-মাকসুর) দুটি কালাশনিকোভসহ মুজাহিদদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন।

খবরে বলা হয়েছে, রবিবার দিবাগত রাত সাড়ে সাতটার দিকে জাবুল প্রদেশের উত্তর জেলার কেন্দ্রে এবং রোববার রাত নয়টার দিকে নুরকের প্রদেশের রাজধানী কলাত নগরীতে লেজার বন্দুক হামলায় এক সন্ত্রাসী সেনা নিহত হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, শনিবার দুপুর তিনটার দিকে কান্দাহার প্রদেশের আরঘান্ডাব জেলার সিসাইং এলাকায় মুজাহিদগণের বোমা বিস্ফোরণে সন্ত্রাসীদের দুটি রেঞ্জার গাড়ি ধ্বংস হয়ে দুই সন্ত্রাসী কর্মী নিহত হয়। এবং গত শনিবার বেলা তিনটার দিকে শৌলিকোট জেলার কেইখ কোটাল এলাকায় মুজাহিদগণের আক্রমণে এক মুরতাদ নিহত হয়।

গত রবিবার দিবাগত রাত আটটার দিকে মাইওয়ান্দ জেলার কালানকিচি এলাকায় মুজাহিদগণের লেজারগান হামলায় ১ সন্ত্রাসী নিহত হয়।

সূত্রমতে আরো জানা যায়, গত শনিবার সকালে বদখশান প্রদেশ নাসি কোঘাজ এলাকায় মুজাহিদীন ও আফগান সন্ত্রাসী বাহিনীর মধ্যে লড়াই শুরু হয়।

অবশেষে, লড়াইয়ে উক্ত জেলার উচ্চপদস্থ অফিসার নাদির শাহসহ ১১ সন্ত্রাসী নিহত হয়, ১৫ সন্ত্রাসী আহত হয় এবং একটি রেঞ্জার গাড়ি বিধ্বস্ত হয়। এছাড়াও মুজাহিদীন ১১ টি বিভিন্ন ধরণের হালকা অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম জব্দ করেছেন।

এই ২০১৯ সালের মালাউনদের পাতানো লোকসভার নির্বাচন আবারো ভারতীয় মুসলিমদের রাজনৈতিক প্রান্তিকরণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষটিতে এই সম্প্রদায়ের এমপিদের সংখ্যা খুবই কম। এই প্রক্রিয়া সম্প্রদায়টির সামাজিক-অর্থনৈতিক খাতে সুস্পষ্ট প্রান্তিকরণের মতোই দৃশ্যমান। ২০০৫ সালে সাচার কমিটি তার প্রতিবেদন দাখিল করার পর থেকেই দলিত ও হিন্দু অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণির (ওবিসি) কাছে হেরে যাচ্ছে মুসলমানরা।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের রিপোর্টে জানা যায়, সাম্প্রতিক 'চেপে যাওয়া' এনএসএসও প্রতিবেদন (পিএলএফএস-২০১৮) ও এনএসএস-ইইউএস (২০১১-১২) ব্যবহার করে ভারতের অন্যান্য সামাজিক গ্রুপের সাথে মুসলিম তরুণদের আর্থসামাজিক অবস্থা পরীক্ষা করা হয়। আমরা তিনটি চলক ব্যবহার করেছি: স্নাতক সম্পন্নকারী শিক্ষিত মুসলিম তরুণের হার (২১-২৯ বছর), শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সম্প্রদায়টির তরুণদের হার (১৫-২৪ বছর) এবং এনইইটি শ্রেণিতে (চাকরি, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণে নয়) মুসলিম তরুণদের হার। এসব চলক সম্মিলিতভাবে দেশের তরুণদের শিক্ষাগত গতিশীলতার পর্থনির্দেশনা প্রতিফলন করে।

স্নাতক সম্পন্নকারী (আমরা একে বলব শিক্ষা লাভ) তরুণদের হার ২০১৭-১৮ সময়কালে মুসলিমদের মধ্যে ছিল ১৪ ভাগ। এই হার দলিতদের মধ্যে ১৮ ভাগ, হিন্দু ওবিসির মধ্যে ২৫ ভাগ এবং উচ্চ বর্ণের হিন্দুর মধ্যে ৩৭ ভাগ। ২০১৭-১৮ সময়কালে দলিত ও মুসলিমদের মধ্যে পার্থক্য ৪ ভাগ। ২০১১-২০১২ সময়কালে তথা ছয় বছর আগে তা ছিল মাত্র এক ভাগ। মুসলিম ও ওবিসির মধ্যে ২০১১-১২ সময়কালে ছিল ৭ ভাগ। এখন তা হয়েছে ১১ ভাগ। সব হিন্দু ও সব মুসলিমের মধ্যে ২০১১-১২ সময়কালের ব্যবধান ৯ ভাগ থেকে বেড়ে হয়েছে ১১ ভাগ।

হিন্দি বলয়ে মুসলিম তরুণদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। তাদের শিক্ষা লাভ হরিয়ানায় সবচেয়ে কম, ২০১৭-১৮ সময়কালে ছিল ৩ ভাগ, রাজস্থানে ৭ ভাগ, উত্তর প্রদেশে ১১ ভাগ। উত্তর ভারতের একমাত্র মধ্য প্রদেশেই মুসলিমদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো। এখানে তা ১৭ ভাগ। মধ্য প্রদেশ ছাড়া এসব রাজ্যে দলিতদের চেয়ে পিছিয়ে আছে মুসলিমরা। শিক্ষা লাভের দিক থেকে দলিত ও মুসলিমদের পার্থক্য হরিয়ানা ১২ ভাগ, উত্তর প্রদেশে ৭ ভাগ। ২০১১-১২ সময়কালে এসব রাজ্যে দলিতরা এই দিক থেকে সামান্য এগিয়ে ছিল।

পূর্ব ভারতে মুসলিম তরুণদের শিক্ষা লাভ: বিহারে ৮ ভাগ, দলিতদের ৭ ভাগ; পশ্চিম বঙ্গে ৮ ভাগ, দলিত ৯ ভাগ; আসামে ৭ ভাগ, দলিত ৮ ভাগ। গত ছয় বছরে মুসলিম ও দলিতদের মধ্যকার ব্যবধান কমে এলেও দলিতরা অনেক ভালো করছে।

পশ্চিম ভারতে ২০১১-১২ সময়কালে মুসলিমরা শিক্ষা লাভের দিক থেকে ভালো ছিল। কিন্তু দলিত ও হিন্দু ওবিসির সাথে তুলনা করলে ভালো মনে হবে না। গুজরাটে ২০১৭-১৮ সালে মুসলিম ও দলিতদের মধ্যে পার্থক্য ছিল ১৪ ভাগ। ছয় বছর আগে তা ছিল মাত্র ৮ ভাগ। মহারাষ্ট্রে ২০১১-১২ সালে দলিতদের চেয়ে মুসলিমেরা কিছুটা (২ ভাগ) ভালো ছিল। কিন্তু এখন মুসলিমেরা ৮ ভাগ পিছিয়ে পড়েছে।

তামিল নাড়ুতে মুসলিমেরা সারা ভারতের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। এখানে মুসলিমেরা ৩৬ ভাগ শিক্ষা লাভ করেছে। কেরালায় ২৮ ভাগ, অন্ধ্র প্রদেশে ২১ ভাগ, কর্নাটকে ১৮ ভাগ মুসলিম তরুণ স্নাতক। তামিল নাড়ু ও অন্ধ্র প্রদেশে দলিতদের সাথে মুসলিমেরা প্রতিযোগিতা করলেও কেরালায় পিছিয়ে পড়ছে। দক্ষিণ ভারতে মুসলিমের দ্রুততার সাথে পিছিয়ে পড়ছে দলিত ও ওবিসিদের বিশেষ সুবিধা দেয়ার কারণে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে তরুণদের বর্তমান উপস্থিতিবিষয়ক পরিসংখ্যান বিবেচনা করলে আর্থ-সামাজিক খাতে মুসলিমদের কোণঠাসা হয়ে পড়ার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া তরুণদের মধ্যে মুসলিমদের হার সবচেয়ে কম। ১৫-২৪ বয়সী গ্রুপে এই সম্প্রদায়ের মাত্র ৩৯ ভাগ সদস্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। অথচ দলিতদের মধ্যে তা ৪৪ ভাগ, হিন্দু ওবিসিতে ৫১ ভাগ, হিন্দু উচ্চ শ্রেণির সদস্য ৫৯ ভাগ।

মুসলিম তরুণদের একটি বড় অংশই আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা ত্যাগ করে এনইইটি শ্রেণিতে চলে যাচ্ছে। মুসলিম তরুণদের ৩১ ভাগ এই শ্রেণিতে পড়ে। ভারতে যেকোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে এটিই সর্বোচ্চ। এর পর আছে দলিতদের ২৬ ভাগ, হিন্দু ওবিসি ২৩ ভাগ, উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে ১৭ ভাগ। হিন্দি বেল্টে বিষয়টি প্রকট। রাজস্থানে এনইইটির আওতায় মুসলিমদের হার ৩৮ ভাগ, উত্তর প্রদেশ ও হরিয়ানায় ৩৭ ভাগ, মধ্যপ্রদেশে ৩৫ ভাগ। দক্ষিণ ভারতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বাদ পড়া হার তুলনামূলকভাবে কম: তেলেঙ্গানায় ১৭ ভাগ, কেরালায় ১৯ ভাগ, তামিল নাড়ুতে ২৪ ভাগ, অন্ধ্র প্রদেশে ২৭ ভাগ।

মুসলিমদের প্রান্তিক হয়ে পড়াটা কয়েক বছর আগে শুরু হলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তা প্রকট হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। 'ইন্টারজেনারেশনাল মোবিলিটি ইন ইন্ডিয়া: এস্টিমেটস ফ্রম নিউ মেথডস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডাটা' শীর্ষক সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, মুসলিমেরা যেখানে দ্রুত শিক্ষা চলমানতা থেকে বের হয়ে পড়ছে, সেখানে দলিতরা তাতে বেশি করে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এই সমস্যাপূর্ণ প্রক্রিয়ার সাথে মুসলিমদের রাজনৈতিকভাবে প্রান্তিক হয়ে পড়ার সম্পর্ক জানার জন্য আরো গবেষণা প্রয়োজন। নজরদারি গ্রুপগুলোর কার্যক্রম সম্ভবত মুসলিম তরুণদেরকে তাদের খোলস থেকে বের করতে পারে।

বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় প্রথমেই নাম আসে দিল্লির। এবার নয়াদিল্লিতে বাতাসের ভয়ানক অবনতিতে জনস্বাস্থ্যে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। এ জন্য ৫ নভেম্বর পর্যন্ত রাজধানীর সব স্কুল বন্ধ রাখাসহ আশেপাশের এলাকায় সবরকম নির্মাণকাজও বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

যুগান্তর সূত্রে জানা যায়, ভারতের রাজধানীতে শব্দদূষণের সঙ্গে বায়ুদূষণও যে ভয়ংকর আকার নিতে চলেছে, এ নিয়ে কারও সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে ‘একিউআই’ (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স) দিল্লির আবহাওয়াকে ‘খুব খারাপ’ বলে চিহ্নিত করেছে।

একিউআই’র মান অনুযায়ী, দিল্লির বাতাসে দূষণের মাত্রা ৩০১-৪০০; যা শ্বাসকষ্টের সঙ্গে শারীরিক অসুস্থতারও কারণ হতে পারে।

ভারতে সদ্য হয়ে যাওয়া মুশরিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের দীপাবলি উৎসবে বাজি ফোটানোর কারণে বিষাক্ত গ্যাসে দিল্লি এবং নয়ডার গড় একিউআই বেড়ে ৩০৬ ও ৩৫৬ -তে দাঁড়িয়েছিল। গত শুক্রবার রাজধানীতে তা ৫০০ ছাড়িয়েছে।

জানুয়ারির পর এই প্রথম দিল্লিতে দম বন্ধ করা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। দূষণের পরিভাষায় একে বলা হচ্ছে ‘সিভিয়ার প্লাস’।

নয়া দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চিহ্নিত করে নতুন মানচিত্র প্রকাশ করল অবৈধ দখলদার মালাউন ভারত। দেশটির কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরে সদ্য গঠিত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং লাদাখের সীমানা সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সেই বিজ্ঞপ্তিটিতে ভারতের একটি নতুন মানচিত্রও রয়েছে। যার মধ্যে পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের মীরপুর ও মুজফফরাবাদের মতো অঞ্চলও রয়েছে।

সংবাদ মাধ্যম এনডিটিভি বরাতে জানা যায়, ভারতের নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে তৈরি হওয়া এবং তাদের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নরের শপথ গ্রহণের দুদিন পরে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হল।

শনিবার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, জম্মু ও কাশ্মীরের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কারগিল ও লেহ ব্যতীত পূর্বের রাজ্যের সমস্ত জেলা নিয়েই থাকবে। কারগিল ও লেহ থাকবে লাদাখের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অধীনে।

৩রা নভেম্বর, ২০১৯

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী ফরিদ উদ্দিন আহম্মেদকে পুকুরে ফেলে দিয়েছে শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। আজ শনিবার দুপুরে পলিটেকনিক ক্যাম্পাসে এ ঘটনা ঘটে। সাঁতরে কিনারে এলে আশপাশের কয়েকজন অধ্যক্ষকে পুকুর থেকে উদ্ধার করে।

প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্লাসে উপস্থিত না থাকা এবং মধ্য পর্ব পরীক্ষায় অংশ না নেওয়ায় দুজন শিক্ষার্থীকে ফাইনাল পরীক্ষার ফরম ফিলাপের সুযোগ না দেওয়ায় সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ওই ঘটনা ঘটায় বলে বলে জানা গেছে।

অধ্যক্ষের অভিযোগ, তাঁকে হত্যা করতেই পুকুরের পানিতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ঘটনার পর থেকে রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষক এবং কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

অধ্যক্ষ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, আজ বেলা ১১টার দিকে রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং কম্পিউটার বিভাগের শেষ পর্বের ছাত্র সম্পাদক কামাল হোসেন সৌরভের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের কয়েকজন অধ্যক্ষের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে দেখা করে। এ সময় তারা দুজন শিক্ষার্থী যারা নিয়মিত ক্লাস করেনি এবং মধ্য পর্ব পরীক্ষায় অংশ নেয়নি, তাদের ফাইনাল পরীক্ষার ফরম পূরণের সুযোগ দেওয়ার দাবি জানায়।

অধ্যক্ষ তাদের কথা শুনে বলেন, কারিগরি শিক্ষায় ৭৫ ভাগ ক্লাস না করলে এবং মধ্য পর্ব পরীক্ষায় অংশ না নিলে ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ নেই। অধ্যক্ষ তাদের কথায় রাজি না হয়ে বিষয়টি নিয়ে তাদের বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে কথা বলতে বলেন। অধ্যক্ষের কথা শুনে তারা অধ্যক্ষের কার্যালয় থেকে বের হয়ে ক্যাম্পাসের দলীয় টেন্টে গিয়ে জড়ো হয়।

দুপুর দেড়টার দিকে অধ্যক্ষ জোহরের নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে নিজ কার্যালয়ে ফিরছিলেন। এ সময় কামাল হোসেন সৌরভের নেতৃত্বে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী অধ্যক্ষকে রাস্তা থেকে তুলে পাশের পুকুরে ফেলে দেয়। অধ্যক্ষ সাঁতার কেটে কিনারে এলে আশপাশের কয়েকজন তাঁকে উদ্ধার করে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে অধ্যক্ষ প্রকৌশলী ফরিদ উদ্দিন আহম্মেদ বলেন, ‘কামাল হোসেন সৌরভের নেতৃত্বে কয়েকজন ছাত্র আমার সঙ্গে দেখা করে দুজন ছাত্রের ফরম ফিলাপের সুযোগ করে দেওয়ার দাবি জানায়। আমি এ বিষয়ে বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা বললে তারা আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে।’

অধ্যক্ষ বলেন, ‘কিছু ছাত্র নিয়মিত ক্লাস করে না এবং মধ্য পর্ব পরীক্ষায়ও অংশ নেয় না। অথচ তাদের অভিভাবকরা জানে তাদের সন্তানরা নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। আমার সাথে দেখা করতে আসা ছাত্রদের আমি বলেছিলাম, যাদের ক্লাস এবং মধ্য পর্ব পরীক্ষা নিয়ে সমস্যা আছে, তারা তাদের অভিভাবকদের নিয়ে এলে তাদের ফরম ফিলাপের সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু তারা আমার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে আমাকে মেরে ফেলার জন্যই পুকুরে ফেলে দিয়েছিল। খবর ইনসাফ২৪

‘পুকুরে বাঁশ পোতা ছিল। আমি ধারালো সেই বাঁশে পড়ে গেলে কিংবা সাঁতার না জানলে আজ হয়তো মরেই যেতাম।’ বলছিলেন অধ্যক্ষ ফরিদ উদ্দিন আহম্মেদ।

সম্প্রতি ঢাকার মিরপুরে একটি ভূমি অফিসে গিয়েছিলাম। অফিসটিতে ভূমির কর নেয়া হয়। অফিসের ভেতরে ঘুরে দেখলাম শতশত ফাইলের স্তুপ।

এই অফিসে যারা আসছেন তাদের কয়েকজনের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম, ভূমির কর পরিশোধ করতে হলেও এখানে ঘুষ দিতে হয়।

যদিও বিষয়টি ভূক্তভোগিরা সাংবাদিকদের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে কথা বলতে চান না।

তাদের আশংকা নাম প্রকাশ করে দুর্নীতির অভিযোগ করলে পরে নানা ঝামেলায় পড়তে হবে।

এর চেয়ে নীরবে ঘুষ দিয়ে কাজ আদায় করে নেয়াটাই তারা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।

ঢাকায় ভূমি অফিস, রাজউক এবং সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন অফিস ঘুরে কম-বেশি একই চিত্র পাওয়া গেল। ঘুষ ছাড়া কাজ হয়েছে এমন ঘটনা বিরল।

বিভিন্ন সেবা নেবার জন্য সরকারি অফিসগুলোতে যারা যান, তাদের অভিযোগের অন্ত নেই।

সরকারি অফিস মানেই ঘুষ?

ঢাকার একজন বাসিন্দা মনিসা বলেন, যে কোন কাজে সরকারি অফিসে যেতে হলে তার বাড়তি মনোবলের প্রয়োজন হয়।

"ঘুষের ব্যাপারটা খুবই কমন। যারা দিচ্ছে তারাও মনে করে যে বিষয়টা স্বাভাবিক। সবার আগে মাথায় থাকে যে সরকারি অফিসে যাচ্ছি। বিড়ম্বনার কথা তো মাথায় থাকেই," বলছিলেন তিনি।

বাংলাদেশে দুর্নীতি মোকাবেলার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন রয়েছে। বিভিন্ন সময় তাদের সন্দেভাজনদের সম্পদের হিসাব, জিজ্ঞাসাবাদ কিংবা মামলা করতে দেখা যায়। এগুলো বেশ ফলাও করে প্রচারও করা হয়।

কমিশনের সর্বশেষ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, ২০১৮ সালে বিভিন্ন দুর্নীতির মামলায় ৫৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, এদের মধ্যে ২৮ জন সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

প্রভাবশালীরা আওতার বাইরে?

দুর্নীতি-বিরোধী বেসরকারি সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, দুর্নীতির দায়ে যাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে তাদের অনেকেই নিম্নপদস্থ কর্মচারী।

কোন মন্ত্রণালয়ে বা সরকারি সংস্থায় দুর্নীতির জন্য সেখানকার সচিব কিংবা শীর্ষ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার নজির একেবারেই নেই।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ব্যক্তিরা বলছেন, ভূমি অফিস, রাজউক কিংবা সিটি করপেরেশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যাপক দুর্নীতি থাকলেও এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলার নজির নেই।

অনেক সমালোচনা এবং আলোচনার পরেও সাবেক ফারমার্স ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দিন খান আলমগীর এবং বেসিক ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হাই বাচ্চুকে দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত করা হয়নি।

অনেকে ক্ষেত্রেই প্রভাবশালীরা পার পেয়ে যাচ্ছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন টিআইবির ইফতেখারুজ্জামান।

তিনি বলেন, "নিম্ন কিংবা নিম্ন মধ্যম পর্যায়ের কর্মচারী বা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ আসে তখন দুর্নীতি দমন কমিশনকে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়। বিশেষ করে উচ্চ পর্যায়ের যারা তাদেরকে বিচারের আওতায় আনার দৃষ্টান্ত খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়।"

বেতন বৃদ্ধি কোন সুফল দেয়নি

বছর তিনেক আগে সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা বাড়ানো হয়েছে শতকরা ৮০ শতাংশ পর্যন্ত। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি ছিল নজীরবিহীন ঘটনা।

সরকারের তরফ থেকে যুক্তি দেখানো হয়েছিল, বেতন ভাতা বৃদ্ধি করলে সরকারি অফিসে দুর্নীতির প্রবণতা কমে আসবে। কিন্তু বাস্তবে সেটির কোন প্রতিফলন দেখা যায়নি।

কমিশনের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, ২০১৮ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন ২১৬টি মামলা দায়ের করেছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলাদেশে দুর্নীতির যে ব্যাপকতা সে তুলনায় এই মামলার সংখ্যা সমুদ্রের কয়েক ফোঁটা পানির মতো।

প্রতিবেদনঃ বিবিসি বাংলা

দৈনিক প্রথম আলোর কিশোর ম্যাগাজিন ‘কিশোর আলো’র অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শিক্ষার্থী আবরারের মৃত্যুর সময়ের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশের দাবিসহ ৪ দফা দাবিতে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা দাবি পূরণের জন্য ৭২ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দেন। শনিবার দুপুরে নিহত আবরারের সহপাঠিরা এ আল্টিমেটামের ঘোষণা দেয়।

শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো হলো- ১. ঘটনা চলাকালীন সময়ের সিসিটিভি ফুটেজ দেখাতে হবে, ২. অনুষ্ঠানের মিস ম্যানেজমেন্টের দায় স্বীকার করে কিশোর আলো, ইভেন্ট অর্গানাইজার, আয়শা মেমোরিয়াল হাসপাতাল

কর্তৃপক্ষের লিখিত বক্তব্য দিতে হবে, ৩. ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ছাত্রদের হাতে পৌঁছাতে হবে, ৪. শুধু দুর্ঘটনা নয়, তাদের গাফিলতি, অব্যবস্থাপনা এবং উদাসীনতা উল্লেখ করে পত্রিকায় বিবৃতি দিতে হবে।

৭২ ঘণ্টার মধ্যে দাবিগুলো আদায় না হলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন বলেও জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

উল্লেখ্য, শুক্রবার ঢাকার মোহাম্মদপুরে রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে কিশোর আলোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত একই স্কুলের নবম শ্রেনীর শিক্ষার্থী নাইমুল আবরার রাহাত (১৫) অনুষ্ঠান চলাকালে রাত ৯টার দিকে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মারা যান।

জানা যায়, শুক্রবার কিশোর আলোর অনুষ্ঠান দেখতে এসেছিলেন শিক্ষার্থী নাইমুল আবরার রাহাত। পরে সেখানেই বিদ্যুতায়িত হয়ে গুরুতর আহত হলে অনুষ্ঠানস্থলের মেডিক্যাল ক্যাম্পে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দু'জন চিকিৎসক তাকে পরীক্ষা করে দেখেন। অবস্থার অবনতি হলে তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এঘটনায় আয়োজক কমিটির সমালোচনা করেছেন বিশিষ্টজনেরা। আয়োজনটি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে না করে স্কুলের মাঠে কেন করা হলো - এমন সব প্রশ্নও তুলেছেন অনেকে।

বেপরোয়া পরিবহন চাঁদাবাজরা। টার্মিনালভিত্তিক সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণে চলছে অর্থ আদায়। এরা সবাই এক সুতোয় বাঁধা। এদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে মালিক সমিতি, শ্রমিক সমিতি, অসাধু সন্ত্রাসী পুলিশ কর্মকর্তা ও ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসী আওয়ামীলীগের নেতা।

মাসে নগরীর ৪ টার্মিনাল, বিভিন্ন পয়েন্ট ও সড়ক থেকে আদায় হচ্ছে ৬০ কোটি টাকা। প্রতিদিন আদায় হচ্ছে দুই কোটি টাকা।

গণপরিবহন, অবৈধ লেগুনা ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালকদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হচ্ছে এ অর্থ। এর ভাগ যাচ্ছে অনেক দূর।

পরিবহন সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সড়কে গাড়ির চাকা ঘুরলেই গুনতে হয় চাঁদা। মহাখালী, ফুলবাড়িয়া, গাবতলী ও সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালসহ রাজধানীর পরিবহন ব্যবস্থার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক এই সিন্ডিকেট। এ চক্রের হাতে জিম্মি ২০ লক্ষাধিক পরিবহন শ্রমিক।

বিপ্লবী সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের মহাসচিব আলী রেজা যুগান্তরকে বলেন, মধ্যস্বত্বভোগীরা কোম্পানি খুলে জিপির (গেট পাস) নামে হরিলুট চালাচ্ছে। চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হলে কোম্পানি সিন্ডিকেট ভাঙতে হবে।

এ ছাড়া বন্ধ হবে না। ব্যাঙের ছাতার মতো শ্রমিক সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন না দিয়ে সংগঠনগুলোকে নিয়ন্ত্রণেরও আহ্বান জানান তিনি।

অন্যদিকে আওয়ামী দালাল পেটুয়া বাহিনী পুলিশের নামেও পরিবহন থেকে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। নগরীর বিভিন্ন সড়কে লেগুনা, সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা থেকেও তোলা হচ্ছে চাঁদা।

জানা গেছে, গুলিস্তান-ফুলবাড়িয়া বাস টার্মিনাল থেকে ৩৪টি কোম্পানির ১ হাজার ৬৮৮টি বাস বিভিন্ন রোডে চলাচল করে। সায়েদাবাদ টার্মিনাল থেকে চলাচল করে সাড়ে তিন হাজার গাড়ি। একইভাবে মহাখালী থেকে আড়াই হাজার, গুলিস্তান থেকে ১২০০, মিরপুর থেকে ৭০০, আজিমপুর থেকে ৫০০, মতিঝিল কমলাপুরে ৪০০, গাবতলী টার্মিনালে ৩ হাজার ২০০, ভাসমান আরও ১ হাজার ৩০০ গাড়ি চলাচল করে। সব মিলিয়ে ১৫ হাজার গাড়ি (গণপরিবহন) চলাচল করে নগরীর বিভিন্ন রোডে।

প্রতিটি গাড়ি থেকে জিপি (গেট পাস) দিনে আদায় করা হয় গড়ে ১ হাজার ১০০ টাকা করে। এ খাতে প্রতিদিন মোট আদায় হয় ১ কোটি ৬৫ লাখ টাকার বেশি। শুধু জিপি থেকেই মাসে আদায় ৪৯ কোটি ৫০ লাখ টাকা।

এ ছাড়া মালিক সমিতি, ঢাকা সড়ক পরিবহন সমিতি, হরতাল ভাংচুর ভর্তুকি, ইফতার, অফিস ক্রয়, কমিউনিটি পুলিশ, বোবা ফান্ড (কমন ফান্ড) সুপারভাইজার, কাঙালি, লাঠি বাহিনীর নামে প্রতিদিন চাঁদা আদায় হচ্ছে। মাসে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১০ কোটি টাকার বেশি। সব মিলিয়ে গণপরিবহন থেকেই মাসে আদায় ৬০ কোটি টাকা। এ ছাড়া লেগুনা, ইজিবাইক, ব্যাটারিচালিত রিকশা থেকে জোর করে টাকা আদায় হচ্ছে।

গুলিস্তান-ফুলবাড়িয়া বাস টার্মিনাল থেকে ৩৪টি কোম্পানির ১ হাজার ৬৮৮টি বাস বিভিন্ন রোডে চলাচল করে। বাসগুলো থেকে গড়ে ১ হাজার ১০০ টাকা হিসাবে জিপি (গেট পাস) আদায় করা হয় দিনে ১৮ লাখ ৫৬ হাজার টাকার বেশি। এ ছাড়া শ্রমিক ইউনিয়নের নামে ৩০ টাকা হারে আদায় হয় দিনে ৫১ হাজার টাকা, মাসে ১৫ লাখ ৩০ হাজার টাকা। বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের নামে আদায় হয় দিনে ৮৫ হাজার টাকা। মাসে ২৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

মালিক সমিতির নামে মাসে ৩ কোটি ৩০ লাখ ৯৪ হাজার ২০০ টাকা, ঢাকা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের নামে ৪০ লাখ ৫১ হাজার ২০০ টাকা, হরতাল ভাংচুর ভর্তুকির নামে ১০ লাখ ১২ হাজার ৮০০ টাকা, অফিস ক্রয়ের নামে ১০ লাখ ১২ হাজার ৮০০ টাকা, কমিউনিটি পুলিশের নামে ১০ লাখ ১২ হাজার ৮০০ টাকা, কমন ফান্ড বা বোবা ফান্ডের নামে ১ কোটি ২ লাখ ১৮ হাজার টাকা, সুপারভাইজারদের খাতে আদায় হয় ৩০ লাখ ৩৮ হাজার ৪০০ টাকা। সব মিলিয়ে ফুলবাড়িয়া টার্মিনাল থেকেই আদায় হয় ১১ কোটি ৩২ লাখ ২৪ হাজার ২০০ টাকা।

একইভাবে টাকা আদায় হয় গাবতলী টার্মিনাল, মহাখালী টার্মিনাল ও সায়েদাবাদ টার্মিনালে। সায়েদাবাদ টার্মিনালে গাড়িচালক বাবুল মিয়া জানিয়েছেন, টার্মিনাল থেকে গাড়ি বের করার আগেই গুনতে হয় জিপির

টাকা। তিনি জানান, ৮০০ থেকে শুরু করে ১ হাজার ৮০০ টাকা পর্যন্ত জিপি আদায় করা হয় বিভিন্ন পরিবহনে।

এনায়েত উল্লাহ বলেন, সড়কে চাঁদাবাজি বলতে কোম্পানির নামে যে জিপি আদায় করা হয় তা মারাত্মক। প্রতিটা বাস থেকে ১ হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ টাকা আদায় করা হয়।

এদিকে সরেজমিন দেখা গেছে, গুলিস্তান থেকে আবদুল্লাহপুর রোডের এক গাড়ির চালক গুলিস্তানে যাত্রার শুরুতেই ১ হাজার ২৮০ টাকা জিপি দিচ্ছেন।

এই চালক যুগান্তরকে বলেন, ট্রিপ নিয়ে যাওয়া এবং আসার পথেও এভাবেই চাঁদা দিতে হয়। গুলিস্তানের পর প্রেস ক্লাবের সামনে ১০ টাকা, শাহবাগে ১০ টাকা, ফার্মগেটে ৪০ টাকা, মহাখালীতে ১০ টাকা, বনানীতে ১০ টাকা, শ্যাওড়ায় ১০ টাকা, খিলক্ষেতে ১০ টাকা, আবদুল্লাহপুরে ৪০ টাকা চাঁদা দিতে দেখা যায়।

বেপরোয়া পরিবহন চাঁদাবাজরা। টার্মিনালভিত্তিক সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণে চলছে অর্থ আদায়। এরা সবাই এক সুতোয় বাঁধা। এদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে মালিক সমিতি, শ্রমিক সমিতি, অসাধু সন্ত্রাসী পুলিশ কর্মকর্তা ও ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসী আওয়ামীলীগের নেতা।

মাসে নগরীর ৪ টার্মিনাল, বিভিন্ন পয়েন্ট ও সড়ক থেকে আদায় হচ্ছে ৬০ কোটি টাকা। প্রতিদিন আদায় হচ্ছে দুই কোটি টাকা।

গণপরিবহন, অবৈধ লেগুনা ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালকদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হচ্ছে এ অর্থ। এর ভাগ যাচ্ছে অনেক দূর।

পরিবহন সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সড়কে গাড়ির চাকা ঘুরলেই গুনতে হয় চাঁদা। মহাখালী, ফুলবাড়িয়া, গাবতলী ও সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালসহ রাজধানীর পরিবহন ব্যবস্থার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক এই সিন্ডিকেট। এ চক্রের হাতে জিম্মি ২০ লক্ষাধিক পরিবহন শ্রমিক।

বিপ্লবী সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের মহাসচিব আলী রেজা যুগান্তরকে বলেন, মধ্যস্বত্বভোগীরা কোম্পানি খুলে জিপির (গেট পাস) নামে হরিলুট চালাচ্ছে। চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হলে কোম্পানি সিন্ডিকেট ভাঙতে হবে।

এ ছাড়া বন্ধ হবে না। ব্যাঙের ছাতার মতো শ্রমিক সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন না দিয়ে সংগঠনগুলোকে নিয়ন্ত্রণেরও আহ্বান জানান তিনি।

অন্যদিকে আওয়ামী দালাল পেটুয়া বাহিনী পুলিশের নামেও পরিবহন থেকে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। নগরীর বিভিন্ন সড়কে লেগুনা, সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা থেকেও তোলা হচ্ছে চাঁদা।

জানা গেছে, গুলিস্তান-ফুলবাড়িয়া বাস টার্মিনাল থেকে ৩৪টি কোম্পানির ১ হাজার ৬৮৮টি বাস বিভিন্ন রোডে চলাচল করে। সায়েদাবাদ টার্মিনাল থেকে চলাচল করে সাড়ে তিন হাজার গাড়ি। একইভাবে মহাখালী থেকে আড়াই হাজার, গুলিস্তান থেকে ১২০০, মিরপুর থেকে ৭০০, আজিমপুর থেকে ৫০০, মতিঝিল কমলাপুরে ৪০০, গাবতলী টার্মিনালে ৩ হাজার ২০০, ভাসমান আরও ১ হাজার ৩০০ গাড়ি চলাচল করে। সব মিলিয়ে ১৫ হাজার গাড়ি (গণপরিবহন) চলাচল করে নগরীর বিভিন্ন রোডে।

প্রতিটি গাড়ি থেকে জিপি (গেট পাস) দিনে আদায় করা হয় গড়ে ১ হাজার ১০০ টাকা করে। এ খাতে প্রতিদিন মোট আদায় হয় ১ কোটি ৬৫ লাখ টাকার বেশি। শুধু জিপি থেকেই মাসে আদায় ৪৯ কোটি ৫০ লাখ টাকা।

এ ছাড়া মালিক সমিতি, ঢাকা সড়ক পরিবহন সমিতি, হরতাল ভাংচুর ভর্তুকি, ইফতার, অফিস ক্রয়, কমিউনিটি পুলিশ, বোবা ফান্ড (কমন ফান্ড) সুপারভাইজার, কাঙালি, লাঠি বাহিনীর নামে প্রতিদিন চাঁদা আদায় হচ্ছে। মাসে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১০ কোটি টাকার বেশি। সব মিলিয়ে গণপরিবহন থেকেই মাসে আদায় ৬০ কোটি টাকা। এ ছাড়া লেগুনা, ইজিবাইক, ব্যাটারিচালিত রিকশা থেকে জোর করে টাকা আদায় হচ্ছে।

গুলিস্তান-ফুলবাড়িয়া বাস টার্মিনাল থেকে ৩৪টি কোম্পানির ১ হাজার ৬৮৮টি বাস বিভিন্ন রোডে চলাচল করে। বাসগুলো থেকে গড়ে ১ হাজার ১০০ টাকা হিসাবে জিপি (গেট পাস) আদায় করা হয় দিনে ১৮ লাখ ৫৬ হাজার টাকার বেশি। এ ছাড়া শ্রমিক ইউনিয়নের নামে ৩০ টাকা হারে আদায় হয় দিনে ৫১ হাজার টাকা, মাসে ১৫ লাখ ৩০ হাজার টাকা। বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের নামে আদায় হয় দিনে ৮৫ হাজার টাকা। মাসে ২৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

মালিক সমিতির নামে মাসে ৩ কোটি ৩০ লাখ ৯৪ হাজার ২০০ টাকা, ঢাকা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের নামে ৪০ লাখ ৫১ হাজার ২০০ টাকা, হরতাল ভাংচুর ভর্তুকির নামে ১০ লাখ ১২ হাজার ৮০০ টাকা, অফিস ক্রয়ের নামে ১০ লাখ ১২ হাজার ৮০০ টাকা, কমিউনিটি পুলিশের নামে ১০ লাখ ১২ হাজার ৮০০ টাকা, কমন ফান্ড বা বোবা ফান্ডের নামে ১ কোটি ২ লাখ ১৮ হাজার টাকা, সুপারভাইজারদের খাতে আদায় হয় ৩০ লাখ ৩৮ হাজার ৪০০ টাকা। সব মিলিয়ে ফুলবাড়িয়া টার্মিনাল থেকেই আদায় হয় ১১ কোটি ৩২ লাখ ২৪ হাজার ২০০ টাকা।

একইভাবে টাকা আদায় হয় গাবতলী টার্মিনাল, মহাখালী টার্মিনাল ও সায়েদাবাদ টার্মিনালে। সায়েদাবাদ টার্মিনালে গাড়িচালক বাবুল মিয়া জানিয়েছেন, টার্মিনাল থেকে গাড়ি বের করার আগেই গুনতে হয় জিপির টাকা। তিনি জানান, ৮০০ থেকে শুরু করে ১ হাজার ৮০০ টাকা পর্যন্ত জিপি আদায় করা হয় বিভিন্ন পরিবহনে।

এনায়েত উল্লাহ বলেন, সড়কে চাঁদাবাজি বলতে কোম্পানির নামে যে জিপি আদায় করা হয় তা মারাত্মক। প্রতিটা বাস থেকে ১ হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ টাকা আদায় করা হয়।

এদিকে সরেজমিন দেখা গেছে, গুলিস্তান থেকে আবদুল্লাহপুর রোডের এক গাড়ির চালক গুলিস্তানে যাত্রার শুরুতেই ১ হাজার ২৮০ টাকা জিপি দিচ্ছেন।

এই চালক যুগান্তরকে বলেন, ট্রিপ নিয়ে যাওয়া এবং আসার পথেও এভাবেই চাঁদা দিতে হয়। গুলিস্তানের পর প্রেস ক্লাবের সামনে ১০ টাকা, শাহবাগে ১০ টাকা, ফার্মগেটে ৪০ টাকা, মহাখালীতে ১০ টাকা, বনানীতে ১০ টাকা, শ্যাওড়ায় ১০ টাকা, খিলক্ষেতে ১০ টাকা, আবদুল্লাহপুরে ৪০ টাকা চাঁদা দিতে দেখা যায়।

বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসন চলছে- এটা কেবলই বুলি কিংবা গুজব নয়, বরং চরম বাস্তবতা। হিন্দুদের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডগুলো সেই বাস্তবতার স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় দলিল। বাংলাদেশের মূলধারার হলুদ মিডিয়া যখন এই আগ্রাসনের বাস্তবতাকে ধামাচাপা দিতে ব্যস্ত তখনই হিন্দুত্ববাদীদের ১৫টি অপকর্মের তথ্যসমৃদ্ধ ফিরিস্তি তুলে ধরা হয়েছে আল-হিকমাহ মিডিয়া পরিবেশিত 'হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসন' নামের ডকুমেন্টারিতে। এ ভূখণ্ডের হিন্দুদের বাড়তে থাকা আগ্রাসনের পাশাপাশি হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের সাথে বাংলাদেশের সরকার, পুলিশ-প্রশাসন এবং মিডিয়ার যোগসাজসের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। বিপুল পরিমাণ তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণসমৃদ্ধ এ ডকুমেন্টারিতে উঠে এসেছে বাস্তবতার এক ভয়াবহ চিত্র।

আল হিকমাহ মিডিয়া এর আগেও বিভিন্ন ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ ও উপমহাদেশে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের চিত্র বাংলাভাষীদের সামনে তুলে ধরায় অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছে মিডিয়াটি। বাবরি মসজিদের শাহাদত, উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী যোগী আদিত্যনাথের উত্থান, গেরুয়া সন্ত্রাস তথা আরএসএস এর এজেন্ডা নিয়ে বিভিন্ন কাজ প্রকাশিত হয়েছে মিডিয়াটি থেকে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উপমহাদেশের বাস্তবতা তুলে ধরার জন্য সেগুলোর মধ্যে কোনো কোনো ভিডিওতে ইংরেজি সাবটাইটেলও যুক্ত করা হয়েছে। বাবরি মসজিদের শাহাদাত ও উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের রামমন্দির প্রতিষ্ঠার এজেন্ডা নিয়েও একটি ডকুমেন্টারি এরূপ ইংরেজী সাবটাইটেলসহ গত বছর প্রকাশ করা হয়েছে আল-হিকমাহ মিডিয়ার ব্যানারে।

সেই ধারাবাহিকতায় ২রা নভেম্বর ২০১৯, বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসন সম্পর্কে ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তুলে ধরে ২৩ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড দৈর্ঘ্যের চাঞ্চল্যকর একটি ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে আল-হিকমাহ মিডিয়া থেকে। ভিডিওতে উঠে এসেছে মুসলিমদের হৃদয়ের স্পন্দন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে বারবার হিন্দুদের কটুক্তি ও তাদের প্রতি সরকার ও মিডিয়ার সমর্থনের বিবরণ। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় মুসলিমদের মসজিদসমূহে হিন্দুদের হামলার ঘটনাও উপস্থাপিত হয়েছে ভিডিওটিতে।

কীভাবে সরকার, প্রশাসন এবং মিডিয়ার সক্রিয় সমর্থনে দিন দিন এ ভূখণ্ডের হিন্দুরা উদ্ধত হয়ে উঠছে তাও ফুটে উঠেছে ভিডিওটিতে। এ ভূখণ্ডের মুসলিমদের এই করুণ পরিস্থিতি তুলে ধরার পাশাপাশি বর্তমান অবস্থায় মুসলিমদের করণীয় কী, সে সম্পর্কে তুলে ধরা হয়েছে উলামায়ে কেরামের নির্দেশনা। আল-কায়েদা উপমহাদেশের সম্মানিত আমির, মাওলানা আসিম উমর হাফিজাহুল্লাহ এর অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা ভিডিওটির শেষাংশে উল্লেখ করে দেওয়ায় ভিডিওটির গুরুত্ব কয়েকগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, বাংলাভাষী মুসলিমদের হৃদয়ে জায়গা করে নেওয়া শাইখ তামিম আল-আদনানি হাফিজাহুল্লাহ এর বয়ানের বিশেষ অংশ তুলে ধরে উপমহাদেশে তাওহিদ ও শিরকের দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত সংঘাতের বাস্তবতা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। তাওহিদ ও জিহাদকে আকড়ে ধরার মাধ্যমেই যে এ অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব সেই নসীহত উঠে এসেছে মাওলানা সাঈদ ইউসুফ দাঃবাঃ এর বক্তব্যে।

বাংলাদেশের মুসলিমদের করুণ পরিস্থিতিতে হলুদ মিডিয়া যখন মিথ্যাচারে লিপ্ত, তখন আল-হিকমাহ মিডিয়ার পক্ষ থেকে প্রকাশিত এ ভিডিওটি উম্মাহর সামনে সত্যকে উন্মোচিত করবে এবং উম্মাহ এ থেকে সঠিক

দিকনির্দেশনা পাবে বলে আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ। তাই, ভিডিওটির সর্বোচ্চ প্রচার কামনায় ও পাঠকদের সুবিধার্থে নিচে ভিডিওটি দেওয়া হলো-

ভিডিওটি অনলাইনে দেখুন-
https://tune.pk/video/8667870/hinduttobader-agrasonmp4

https://ia801409.us.archive.org/30/items/hinduttobader_agrason_HQ/hinduttobader.mp4

আগ্রহীরা সম্পূর্ণ ভিডিওটি ডাউনলোড করতে পারবেন নিচের লিঙ্ক থেকে –
https://www.mediafire.com/file/cf22rxr6pxf6nlf/hinduttobader_agrason.mp4/file

---

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়ার পরদিনই কাশ্মীরে ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসী সেনাবাহিনীর হাতে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন সাংবাদিকরা। সন্ত্রাসী সদস্যদের মারধরে গুরুতর জখম হয়েছেন এক নারীসহ ১২ সাংবাদিক।

আনন্দবাজারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিক্ষোভের আশঙ্কায় পুরনো শ্রীনগরের কিছু এলাকায় এখনও সাধারণ নাগরিকদের গতিবিধিতে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রয়েছে। তেমনই এক এলাকায় শনিবার খবর সংগ্রহে গিয়েছিলেন সাংবাদিকরা।

তারা যখন ছবি তুলছিলেন এবং স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছিলেন, তখনই ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসী সেনাবাহিনীর একদল সদস্য তাদের ঘিরে ধরে পেটাতে শুরু করে।

নারী সাংবাদিক মোছা. জেহার এবং আদিল আব্বাস, ইদ্রিস আব্বাস, মজিন মোট্টুসহ অন্য সাংবাদিকরা মারধরে জখম হন।

গত বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে আলাদা হয়ে যায় জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ। বিশেষ মর্যাদা হারিয়ে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য পরিণত হল দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। এর ফলে ভারতে রাজ্যের সংখ্যা একটি কমে ২৮ ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সংখ্যা দুটি বেড়ে ৯টিতে দাঁড়াল।

ভারত সরকার জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা রদ করে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ ও ৩৫-এ ধারা বাতিলের প্রায় তিন মাস পর ৩১ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে তা কার্যকর হল।

গত সপ্তাহে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ আফ্রিকার দেশ সোমালিয়া ও কেনিয়ার বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসী বাহিনীর সামরিক ইউনিট ও ঘাঁটিসমূহে হামলা চালিয়েছেন।

শাহাদাহ নিউজের বরাতে জানা যায়, গত বুধবার(৩০অক্টোবর) হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ সোমালিয়া এবং কেনিয়ার মধ্যবর্তী আর্টিফিসিয়াল সীমান্তের ডোবলি শহরের দিজাবোলা জেলায় সন্ত্রাসীদের সামরিক ঘাঁটিতে তীব্র হামলার পরে সামরিক ঘাঁটিটি দখল করে নিয়েছেন।

উক্ত হামলায় ২ কেনিয়ান উচ্চপদস্থ সন্ত্রাসী পুলিশ অফিসার গুরুতর আহত হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছে।

সোমালিয়ার যুবা প্রদেশ

সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় যুবা প্রদেশে এই সপ্তাহে আশ শাবাবের মুজাহিদগণ বেশ কয়েকটি হামলা চালিয়েছেন।

হামলার মধ্যে গত শনিবার সোমালিয়ার কিসমায়োর পার্সিংগনি এলাকায় সরকারী সন্ত্রাসী মিলিশিয়াদের একটি সামরিক ঘাঁটিতে বোমা বিস্ফোরণ হামলা চালিয়েছেন।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণের বোমা বিস্ফোরণ হামলায় ১৩ সন্তাসীর ও অধিক মিলিশিয়ান হতাহত হয়েছে।

একই রাজ্যে, পার্সিংগনি অঞ্চলের নিকটে, গত বুধবার হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণের হামলায় সোমালিয়ার সন্তাসীদের বিশেষ বাহিনী যারা ‘বানক্রফট’ নামে পরিচিত তাঁদের ৫ সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৯ সন্ত্রাসী। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সন্ত্রাসীদের দুটি সামরিকযান।

এমনিভাবে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ সোমালিয়ার কিসমায়ো শহরের শহরতলির আরারি এলাকার কাছে দুটি বিস্ফোরক ডিভাইস দিয়ে সরকারী সন্ত্রাসী মিলিশিয়াদের একটি সামরিক কনভয়ে বিস্ফোরণ হামলা চালিয়েছেন।

যার ফলে জান মালের বিপুল পরিমাণ ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে।

এদিকে, বৃহস্পতিবার পারসিংগনি অঞ্চলে সরকারী মিলিশিয়াদের সামরিক ঘাঁটিতে আরও একটি মর্টার হামলায়, জান মালের অনেক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে।

রাজধানী মোগাদিশু

গত সোমবার সোমালিয়ার রাজধানী হাডান জেলায় একটি গাড়িতে মুজাহিদগণের বোমা হামলায় সরকারী মিলিশিয়াদের এক সন্ত্রাসী নিহত হয়।

পরের দিন রাজধানীর সোমালিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে আফজুয়ীর শহরতলিতে সরকারি মিলিশিয়াদের যাত্রীবাহী একটি সামরিক ইউনিটে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণের হামলায় সরকারি মিলিশিয়ার চার সন্ত্রাসী সদস্য নিহত হয়।

এবং তারা যে সামরিক বাহিনী নিয়ে যাত্রা করছিল তা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

গত মঙ্গলবার সোমালি পুলিশ অফিসার আবগালো মুজাহিদগণের হত্যার চেষ্টা থেকে বেচেঁ যায়, পরে ওয়ার্ডুকলি জেলায় মুজাহিদগণ বোমা দিয়ে তার গাড়িটি ধ্বংস করে দেয়।

লোয়ার শ্যাবেল প্রদেশ

সোমালিয়ার দক্ষিণের লোয়ার শ্যাবেল প্রদেশে এই সপ্তাহে সর্বোচ্চ সংখ্যক অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

গত শনিবার, দক্ষিণ সোমালিয়ার লোয়া শ্যাবেলে মুজাহিদগণের বোমা বিস্ফোরণ হামলায়

একটি মোটর সাইকেল ধ্বংস হয়ে গেছে। দুই সন্ত্রাসী সরকারী মিলিশিয়ান নিহত হয়েছে। আহত হয়েছিল আরো ১ সন্ত্রাসী।

একই রাজ্যে, গত মঙ্গলবার সরকারী মিলিশিয়া বাহিনী যে গাড়িতে যাত্রা করছিল, তা রাজ্যের " 50" কি:মি: দূরে মুজাহিদগণের একটি বিস্ফোরক ডিভাইসে ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে তিন সন্ত্রাসী নিহত হয়।

এমনিভাবে, বাড়ায়ী শহর, জালউইন শহর ও মিশলাই অঞ্চলে উগান্ডার সামরিক ঘাঁটিগুলিতে মুজাহিদগণ অভিযান চালিয়েছেন। যার ফলে অগণিত হতাহতের ঘটনা ঘটে।

এ রাজ্যের সর্বশেষ অভিযানগুলি হ'ল একটি সামরিক ট্রাক ও একটি সরকারী মিলিশিয়াদের একটি ট্যাঙ্ক মুজাহিদগণের হামলায় ধ্বংস হয়েছে। ফলে ৩সন্ত্রাসী হতাহত হয়েছে।

২রা নভেম্বর, ২০১৯

চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের বাজেট ঘাটতি ৯৩%, যার পরিমাণ ৬.৫২ ট্রিলিয়ন রুপি। গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত সরকারি উপাত্তে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

পিটিআই সূত্রে জানা যায়, আর্থিক ঘাটতি বা রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬,৫১,৫৫৪ কোটি রুপিতে দাঁড়িয়েছে।

কন্ট্রোলর জেনারেল অব একাউন্টস (সিজিএ) প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায়, এই ঘাটতি ২০১৮-১৯ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে সংশ্লিষ্ট মাসের জন্য যে বরাদ্দ রাখা হয়েছিলো তার ৯৫.৩%।

সরকার এ বছরের জন্য আর্থিক ঘাটতি হিসাব করে ৭.০৩ ট্রিলিয়ন রুপি।

---

৫ আগস্টের পর সবচেয়ে বড় যে তথ্য অনুসন্ধানী দল কাশ্মীর সফর করেছে, তারা দেখতে পেয়েছে যে, সেখানকার বিচার ব্যবস্থা মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে, ব্যাপক মাত্রায় নির্যাতনের পুনরাবৃত্তির অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং জনগোষ্ঠির একটা বিপুল সংখ্যক অংশ মানসিক ট্রমায় আক্রান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা *টেলিগ্রাফ ইন্ডিয়া।*

এই টিমে ছিল মানবাধিকার আইনজীবী মিহির দেশাই, লারা জেসানি, ভিনা গাওদা, ক্লিফটন ডি'রোজারিও, আরতি মুন্ডকুর এবং সারাংগা উগালমুগলে, ছিল মনোরোগবিদ অমিত সেন, ট্রেন ইউনিয়ন নেতা গৌতম মোদি এবং ব্যাঙ্গালুরু-ভিত্তিক অধিকার কর্মী নাগারি বাবাইয়াহ, রামদাস রাও ও স্বাতি সেশাদ্রি। ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত উপত্যকার পাঁচটি জেলা সফর করেছে তারা।

তাদের রিপোর্টে নির্যাতন অধ্যায়ে এমন অভিযোগের বর্ণনা রয়েছে যে, যেখানে আটককৃতদের পেটানো হয়েছে এবং তাদের চিৎকার রেকর্ড করে লাউডস্পিকারে বাজানো হয়েছে, যৌনাঙ্গে ইলেকট্রিক শক দেয়া হয়েছে এবং নারী ও বালকদের যৌন নির্যাতন করা হয়েছে। নির্যাতনের শিকার অভিযোগকারী প্রতিহিংসার ভয়ে কেউই তাদের নাম বলতে রাজি হননি।

সংবাদ সম্মেলনে উগালমুগলে বলেন, "বিবিসি নির্যাতন নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রচার করেছিল, যেখানে শোপিয়ান গ্রামে এক নির্যাতিত ব্যক্তি সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার পর ভারতীয় সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনী আবার তার উপর নির্যাতন চালায় এবং তাকে বলে, "কত বড় সাহস, তুই মিডিয়ার সাথে কথা বলিস?"

এই টিমের ভাষ্যমতে, আদালতের দ্বারস্থ হওয়াটা উপত্যকার মানুষের জন্য অসম্ভব হয়ে গেছে।

টিমের রিপোর্টে বলা হয়েছে, "হাইকোর্টের আইনজীবীরা আমাদের জানিয়েছে যে, যোগাযোগ বন্ধ থাকায় এবং চলাফেরায় বিধিনিষেধ থাকায় পুরো বিচার ব্যবস্থা যেখানে অকার্যকর হয়ে গেছে, এ অবস্থায় আইনজীবীরাও

সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা, রাষ্ট্র কর্তৃক দমন অভিযান, এবং আইনজীবী ও বার অ্যাসোসিয়েশানের বিশিষ্ট সদস্যদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে নিয়মিত আলাদত বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে"।

কিছু বন্দী প্রদর্শন আবেদন করা হচ্ছে, যেগুলোর অর্থ হলো বন্দীকে আদালতের সামনে উপস্থিত করে এটা জানানো যে, তাকে অবৈধভাবে আটক করা হয়েছে কি না। পিএসএ আইনের অধীনে বিনা বিচারে দীর্ঘকাল আটকে রাখা যায়।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, "আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, ৫ আগস্টের আগে প্রায় ২০০টি বন্দী প্রদর্শন মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। এখন এ ধরনের আবেদন রয়েছে ৬০০রও বেশি। ৫ আগস্ট থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩৩০ এরও বেশি এ ধরনের আবেদন করা হয়েছে"।

"আইনবহির্ভূতভাবে আটকের সংখ্যা রয়েছে অগণিত। এখন রাষ্ট্র ছাড়া আর কেউ জানে না যে, কত মানুষকে অবৈধভাবে বন্দী করে রাখা হয়েছে। কাশ্মীরের অধিবাসীরা বলেছে, তারা জানতে পেরেছে যে, ১৩ হাজারেরও বেশি মানুষকে অবৈধভাবে বন্দী করে রাখা হয়েছে। যাদের আটক করা হয়েছে, তাদের পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কের মধ্যে আছে যে, তারা যদি বন্দি করার বিষয়ে অভিযোগ করেন বা আদালতে বন্দী প্রদর্শনের জন্য আবেদন করে বা অন্য কোন উপায়ে তাদের মুক্তির চেষ্টা করে, তাহলে তাদেরকে পিএসএ আইনের অধীনে আটক দেখানো হবে এবং তখন তাদের মুক্তি পাওয়া অসম্ভব হয়ে যাবে"।

গাওদা বলেছে, বন্দীদের ব্যাপারে কোন এফআইআর নিবন্ধন করছে না পুলিশ এবং বন্দীদের কোন রেকর্ড রাখছে না।

গাওদা আরো বলেছে, "হিসাব নিকাশের ব্যাপারে অভাব রয়েছে এবং মানুষ এমনকি শিশুদের জন্যেও জামিনের আবেদন করতে পারছে না কারণ সেখানে কোন এফআইআর নেই। মানুষ আইনের সহায়তা নিতে অক্ষম। ইউএপিএ আদালত হলো শ্রীনগরে এবং অন্যান্য জেলার মানুষের সেখানে যাওয়ার জন্য কোন যানবাহন নেই"।

রিপোর্টে কাশ্মীরের মানসিক চাপের মধ্যে থাকা মানুষদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে একটি অধ্যায় রয়েছে। উপত্যকার মানুষের সাথে কথা বলে এটি তৈরি করেছেন দিল্লী-ভিত্তিক মনোরোগবিদ সেন।

এতে বলা হয়েছে, "শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা দুটো জেলাতে মানসিক চিকিৎসা নিতে এসেছে এবং তারা সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনীর ভয়ঙ্কর সহিংসতা ও রাত্রিকালিন অভিযানের বিবরণ দিয়েছে। এই সব অভিযান শিশু কিশোর আর তাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ত্রাস আর আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে"।

"তাদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক, চরম উদ্বেগ, প্যানিক অ্যাটাক, ডিপ্রেসিভ ও ডিসোসিয়েটিভ লক্ষণ, পোস্ট-ট্রমাটিক লক্ষণ, আত্মহত্যার প্রবণতা ও তীব্র ক্ষোভের বহিপ্রকাশের মতো লক্ষণ দেখা দিয়েছে... জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ মানুষের মধ্যে মানসিক বিষাদের মাত্রা বেড়ে গেছে।

হিন্দুত্ববাদী ভারতের দালালদের হাতে নির্মমভাবে খুন হওয়া আবরার ফাহাদকে এখনো ভুলতে পারেনি দেশের মানুষ, এরই মধ্যে হত্যা করা হলো আরেক আবরারকে! প্রথম আলো নামক যে পত্রিকাটি আপনাদের হৃদয়ে আনন্দানুভূতি জাগায়, তাদের কিশোর আলোর কিআনন্দ অনুষ্ঠানেই নাইমুল আবরার রাহাত নামে এক কিশোরের জীবন প্রদীপ নিভে তার পরিবারে বেদনার ঝড় উঠেছে।

গতকাল ১লা নভেম্বর শুক্রবারে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম আলোর সহযোগি কিশোর আলোর 'কিআনন্দ' অনুষ্ঠান। যেখানে কিশোরদের মাঝে আলো ছড়ানোর নামে নাচ-গানসহ নানা প্রকারের অশ্লীলতার আয়োজন করা হয়, আনন্দের নামে চলে অবাধ মেলামেশা, গানবাজনা আর নাচানাচির শিক্ষা। আর, সেই অনুষ্ঠানেই গতকাল এক কিশোরের জীবন গেল, মাটি হয়ে গেল তার পরিবারের আনন্দ! ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্র নাইমুল আবরার রাহাত কিশোর আলোর আয়োজিত কিআনন্দ অনুষ্ঠানে বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা গেছে।

বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা গেলে এটাকে প্রথমে হত্যা কেন বললাম? মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জেগেছে। আসলে, হত্যা যে কেবল মেরে-কেটেই করতে হবে এমনটা নয়, অনেকভাবেই হত্যা করা যায়। আর, প্রথম আলোর মত চেতনাসন্ত্রাসীরা সেই ভিন্ন পথ অবলম্বন করেই এই ছোট ছেলেটিকে হত্যা করেছে। 'কিআনন্দে'র নামে একটি পরিবারে বেদনার ঝড় বইয়েছে।

জানা যায়, কিশোর আলোর 'কিআনন্দ' অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা প্রোটোকল মানা হয়নি, লাইভ ইলেকট্রিক তার ছড়ানো ছিল। এমনি একটি তার থেকে শক লাগে নাইমুল আবরারের। তারপর, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়ানো নাইমুল আবরারকে নিয়ে ছেলেখেলায় মাতে প্রথম আলোর স্বার্থপর চেতনাসন্ত্রাসীরা। তারা বিদ্যুতায়িত নাইমুল আবরারকে কাছের সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল কিংবা অন্য কোন হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে, তাদেরকে স্পন্সর করা মানুষের লাশ নিয়ে ব্যবসাকারী আরেক পিশাচ প্রকৃতির হাসপাতাল মহাখালীর বেসরকারি ইউনিভার্সেল হাসপাতালে (পূর্ব নাম ছিল আয়েশা মেমোরিয়াল হাসপাতাল) নিয়ে যায়!

এই হাসপাতালের বিরুদ্ধে আছে অনেক অভিযোগ। গত ২১শে জুন এই হাসপাতালটিতে শহীদুল ইসলাম নামে কিডনির সমস্যাজনিত একজন রোগী মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু হাসপাতালের নরপিশাচ কর্তৃপক্ষ রোগীর পরিবারকে রোগীর অবস্থা সম্পর্কে কিছু না জানিয়ে তার লাশ নিয়ে ব্যবসার শুরু করে, ঔষধের নামে টাকা ইনকাম করতে থাকে। পরে, ঘটনাটি জানতে পেরে হাসপাতালে ভাঙ্গচুর চালিয়েছিলেন রোগীর পরিবারের লোকজন।

আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই হাসপাতালটির চেয়ারম্যান প্রীতি চক্রবর্ত্তী নামের এক হিন্দু, ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী দিলীপ কুমার পাল, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. আশীষ কুমার চক্রবর্ত্তী, চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার বৈদ্যনাথ সাহা ও হেড অব একাউন্টস আনন্দ কুমার সাহা! এসকল হিন্দুদের কাছে একজন মুসলিমের কী মূল্য আছে!? শহীদুল ইসলামের লাশ নিয়ে ব্যবসা করে তারা তো সেটার প্রমাণই দিয়েছে যে, তাদের কাছে মুসলিমদের জীবনের কোন মূল্য নেই ! আর, প্রথম আলোর মত চেতনাসন্ত্রাসীরাও তাদেরকে অর্থ দিয়েছে বলে এ হাসপাতালেই নিয়ে গেছে মুমূর্ষু নাইমুল আবরারকে।

কেবল নিজেদের স্বার্থের জন্য মুমূর্ষু ছেলেটিকে দূরের মহাখালীর ঐ হাসপাতালে পাঠিয়েছে তারা। আর, মাঝপথেই মারা যায় ছেলেটি। ৩টায় সে বিদ্যুতায়িত হলেও বিকেল ৫টায় তার লাশ মিলে হিন্দু পরিচালিত ঐ লাশ ব্যবসায়ী হাসপাতালে। এভাবেই, প্রথম আলোর চেতনাসন্ত্রাসীরা আপন স্বার্থোদ্ধারে এক কিশোরকে নিরবে হত্যা করে।

আবার, সুশীলতার মুখোশধারী প্রথম আলোর নরপিশাচদের হিংস্র চেহারা নাইমুল আবরারের মৃত্যুর সময়

পরিলক্ষিত হয়েছে। কিশোর আলোর অনুষ্ঠানে নাইমুল আবরার বিদ্যুতায়িত হলেও, কাউকে বিষয়টি না জানিয়ে গোপনে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাওয়া হয়, ভলান্টিয়ারদেরকে এ ঘটনা চেপে যেতে বলা হয়, যেন মিডিয়াতেও ঘটনাটিকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে ধামাচাপা দেওয়া যায়।

কেউ একজন কিআনন্দ এর ফেসবুক ইভেন্ট পেইজে এ ঘটনার সত্যতা জানতে চেয়ে পোস্ট দিয়েছিলেন। বাকস্বাধীনতার দাবিদার প্রথম আলো তখন তাদের সেই 'বাকস্বাধীনতা' চর্চা করেছে! তারা নগদে পোস্টটা ডিলিট করে দিয়েছে! কেন? এটাই বাকস্বাধীনতা! নাকি সত্যকে চাপিয়ে রাখার চেষ্টা? তারা আপ্রাণ চেষ্টা করা যাচ্ছে যেন এই ঘটনা নিয়ে কোন আওয়াজ না উঠে! শাপলা চত্বরে মুসলিমদের বুকে যখন তাগুত বাহিনী গুলি চালিয়েছিলো, ভোলায় যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানের দাবিতে মুমিনের খুনে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছিলো, তখনও তারা একই নীতি অবলম্বন করেছে। সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আসলে, এদের কাছে মুসলিমদের রক্তের কোন মূল্য নেই।

এই লোকগুলো একটা মুসলিম ছেলের মৃত্যুকে এতটাই গুরুত্বহীন ভেবেছে যে, তাদের 'কিআনন্দ' অনুষ্ঠানটিও পর্যন্ত বন্ধ করেনি। একটা ছেলের জীবন যখন আশংকাজনক, তখনও তারা চালিয়ে গেছে 'কিআনন্দ'! এদের অন্তরে কি বিন্দু পরিমাণও মানবিকতাবোধ আছে? মানবতার এই ধ্বজাধারীরা একটা ছেলের জীবনকে নিয়ে এভাবে ছেলেখেলা করতে পারলো!? ছেলেটিকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দিয়ে নিজেরা আনন্দে মেতে থাকতে পারলো?! নাচ-গান, অশ্লীলতা চালিয়ে গেলো? তারা আসলে কিশোরদের মাঝে কীসের প্রসার করতে চাচ্ছে? কী শিক্ষা দিতে চাচ্ছে?

ইসলামের বিরুদ্ধে অবমাননা, ইসলাম ও মুজাহিদীনকে নিয়ে মিথ্যাচার থেকে শুরু করে মুসলিমদের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা- সবই তো দেখিয়েছে প্রথম আলোর এই চেতনাসন্ত্রাসীরা! মুসলিমদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কোন আবেদনকেও যারা সহ্য করতে পারে না, তাদের কাছে থাকবে মুসলিমদের জীবনের মূল্য? না, মুসলিমদের জীবনের কোন মূল্য এদের কাছে নেই। ইসলামের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধও এদের নেই।

বরং, তারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মুক্তচর্চার নামে মুসলিম সন্তানদের মনে নাস্তিকতার বীজ বপনের চেষ্টা করছে। কিশোর আলো, অধুনা, বিনোদন, বন্ধুসভা ইত্যাদির মাধ্যমে তারা মুসলিম সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটাচ্ছে। আর, এরই ফলাফল হিসেবে চট্টগ্রামের মত বিভিন্ন জায়গায় ডার্ক সেক্স রেস্টুরেন্ট গড়ে উঠছে। গর্ভপাত, যিনার প্রসার ঘটছে। তারা কিশোর-কিশোরীদের মাঝে আলো ছড়ানোর নামে, বিনোদনের নামে যৌনতা, অশ্লীলতার শিক্ষা, ইসলামবিদ্বেষী চিন্তাধারা বপন করে। আমাদের ছেলেমেয়েদের আমরা কাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে রেখেছি? ওদের কথা অনুসরণ করে দেশ কোথায় যাচ্ছে? আত্মসম্মানবোধ আছে এমন বাবা-মা কি এদেশে নেই? নিজের সন্তানকে ডার্ক সেক্স রেস্টুরেন্টে দেখতে চান না, এমন কি কেউ নেই? প্রথম আলোর মুখোশধারী সুশীলরা তো আপনার সন্তানকে সেই পথেই ডেকে নিয়ে যাচ্ছে! জাফর ইকবাল, আনিসুল হক, মতিউর রহমানরা তো আপনার সন্তানকে ধ্বংস করে দিচ্ছে!

টিপু সুলতান একজন মুসলিম বীর যোদ্ধা ছিলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করেন। তিনি তার শৌর্যবীর্যের কারণে **শের-ই-মহীশূর** (মহীশূরের বাঘ) নামে পরিচিত ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতামাকীতার জন্য ভারতের বীরপুত্র বলা হয়। তিনি বিশ্বের প্রথম রকেট আর্টিলারি এবং বিভিন্ন অস্ত্র তৈরি করেছিল ও ফতোয়া মুজাহিদীন লিখেছেন।

তিনি সিংহাসনে বসে মাঝে মাঝেই বলতেন:

"ভেড়া বা শিয়ালের মতো দু'শ বছর বাঁচার চেয়ে বাঘের মতো দু'দিন বেঁচে থাকাও ভালো।" [উইকিপিডিয়া]

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ হারানো দক্ষিণ ভারতের মহীশূরের রাজা টিপু সুলতান সম্বন্ধে যা যা লেখা আছে কর্নাটকের স্কুলে ইতিহাসের পাঠ্য বইগুলোতে, তা সরিয়ে দেয়ার কথা ভাবছে সে রাজ্যের মালাউন সরকার।

বর্তমানে কর্নাটকে সন্ত্রাসী দল বিজেপি-র সরকার ক্ষমতাসীন।

মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা জানিয়েছে, "টিপু জন্ম-জয়ন্তী আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। স্কুল পাঠ্য বইতে যা রয়েছে টিপু সুলতানের সম্বন্ধে, সেগুলোও সরিয়ে দেয়ার কথা ভাবছি আমরা।"

সিদ্ধান্ত নেয়া যে সময়ের অপেক্ষা, সেটাও উল্লেখ করেছে ইয়েদুরাপ্পা।

বিজেপির এক নেতা এর আগে দাবি করেছিল যে টিপু সুলতানকে যেভাবে গৌরবান্বিত করা হয় স্কুলের পাঠ্য বইগুলিতে, তা বন্ধ করা উচিত। টিপু সুলতান হিন্দুদের ওপরে সাংঘাতিক অত্যাচার করত বলেও মিথ্যা মন্তব্য করেছে কোডাগু জেলা থেকে নির্বাচিত বিধানসভা সদস্য, বিজেপির এ. রঞ্জন।

অথচ, উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, ব্যক্তিগত পর্যায়ে টিপু সুলতান ধার্মিক মুসলিম ছিলেন। নিয়মিত প্রার্থনা করতেন এবং তার এলাকার মসজিদ গুলোর উপর তার বিশেষ দেখাশোনা ছিল। মূলধারার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনামতে টিপু সুলতানের শাসনব্যবস্থা সহনশীল ছিল।[৩][৩][৪] তার শাসনকালে তিনি ১৫৬ টা হিন্দু মন্দিরে নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ দিতেন[৫] বরাদ্দ পাওয়া এরকম এক বিখ্যাত মন্দির হলো শ্রীরাঙ্গাপাটনার রঙ্গন অষ্টমী মন্দির।[৪]

টিপু সুলতানের ওপরে বহুদিন ধরে গবেষণা করেছে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সেবাস্টিয়ান যোসেফ। সে বলেছে, টিপু সুলতানকে ভারতীয় ইতিহাসের একজন 'খলনায়ক' হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে।

"টিপু সুলতানকে নিয়ে যা বলা হচ্ছে, সেগুলো রাজনৈতিক কথাবার্তা। টিপু সুলতানকে একজন খলনায়ক করে তোলার এই প্রচেষ্টাটা কয়েক বছর ধরেই শুরু হয়েছে, " বলেছে যোসেফ, যিনি বর্তমানে 'নলওয়াড়ি কৃষ্ণারাজা ওয়াদিয়ার চেয়ার'-এর ভিসিটিং প্রফেসর।

সেরিঙ্গাপত্তমের যুদ্ধে ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াইয়ে মারা যান মহীশূরের রাজা টিপু সুলতান।

এই প্রথম নয়, এর আগেও কর্নাটকে সরকারিভাবে যে টিপু জয়ন্তী পালিত হত, তা-ও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বিজেপি-র আমলে।

বিজেপি এবং হিন্দু পুনরুত্থানবাদী সন্ত্রাসী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএস মনে করে টিপু সুলতান কুর্গ, মালাবার সহ নানা এলাকায় কয়েক লক্ষ হিন্দুকে মেরে ফেলেছিলেন এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করেছিলেন।

আরএসএসের মতাদর্শে বিশ্বাস করে, এমন একটি সংগঠন, ইতিহাস সংকলন সমিতির পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং ইতিহাসের অধ্যাপক রবিরঞ্জন সেন বলেছে, তার মতে, বাস্তবে যা যা করেছেন টিপু সুলতান – সবটাই থাকা উচিত।

মহীশূরে ১৭৮৭ সালে টিপু সুলতান জামে মসজিদ তৈরি করেন।

টিপু সুলতান যে হিন্দুদের ওপরে নিপীড়ন চালিয়েছিলেন বা লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে মেরে ফেলেছিলেন বলে আর এসএস যা দাবী করে, তা নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেছে অধ্যাপক যোসেফ। সে বলেছে, "টিপু সুলতানকে নিয়ে যত গবেষণা হয়েছে, তাতে এরকম তথ্য বিশেষ পাওয়া যায় না যে তিনি নির্দিষ্টভাবে হিন্দুদের ওপরেই অত্যাচার করেছিলেন।

"কুর্গ বা মালাবার উপকূলে যুদ্ধ নি:সন্দেহে হয়েছিল সেখানকার হিন্দু শাসকদের সঙ্গে। এবং সেই যুদ্ধে অনেক হিন্দুর যে প্রাণ গিয়েছিল, সেটা অস্বীকার করা যাবে না – কিন্তু সেটাকে একটা ধর্মীয় অত্যাচার বলা ভুল," বলেছে অধ্যাপক যোসেফ।

সে বলেছে, মহাভারতের কাহিনিতে তো যারা নিহত হয়েছিলেন, তারাও হিন্দুই ছিলেন। আবার মারাঠারা যখন মহীশূর দখল করতে এসেছিল, তখন তারা অতি পবিত্র হিন্দু তীর্থ শৃঙ্গেরি মঠ ধ্বংস করে দিয়েছিল – এমনকী বিগ্রহটিও ধ্বংস করে দেয় তারা।

"শৃঙ্গেরি মঠ পুণর্নিমানে অর্থ দিয়েছিলেন টিপু সুলতান। এগুলোকে তো ধর্মীয় নিপীড়ন বলা যায় না," ব্যাখ্যা করছিল অধ্যাপক যোসেফ।

টিপু সুলতান যখন ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধে যেতেন, রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে শাসন চালাতেন একজন হিন্দু – পুন্নাইয়া। আবার মালাবার দখল করার সময়েও টিপুর সেনাপতি ছিলেন শ্রীনিবাস রাও – সেও হিন্দু।

অধ্যাপক যোসেফের যুক্তি, "টিপুর পরেই যার হাতে সব ক্ষমতা, সেই পুন্নাইয়া, কুর্গে হিন্দুদের ওপরে অত্যাচার করতে দিয়েছে, এটা কি যুক্তিগ্রাহ্য বা হিন্দু হয়েও শ্রীনিবাস রাও মালাবারে হিন্দুদের ধর্মান্তকরণ করানোতে মদত দিয়েছিল – সেটা কি মেনে নেওয়া যায়?"

কলকাতায় টিপু সুলতান শাহী মসজিদ। টিপু সুলতানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র প্রিন্স গুলাম মোহাম্মদ কলকাতায় এই মসজিদ তৈরি করেন ১৮৩২ সালে।

টিপু সুলতান ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হওয়ার পরে তার ১২জন পুত্র এবং পরিবার পরিজন সবাইকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয় ব্রিটিশ সরকার।

সেই থেকে কলকাতাতেই টিপুর পরিবারের বসবাস। শহরের সবথেকে পরিচিত মসজিদ 'টিপু সুলতান মসজিদ' যেমন এই কলকাতাতেই, তেমনই তার পুত্র আনোয়ার শাহ এবং পরিবারের আরও কয়েকজনের নামে রয়েছে শহরের বড় বড় কয়েকটি রাস্তার নাম।

সূত্র : বিবিসি

ভারতে হু হু করে বাড়ছে বেকারত্ব। গত অক্টোবর মাসে দেশটির এই বেকারত্বের হার আগের তিন বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। শুক্রবার (১ নভেম্বর) সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি নামের একটি সংস্থা তাদের রিপোর্টে এমনটাই দাবি করেছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, এ বছর অক্টোবর মাসে দেশে বেকারত্বের হার ৮.৫ শতাংশ। যা গত তিন বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসের পর এত খারাপ অবস্থা হয়নি। এমনকি নোট বাতিলের পরও বেকারত্ব এই জায়গায় পৌঁছায়নি। উৎসবের মাসেই কাজ হারিয়েছেন বহু মানুষ।

অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, বাজারে আর্থিক মন্দার কারণেই এই বেকার সমস্যা প্রকট হচ্ছে। মূলত, জিএসটি ও নোট বাতিলের জেরে অসংগঠিত ক্ষেত্রে যে বিশাল ক্ষতি হয়েছে, তার প্রভাব ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করেছে। সাধারণ মানুষের হাতে নগদ অর্থের জোগান নেই, ফলে বাজারে চাহিদা নেই। আর চাহিদা কমে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদন কমাতে হচ্ছে বড় বড় সংস্থাকে। ফলে চাকরি যাচ্ছে সাধারণ মানুষদের। একই সঙ্গে মার খাচ্ছে ছোট দোকানদাররাও। এমন গভীর সমস্যার সমাধানে সরকারের ভূমিকা নগন্য। প্রকৃত অর্থে কোনো উদ্যোগই নেয়া হয়নি। উল্টো শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীরা সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছেন আর্থিক মন্দার তত্ত্বকে অস্বীকার করতে।

অন্যদিকে 'সেন্টার ফর সাস্টেনেবল এমপ্লয়মেন্ট' শিরোনামে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে সন্তোষ মেরহোত্রা ও যজাতি কে পারিদা নামের দুই নামী অর্থনীতিবিদ। তাদের দাবি, ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ভারতবর্ষে ইনকামের সুযোগ কমেছে প্রায় ৯০ লাখ মানুষের। ইউপিএ (সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা) সরকারের আমলের শেষ ৩ বছর এবং মোদি সরকার এর জন্য সমানভাবে দায়ী।

শুধু তাই নয়, গত ৩ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে মানুষের আয়ের সুযোগ কমছে বলেও ওই গবেষণাপত্রে দাবি করা হয়েছে। অন্যান্য অর্থনীতিবিদরা বলছেন, যেভাবে মানুষ চাকরি হারাচ্ছেন তাতে অর্থনীতির মোড় ঘোরানো আরও কঠিন হয়ে যাবে।

আফগানিস্তানে ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদগণের গত ২৪ ঘন্টায় ১৮ টি প্রদেশে মুরতাদ আফগান মুরতাদ পুলিশ সন্ত্রাসী বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন।

আল ইমারাহ সাইটের বরাতে জানা যায়, মুজাহিদগণ হেলমান্দ, বাঘিস, সার-ই-পুল, ঘোড়, কান্দাহার, হেরাত, রোজগান, ফারাহ, জাবুল, বাঘলান, তুখার, গজনী, পাকতিয়া, বালখ, নানগার, ময়দান, ওরদাক, কুন্দুজ এবং কাপিসা প্রদেশগুলিতে সন্ত্রাসীদের সামরিক কেন্দ্র, চৌকি এবং ইউনিট সমূহে হামলা চালিয়েছেন।

বরকতময় হামলার ফলস্বরূপ, চারটি চেকপয়েন্ট এবং একটি বিস্তৃত অঞ্চল, 9 টি ট্যাঙ্ক , একটি রেঞ্জার গাড়ি মুজাহিদগণের হামলায় ধ্বংস হয়েছে। মুজাহিদগণের হাতে 2 কমান্ডারসহ 78 সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। 42 সন্ত্রাসী আহত হয়েছে। এছাড়াও 52 জন আফগান সেনা নিজেদের অস্ত্র জমা দিয়ে মুজাহিদিনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। গণিমত হিসেবে মুজাহিদগণের হস্তগত হয়েছে বিপুল পরিমাণে বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম ।

সংবাদটি নিশ্চত করেছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের মুখপাত্র ক্বারী মুহাম্মদ ইউসুফ হাফিজাহুল্লাহ

04 / রবি-উল-আওয়াল / 1441 হি. মোতাবেক / 01 / নভেম্বর / 2019 ইং

১লা নভেম্বর, ২০১৯

দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দরে মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে কেজিতে ৩০ টাকা করে। দুইদিন আগেও প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৮০ থেকে ৯০ টাকায় বিক্রি হতো।

বর্তমানে তা একশ ২০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। দেশীয় পেয়াঁজ বিক্রি হচ্ছে একশ ৪০ টাকায়।

হিলি বাজারে পেঁয়াজ কিনতে আসা আতাউর রহমান বলেন, প্রতিদিনই বাড়ছে পেঁয়াজের দাম। বাজারে কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ বা মনিটরিং না থাকায় আমার মতো সাধারণ ক্রেতাদের বিপাকে পড়তে হচ্ছে। সরকার দাম কমানোর কথা বললেও তা কার্যকর হচ্ছে না।

পেঁয়াজ ব্যবসায়ী আহম্মেদ আলী বলেন, এক সপ্তাহ আগে প্রতি কেজি ভারতীয় পেঁয়াজ ৬০ থেকে ৭০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এখন সেটা বেড়ে একশ ২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

পেঁয়াজের চাহিদা বেশি থাকায় বেশি দামে কিনছি, তাই বেশি দামে বিক্রি করছি।

পেঁয়াজ আমদানিকারক মোবারক হোসেন বলেন, পেঁয়াজ সংকট ও মূল্য বৃদ্ধির কারণ দেখিয়ে ২৯ সেপ্টেম্বর অনির্দিষ্টকালের জন্য পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দেয় ভারত। বন্ধের আগে খোলা এলসিতে এক হাজার টন

পেঁয়াজ রপ্তানি করে ভারত। বাকি পেঁয়াজ দুর্গাপূজার ছুটি শেষে রপ্তানির কথা বললেও শুধু তার নামের ৫১ টন পেঁয়াজ রপ্তানি করে। হিলি বন্দর দিয়ে বর্তমানে পেঁয়াজ আমদানি একেবারে বন্ধ রয়েছে।
খবর: কালের কণ্ঠ

কক্সবাজারের নাফ নদীতে মাছ শিকার করতে যাওয়া এক বাংলাদেশি এক জেলেকে গুলি করে হত্যা করেছে মিয়ানমারের সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনী বর্ডার গার্ড পুলিশের (বিজিপি)। খবর: ইনসাফ ২৪

নিহত বাংলাদেশী জেলের নাম নুর মোহাম্মদ (৩৪)। তিনি জেলার টেকনাফ উপজেলার খারাংখালীর পূর্ব মহেশখালীয়া পাড়ার মৃত সিদ্দিক আহমদের ছেলে।

বৃহস্পতিবার ভোররাতে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার ঝিমংখালীর নাফ নদীতে এ ঘটনা ঘটে। এছাড়া এ ঘটনায় একই এলাকার আবুল কালাম নামে এক জেলে আহত হয়েছেন।

স্থানীয় জেলেরা অভিযোগ করেন, বিভিন্ন সময় মিয়ানমারের সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনী বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি) নাফ নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া বাংলাদেশী জেলেদেরকে প্রায়ই নির্যাতন করে। বৃহস্পতিবার (৩১ অক্টোবর) ভোরে মাছ শিকারে গেলে তাদের গুলিতে জেলে নুর মোহাম্মদ নিহত ও আবুল কালাম আহত হন।

বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের পর এক নারীসহ তিনজন ভারতীয় নাগরিককে ফেরত নিতে রাজি হয়নি সন্ত্রাসী মালাউন ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনী (বিএসএফ)।

গতকাল বুধবার দুপুরে তাদের ভারতে পাঠানোর চেষ্টা করা হলে বিএসএফ তাদের ফেরত নিতে রাজি হয়নি। পরে বিকালে তাদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে গত মঙ্গলবার ফেনীর পরশুরাম ফেনীর সুবার বাজার সীমান্তে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের পর ওই তিন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়াই অবৈধভাবে এরা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল।

গ্রেপ্তারকৃতরা হচ্ছে বিধান চন্দ্র দাশ (৪৪), তার স্ত্রী স্বপ্না বালা দাশ (৩৫) ও ছেলে নিলয় চন্দ্র দাশ (১৩)। তারা ভারতের আসাম রাজ্যের গোলাঘাট জেলার ধনশিবি মহকুমার চুঙাজান থানার কিয়াজু গাও এর বাসিন্দা।

বুধবার বিজিবির সুবার বাজার সীমান্ত ফাঁড়ির নায়েব সুবেদার কমলেশ চন্দ্র রায় বাদী হয়ে পরশুরাম মডেল থানায় এ ব্যাপারে একটি মামলা দায়ের করে। এদিন তাদেরকে ফেনীর বিচারিক হাকিম আদালতে পাঠালে আদালত স্বামী-স্ত্রী দুইজনকে জেলহাজতে প্রেরণ ও ছেলেকে গাজীপুর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রেরণের আদেশ দেয়।

ফেনীর ৪ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্ণেল মো. নাহিদুজ্জামান জানিয়েছে, নারী শিশুসহ তিনজন ভারতীয় নাগরিককে আটকের পর কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফকে বিষয়টি জানিয়ে এদেরকে সে দেশে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বিএসএফ ওই নাগরিকদের ফেরত নিতে নারাজ।

বিধান চন্দ্র দাশ সাংবাদিকদের জানিয়েছে তাদের পৈত্রিক বাড়ি নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলার চরজব্বার থানার চরভাটা গ্রামে। দুই ভাই ভারতের আসামে থাকেন এবং দুই ভাই বাংলাদেশে থাকেন। পৈত্রিক বাড়িতে বেড়ানোর উদ্দেশে আসছিলেন। তবে পাসপোর্ট-ভিসা না করে অবৈধ পথে আসার কারণে গ্রেপ্তার হয়েছে।

আটককৃতদের কাছে ভারতীয় জাতীয় পরিচয়পত্র, ইনকাম টেক্সের কাগজপত্র, একটি মুঠোফোন এবং নগদ দুই হাজার চারশত টাকা পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে বিজিবি।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং ওয়ারী থানা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সদস্য ময়নুল হক মনজুর কার্যালয় থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, বিভিন্ন ধরনের মাদক ও বিপুল পরিমাণ যৌন উত্তেজক ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে।

টিকাটুলীর রাজধানী সুপারমার্কেটের অদূরে তার বাসা থেকে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র, ইয়াবা, গাঁজা, বিদেশি মদ, বিয়ার, ফেনসিডিল ও বিপুল পরিমাণ যৌন উত্তেজক ট্যাবলেট পাওয়া যায়। এ ছাড়া বাসা থেকে মদ, বিয়ার ছাড়াও বেশ কিছু জমির দলিল ও জমি-সংক্রান্ত কাগজপত্র পাওয়া যায়।

চাঁদাবাজির মাধ্যমে অর্জিত টাকা মনজু যুক্তরাষ্ট্রে স্ত্রী-সন্তানের কাছে পাঠায় বলে অভিযোগ রয়েছে।

গোপীবাগের ভোলানন্দগিরি ট্রাস্টের জায়গা সে দখল করে প্রতি মাসে লাখ লাখ টাকা ভাড়া আদায় করে। সেখানে একটি হাসপাতাল করার কথা থাকলেও মনজু সেখানে অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছিল। মনজুর বাসায় থাকা তার নিকটাত্মীয় সুমি বেগম জানান, কাউন্সিলর এই বাসায় একা থাকেন। তার দুই ছেলে, এক মেয়ে ও স্ত্রী ১৮ বছর ধরে আমেরিকায় বসবাস করছে। মনজু নিয়মিত আমেরিকায় যাতায়াত করে।

সমকালের বরাতে জানা যায়, মনজুর বৈধ কোনো আয়ের উৎস নেই। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও দখলবাজিই মূলত তার আয়ের উৎস। মাদক কারবারেও তার সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। সন্ত্রাস, দখলবাজি ও চাঁদাবাজির একাধিক মামলার আসামি সে।

রাজধানী সুপারমার্কেটের ব্যবসায়ীরা জানান, প্রায় দশ বছর ধরে মার্কেটের সভাপতির পদ দখল করে আছে মনজু। নানা কৌশলে সে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করে। চাঁদার টাকা দিতে কেউ অস্বীকার করলে তার ওপর নেমে আসে নির্যাতন। এমনকি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তালা লাগিয়ে দেয়। সম্প্রতি মার্কেটের এক পাশে দোতলা করার ঘোষণা দিয়ে প্রতি দোকানের পজিশন ১১ লাখ টাকায় বিক্রি করেছে। এভাবে ১১০টি দোকানের পজিশন বিক্রি করেছে মনজু।

স্থানীয় লোকজন ও মার্কেটের ব্যবসায়ীরা জানান, সন্ত্রাসী ওয়ার্ড কাউন্সিলর মনজুর বিরুদ্ধে দখল, চাঁদাবাজি, অবৈধভাবে মার্কেটের কমিটিতে থাকা, দোকানিদের ওপর জুলুমসহ নানা অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগে বিভিন্ন সময়ে মনজুর বিরুদ্ধে খবর প্রকাশিত হয়েছে। একাধিকবার রাজধানী সুপারমার্কেটের একাধিক দোকানি তার বিরুদ্ধে থানা পুলিশ, র‍্যাব ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর অভিযোগ দিয়েছে। মনজু সেগুলো কখনও আমলেই নেয়নি। সে সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করে আসছে।

বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসন চলছে- এ কথাটি কেউ কেউ মানতে চান না। কিন্তু, বাস্তবে দেখা যায় এদেশের প্রশাসনিক থেকে সামাজিক কার্যক্রম, সকল ক্ষেত্রেই হিন্দুদের প্রভাব এত বেশি যে এদের অপকর্মের বিরুদ্ধে কথা বলা তো দূরে থাক নিয়মতান্ত্রিক সমালোচনা করাও এখন ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, অপরাধ বলে গণ্য করা হচ্ছে। হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুখ খুললেই হত্যা কিংবা জেলে বন্দী করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনায় এ বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়েছে যে, বাংলাদেশ হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসনের শিকার, এদেশের মুসলিমরা হিন্দুত্ববাদীদের হাতে নিপীড়িত।

গত ২৮শে অক্টোবরের খবর। বাংলাদেশে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর প্রধান শেখ হাসিনার অপকর্মের সমালোচনা ও শেখ মুজিবকে জাতির পিতা স্বীকার করতে না চাওয়ায় মাসুম বিল্লাহ নামে ২৪ বছর বয়সী একজন মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করেছে রাষ্ট্রীয় 'বৈধ' সন্ত্রাসী বাহিনী পুলিশ। মুসলিম যুবককে গ্রেফতারের কারণ কেবল এটাই নয়, আরেকটি বিশেষ কারণ রয়েছে। দাঁড়িওয়ালা, পাঞ্জাবী-টুপি পরিহিত ঐ মুসলিম যুবককে কোন সে বিশেষ কারণে, কোন বিশেষ অপরাধে (!?) গ্রেফতার করা হলো?! সংবাদমাধ্যমসমূহে উঠে এসেছে, হাসিনার অপকর্মের সমালোচনা করার পাশাপাশি ঐ মুসলিম যুবক বাংলাদেশে ইসকনের মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদের শাসন চলছে বলেও মত প্রকাশ করেন। আর, এটাই মুসলিম যুবকের গ্রেফতারীর পেছনে সেই বিশেষ কারণ বলে মনে হয়। আসলে, হাসিনা বাহিনীর সবকিছু সহ্য হলেও হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথা বললে সহ্য হয় না, এ নিয়ে কেউ কথা বললেই তাকে ঝাঁপটে ধরে হিন্দুত্ববাদের এদেশীয় দালালেরা। আমাদের মুসলিম ভাই মাসুম বিল্লাহও হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথা বলায় তাদের রোষানলের শিকার। যে কারণে হত্যা করা হয়েছিল বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদকে, সে কারণেই গ্রেফতার করা হলো মাসুম বিল্লাহকে। এ থেকেই আসলে বুঝা যায়, দেশ কারা চালাচ্ছে!?

যাইহোক, মাসুম বিল্লাহর বিরুদ্ধে এসকল অপরাধের (!?) অভিযোগ এনে মামলা করেছে পুলিশেরই এক এসআই! অথচ, ভোলায় আমাদের প্রাণের প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে

কটুক্তিকারী হিন্দুকে তারা নানা ছলেবলে বাঁচিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। মুসলিমদের হৃদয়ের স্পন্দন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে হিন্দুরা কটুক্তি করলে, সেটা পুলিশ বাহিনীর নজরে পড়ে না, এমনকি সভা-সমাবেশ কিংবা বিচার দাবি করেও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় না। বরং, তাদের পক্ষ থেকে বুলেট এসে মুসলিমদের বুকে বিদ্ধ হয়, মুমিনের দেহের রক্ত ঝরে রাজপথ রঞ্জিত হয়। কিন্তু, মুসলিমরা হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কিছু বললে পুলিশ নিজেই সেটার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, মামলা দায়ের করে। মুসলিম অধ্যুষিত এ দেশে বিষয়টা আশ্চর্যজনক মনে হলেও খুবই দৃঢ়তার সাথে এ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে হিন্দুত্ববাদের দালাল পুলিশ বাহিনী। এখন কথা হলো- মুসলিম ভাই মাসুম বিল্লাহ বাংলাদেশে ইসকনের মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদের শাসন চলছে বলে যে মন্তব্যটি করে গ্রেফতার হলেন সেটা সত্য নাকি মিথ্যা? হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে যে মাসুম বিল্লাহকে গ্রেফতার করা হলো, সেটাই এদেশে কাদের শাসন চলছে তার একটি বড় দলিল। তারপরও, আমাদের সামনের আলোচনায় তা আরো স্পষ্ট হবে আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ।

বর্তমানে বহুল আলোচিত একটি নাম ইসকন। মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইসকনের বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যক্রমই তাদেরকে আলোচনায় নিয়ে এসেছে। এতদিন খুব একটা প্রকাশ্যে না এলেও সম্প্রতি বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে ইসকন নামক সন্ত্রাসী হিন্দু দলটি বাংলাদেশের মুসলিমদের জন্য আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য, ততদিনে ইসকনের কার্যক্রম বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সাউথ এশিয়ান মনিটরের তথ্যানুযায়ী, ২০০৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ইসকন প্রতিষ্ঠার ২৯ বছরে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠনটির মোট স্থায়ী বা আজীবন সদস্যের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৯০০ জনের মতো। গত দেড় দশকে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫ হাজারের ওপরে। সাধারণ ভক্ত-অনুসারির সংখ্যা এর কয়েকগুণ। ২০০৯ সালের দিকে এর মন্দিরের সংখ্যা ছিল ৩৫টি। বর্তমানে তা দ্বিগুণ বেড়ে ৭১টিতে দাঁড়িয়েছে। আতংকের কথা হলো, ইসকনের কেন্দ্রীয় দপ্তর ভারতের মায়াপুরে এবং ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা এসি ভক্তিভেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ শেষ নিঃশ্বাসও ত্যাগ করেছে ওখানে। অথচ সেই গোটা ভারতেই এখন পর্যন্ত ইসকনের মন্দিরের সংখ্যা ৬৪টি! অর্থাৎ, ইসকনের মন্দির ভারতের চেয়েও বাংলাদেশে বেশি!

আবার, কেবল সদস্য ও মন্দিরই যে বেড়েছে তা নয়। সদস্য এবং মন্দির বাড়ার সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে ইসকনের প্রভাবও। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে ইসকনের উগ্র সদস্যরা নিয়োজিত রয়েছে, এমনকি বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহাও ছিলো ইসকন নেতা! তার নির্দেশেই সিলেটের প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা মূল্যের তারাপুর চা বাগানের প্রায় ৪২২ একর বা ১৩শ' বিঘা জমির মালিকানা ইসকনের হাতে তুলে দিয়ে ৫০ হাজারের অধিক মুসলিমকে বিপদে ফেলা হয়। ৩ হাজার মুসলিম পরিবারকে নিঃস্ব করা হয়। এখনো ধীরে ধীরে সেখান থেকে মুসলিমদেরকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। কতটা ক্ষমতাবান এই ইসকন? মুসলিমদের দেশে মুসলিমদেরকেই বাড়িছাড়া করছে এই সন্ত্রাসী হিন্দু সংগঠনটি!

কেবল প্রশাসন নয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও রয়েছে ইসকনের ভয়াবহ প্রভাব। ইসকনের প্রসার আর প্রভাবের ব্যাপারে ইসকনের কেন্দ্রীয় স্বামীবাগ আশ্রমের ব্রহ্মচারী ঈশ্বর গৌরহরিদাস গত মে মাসে বলে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষকদের মধ্যে ৩/৪ জন করে ইসকনের ভক্ত-অনুসারি রয়েছে। আর নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার

সব ক্ষেত্রেই ২/৩ জন করে থাকছে। এমনকি, ইসকনের সদস্যকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উপর চাপও প্রয়োগ করছে এই হিন্দু সংগঠনটি! চিন্তা করেন তো, আমি-আপনি আমাদের সন্তানদেরকে এসকল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি করানোর জন্য যদি প্রশাসনের কাছে হাজার বারও কান্নাকাটি করে অনুরোধ করি, এর ফল কী হবে? তারা আপনার-আমার সন্তানকে ভর্তি করবে না। অথচ, সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক হিসেবে ইসকন সদস্যদেরকে নিয়োগ দেওয়া বাধ্যতামূলক এবং তাদেরকে নিয়োগ দিতেই প্রশাসনের উপর চাপ প্রয়োগ করছে হিন্দু সংগঠন ইসকন! কতটা প্রভাব, কতটা ক্ষমতা থাকলে এমনটা করতে পারে?! এমপি-মন্ত্রীদেরও এতটা ক্ষমতা আছে কি না, সন্দেহ হয়! আর, ভারতের বিরুদ্ধে পোস্ট দেওয়ায় বুয়েটের মেধাবী মুসলিম ছাত্র আবরার ফাহাদকে হত্যা করার মূল পরিকল্পনাকারী ইসকন সদস্য অমিত সাহাকে বাঁচানোর যে প্রচেষ্টা চলেছে, তার মাধ্যমে এসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের উপর ইসকনের ক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

এখন আসেন বাংলাদেশের সামাজিক ক্ষেত্রে ইসকন কী করে চলেছে, তা নিয়ে চিন্তা করি। বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় ইসলামী রীতিনীতির প্রতিফলন ঘটবে, এটাই ছিলো স্বাভাবিক। মুসলিমরা দিনে পাঁচবার সালাত আদায় করেন, আর এ সময়টাতে নিরবতা একান্তই জরুরি। কিন্তু, বাংলাদেশের মুসলিমদেরকে সালাতের সময়টাতেও শান্তি দিচ্ছে না সন্ত্রাসী ইসকনরা। তারা সালাতের সময় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে উচ্চ আওয়াজে গান বাজিয়ে মুসল্লিদের বিরক্ত করে সংঘর্ষ বাধানোর চেষ্টা করে। আর, ইসকনের এরূপ কর্মকাণ্ডের কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় মুসলিমদের সাথে সংঘর্ষও হয়েছে এবং সেখানে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ গিয়ে আবার ইসকনের পক্ষ নিয়ে মুসলিমদের উপরই গুলি চালিয়েছে। এমনই এক ঘটনার প্রতিবাদ করায় ২০১৬ সালে সিলেটের এক মসজিদের ইমামকে নির্মমভাবে হত্যাও করা হয়।

চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে গত জুলাই মাসে প্রকাশ্যে এক অপকর্ম করে হিন্দু সন্ত্রাসী সংগঠন ইসকন। তারা মুসলিম অধ্যুষিত এ দেশের বিভিন্ন স্কুলের অবুঝ শিশুদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করে, খাবার খাইয়ে 'হরে কৃষ্ণ' বলায়।

এভাবে এদেশের সামাজিক ক্ষেত্রেও মুসলিমদেরকে হিন্দুত্ববাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার জন্য ইসকনের ক্ষমতা প্রদর্শন করা চলছে।

আসলে কেবল ইসকনই নয়, বরং ভারতের অন্যতম হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন আরএসএসও এদেশে সক্রিয়! একটি সূত্র জানিয়েছে, আরএসএস ত্রিপুরার একটি সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এক 'ডিপ কাভার' এলাকা তৈরি করেছে, যে পথে তারা সংগঠনের কর্মী ও ক্যাডারদের বাংলাদেশে ঠেলে দিচ্ছে, যাতে তারা বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে বসবাসরত হিন্দুদের 'শিক্ষিত' করতে পারে। অন্যদিকে, বাংলাদেশী হিন্দুরাও এই আরএসএস ইউনিটের সাথে যোগাযোগ রাখছে।

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের চেয়ারম্যান রানা দাসগুপ্তের বরাত দিয়ে সাউথ এশিয়ান মনিটর জানায়, "সঙ্ঘ (আরএসএস) হিন্দুত্ববাদী শ্লোগান নিয়ে বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের মধ্যে প্রবেশও করতে পেরেছে। গত দুই বছরে ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দিতে লেখা হিন্দুত্ববাদী পোস্টার ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে"।

সাউথ এশিয়ান মনিটর সূত্রে আরো জানা যায়, ২০১৮সালের ২৪শে জুলাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এক ঘনিষ্ঠ সহকারী দুই গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে সাথে নিয়ে ঢাকা আসে। ধারণা করা যায়, কোন গোপন সফরেই তারা ঢাকা এসেছিল। যদিও তাদের সফরের প্রধান কারণ জানার উপায় নেই, তবে সফরকারীর সাথে মোদি ও ভারতের সন্ত্রাসী হিন্দুত্ববাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস) বিশেষ করে সংগঠনটির গুজরাট শাখার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় এটা বলা যায় যে, কোন সন্ত্রাসী চিন্তাধারা নিয়েই সে বাংলাদেশে আগমন করেছিল।

এভাবেই, বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদীরা তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যে সন্ত্রাসী কার্যক্রম তথা আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। আর, সে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথা বলাতেই হত্যা করা হয়েছে আবরার ফাহাদকে, গ্রেফতার করা হয়েছে মাসুম বিল্লাহকে। অতএব, বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসন চলছে, এ কথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি।

বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা, পৃথিবীর স্বর্গ, বিশ্বের ছাদ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভূমি, সবুজ প্রকৃতি, পাহাড় আচ্ছাদিত, নদী, লেক, জলপ্রপাতে ঘেরা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সমৃদ্ধ, আতিথেয়তায় অনন্য, অনন্যসুন্দর মানুষ, বিশেষ খাবার, ফল, এবং পর্যটকদের স্বর্গ কাশ্মীর এখন বেঁচে থাকার জন্য অন্যের দয়ার উপর নির্ভর করে আছে।

প্রায় এক মিলিয়ন ভারতীয় হানাদার সন্ত্রাসীরা প্রায় তিন মাস ধরে আট মিলিয়ন নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। ৫ আগস্ট থেকে কাশ্মীরে কারফিউ জারি রেখেছে মালাউন ভারত। খাবার, জ্বালানি আর ওষুধের মারাত্মক সংকটে আছে মানুষ। মোবাইল ফোন সেবা, ইন্টারনেট এবং সব ধরনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। কারফিউ জারির আগে ভারত কাশ্মীর থেকে সকল পর্যটক ও সফরকারীদের সরিয়ে নেয়। সারা দুনিয়া থেকে কাশ্মীর এখন বিচ্ছিন্ন। মিডিয়া কর্মীদের সেখানে যাওয়ার সুযোগ নেই। জাতিসংঘের কর্মকর্তা, বিদেশী কূটনীতিক এবং এমনকি পর্যবেক্ষকদেরও সেখানে যাওয়ার অনুমতি নেই। আমেরিকান কংগ্রেসম্যানদের কাশ্মীরে যেতে দেয়া হয়নি। মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে যেতে দেয়া হয়নি। অশুভ উদ্দেশ্য নিয়ে কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে।

এই অঞ্চলে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিসহ হাজার হাজার মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে, নিখোঁজের সংখ্যা হিসাব ছাড়িয়ে গেছে, ভুয়া এনকাউন্টার আর হত্যা ব্যাপক বেড়ে গেছে, গণহত্যার সংখ্যা দুই-অঙ্কের কোটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, নিরাপত্তার বাহিনীর হাতে বিচার বহির্ভূত হত্যা নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, নির্যাতন প্রতিদিনের রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, বাবা-মায়ের সামনে শিশু ও ছোটদেরকেও শিকার হতে হচ্ছে, অপমান এবং ঘৃণা ও প্রতিহিংসার অস্ত্র হিসেবে ধর্ষণ করা হচ্ছে। ভারতের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা মানবজাতির স্মরণকালের ইতিহাসের মধ্যে মানবাধিকারের সমস্ত রেকর্ড অতিক্রম করে গেছে।

কাশ্মীর মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকা যেখানকার ৮৭% মানুষ মুসলিম। দেশভাগের সময় ব্রিটিশরা উপমহাদেশকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ভাগ করে দিতে সম্মত হয়। মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকা হবে পাকিস্তানের এবং হিন্দু সংখ্যাগুরু এলাকা হবে ভারতের। এই নীতি অনুসারে মুসলিম সংখ্যাগুরু কাশ্মীর হওয়ার কথা পাকিস্তানের। কিন্তু ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীরে প্রবেশ করে জোর করে এর একাংশ দখল করে রেখেছে। ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসীরা যখন স্থানীয় মানুষের প্রতিরোধ মোকাবেলা করতে পারেনি, তখন তারা সাহায্যের জন্য জাতিসংঘ নামের কুফরি সংঘের দ্বারস্থ হয়। জাতিসংঘ সিকিউরিটি কাউন্সিল তাৎক্ষণিক অস্ত্রবিরতি কার্যকর করে কাশ্মীরের জনগণের গণভোটের ভিত্তিতে সেখানকার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত জানায়। নিরাপত্তা পরিষদ কাশ্মীরের জনগণকে ভারত বা পাকিস্তানের যে কোন একটিকে বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়।

যেহেতু কাশ্মীর মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকা, তাই সেখানে গণভোটে হেরে যাওয়ার ভয়ে ১৯৪৮ সাল থেকে গণভোট পিছিয়ে যাচ্ছে ভারত। এদিকে, কাশ্মীরের জনসংখ্যার চিত্র বদলে দিয়ে মুসলিমদের সংখ্যালঘু বানানোর জন্য ভারতের অন্যান্য জায়গা থেকে হিন্দুদের এনে কাশ্মীরে তাদের পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে ভারত। এই লক্ষ্য হাসিলের জন্য ভারত অতিরিক্ত বল প্রয়োগ এবং কাশ্মীরীদের দমনের জন্য সব ধরনের অপকর্ম শুরু করেছে। দমন আইন, কালো আইন, বিচারবহির্ভূত হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, বন্দী করা, গণহত্যা ইত্যাদি সব ধরনের বর্ব কর্মকাণ্ড শুরু করেছে তারা, তবে এরপরও কাশ্মীরের মানুষের স্বাধীকারের সংগ্রামকে তারা দমাতে পারেনি।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ভারতীয় বর্বরতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে সেটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় ভারতের বর্বরতার প্রতিবেদনও প্রচারিত হচ্ছে। হলোকাস্টের স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এখানে। জার্মানিতে ইহুদিদের সাথে যেটা হয়েছে বা রুয়ান্ডাতে যেটা হয়েছে, সে রকমই ঘটছে কাশ্মীরে। হিটলারের মতোই কাশ্মীরে বন্দিশিবির খুলেছে ভারত। কার্যত মোদির আদর্শ হিটলারের মতোই এবং তারা ঠিক একই রকম পদক্ষেপ নিচ্ছে।

কাশ্মীরে হলোকাস্ট এড়ানোর জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই সক্রিয় হতে হবে, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে, এই মুহূর্তেই সক্রিয় হতে হবে। তারা কি গণহত্যা শুরুর জন্য অপেক্ষা করছে, যাতে এরপর কাশ্মীরে ফটো সেশান করা যায়, ডকুমেন্টারি তৈরি করা যায়, আর প্রতিবেদন তৈরি করে পরবর্তী প্রজন্মকে কাশ্মীরের হলোকাস্টের ব্যাপারে অবগত করা যায়?

কাশ্মীরে মানুষের জীবন রক্ষার জন্য জাতিসংঘ নামের জানোয়ার সংঘ কোন শান্তিরক্ষী পাঠায় নি। অথচ তাঁদের বানানো নীতি অনুযায়ী এটা জাতিসংঘের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু মুসলমানদের বেলায় তাছরা তা করবে না।

তাই সমগ্র আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, সকল দেশের কাছে এটা একটা আবেদন, যাদের বিবেকবোধ আছে এবং মানুষের জীবনকে যারা মূল্য দেয়, সমস্ত মানুষের কাছে আবেদন যারা মানবতায় বিশ্বাস করে এবং কাশ্মীরে মানবতাকে রক্ষার জন্য উঠে দাঁড়ানোর মতো বিবেক যাদের রয়েছে।

ভারত যুদ্ধাপরাধ করে যাচ্ছে, এবং জেনেভা কনভেনশান, রোম কনভেনশান অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধের দায়ে তাদের অবশ্যই বিচার হতে হবে। নীতি প্রণয়নের পর্যায়ে, বা সেটা বাস্তবায়নের পর্যায়ে, স্ট্যাটাস বা র‍্যাঙ্ক যাই

হোক – প্রতিটি ব্যক্তি এখানে কাশ্মীরে যুদ্ধাপরাধের দায়ে দায়ি, এবং আন্তর্জাতিক কোর্ট অব জাস্টিসে অবশ্যই তাদের বিচার হতে হবে এবং যুদ্ধাপরাধের দায়ের মাত্রা অনুযায়ী তাদের বিচার হতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন একটাই কাশ্মীরীরাতো মুসলমান তাঁরা কী বিচার পাবে?

তথ্যসূত্র: সাউথ এশিয়ান মনিটর / মডার্ন ডিপ্লোমেসি

মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার ফুলতলা সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে ৬ বাংলাদেশি আহত হয়েছে।

যুগান্তর পত্রিকার বরাতে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার (৩১ অক্টোবর) সকাল ৭টার দিকে উপজেলার ফুলতলা বিওপির সীমান্ত পিলার ১৮২৩/২৬-এস এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি বাপ্পা মিয়া (৩২) উপজেলার পূর্ব বটুলি গ্রামের আব্দুর রউফের ছেলে এবং গুলিবিদ্ধ আব্দুল কালাম (৩০) একই এলাকার সফিক মিয়ার ছেলে। গুলিবিদ্ধ অপর চার বাংলাদেশির নাম-পরিচয় জানা যায় নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে ৮-১০ বাংলাদেশি ভারত থেকে গরু আনতে ফুলতলা সীমান্তে যায়।

এ সময় তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে বিএসএফ ১৬৬ ব্যাটালিয়নের ইয়াকুবনগর ক্যাম্পের সন্ত্রাসী দল।

এতে ছয় বাংলাদেশি গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়। পরে তারা পালিয়ে আসেন।

আফগানিস্তানে ইমারতে ইসলামিয়ার মুজাহিদিন পরওয়ান, খোস্ত, গজনী, নানগাহার, কাপিসা এবং বাঘলান প্রদেশগুলিতে মার্কিন হানাদারদের তরজুমান, গোয়েন্দা বাহিনী এবং সন্ত্রাসী বাহিনীদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে হামলা চালিয়েছেন।

আল ইমারাহ সাইটের বিবরণে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার সকালে পরওয়ান প্রদেশের সদর দফতর, চারিকর শহরের জঙ্গল বাগ এলাকায় পান্জেশির প্রদেশের গোয়েন্দা বাহিনীর অফিসার এবং মার্কিন হানাদারদের তথ্যদাতা ও তরজুমান মুরতাদ আঘারের গাড়িতে মুজাহিদগণ বিস্ফোরণ হামলা চালিয়েছেন। হামলায় সে গুরুতর আহত হয় এবং চিকিৎসার জন্য কাবুল নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিকে, খোস্ত প্রদেশের খোস্ত নগরের ডেরা এলাকায় একই ধরণের বিস্ফোরণে গোয়েন্দা বাহিনী এককর্মকর্তা মুরতাদ খলিল নিহত হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, গত বুধবার ও বৃহস্পতিবারের মধ্যে নানগাহার প্রদেশের পাচির আগাম জেলার নিকটবর্তী সাবার এলাকায় মুজাহিদগণের বোমা হামলায় দুই আফগান মুরতাদ সন্ত্রাসী এবং একই সাথে গজনী প্রদেশের রোজার কোটল এলাকায় চেকপোস্টে দুই মুরতাদ সন্ত্রাসী নিহত হয়।

অপরদিকে, কাপিসা প্রদেশের নাজারিব জেলার আফগানি দারার খলিল খিল এলাকায় চেকপোস্টে হামলায়, ৪ সন্ত্রাসী কর্মী নিহত ও ২ সন্ত্রাসী আহত হয়েছে।

এছাড়াও রাতে মুজাহিদীন বাঘলান জেলার সরকাদ এলাকায় এক সন্ত্রাসীকে হত্যা করে, কালাশিনকভসহ অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র গণিমত লাভ করেছেন।